নিউ ইয়র্ক টাইমস বেস্টসেলার

দ্য চেজ

ক্লাইভ কাসলার

রূপান্তর

এপ্রিল ১৯৫০ : মন্টানা হ্রদের ২৭০ ফুট পানির গভীরতা থেকে তুলে আনা হল একটি বাষ্পীয় লোকোমোটিভ ইঞ্জিন। এর ভেতরেই পড়ে আছে চল্লিশ বছর আগে মারা যাওয়া তিনজন পুরুষের মৃতদেহের অবশিষ্টাংশ।

১৯০৬ : বারো বছর ধরে আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে একজন মাস্টার-মাইন্ড ক্রিমিনাল তার ক্রাইম চালিয়ে যাচ্ছে। এই লোক ঠাণ্ডা মাথায় নিষ্ঠুরভাবে মানুষ খুন করে। এরপরে ব্যাংক ডাকাতি করে ব্যাংকের ভেতরে থাকা সব নগদ টাকা নিয়ে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যায়। নিষ্ঠুরভাবে ডাকাতি করার কারণে সাধারণ মানুষ তার নাম দিয়েছে "বুচার ব্যান্ডিট" (কসাই ডাকাত)।

এই বুচার ব্যান্ডিটকে হাতেনাতে গ্রেফতার করার জন্য নিয়োগ দেয়া হল ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভ এজেন্সির সেরা এজেন্ট আইজ্যাক বেলকে।

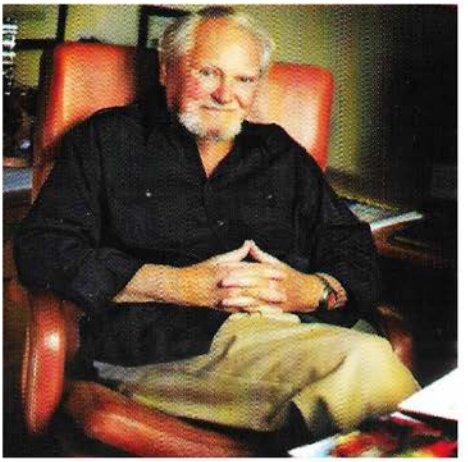
আইজ্যাক বেল তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু বুচার ব্যান্ডিট লোকটা ভীষণ বুদ্ধিমান। নিখুঁতভাবে ব্যাংক ডাকাতি করে সে।

এবং, বুচার ব্যান্ডিট বেলকে যেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল, তার জন্য বেল মোটেও প্রস্তুত ছিল না। শিকারির নিজেরই শিকার হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা।

আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে কুখ্যাত ব্যাংক ডাকাতকে জেলে ঢোকানোর জন্য বেলকে তার সামর্থের সর্বোচ্চটা প্রয়োগ করতে হবে। আইজ্যাক বেল কি পারবে?

www.BanglaBook.org

ISBN 978 984 93117 3 7



ক্লাইভ কাসলার আমেরিকান রোমাঞ্চ উপন্যাসের পুরোধা ব্যক্তিত্ব, ক্লাইভ কাসলারের জন্ম ও বেড়ে ওঠা ক্যালিফোর্নিয়ায়। প্যাসাডোনিয়া সিটি কলেজে দুই বছর পড়েছিলেন, পরে কোরিয়ার সাথে যুদ্ধের সময় বিমান বাহিনীতে নাম লেখান। বিমান বাহিনীতে তার কাজ ছিল বিমান-মেকানিক এবং মিলিটারি এয়ার ট্রান্সপোর্টের ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ারের। ওখানকার চাকরির মেয়াদ শেষ হতেই আমেরিকার বিজ্ঞাপনী সংস্থায় পরিচালক হিসেবে কাজ নেন কাসলার। তার প্রযোজিত রেডিও এবং টিভি বিজ্ঞাপন কান চলচ্চিত্রে উৎসব ছাড়াও আরও বেশ কটি উৎসবে পুরস্কার জিতে নেয়।

১৯৬৫ সাল থেকে লেখালেখি শুরু করেন তিনি, ১৯৭৩-এ আসে তার সবচেয়ে জনপ্রিয় চরিত্র ডার্ক পিট-কে নিয়ে রচিত প্রথম উপন্যাস। ১৯৯৭ সালের মে মাসে তিনি স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্ক থেকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

ক্লাইভ কাসলার আমেরিকার জাতীয় সামুদ্রিক গবেষণা এবং মেরিন এজেন্সি (ন্যাশনাল আন্ডার ওয়াটার এন্ড মেরিন এজেন্সি, সংক্ষেপে নুমার) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এবং তাঁর দুঃসাহসী সহযোগীরা পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার সমুদ্রের তলদেশ থেকে ৬০টির মতো দুর্লভ ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে প্রথম ডুবে যাওয়া সাবমেরিন এই.এস.এস হানলি, কনফেডারেট জাহাজ, নেভি বিমান এবং টাইটানিকের বেঁচে যাওয়া যাত্রীদের উদ্ধার করা জাহাজ, কার্পেথিয়ার ধ্বংসাবশেষ।

ধ্রুপদী গাড়ির বিখ্যাত একটা সংগ্রহশালা আছে কাসলারের ১৪০টিরও বেশি এন্টিক গাড়ির মালিক তিনি। ৪০টিরও বেশি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বই। ১২৫ মিলিয়ন পাঠক ছড়িয়ে আছে সারা পৃথিবী জুড়ে। তাঁর আন্তর্জাতিকভাবে সর্বাধিক বিক্রিত বইয়ের তালিকায় রয়েছে দ্য মেডিটারিনিয়ান কেইপার, আইসবার্গ, ভিক্সেন ০৩, ট্রেজার, ড্রাগন, সাহারা, ইনকা গোল্ড, ডিপ সিক্স প্রভৃতি।

দ্য চেজ

ক্লাইভ কাসলার

রূপান্তর
আরিফ জামান

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলা

দ্য চেজ
ক্লাইভ কাসলার
আরিফ জামান

© প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা-২০১৯

রোদেলা ৫২৭



প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
রুমি মার্কেট (২য় তলা) ৬৮-৬৯, প্যারিদাস রোড
(বাংলাবাজার), ঢাকা-১১০০।
সেল : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
মূল প্রচ্ছদ অবলম্বনে অনন্ত আকাশ

অনলাইন পরিবেশক
http://rokomari.com/rodela

মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণ
আল-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
৫৭, ঋষিকেশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০।

মূল্য: ৪৬০.০০ টাকা মাত্র

THE CHASE By CLIVE CUSSLER
Translated By Arif Zaman
First Published *Ekushe Baimela 2019*
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
68-69, Paridas Road (Banglabazar), Dhaka-1100.
E-mail: E-mail: rodela.prokashani@gmail.com
Web. www.rodelaprokashani.com

Price: Tk. 460.00 Only US $ 10.00
ISBN: 978-984-93117-3-7 Code: 527

উৎসর্গ

আমার বাবা
মরহুম হাজী শেখ ফরিদকে
১০/০৫/২০১৮ তারিখে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছিলেন তিনি

অনুবাদকের কৃতজ্ঞতা

অনুবাদ করার কাজে বিভিন্ন সময়ে আমাকে সহায়তা করেছেন ছোট ভাই রিফাত। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়া, আমার বাবা পরলোকগমন করায় আমার ওপর দিয়ে ভীষণ চাপ যাচ্ছিল। এই সময় আমার পরিবারের সদস্যরা আমার পাশে ছিল, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবশেষে, যার কথা না বললেই নয়, রোদেলা প্রকাশনীর সম্মানিত প্রকাশক রিয়াজ খান; বইটির পাণ্ডুলিপির জন্য দীর্ঘ সময় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছেন তিনি। আমার ওপর আস্থা হারাননি, সব সময় ভরসা দিয়ে এসেছেন। আমি তার কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি, আরও আগে পাণ্ডুলিপির কাজ শেষ করতে না পারায়। তার ধীর, স্থির, শান্ত স্বভাব এবং সবদিক ম্যানেজ করে চলার ক্ষমতা দেখে আমি মুগ্ধ। একজন ম্যাচিউরড, পরিপক্ব প্রকাশক তিনি। তাঁর প্রকাশনীর হয়ে কাজ করতে পেরে আমি গর্বিত।

পাঠক, আপনাকে অভিনন্দন। আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এত মোটা বইটি পড়ে শেষ করতে পেরেছেন আপনি। অনুবাদ নিয়ে কোনো অভিযোগ, পরামর্শ, প্রশংসা, সমালোচনা, অসন্তুষ্টি, অপ্রাপ্তি থেকে থাকলে নির্দ্বিধায় আমার ফেসবুক পেজে ইনবক্স করতে পারেন।

www.facebook.com/Arif8719
আরিফ জামান

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org



বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

অতীত থেকে উঠে আসা ভূত
এপ্রিল ১৫, ১৯৫০
ফ্ল্যাটহেড লেক, মন্টানা

হ্রদের গভীর থেকে লোকোমোটিভটিকে (রেল ইঞ্জিন) এমনভাবে উঠিয়ে আনা হল, যেন এটি সাগরের তলার এক অশুভ দানো। সবুজ আঠালো পদার্থের একটা আবরণ ওই লোকোমোটিভটির ক্যাব এবং বয়লারকে আবৃত করে রেখেছে। লোকোমোটিভটির গায়ে লেগে আছে হ্রদের তলার ধূসর-বাদামী পলিমাটি। ওই পলিমাটি আবার লোকোমোটিভটির গা থেকে পিছলে পিছলে হ্রদের শীতল পানিতে ঝপাৎ শব্দ তুলে আছড়ে পড়ছে।

পুরনো আমলের বাষ্পীয় শক্তিতে চালিত এই লোকোমোটিভটিকে কাঠ-নির্মিত বজরার সাথে লাগানো বিশালাকৃতির একটি ক্রেইনের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ধীরে ধীরে লোকোমোটিভটিকে পানির উপরিভাগ থেকে ওপরে টেনে তোলা হল। লোকোমোটিভটির গা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় কাদামাটি চুইয়ে পড়ার পড়েও ক্যাবের পার্শ্ব-জানালার নিচে লেখা ৩০২৫ সংখ্যাটি পড়া যাচ্ছে।

ফিলাডেলফিয়ার বাল্ডউইন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস কর্তৃক নির্মিত, "৩০২৫" নামের এই লোকোমোটিভ ইঞ্জিনটি কারখানা থেকে বের হয় ১৯০৪ সালে ১০ই এপ্রিলে।

"প্যাসিফিক" ক্লাস লোকোমোটিভ ইঞ্জিন এমনিতে বিশাল আকারের হয়। এই হাই-ড্রাইভ-হুইলড বাষ্পচালিত ইঞ্জিনটি ঘণ্টায় ৯০ মাইল গতিতে দশটি যাত্রীবাহী রেলগাড়ি টানতে সক্ষম।

এই লোকোমোটিভটি ৪-৬-২ নামে পরিচিত, কারণ এর সামনে আছে ৪ চাকার ট্রাক, বয়লারের ঠিক নিচে আছে ৬টি বিশাল ড্রাইভ হুইল এবং ক্যাবের নিচে আছে আরও ২টি ছোট হুইল।

লিভার চালিয়ে বয়সী ৩০২৫ নামের লোকোমোটিভটইকে আলতো করে মেইন ডেকের ওপরে নামিয়ে রাখল ক্রেইন অপারেটর। লোকোমোটিভ

BanglaBook.org

ইঞ্জিনটির ওজনের চাপে জলে ভাসমান বজরাটি পানির তিন ইঞ্চি নিচে দেবে গেল। বজরার ক্রুরা শ্রদ্ধা-মিশ্রিত ভয়ের সাথে লোকোমোটিভটির দিকে চেয়ে রইল। লোকোমোটিভটি প্রায় মিনিট-খানেক ওভাবেই ওখানটায় পড়ে রইল। এরপর ৬ জন মানুষ একপর্যায়ে বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হল। তারা সামনে এগিয়ে এসে লোকোমোটিভের সাথে সংযুক্ত ক্রেইনের তারটি বিচ্ছিন্ন করল।

"পঞ্চাশ বছর ধরে পানির তলায় ছিল এই লোকোমোটিভটি। তার পরেও এটি খুব ভালো অবস্থায় আছে," বব কফম্যান বিড়বিড় করে বললেন। জীর্ণ-শীর্ণ পুরনো বজরার স্যালভেজ সুপারিন্টেনডেন্ট তিনি। ওই বজরাটি এই লোকোমোটিভের মতোই প্রাচীন আমলের, সেই ১৯২০ সাল থেকে একে হ্রদ এবং এর সংলগ্ন উপনদীতে ড্রেজিঙের কাজে লাগানো হচ্ছে।

বজরার স্যালভেজ সুপারিন্টেনডেন্ট বব কফম্যান একজন বিশাল-দেহী, বন্ধুত্ব-পরায়ণ মানুষ। মজার কিছু শুনলেই হাসি আটকাতে পারেন না। সূর্যের তলায় দীর্ঘ সময় কাটানোর কারণে তার চেহারা লালচে হয়ে গেছে। এই বজরায় তিনি সাতাশ বছর যাবত কাজ করছেন। এখন তার বয়স পঁচাত্তর বছর। তিনি আরও বহুদিন আগেই অবসরে চলে যেতে পারতেন, কিন্তু তিনি ঠিক করেছেন ড্রেজিং কোম্পানি তাকে যতদিন রাখবে ততদিন তিনি কাজ চালিয়ে যাবেন। বাসায় বসে পত্রিকার ধাঁধা মেলানোর জীবন তার খুবই অপছন্দের।

বব কফম্যানের পাশে একজন অপরিচিত মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তিনি পাশে দাঁড়ানো মানুষটিকে মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। তার ধারণা, এই লোকটির বয়স তার চেয়ে কিছুটা বেশিই হবে।

"লোকোমোটিভটিকে দেখে আপনার কী মনে হচ্ছে?" কফম্যান মানুষটির কাছে জানতে চাইলেন।

বব কফম্যানের মুখে এই প্রশ্ন শুনে লোকটি ঘুরে তাকাল। লোকটা লম্বা, শরীর এখনও চিকন, মাথা-ভরা রুপালি চুল, বয়স আশির কাছাকাছি। চেহারায় ভাঁজ পড়েছে। তিনি চিন্তিত ভঙ্গিতে লোকোমোটিভটির দিকে চেয়ে রইলেন। রুপালি গোঁফ তার ওপরের ঠোঁটটিকে এমনভাবে আবৃত করে রেখেছে, যেন একে বহু বছর আগেই সেখানে রোপণ করে রাখা হয়েছে। ওই গোঁফের রং তার ভ্রু-এর সাথে ম্যাচ করা। তার ভ্রু-ও বয়সের সাথে সাথে বেশ ঘন হয়ে গিয়েছে। তিনি মাথা থেকে একটি দামী পানামা হ্যাট তুললেন, এরপর রুমাল বের করে মুছলেন কপালের ঘাম।

BanglaBook.org

হেঁটে হেঁটে ভগ্নপ্রায় লোকোমোটিভটির কাছ পর্যন্ত গেলেন তিনি, ওটা তখন ডেকের ওপরে আরাম করে বসে আছে।

লোকটা চোখ ঘুরিয়ে লোকোমোটিভটির ক্যাবের দিকে তাকাল। ক্যাবের মই থেকে তখন ময়লা-মিশ্রিত পানি চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে।

"লোকোমোবিলটির গায়ে ভয়াবহ পরিমাণে কাদা লেপটে আছে," তিনি অবশেষে বললেন, "তারপরেও এই লোকোবোবিলটি এখনও দারুণ দৃষ্টি-সুখকর। আশা করা যায়, একটা রেলওয়ে মিউজিয়াম প্রয়োজনীয় তহবিল নিয়ে এগিয়ে আসবে, যাতে এই লোকোমোবিল ইঞ্জিনটিকে মিউজিয়ামের ডিসপ্লে-কেসে রাখা যায়। এমনটা হওয়া স্রেফ সময়ের ব্যাপার।"

"ভাগ্য ভালো যে স্থানীয় একজন জেলে তার আউট-বোর্ড ইঞ্জিনটা হারিয়ে ফেলে। ওই ইঞ্জিন হারিয়ে ফেলার কারণেই সে হ্রদের তলায় ওটার খোঁজ করতে নামে। এবং পরবর্তীতে হ্রদের তলদেশে গিয়ে ওই জেলে এই লোকোমোটিভটিকে খুঁজে পায়। নাহলে এই লোকোমোটিভটি হয়তো আরও অর্ধ-শতাব্দী সময় ধরে হ্রদের তলাতেই পড়ে থাকতো।"

"হ্যাঁ, এই লোকোমোটিভটিকে খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারটা পুরোপুরিই ভাগ্য," লম্বা, রুপালি চুলের মানুষটি বব কফম্যানের সাথে একমত।

কফম্যান সামনে এগিয়ে এসে বিশাল ড্রাইভ হুইলের একটিতে হাত রাখলেন, তার চেহারায় আবেগ খেলে গেল। "আমার বাবা ইউনিয়ন প্যাসিফিক কোম্পানিতে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করতেন," কফম্যান বললেন। "তিনি সবসময় বলতেন, প্যাসিফিক-টাইপ লোকোমোটিভ হচ্ছে তার চালানো সবচেয়ে ভালো ইঞ্জিন। সেরকম কোনো ট্রেনকে ইয়ার্ডে এনে রাখলে তিনি মাঝে মাঝে আমাকে তার ক্যাবে বসতে দিতেন। প্যাসিফিক ক্লাস বেশির ভাগ সময়ই যাত্রী টানত, কারণ এর ইঞ্জিনটা ছিল অনেক দ্রুতগতির।"

কফম্যান তাকিয়ে দেখলেন, ক্যানভাসের স্যুট পরে থাকা একদল ডুবুরি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের মাথায় মার্ক ভি হ্যাট, বুকের চারপাশে ওয়েট বেল্ট এবং পায়ে ডাইভিং বুট। গায়ে যতকিছু চাপিয়েছে তার ওজন সব মিলিয়ে দেড়শ পাউন্ডের মতো হবে।

লম্বা লোকটি কফম্যানকে সাথে নিয়ে চুপ করে এসব দেখতে থাকলেন।

বজরাটিতে যেসব ক্রু আছে তাদের পরনে ময়লা পোশাক এবং ওভারঅল। ক্রুদের মাঝে এই লোকটিকে দেখতে অস্বাভাবিক লাগছে। কারণ, তার পরনে বাদামী স্ল্যাক, কাশ্মীরী জ্যাকেটের নিচে কাশ্মীরী

BanglaBook.org

সোয়েটার। তার জুতা সুন্দরভাবে পালিশ করা, তেলে ভেজা ডেকের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকার পরেও ওই জুতোজোড়া তার চকচকে ভাব ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

লোকটি ক্যাবের সিঁড়ির দিকে চলে যাওয়া কাদামাটির ভারী স্তরের দিকে তাকালেন। এরপর ঘুরলেন কফম্যানের দিকে। "একটা মই নিয়ে আসুন যাতে আমরা ক্যাবের ভেতরে যেতে পারি।"

কফম্যানের ধারে কাছেই একজন ক্রু দাঁড়িয়েছিল। তাকে নির্দেশ দিতেই সে দ্রুতগতিতে একটি মই নিয়ে এলো। মইটিকে ক্যাবের মেঝের সাথে ঠেকনো দেয়া হল। ওই মই বেয়ে বেয়ে সুপারিন্টেনডেন্ট প্রথমে ক্যাবে উঠলেন, আর তাকে অনুসরণ করলেন বয়স্ক পর্যবেক্ষকটি।

প্রথম দেখায় মনে হয়েছিল ক্যাবের ভেতরে কিছু নেই। ক্যাবের বয়লারের ওপরে থাকা ভালভ, পাইপ এবং লিভার কাদায় আবৃত হয়ে আছে। ওগুলো থেকে সবুজ আগাছার শুঁড় জন্মেছে। ক্যাবের ভেতরে থাকা কাদা হাঁটু পর্যন্ত গভীর। কিন্তু লম্বা, চুপচাপ পর্যবেক্ষকটি এসব লক্ষ করছেন বলে মনে হল না। তিনি হাঁটু গেড়ে বসলেন। তার চোখে ধরা পড়ল, ক্যাবের ভেতরে পড়ে আছে তিনটি কুঁজো লোক। তারা ছোটখাটো পাহাড়ের মতো কাদার মাঝে উঁচু হয়ে শুয়ে আছে।

"এরা কে?" বব কফম্যান জিজ্ঞেস করলেন।

"ইঞ্জিনিয়ার এবং ফায়ার-ম্যান," তিনি ঘোষণা করলেন।

"আপনি নিশ্চিত?"

তিনি সায় দিলেন। "আমি নিশ্চিত। ইঞ্জিনিয়ারের নাম হচ্ছে লেই হান্ট। তার এক স্ত্রী আর দুটো সন্তান ছিল। সন্তান দুজন এখন মধ্যবয়স্ক। ফায়ার-ম্যানের নাম ছিল রবার্ট কার। ওই দুর্ঘটনায় মারা না পড়লে রবার্ট কারের কিছুদিন পরেই বিয়ে করার কথা ছিল।"

"আর তৃতীয় লোকটি কে?"

"ওর নাম ছিল অ্যাবনার উইড। গুণ্ডা টাইপের মানুষ ছিল। সে হান্ট এবং কারের পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে তাদেরকে ইঞ্জিন চালাতে বাধ্য করেছিল।"

"এদেরকে মোটেও সুন্দর দেখাচ্ছে না," কফম্যান বিড়বিড় করল, চোখের সামনে যা দেখছেন তা উনার কাছে বিতৃষ্ণা জনক ঠেকছে। "কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে ওরা কংকালে পরিণত হল না কেন।"

"দেখুন, লবণাক্ত পানিতে মারা গেলে ওদের দেহের কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। কিন্তু ফ্ল্যাটহেড লেকের শীতল, স্বাদু পানি ওদের দেহকে

BanglaBook.org

ভালোভাবেই সংরক্ষণ করেছে। আপনি যা দেখছেন তা হচ্ছে এডিপোস টিস্যু, এতে চর্বি জমা থাকে। পানিতে ডুবে গেলে এই টিস্যু ভেঙে ভেঙে যায়। দেহকে নরম, চটচটে একটি রূপ দেয় যাকে স্যাপোনিফিক্যাশন নামে ডাকা হয়।"

"আমাদের এবার শেরিফকে খবর দেয়া উচিত, এরপর এখানে একজন করোনারকে নিয়ে আসতে হবে।"

"এতে কাজে দেরী হয়ে যাবে না তো?" আগন্তুক জানতে চাইল।

কফম্যান তার মাথা নাড়ল। "না, এতে কোনোকিছুই ধীর হবে না। রিলিফ ডাইভারদের দল যখনই লিফট ক্যাবল সংযুক্ত করবে, আমরা কয়লা রাখার ছোট গাড়িটিকে তুলে নিয়ে আসব।"

"ওই সংযুক্ত গাড়িটিতে কী আছে সেটা দেখা আমার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ।"

"দেখতে পাবেন।" কফম্যান লোকটির দিকে তাকাল, ওর মনের কথা পড়ার নিষ্ফল চেষ্টা করছে। "কাজ সহজ করার জন্য কয়লা রাখার গাড়িটিকে আগে পাকড়াও করতে হবে। যদি আমরা কয়লার গাড়িকে সংযুক্ত গাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন না করি, বিপর্যয়কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। এটা হয়তো লোকোমোটিভের মতো ভারী না, কিন্তু আমরা যদি সাবধান না থাকি এটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়তে পারে। এই কাজ খুবই সাবধানে করতে হবে। তাছাড়া, ব্যাগেজ কারের সামনের দিকটাও কয়লা গাড়ির নিচে অর্ধেক নিমজ্জিত।"

"এটা ব্যাগেজ কার না। এটা একটা বক্স-কার, অথবা একে ফ্রেইট কার-ও (মালবাহী গাড়ি) বলা যায়।"

"আপনি কিভাবে এটা জানলেন?"

লোকটা এই প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেল। "কয়লা-গাড়িটিকে আগে উঠান। আপনিই এখানকার ইন-চার্জ।"

কফম্যান স্থির চোখে কুৎসিত দলা তিনটির দিকে চেয়ে রইলেন। বিশ্বাস করা যায় না, ওরা এককালে মানুষ ছিল। "ওরা এখানে এলো কিভাবে? হ্রদের মাঝখানে একটা ট্রেন? এতগুলো বছর ধরে এটা নিখোঁজ অবস্থায় এখানে পড়ে রইল? কী করে সম্ভব?"

লম্বা লোকটি নীলাভ হ্রদের দিকে চোখ রাখলেন। "চুয়াল্লিশ বছর আগে, এখানে একটা ফেরি ছিল। ওই ফেরিটি মালবাহী ট্রেনকে হ্রদের এই পাড় থেকে ওই পাড় পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেত।"

BanglaBook.org

"এখন মনে পড়ছে, ব্যাপারটা ছিল সত্যিই খুব অদ্ভুত," কফম্যান ধীরে ধীরে বলল। "পত্রিকা আর সাউদার্ন প্যাসিফিকের কর্তারা রিপোর্ট করেছিল যে এই ট্রেন চুরি হয়ে যায়। আর আমার যদ্দুর মনে পড়ে, তারিখটি ছিল ১৯০৬ সালের ২১ এপ্রিল।"

বৃদ্ধ লোকটি হাসল। "কোম্পানির বানানো মিথ্যা গল্প। ওই ট্রেন চুরি যায়নি। ওই ইঞ্জিন ভাড়া নেয়ার জন্যে একজন রেল-রোড ডিসপ্যাচারকে ঘুষ দেয়া হয়েছিল।"

"ওই ফ্রেইট কারে নিশ্চয়ই মূল্যবান কিছু ছিল যার জন্য খুন করাও সাজে," কফম্যান বলল। "স্বর্ণের চালান যাচ্ছিল মনে হয়।"

বৃদ্ধ লোকটি এই কথায় নড করল। "গুজব ছড়িয়েছিল যে ওই ট্রেনে স্বর্ণ আছে। তবে সত্যিটা হচ্ছে ওখানে স্বর্ণ ছিল না, ছিল নগদ টাকা।"

"চুয়াল্লিশ বছর!" কফম্যান বলল। "একটা নিখোঁজ ট্রেনের জন্য সময়টা অনেক দীর্ঘ। হয়তো ওই টাকা এখনও বক্স-কারের ভেতরেই পড়ে আছে।"

"হতে পারে, কে জানে!" লম্বা লোকটি বলল, দিগন্তের দিকে চেয়ে আছেন। "হয়তো ভেতরে গেলেই আমরা এই প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজে পাব।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ১
বুচার ব্যান্ডিট

জানুয়ারি ১০, ১৯০৬ বিসবী, অ্যারিজোনা

বিসবীর মুন এভিনিউয়ে এসে কেউ যদি হেলতে দুলতে থাকা বৃদ্ধ মাতালটিকে দেখত, সে নির্ঘাত এই লোক আসলে যেটা না সেটা ভেবে ভুল করে বসতো। ওরা হয়তো ভাবত, এই লোকটি শহরের তলার খনি-সমৃদ্ধ পর্বতমালায় কাজ করে করে বয়সের আগেই বুড়িয়ে গেছে।

লোকটার শার্ট ময়লা। গোসল না করায় শরীর থেকে ভয়ানক দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। একটা ফিতা তার জোড়াতালি দেয়া ছিন্নভিন্ন প্যান্টকে কোনোমতে কোমরে প্যাঁচিয়ে রেখেছে। এবং তার পায়ের বুটজুতোর এমনই হাল হয়েছে যে এটাকে বহু আগেই ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া উচিত ছিল।

লোকটার তেলতেলে চুল কাঁধের ওপরে ঝুলছে। বহুদিন ক্ষুরের স্পর্শ না পাওয়ায় লোকটার মুখের দাড়ি তার ফুলে ওঠা পেট ছুঁই-ছুঁই করছে। লোকটার চোখজোড়ার রং এত ঘন বাদামি যে একে প্রায় কালো বলা চলে। ওই চোখে আবেগের ছিটেফোঁটাও নেই। ওই চোখ দুটো শীতল এবং শয়তানিতে পরিপূর্ণ। এক জোড়া গ্লাভস তার হাত দুটোকে ঢেকে রেখেছে। ওই হাত কখনও শাবল বা কোদাল ছুঁয়ে দেখেনি।

লোকটা এক হাতে একটা পুরনো পাটের বস্তা বহন করছে। বস্তাটাকে বাইরে থেকে দেখে খালি বলে মনে হয়। প্রায় খামখেয়ালি-ভাবে, ময়লা বস্তাটিতে অংকিত আছে "ডগলাস ফিড এন্ড গ্রেইন কোম্পানি, ওমাহা, নেব্রাস্কা" কথাগুলো।

বৃদ্ধ লোকটি এক মিনিটের জন্য মুন এভিনিউ এবং টম্বস্টোন ক্যানিয়ন রোডের কোনায় রাখা বেঞ্চের সামনে থামল। তার পেছনে আছে একটি স্যালুন (মদের দোকান)। দিনের মাঝামাঝি হওয়ায় এবং এর সাধারণ খদ্দেররা সবাই খনিতে কাজ করতে যাওয়ায় স্যালুনটি তখন প্রায় ফাঁকা। যেসব মানুষ কেনাকাটা করার জন্য খনি শহরটিতে এসেছে তারা লোকটির দিকে একবার চেয়েই বিরক্ত ভঙ্গিতে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

BanglaBook.org

আশেপাশে লোকেরা যখনই তাকে পেরিয়ে যাচ্ছিল, সে প্যান্টের পকেট থেকে একটা হুইস্কির বোতল টান দিয়ে বের করছিল। আর ওই বোতল থেকে ঢকঢক করে মদ পান করছিল। এরপর পান করা হয়ে গেলে আবার ওই বোতলটিকে প্যান্টের পকেটে চালান করে দিচ্ছিল। কেউ জানে না, যে ওই পানীয় আসলে হুইস্কি না, সাধারণ চা।

জুন মাসের পক্ষে দিনটি বেশ গরম; লোকটা আন্দাজ করল তাপমাত্রা খুব সম্ভবত নব্বই ডিগ্রি পেরিয়ে গেছে। সে হেলান দিয়ে বসে সামনের দিকে তাকাল। রাস্তার ওই পাড়ে একটা ট্রলি-কার যাচ্ছে। ট্রলি-কারটিকে টানছে একটি বয়স্ক ঘোড়া। বিদ্যুৎ-চালিত মোটর ট্রলি এখনও বিসবীতে পৌঁছায়নি। রাস্তায় চলা যানবাহনের বেশির ভাগই ঘোড়ায় টানা ওয়াগন অথবা বগী-গাড়ি। এই শহরে হাতে গোণা কয়েকটি মোটর-গাড়ি ও ডেলিভারি-ট্রাক আছে এবং এদের কোনোটিকেই আশেপাশে দেখা যাচ্ছে না।

সে এই শহর সম্পর্কে এতটুকু জানে যে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ১৮৮০ সালে। শহরটির নামকরণ করা হয় বিচারক ডিউইট বিসবীর নামে, তিনি ছিলেন কপার কুইন মাইনের অন্যতম বিনিয়োগকারী। এখানে জনবসতি বেশ ভালো, লোকসংখ্যা প্রায় ২০,০০০। এই সংখ্যা সান ফ্রান্সিসকো এবং সেন্ট লুইসের চেয়েও বেশি। এই শহরে অনেক খনি-শ্রমিকের বাস। তারা পরিবার নিয়ে ছোট আয়তনের কাঠের বিল্ডিঙে থাকে। তা সত্ত্বেও, শহরের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি হচ্ছে এখানকার স্যালুন এবং আঁধারের মাঝে চলাফেরা করা বেশ্যা মহিলাদের ছোটখাটো একটা আর্মি।

লোকটির মাথা বুকের কাছে নোয়ানো, বাইরে থেকে তাকে দেখে পুরো মাতাল বলে মনে হয়। কিন্তু এটা আসলে স্রেফ তার অভিনয়। লোকটি তার চারপাশে চলাচল করা মানুষদের প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে সচেতন। মাঝে মাঝেই, সে রাস্তার ওই পাড়ের বিসবী ন্যাশনাল ব্যাংকটিকে দেখছে। আগ্রহ নিয়েই দেখছে। যদিও চোখ অর্ধেক বুজে রেখেছে।

একটি ট্রাক ঘরঘর শব্দ তুলে ব্যাংকের দিকে যাচ্ছে। ওই ট্রাকে শুধু একজন গার্ড আছে। সে ট্রাক থেকে নামল। গার্ডের হাতে বড়সড় একটি ব্যাগ, ওখানে নতুন ছাপানো টাকা আছে। অল্প কয়েক মিনিট পরে, ব্যাংকের টেলার (গণনাকারী) ওই গার্ডকে ভারি একটি সিন্দুক দরজার মাঝ দিয়ে ট্রাক পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করল।

লোকটি জানে, এটি হচ্ছে স্বর্ণের চালান। স্থানীয় খনিতে উৎপাদিত তিন মিলিয়ন আউন্স স্বর্ণ। কিন্তু স্বর্ণ নিয়ে তার আগ্রহ নেই। এটার ওজন অনেক এবং একা একজনের পক্ষে এত ওজন সামলানো বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। নগদ টাকার কারণেই সে বিসবীতে এসেছে, হলদে ধাতুর জন্য না।

BanglaBook.org

সে দেখল ট্রাকটি দূরে চলে যাচ্ছে এবং দুজন লোক, এরা হচ্ছে ফেলপস ডজ মাইনিং কোম্পানির সিকিউরিটি গার্ড, ব্যাংক থেকে বেরিয়ে এলো। আগামীকাল কোম্পানি খনি শ্রমিকদের বেতন দেবে, তাই এরা সেই বেতনের টাকা ব্যাংককে প্রদান করেছে। লোকটি নিজের মনে মনে হাসল, বুঝতে পারছে বিসবী ন্যাশনাল ব্যাংকের সম্পদ এবারে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।

সে এই ব্যাংকটির ওপরে গত ২ সপ্তাহ ধরে নিয়মিত নজর রাখছে। ব্যাংকে যেসব লোক নিয়মিত আসা-যাওয়া করে, তারা এখন তার মুখ-চেনা। ওই লোকেরা কখন আসে-যায় সেই সময়টাও সে খেয়াল করেছে। সে সন্তুষ্টচিত্তে ভাবল, ব্যাংকে এখন টেলার এবং মালিক/ম্যানেজার ছাড়া আর কেউ নেই। সে তার হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল, এরপর নিজেই নিজেকে নড করল।

আলসে ভঙ্গিতে, বৃদ্ধ-মাতাল লোকটি বেঞ্চ থেকে উঠে আড়মোড়া ভেঙ্গে ব্যাংকের দিকে যাওয়ার পথ ধরল। সে এক কাঁধে পাটের তৈরি একটা বড়সড় আকারের খালি বস্তা বহন করছে। ব্যাংকের ভেতরে পা রাখতে যাবে, ঠিক তখনই একজন মহিলা অপ্রত্যাশিতভাবে লোকটার সামনে চলে এলো। মহিলা চোখে ঘৃণা নিয়ে নোংরা পোশাক পরা লোকটিকে দেখল, এরপর ব্যাংকে ঢুকে গেল। যদিও এই মহিলা লোকটির পরিকল্পনায় ছিল না, তবুও লোকটি ঠিক করল বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা না করে ব্যাপারটি সে সামলে নেয়ার ব্যবস্থা করবে। সে রাস্তাটি এক নজরে দেখে নিলো, এরপর মহিলাকে অনুসরণ করে ব্যাংকের ভেতরে ঢুকল।

ব্যাংকের ভেতরে ঢুকেই সে দরজা বন্ধ করে দিল। টেলার তখন ভল্টে, মহিলাটি তার জন্য অপেক্ষা করছিল। লোকটি তার বুট থেকে মডেল ১৯০২ কোল্ট পয়েন্ট থার্টি এইট ক্যালিবার অটোমেটিক বের করল।

মহিলার ঘাড়ের কাছে পিস্তলের শীতল ব্যারেল স্পর্শ করাল। সন্তুষ্টচিত্তে লক্ষ করল মহিলাটি তার দেহটিকে ধীরে ধীরে ভাঁজ করে দিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ছে। কাজটা এতই হঠাৎ করে এবং চুপচাপে করা হল যে ব্যাংকের মালিক তার অফিস থেকে কিছুই শুনতে পেল না।

এরপর মাতাল খনি-শ্রমিক আচমকা পরিণত হল ব্যাংক ডাকাতে। সে লাফ দিয়ে কাউন্টার পেরিয়ে মালিকের অফিসে প্রবেশ করল। এরপর তার মাথায় পিস্তল ঠেকাল। সে নিষেধ করে দেয়ার ভঙ্গিতে নিচু-স্বরে বলল, "টেলারকে বলো সে যেন এখুনি তোমার অফিসে আসে।"

টাক-মাথা, চর্বি-বহুল, বিস্মিত ব্যাংক মালিকের বাদামি চোখে ভয়ের লক্ষণ ফুটে উঠল। কোনো রকম তর্কে না জড়িয়ে, সে চিৎকার করে ডাকল, "রয়, এদিকে আসো।"

BanglaBook.org

"এখুনি আসছি, মিস্টার কাসল," রয় ভল্টের ভেতর থেকে বলল।

"ওকে বলো ভল্ট খোলা রাখতে," ব্যাংক ডাকাত শান্ত ভঙ্গিতে বলল, তার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ।

"রয়, ভল্টের দরজা বন্ধ কোরো না," কাসল ডাকাতের দেয়া নির্দেশ পালন করল।

রয় ভল্ট থেকে সরে গেল, একহাতে খতিয়ান বই ধরে রেখেছে। কাউন্টারের নিচে শুয়ে থাকা অচেতন মহিলাটিকে রয়ের চোখ এড়িয়ে গেল। সে কোনোরকম সন্দেহ না করেই কাসলের অফিসের ভেতরে পা রাখল এবং আচমকা বিস্ময়ে জমে গেল যখন দেখল একজন ডাকাত তার বসের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছে। ডাকাতটি পিস্তলের ব্যারেল ক্যাসেলের মাথা থেকে সরিয়ে সেটি ভল্টের দিকে ইশারা করল।

"তোমরা দুজনেই।" সে শান্তস্বরে বলল, "ভল্টে ঢুকো।"

ডেস্ক থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ভল্টের দিকে রওনা হল কাসল, বাধা দেয়ার কথা কেউ মাথাতেও আনল না। অন্যদিকে ডাকাতটি দ্রুততার সাথে জানালার মাঝ দিয়ে রাস্তাটিকে একবার পরখ করে নিলো, দেখে নিচ্ছে কেউ ব্যাংকে আসার পথ ধরেছে কি-না। কেনাকাটা করতে বের হওয়া কয়েকজন মহিলা এবং একটি বিয়ার-বাহী ওয়াগন ছাড়া, রাস্তাটি একদম নিঝুম।

ভল্টের ভেতরটা বেশ ভালোভাবেই আলোকিত, ইস্পাতের সিলিং-এ এডিসন ব্রাস বাতি ঝুলছে।

স্বর্ণ রাখার সিন্দুক বাদে, মাইনিং কোম্পানিগুলো খনি শ্রমিকদের যে বেতন দেবে সেই টাকাই বেশির ভাগ তাক দখল করে রেখেছে। ডাকাত তার পাটের বস্তাটি টেলারের দিকে ছুড়ে মারল।

"ওকে, রয়। এই বস্তা নগদ টাকা দিয়ে ভর্তি করে ফেলো।"

রয় নির্দেশ মোতাবেক কাজ করল। কাঁপা-কাঁপা হাতে, সে রাশি রাশি টাকার বান্ডিল বস্তায় ভরতে শুরু করল। তার কাজ শেষ হতেই দেখা গেল, বস্তাটি টানটান হয়ে ফুলে উঠেছে। বাইরে থেকে এই বস্তাটিকে দেখে ভালোভাবে পরিপূর্ণ একটি লন্ড্রি-ব্যাগ বলে ভ্রম হয়।

"এবার, মেঝেতে শুয়ে পড়," ডাকাতটি রয় এবং কাসলকে হুকুম করল।

কাসল এবং রয়, ওরা ধারণা করছে ডাকাতটি এবার টাকা নিয়ে এখান থেকে পালানোর পথ ধরবে, মেঝেতে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল ওরা, দুই হাত মাথার ওপরে রাখা। ডাকাতটি এরপর উলের তৈরি মোটা একটি স্কার্ফ তার পকেট থেকে বের করে সেটিকে তার পিস্তলের মুখের চারপাশে মোড়াল। এরপর কায়দা করে মানুষ দুজনের মাথা বরাবর গুলি চালিয়ে দিল। বুলেট ছোড়ার তীক্ষ্ণ আওয়াজের বদলে শুধু দুবার জোরালো থাম্প-থাম্প শব্দ হল।

BanglaBook.org

এরপর এক মুহূর্ত-ও দ্বিধা না করে, সে বস্তাটি এক কাঁধের ওপর ফেলে ভল্ট থেকে হেঁটে বেরিয়ে এলো, পেছনে ফিরে তাকাল না।

দুর্ভাগ্যক্রমে, ডাকাতটার কাজ তখনও শেষ হয়নি। কাউন্টারের নিচে থাকা মহিলাটি গুঙিয়ে উঠল এবং কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চাইল। কিন্তু ডাকাতটি নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকে ওই মহিলার মাথায়ও গুলি করে দিল ঠিক যেভাবে সে একটু আগে ব্যাংক মালিক এবং টাকা গণনাকারী টেলারকে হত্যা করেছে। ডাকাতটার চেহারায় অনুশোচনা বা আবেগের ছিটেফোঁটাও দেখা গেল না। এই মানুষগুলোর সন্তান আছে কী নেই সে ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই। সে মাত্রই তিনজন নিরস্ত্র মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে এবং এখন এমন ভান করছে যেন এটা পিঁপড়ার ঢিবি পা দিয়ে মাড়িয়ে দেয়ার মতোই সাধারণ ব্যাপার।

স্কার্ফ দিয়ে মুড়িয়ে রাখা পিস্তলের মুখ থেকে বুলেটের কার্টিজটি মেঝেতে পড়ার আওয়াজ ডাকাতটির কানে এসেছিল। সে ওটা খোঁজার জন্য থামল। কিন্তু ওই কার্টিজ আর খুঁজে পাওয়া গেল না। ডাকাতটা এরপর হাল ছেড়ে দিয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ব্যাংক থেকে বেরিয়ে এলো। সন্তুষ্টচিত্তে লক্ষ করল, গুলি বের হওয়ার চাপা আওয়াজ কারুর কান পর্যন্ত পৌঁছায়নি।

নগদ টাকায় ফুলে ওঠা পাটের বস্তাটি কাঁধে নিয়ে ডাকাতটি ব্যাংকের পেছনের গলি দিয়ে হেঁটে চলল। গলির পাশের একটা সিঁড়ি-ঘরের ভেতরে ঢুকে আড়াল নিলো সে, ওখানে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। এরপর সে তার পরনের নোংরা জামা-কাপড় খুলে ফেলল। সেই সাথে ধূসর পরচুলা এবং দাঁড়ি-ও। এগুলো তার ছদ্মবেশ ধারণের উপকরণ। এর সবকিছু সে ছোট একটা ভ্যালিসে (চামড়ার ছোট ব্যাগ) চালান করে দিল।

তখনই দেখা গেল, লোকটির পরনে একটি দামি স্যুট। ডাকাতটি একটা বোওয়ার হ্যাট মাথায় পরল, ঢেকে দিচ্ছে পরিপাটিভাবে ব্রাশ করা নিজের লালচে চুলকে। সে এরপর গলায় টাই লাগাল, তবে তার আগে পায়ের বুটজুতো ভ্যালিসে ঢুকিয়ে নিতে ভুলল না। ডাকাতটা মানুষ হিসেবে খাটো প্রকৃতির। ওই বুটজুতোর হিল এবং সোল তার উচ্চতা প্রায় দুই ইঞ্চি পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এরপর সে টান দিয়ে এক-জোড়া ইংলিশ-মেইড চামড়ার জুতো বের করল, এটার হিলে লিফট লাগানো আছে যার ফলে তাকে কিছুটা লম্বা দেখাবে। এরপর সে তার মনোযোগ ফেরাল চামড়ার বড়সড় সুটকেসটির দিকে। ওই সুটকেসটি হার্লি-ডেভিডসন মোটরসাইকেলের সাথে থাকা ক্যানভাসের তেরপলের নিচে লুকিয়ে রেখেছিল সে।

কয়েক সেকেন্ড পরে পরেই ডাকাতটি গলির এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত নজর বুলিয়ে নিচ্ছে। কারণ সে আশঙ্কা করছে কেউ হয়তো তাকে দেখে ফেলবে।

BanglaBook.org

ডাকাতটার মোটরসাইকেলের পেছনের চাকার ওপরের র‍্যাকে একটা সুটকেস বেঁধে রাখা হয়েছে। ডাকাতটা পাটের বস্তা থেকে নগদ টাকা বের করে সেই টাকার বান্ডিল সুটকেসের ভেতরে পাচার করল। এক পর্যায়ে সুটকেসে টাকা রাখা শেষ হল। এরপর সে ছদ্মবেশ ধারণের জিনিসপত্রগুলি সেই



বাইরের চেহারা দিয়ে এর ভেতরের অবস্থা আন্দাজ করতে চাইলে ধোঁকা খেতে হবে। এমনকি এই বক্স-কারের দরজার তালাটা পর্যন্ত ভুয়া। ওই তালাটিকে দেখলে মনে হয় এটি বক্স-কারটির সাথে শক্ত-পোক্ত-ভাবে বেঁধে রাখা। কিন্তু আসলে তা নয়।

তবে, বাইরে দেখে যা-ই মনে হোক। বক্স-কারের ভেতরটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি প্রতারণাপূর্ণ। বক্স-কারের অভ্যন্তরভাগ শূন্য-ও না আবার আসবাবপত্রে ভর্তি-ও না। তার বদলে, এটি সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত। বিলাসিতা করার প্রচুর উপকরণ বক্স-কারটিতে রাখা আছে। এমন জাঁকজমকের সাথে এই বক্স-কারটি সজ্জিত যে এর ভেতরে কেউ যদি ঢুকে পড়ে সে মনে করবে সে যেন রেলওয়ে কোম্পানির প্রেসিডেন্টের প্রাইভেট রেলকারে ঢুকে গিয়েছে। বক্স-কারটির দেয়াল আর সিলিং-এর ওপর দিয়ে মেহগনির প্যানেলিং চলে গিয়েছে, মেঝেকে আবৃত করে রেখেছে মখমলের পুরু কার্পেট। বক্স-কারটির ভেতরের সাজসজ্জা এবং আসবাবপত্র দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। কারণ, বক্স-কারের ভেতরে আছে বিলাসবহুল সিটিং রুম, বিশাল শয়ন-কক্ষ এবং একটি স্মার্ট-লুকিং কিচেন-রুম, যেখানে সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত করার সর্বশেষ প্রযুক্ত রাখা আছে।

তবে বক্স-কারটিতে কোনো চাকর, কুলি বা রাঁধুনি রাখা হয়নি।

কারণ, এই লোক একলা কাজ করে, কোনো সাগরেদ রাখে না, যে কি-না তার নাম এবং পেশা ফাঁস করে দিতে পারে। লোকটা যে খুন-খারাবি এবং ব্যাংক ডাকাতি করে বেড়ায় সে সম্পর্কে মাত্র একজন মানুষ অবহিত।

এমনকি রেলপথে চালানোর উপযোগী এই বক্স-কারটিও কানাডাতে নির্মাণ করা হয়েছে এবং এরপর গোপনে আমেরিকার সীমান্ত পার করে নিয়ে আসা হয়েছে।

ডাকাতটি আরাম করে লেদারের দামী সোফার ওপরে বসল। এরপর ১৮৮৪ শ্যাতু লা হরিনজে বোর্ডক্সের কর্ক খুলল এবং সেটাকে গ্লাসে ঢালল। সে জানে শহরের শেরিফ দ্রুত তার লোকদের নিয়ে ওই ডাকাতকে খুঁজতে বের হবে। কিন্তু ওরা একজন বৃদ্ধ, ইতর চেহারার খনি-শ্রমিককে খুঁজবে যে কি-না মদের নেশার চুর হয়ে গিয়ে মানুষ খুন করছে। পুলিশ বাহিনী উন্মত্তের মতো পুরো শহরে অনুসন্ধান চালাবে, ওরা প্রায় নিশ্চিতভাবেই ধরে নেবে যে ওই ডাকাতটি এতই গরিব যে তার কাছে একটা ঘোড়া কেনার মতো পয়সাও নেই। শহরের কেউ তাকে ঘোড়া বা বগী-বাড়িতে চড়ে আসতে দেখেনি।

নিজের কাজে দারুণভাবে সন্তুষ্ট হয়ে, ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিল ডাকাতটা। এবং মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকল টাকা ভর্তি সুটকেসটি। এটা ওর কত নম্বর সফল ডাকাতি হবে? পনেরো-তম না-কি ষোলো-তম? সে মজা

BanglaBook.org

অনুভব করল। যেই ৩৮ জন নারী-পুরুষ-শিশুকে সে হত্যা করেছে তার অপরাধ-বোধ ওর মনে আঁচড় কাটতে পারল না। সে হিসাব করল খনি কোম্পানির বেতনের টাকা ৩,২৫,০০০ ডলার থেকে ৩,৩০,০০০ ডলারের মাঝামাঝি কিছু একটা হবে। বেশিরভাগ ডাকাতই এর ভেতরে কত ডলার আছে সেটার ধারে কাছেও অনুমান করতে পারবে না।

কিন্তু এটা তার জন্য সহজ, কারণ সে নিজে একজন ব্যাংকার।

শেরিফ, তার ডেপুটি আর পুলিশ বাহিনী কখনোই ওই খুনে ডাকাতকে ধরতে পারবেনা। সবার কাছে মনে হবে সে যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে। কেউ ভাবতেও পারবে না, তার মত ফিটফাট মানুষ, যে কিনা মোটরসাইকেলে চড়ে শহরের মাঝ দিয়ে ছুটে যায়, তার সাথে এই খুনের কোনো সম্পর্ক আছে।

এই বীভৎস খুন বিসবীর ইতিহাসে এক অমীমাংসিত রহস্য হিসেবে রয়ে যাবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ২
১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯০৬

হানিবালের নিচের মিসিসিপি নদী, মিসৌরি

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই মিসিসিপি নদীতে বাষ্পচালিত নৌযানের পরিমাণ বহুলাংশে কমে গেছে। কয়েকটি যাত্রীবাহী বাষ্পচালিত নৌযান অবশ্য এখনও ঠাটবাট দেখিয়ে তাদের রাজত্ব টিকিয়ে রেখেছে। দ্য সেইন্ট পিটার হচ্ছে সেরকমই একটি যাত্রীবাহী বিলাসবহুল জলযান, রেলরোডের সাথে লড়াইয়েও হার মানেনি এটি। ২৫০ ফুট লম্বা এবং ৭৫ ফুট চওড়া, রাজকীয় আভিজাত্যের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলা যায় একে। এর বাঁকানো সিঁড়ি, বিলাসবহুল প্যাসেঞ্জার কেবিন দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। এর জাঁকজমকপূর্ণ মেইন ডাইনিং রুমে গেলে জিভে জল আসা সব খাবার মিলবে। এখানকার আড়ম্বরপূর্ণ স্যালুনে অভিজাত মহিলারা আরাম করেন, অন্যদিকে আয়না এবং পেইন্টিং দিয়ে সুসজ্জিত রুমে বসে চুরুট ফুকতে ফুকতে কার্ড খেলেন পুরুষরা।

পেশাদার জুয়াড়িদের আনাগোনার কারণে বাষ্পচালিত নৌযানে কার্ড-গেম খেলাটা দারুণ কুখ্যাতি অর্জন করেছে। অনেক যাত্রী পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে স্টিম-বোটে উঠলেও নামার সময় ওইসব যাত্রীদের পকেটের ওজন দারুণভাবে কমে যায়।

দ্য সেইন্ট পিটারের গ্যাম্বলিং রুমের কোনার দিকের একটি টেবিলে, অন্য জুয়াড়িদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে, দুজন লোক মজা করে পাঁচ কার্ডের খেলা খেলছেন। তাদের একজনের গাল ঢেকে আছে অত্যুজ্জ্বল লাল দাড়িতে, তার মাথায় টাক এবং তার চুল-ও দাড়ির লাল রঙের সাথে ম্যাচ করা। তার চেহারায় শোভা পাচ্ছে তীক্ষ্ণ নাক।

প্রথম দেখায়, এই দৃশ্য অন্য যেকোনো রুমের মতোই মনে হবে। কিন্তু কাছে গিয়ে ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যাবে ওই সবুজ টেবিলে কোনো জুয়ার চিপস নেই।

BanglaBook.org

ধীর-স্থির ভঙ্গিতে হাতের দুটো কার্ড মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছেন জোসেফ ভ্যান ডর্ন। "ভাগ্য ভাল যে আমরা এখানে টাকার জন্য খেলতে আসিনি," তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "নয়তো আজ আমার পকেট থেকে আট হাজার ডলার খসে যেত।"

কর্নেল হেনরি ড্যানজেলার, ইউনাইটেড স্টেটস গভর্নমেন্টের অধীনে থাকা ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগ্যাশন ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টর, এই কথায় ফিরতি হাসি দিলেন। "আফসোসের ব্যাপার! কার্ড খেলায় তুমি আমার মতো ধাপ্পাবাজি করতে পারো না। নাহলে আমরা সমান-সমান থাকতাম।"

ভ্যান ডর্ন চল্লিশের কোঠায় থাকা একজন সুরুচিসম্পন্ন মানুষ। এবং তার বাদামী চোখজোড়া বিষন্নতা আর নৈরাশ্যে পরিপূর্ণ, তবে তার চাহনি এবং চাল চলন প্রতারণাপূর্ণ।

আইরিশ বংশে জন্ম নিয়েছেন তিনি। খুনি, ডাকাত আর অন্যান্য দুর্বৃত্তদের খুঁজে খুঁজে বিচারের মুখোমুখি করানোর কারণে সারাদেশে সুপরিচিত এবং সম্মানিত। আন্ডারওয়ার্ল্ডের সব ক্রিমিনালেরা জানে তিনি দুনিয়ার শেষ প্রান্তে গিয়ে হলেও ওদেরকে ধাওয়া করবেন। তিনি বিখ্যাত ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভ এজেন্সির প্রতিষ্ঠাতা এবং চীফ। তিনি এবং তার এজেন্টরা মিলে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেছেন, পশ্চিমের বেশ কিছু সন্ত্রাসীকে জেলে ঢুকিয়েছেন এবং সাহায্য করেছেন দেশের প্রথম সিক্রেট সার্ভিস এজেন্সিকে সংগঠিত করায়।

"তোমার হাতে এখনও আমার চেয়ে বেশি টেক্কা আছে," তিনি হাসিমুখে বললেন।

ড্যানজেলার একজন লম্বা এবং বিশাল-দেহী মানুষ, পেটের মাপ-ও বিরাট। ওজন তিনশ পাউন্ডের চেয়ে কিছু বেশি, এরপরেও তার চলাফেরায় চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতা। তার কাঁচা-পাকা চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো এবং নৌযানটির জানালা দিয়ে আসা আলোয় সেই চুল চকচক করছে। তার নীলচে সবুজ চোখে নরম-কোমল আভা। তারপরেও চোখ দুটো অনবরত তার চারপাশের চলমান ঘটনাবলী দক্ষতার সাথে বিশ্লেষণ করছে, টুকে নিচ্ছে সব তথ্য।

তিনি স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধের একজন নায়ক। দশম ক্যাভালরির জন পারশিং এবং তার নিগ্রো "বাফেলো সোলজারদের" সাথে নিয়ে সান হুয়ান হিলে আক্রমণ রচনা করেছিলেন তিনি এবং ফিলিপাইনে মোরোসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে একজন সৈন্য হিসেবে সেবা-দান-ও করেছিলেন। যখন কংগ্রেস কর্তৃক সরকারের অপরাধ তদন্ত বিভাগের অনুমোদন দেয়া হয়, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাকে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেছিলেন এর প্রথম ডাইরেক্টর হতে।

BanglaBook.org

ড্যানজেলার তার দামী পকেট ঘড়ির ঢাকনা খুললেন আর স্থির চোখে এর দিকে চেয়ে রইলেন। "তোমার লোকের আরও পাঁচ মিনিট আগে আসার কথা।"

"আইজ্যাক বেল আমার সেরা এজেন্ট। অপরাধীরা কখনও ওর হাত থেকে রেহাই পায় না। যদি ওর দেরি হয়, এর অবশ্যই উপযুক্ত একটা কারণ আছে।"

"তুমিই না বলেছিলে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে গুলি করার আগেই সে খুনি রামোস কেলিকে ধরে ফেলেছিল?"

ভ্যান ডর্ন সায় দিলেন। "আর সে মিসৌরির বার্টন গ্যাংকেও শায়েস্তা করেছে। পাঁচজনের দুজন ওর কাছে আত্মসমর্পণ করার আগে সে অন্য তিনজনকে গুলি করে হত্যা করে।"

ড্যানজেলার স্থির চোখে বিখ্যাত গোয়েন্দার দিকে চেয়ে রইলেন। "আর তোমার ধারণা এই হচ্ছে সেই লোক, যে কি-না আমাদের সবাইকে ঘোল খাইয়ে ছাড়া এই ভয়াবহ খুনি আর ব্যাংক ডাকাতকে গ্রেফতার করতে পারবে।"

"যদি ওই খুনিকে কেউ ধরতে পারে, সে হচ্ছে এই আইজ্যাক।"

"ওর পরিবারের ইতিহাস কী?"

"খুবই ধনী পরিবার," জবাব দিলেন ভ্যান ডর্ন। "ওর বাপ-দাদা ছিল ব্যাংকার। তুমি কি বোস্টনের আমেরিকান স্টেটস ব্যাংকের নাম শুনেছ?"

ড্যানজেলার নড করলেন। "অবশ্যই। ওখানে আমার নিজের একটা অ্যাকাউন্ট পর্যন্ত আছে।"

"আইজ্যাক বেশ ধনবান। ওর দাদা ওকে পাঁচ মিলিয়ন ডলার উইল করে গেছেন। তিনি ভেবেছিলেন আইজ্যাক কোনো একদিন ব্যাংকের হেড হিসেবে তার অবস্থান গ্রহণ করবে। কিন্তু অমনটা ঘটেনি। ব্যাংকার হওয়ার চেয়ে গোয়েন্দা হওয়াটাই বেশি পছন্দ করেছে আইজ্যাক। এটা আমার সৌভাগ্য যে ওকে আমি আমার এজেন্সিতে পেয়েছি।"

ড্যানজেলার দেখলেন তার হাতের ওপরে কারুর ছায়া পড়েছে। মুখ তুলে তাকাতেই বেগুনি-রঙা চোখের একজনের সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল তার, সেই চোখ যেন মনের গভীরের কথাটিও পড়ে ফেলতে সক্ষম। মনে হচ্ছে ওই চোখজোড়ার মালিকই এখন ড্যানজেলারের মনে কী চলছে তা বুঝতে চাইছে।

ড্যানজেলার লোক দেখলে তাকে সহজেই মেপে নিতে পারেন, এই ক্ষমতা তার আছে। এই নবাগত ছেলেটি লম্বা এবং চর্বিহীন। উচ্চতা ৬

BanglaBook.org

ফুটেরও বেশি হবে এবং ওজন-ও ১৭৫ পাউন্ডের কম হবে না। তার ওপরের ঠোঁটকে পুরু একটি গোঁফ ঢেকে রেখেছে। মাথায় খেলা করছে সোনারঙা চুল। দেখেই বুঝা যায় এই লোক ফালতু কাজে সময় ব্যয় করে না। তার চেহারায় দৃঢ় সংকল্পের ছাপ, মুখে বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি লেগেই আছে। ড্যানজেলার অনুমান করলেন এর বয়স ৩০-এর মতো হবে।

সে নিখুঁতভাবে লিনেনের সাদা স্যুট পরে আছে, কোনো ভাঁজ নেই। স্বর্ণের ভারী চেইন বাঁপাশের পকেট থেকে বের হয়ে ডান পাশের পকেটে রাখা স্বর্ণের একটি ঘড়ির সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছে। ফ্যাশনেবল লুকিং একটি হ্যাট ঢেকে রেখেছে তার মাথা। ড্যানজেলার একে শহুরে ফুলবাবু বলেই ধরে নিতেন, তবে এর চেহারার আভিজাত্যের সাথে একটি ব্যাপার বিশ্বাসঘাতকতা করছে। সেটি হচ্ছে ওর পায়ের জীর্ণ-শীর্ণ লেদারের বুট। দেখেই বুঝা যাচ্ছে, এই বুটে চেপে সে বহুবার ঘোড়ায় চেপেছে। বেল একটি পাতলা ভ্যালিস বহন করছে। সে এটিকে টেবিলের পাশে রাখল।

"কর্নেল ড্যানজেলার," ভ্যান ডর্ন বললেন, "এই হচ্ছে সেই লোক যার কথা তোমাকে বলেছিলাম, আইজ্যাক বেল।"

ড্যানজেলার বেল-এর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু চেয়ার থেকে উঠলেন না। "জো বলছিল তোমার হাত থেকে অপরাধীরা না-কি কখনো নিস্তার পায় না।"

বেল এই কথায় হাসলো। "দুঃখের সাথে বলছি মিস্টার ভ্যান ডর্ন কিছুটা বাড়িয়ে বলেছেন। তিন বছর আগে, বুচ ক্যাসিডি আর হ্যারি লংগাবাফ যখন নিউ ইয়র্ক থেকে আর্জেন্টিনার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়া জাহাজে চেপে পালিয়ে যায়, আমি ওদেরকে ধরতে পারিনি। তার আগেই জাহাজ বন্দর ছেড়ে চলে যায়। আমি দশ মিনিট দেরি করে ফেলেছিলাম।"

"তোমার সাথে তখন কতজন এজেন্ট বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অফিসার ছিল?"

বেল শ্রাগ করল। "আমি ঠিক করেছিলাম ওদের ব্যাপারটা আমি নিজেই একা একা সামাল দেব।"

"একেই তো লংগাবাফ দ্য সানড্যান্স কিড নামে ডাকা হয়, তাই না?" ড্যানজেলার জিজ্ঞেস করল।

বেল সায় দিল। "ওয়াইয়োমিঙের সানড্যান্সে ঘোড়া চুরির চেষ্টা করতে যাওয়ায় ওকে এই ডাকনাম দেয়া হয়। সে ধরা পড়ে এবং ১৮ মাস জেল-ও খাটে।"

BanglaBook.org

"নিশ্চয় আশা করোনি যে, বিনা লড়াইয়ে ওদেরকে জব্দ করতে পারবে তুমি।"

"আমার মনে হয় এটা বলাই নিরাপদ হবে যে ওরা বাধা দিত," বেল বলল, ব্যাখ্যা করল না যে সে কিভাবে একা একাই কুখ্যাত ওয়াইল্ড বাঞ্চের সাবেক সদস্যদের শায়েস্তা করেছিল।

ভ্যান ডর্ন কোনো মন্তব্য না করে চেয়ারে হেলান দিয়ে কর্নেলের দিকে ফিরে আত্মতৃপ্তির হাসি হাসলেন।

"কেন তুমি বসছ না, মিস্টার বেল। এই ছোট্ট খেলায় আমাদের সাথে যোগ দাও।"

বেল প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে প্রথমে খালি টেবিল এরপর ড্যানজেলারের দিকে তাকাল। "এখানে তো জুয়া খেলার কোনো চিপস দেখতে পাচ্ছি না।"

"এখানে স্রেফ লোক দেখানো একটা খেলা চলছে," ভ্যান ডর্ন বললেন। "তবে এখনও পর্যন্ত, কর্নেলের কাছে আমি ৮ হাজার ডলার হেরেছি।"

বেল বসল, ব্যাপারটা এখন বুঝতে পারছে। এই খেলা আসলে একটা অভিনয়। ওর চীফ আর কর্নেল অন্য জুয়াড়িদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে এই কোনায় বসেছেন এবং এমনভাবে খেলছেন যেন ওদের মাঝে সিরিয়াস প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। সে হ্যাটটিকে ওর কোলের ওপর রেখে হাতে কার্ড তুলে নিল, এমন ভান করছে যেন সে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।

"তুমি কি গত দুই বছরে পশ্চিমের স্টেটগুলোতে ঘটে যাওয়া একের পর এক ব্যাংক ডাকাতি আর খুন সম্পর্কে অবগত আছ?" ড্যানজেলার জিজ্ঞেস করলেন।

"স্রেফ কিছু কথা কানে এসেছে," বেল জবাব দিল। "মিস্টার ভ্যান ডর্ন আমাকে অন্য আরেকটা কেসে ব্যস্ত রেখেছিলেন।"

"এই অপরাধগুলোর ব্যাপারে তুমি ঠিক কতটুকু জানো?"

"শুধু জানি যে ওই লোক ডাকাতির সময় যাকে পেয়েছে তাকেই খুন করেছে, এরপর ভূতের মতো বাতাসে মিলিয়ে গেছে এবং এমন কোনো প্রমাণ রেখে যায়নি যাতে তাকে গ্রেফতার করা যায়।"

"আর কিছু?" ড্যানজেলার খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তথ্য বের করতে চাইছেন।

"সে যে-ই হোক," বেল উত্তর দিল, "সে নিজের কাজে খুবই, খুবই দক্ষ। ওর ব্যাপারে তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ সামনে এগোনোর মতো কোনো ক্লু-ই খুঁজে পাচ্ছে না।" বেল কথা বলা থামিয়ে স্থির চোখে ভ্যান ডনের দিকে তাকাল। "এই কারণেই কি আপনি আমাকে আজ এখানে ডেকেছেন?"

BanglaBook.org

ভ্যান ডর্ন সায় দিলেন। "আমি চাই তুমি চীফ ইনভেস্টিগেটর হিসেবে এই কেসের দায়িত্ব নাও।"

শাফলিঙের মাধ্যমে তিনজনের কাছে কার্ড বেটে দিচ্ছিলেন ড্যানজলার। বেল টেবিলের ওপর থেকে ড্যানজলারের বেটে দেয়া কার্ড ডান হাত দিয়ে তুলে নিল, এরপর বামহাতে ধরা কার্ডগুলোর মধ্যে সেটিকে চালান করে দিল।

"তুমি কি বামহাতি, মিস্টার বেল?" ড্যানজেলার কৌতুহলের বশে জানতে চাইলেন।

"না। আসলে আমি ডানহাতি।"

ভ্যান ডর্ন মুচকি হাসলেন। "আইজ্যাক চোখের পলকে হ্যাট থেকে ওর ডেরিঙ্গার পিস্তল বের করে ট্রিগার টেনে দিতে পারে।"

আলোচনা চলা অবস্থাতেই বেল-এর প্রতি ড্যানজেলারের শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছে। তিনি কোটের পকেট থেকে ১৯০৩ কোল্ট পয়েন্ট থার্টি এইট ক্যালিবার অটোমেটিক বের করলেন। "আমি জো'র কথা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু একটা পরীক্ষা নিলে খারাপ হয় না..." ড্যানজেলারের কথা শেষ হয়েছে কী হয়নি, তার আগেই তিনি দেখলেন একটা দুই নলা ডেরিঙ্গার পিস্তল তার দিকে তাক করে রাখা।

"বয়স তোমাকে ধীর করে দিয়েছে, হেনরি," ভ্যান ডর্ন বললেন।

"আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, ওর রিফ্লেক্স খুবই দ্রুত," ড্যানজেলার মুগ্ধ গলায় বললেন।

"কোন অফিসে আমাকে কাজ করতে হবে?" বেল ভ্যান ডর্নকে জিজ্ঞেস করল, ডেরিঙ্গারটি ততক্ষণে হ্যাটের ভেতরে ফেরত গিয়েছে, ওখানে পিস্তল রাখার জন্য আছে ছোট একটা হোলস্টার।

"এই অপরাধগুলো পশ্চিমে ক্যালিফোর্নিয়ার প্লেসারভিল থেকে পূর্বে টেক্সাসের টার্লিংগুয়া," ভ্যান ডর্ন জবাব দিলেন। "আর দক্ষিণে অ্যারিজোনার বিসবী থেকে উত্তরে মন্টানার বোজম্যান পর্যন্ত বিস্তৃত। আমার মনে হয় তুমি যদি কেন্দ্র থেকে কাজ চালাও তাহলে সবচে ভাল হয়।"

"তাহলে আমাকে ডেনভার থেকেই কাজ করতে হবে।"

ভ্যান ডর্ন নড করলেন। "তুমি তো জানোই, আমাদের ওই অফিসে ছয়জন অভিজ্ঞ এজেন্ট আছে।"

"আমি ওদের দুজনের সাথে তিন বছর আগে কাজ করেছিলাম," বেল বলল। "কার্টিস আর আরভিন ওদের কাজে বেশ দক্ষ।"

"হ্যাঁ, আমি ভুলে গিয়েছিলাম," ভ্যান ডর্ন বললেন, এখন তাঁর মনে পড়ছে। "কর্নেল, আমার হয়ত যোগ করা উচিত যে, আইজ্যাকের কারণেই

BanglaBook.org

জ্যাক কেটচামকে ধরা সম্ভব হয়েছিল। ট্রেন ডাকাতির সময় দুটো খুন করার দায়ে ওই ডাকাতটার ফাঁসি হয়।" তিনি কথা থামিয়ে টেবিলের তলায় হাত বাড়ালেন, এরপর গ্যাম্বলিং রুমে বেল যে রকম একটা ভ্যালিস এনেছিল সে-রকম আরেকটি ভ্যালিস তুলে আনলেন। "এর ভেতরে, তুমি অপরাধগুলোর ব্যাপারে সব রিপোর্ট পাবে। এখন পর্যন্ত পাওয়া প্রতিটা সূত্রই শেষ পর্যন্ত কানা গলিতে গিয়ে ঠেকেছে।"

"কখন থেকে কাজ শুরু করছি আমি?"

"তুমি এখান থেকে ক্লার্কসভিল যাবে, এরপর মিসৌরির ইন্ডিপেন্ডেন্সে যাওয়ার ট্রেনে চড়বে। ট্রেনে বসেই তুমি দেখে নেবে আমরা কী কী ক্লু আর প্রমাণ সংগ্রহ করেছি। আর ডেনভারে পৌঁছালেই, ওই খুনে বদমাশটার খোঁজ বের করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে।" ভ্যান ডনের বাদামী চোখে রাগ আর হতাশার কালো মেঘ। "দুঃখিত, শিকাগোতে যাওয়ার সময় আমি তোমাকে জিনিসপাতি গোছগাছ করার জন্য যথেষ্ট সময় দিইনি। আমি আসলে চাইছিলাম তোমাকে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় কাজ শুরু করাতে।"

"ব্যাপার না, স্যার," বেল মুচকি হেসে বলল। "ভাগ্যক্রমে, আমি ওখানে থাকার জন্যে দুটো সুটকেস আগে থেকেই গুছিয়ে রেখেছিলাম।"

ভ্যান ডনের ভ্রু উঁচু হয়ে গেল। "তুমি জানতে?"

"ধরে নিন, আমি আগেই আন্দাজ করে নিয়েছিলাম।"

"তোমার কাজ কদ্দুর এগোল সে ব্যাপারে আমাদের জানাতে ভুলবে না," ড্যানজেলার বললেন। "সরকারের পক্ষ থেকে তোমার সাহায্যের দরকার হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব তোমাকে সেই সহায়তা দেয়ার জন্য।"

"আপনাকে ধন্যবাদ, স্যার," বেল কৃতজ্ঞতার সাথে বলল, "পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই আমি যোগাযোগ করব।"

ভ্যান ডর্ন বললেন, "আমি আমাদের শিকাগো অফিসে কাজ করব। যেহেতু আন্তঃমহাদেশীয় টেলিফোন সার্ভিস সেন্ট লুইস থেকে ডেনভার ছাড়িয়ে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত এখনও চালু হয়নি, তোমাকে তাই কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানানোর জন্য আমাকে টেলিগ্রাফ করতে হবে।"

"দেখো," ড্যানজেলার ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে বললেন। "তোমাকে কিন্তু দেশের সেরা ক্রিমিনাল-মাইন্ডকে পাকড়াও করতে পাঠানো হচ্ছে।"

"কথা দিচ্ছি, এই জঘন্য অপরাধগুলোর জন্য দায়ী ব্যক্তিটিকে গ্রেফতারের আগে আমি বিশ্রাম নেব না।"

BanglaBook.org

"ভাগ্য তোমার সহায় হোক," ভ্যান ডর্ন আন্তরিকভাবে বললেন।

"প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য বলছি না," ড্যানজেলার সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে হাতে ধরা কার্ডগুলো তুললেন। "কিন্তু আমার হাতে আছে তিনটা কুইনস।"

ভ্যান ডর্ন শ্রাগ করে তার হাতের সব কার্ড টেবিলে ফেলে দিলেন। "আমাকে হারিয়ে দিয়েছে তুমি।"

"আর তোমার অবস্থা কী, মিস্টার বেল?" ড্যানজেলারের চেহারায় ধূর্ত হাসি।

আইজ্যাক বেল ধীরে ধীরে এক এক করে ওর সব কার্ড টেবিলের ওপরে রাখল। "স্ট্রেইট ফ্ল্যাশ," এমনভাবে কথা কয়টা বলল যেন এটা প্রতিদিনই ঘটে। এরপর আর কোনো কিছু না বলে সে উঠে দাঁড়াল এবং দ্রুততার সাথে হেঁটে রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

নেভাদার রিওলাইট শহর। সকালবেলা।

একজন লোক পুরনো একটা ওয়াগন চালাচ্ছে। ওয়াগনটি টানছে দুটো খচ্চর। ওয়াগনটি খনি-শহরের বাইরের কবরস্থানটি পেরিয়ে গেল। এই কবরস্থানের চারপাশ কাঠের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা, এবং ওখানে শায়িত ব্যক্তিদের নাম এবং জীবনকাল কবরের সামনে কাঠের ওপর খোদাই করে রাখা হয়েছে। মৃতদের বেশির ভাগই শিশু, মারা গেছে টাইফয়েড বা কলেরায়। রিওলাইট নামক এই খনি-শহরটিতে এই রোগ দুটোর প্রকোপ তুলনামূলক বেশি।

সূর্যের আলোর সরাসরি নিচে থাকায় মোহাভে মরুভূমিতে জুলাইয়ের উত্তাপ অসহনীয় লাগছে। ওয়াগনের ড্রাইভারটি বসে আছে সিটের সাথে লাগানো ছেঁড়া-ফাটা ছাতার তলায়। কালচে চুল লোকটার গলা বেয়ে নিচে নেমে গেছে, তবে কাঁধ স্পর্শ করেনি। একটা রঙচটা মেক্সিকান সমব্রেরো হ্যাট ওই লোকটার মাথাকে সুরক্ষা দিচ্ছে। নীলচে কাচের চশমা ঢেকে রেখেছে তার চোখজোড়া। লোকটার চেহারার নিচের অংশ একটি রুমাল দিয়ে মুড়িয়ে রাখা, যাতে খচ্চরের ক্ষুরের কারণে সৃষ্ট ধুলা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বাইরে থেকে দেখে, লোকটির চেহারা সম্পর্কে আন্দাজ করা অসম্ভব না হলেও বেজায় কঠিন কাজ।

ওয়াগনে করে যেতে যেতে, ওয়াগনে বসা লোকটা আগ্রহ নিয়ে একজন খনি-শ্রমিকের বানানো একটি বাড়ির দিকে স্থির চোখে চেয়ে রইল। ওই বাড়িটি নির্মাণ করা হয়েছে স্যালুনের ফেলে দেয়া বিয়ারের বোতল দিয়ে। রোদে-পোড়া কাদার মাঝে বোতলগুলোকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করে বানানো হয়েছে ওই বাড়িটি। বোতলের তলা বাইরের দিকে মুখ করানো। বোতলের সবুজ কাঁচ বাড়ির অভ্যন্তরভাগে অদ্ভুতরকমের আলো নিক্ষেপ করছে।

লোকটি রেললাইনের পাশে এসে খচ্চর দুটোকে এর পাশ ধরে চালিয়ে নিয়ে যেতে থাকল। চোখ ধাঁধানো সূর্যের আলোয় রেললাইনের উপরিভাগ আয়নার মতো ঝিকমিক করছে। এই রেললাইনের মালিক হচ্ছে লাস ভেগাস

BanglaBook.org

এন্ড টেনোপাহ রেলরোড। এই রেলপথটি শহরের আবাসিক এলাকার মাঝ দিয়ে ছুটে চলে।

ওয়াগনটি চাকা গড়াতে গড়াতে ধীরে ধীরে ৮০টিরও বেশি রেলগাড়ি পার হয়ে গেল। শ্রমিকেরা তখন রেলগাড়িতে থাকা সব মালামাল খালাস করায় ব্যস্ত। ওয়াগনের ড্রাইভার তার বক্স-কারটির দিকে এক পলক তাকাল, এটি তখন ট্রেনের সাথে জুড়ে দেয়া হচ্ছিল। বক্স-কারটির একপাশে লেখা আছে ও'ব্রায়ান ফার্নিচার কোম্পানি, ডেনভার। সে ওর সস্তাদরের পকেট ঘড়ির ডায়ালের দিকে এক পলক তাকাল–সে এমন কোনোকিছুই নিজের সাথে বহন করছে না যা তার পরিচয় প্রকাশ করে দিতে পারে...সে ঘড়িটির দিকে তাকাতেই বুঝতে পারল, এই ট্রেনটির লাস ভেগাসের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে আরও বাকি আছে ৪৪ মিনিট।

সিকি মাইল পরে, সে রিওলাইট ট্রেন স্টেশনে পৌঁছাল। এই শক্ত-পোক্ত গড়নের রেল-স্টেশন বিল্ডিংটি গথিক এবং স্প্যানিশ স্টাইলে নির্মিত। কারুকার্য করা স্টেশন ডিপোটি বানানো হয়েছে পাথর দিয়ে। সান ফ্রান্সিসকো থেকে আসা একটি যাত্রীবাহী ট্রেন স্টেশন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো। যাত্রীরা সবাই ট্রেন থেকে নেমে গিয়েছে। পোর্টারেরা ট্রেনের সিট পরিষ্কার করায় ব্যস্ত। ট্রেনটি এবার উপকূলের দিকে যাওয়ার জন্য যাত্রী নিচ্ছে।

ওয়াগনের ড্রাইভার রিওলাইট শহরের কেন্দ্রে পৌঁছাল। শহরের রাস্তা তখন কাজে ব্যস্ত মানুষে মুখর হয়ে আছে। বড়সড় একটা বাণিজ্যিক স্থাপনা দেখার জন্য লোকটা চোখ ফেরাল, স্থাপনাটির নাম এইচভি এন্ড পোর্টার স্টোর। লেখাটির নিচের বোর্ডের ওপর একটা স্লোগান চিত্রায়িত, যা প্রবেশপথের ওপরে ঝুলছে। এতে লেখাঃ হুইস্কি বাদে আর সবকিছুর কারবার করি আমরা।

১৯০৪ সালে স্বর্ণ অনুসন্ধানী মানুষেরা রিওলাইটে আসতে শুরু করে। এরপর থেকে এই ছোট শহরে এমন ধরনের শক্ত-পোক্ত ধরনের কিছু স্থাপনা তৈরি করা হয়, যা বহু বছর ধরে টিকে থাকতে সক্ষম। ১৯০৬ সালের মাঝে রিওলাইট পরিণত হয় ৬,০০০ মানুষের একটি সমৃদ্ধশালী জনপদে। পদোন্নতি পেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি শহরে পরিণত হয়েছে এটি, যার ক্ষমতা আছে দূর ভবিষ্যতেও টিকে থাকার।

রিওলাইটের প্রধান প্রধান সব বিল্ডিং পাথর আর কংক্রিট দিয়ে নির্মিত, যা এই ছোট শহরটিকে দক্ষিণ নেভাদার মর্যাদাপূর্ণ একটি নগরীতে পরিণত করেছে। চারতলা একটি ব্যাংক বিল্ডিং দৃষ্টিসীমায় ধরা পড়ল। চমৎকার একটি স্থাপনা। এই স্থাপনার দিকে তাকালেই বুঝা যায় ব্যাংকটির সম্মান এবং সম্পত্তি দুটোই আছে। আধা ব্লক দূরে, ব্যাংকের জন্য আরেকটি তিন-তলা অফিস বিল্ডিং নির্মাণ করা হচ্ছে।

BanglaBook.org

এই শহরে আছে একটা পোস্ট অফিস, একটা অপেরা হাউজ, একটা বিশ-শয্যার হাসপাতাল, আরামদায়ক হোটেল, দুইটি চার্চ, তিনটি ব্যাংক এবং বড়সড় একটা বিদ্যালয়। এছাড়া, রিওলাইট টেলিফোন সিস্টেম নিয়ে এসেছে এবং এর নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র-ও বসাচ্ছে। সেই সাথে এখানে আছে চল্লিশটি স্যালুন এবং ৮টি ড্যান্স হল।

ওয়াগন চালানো লোকটির অবশ্য এসব ব্যাপারে আগ্রহ নেই, তবে জন এস কুক ব্যাংকে থাকা কিছু সম্পত্তির কথা আলাদা। সে জানে ওই ব্যাংকের সিন্দুক এক মিলিয়ন ডলার মূল্যের রুপার কয়েন ধরে রাখতে সক্ষম। কিন্তু খনি-শ্রমিকদের বেতন দেয়ার জন্য ব্যাংকের ভল্টে যেই নগদ টাকা রাখা আছে, সেটা বহন করা লোকটার জন্য তুলনামূলক সহজ। ওয়াগন ড্রাইভার হিসাব করে দেখল, শহরের চারপাশের পর্বতে যেহেতু ৮৫টি খনি কোম্পানি তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে। ব্যাংকে থাকা খনিশ্রমিকদের বেতনের টাকা বেশ বড় অংকের কিছু একটা হবে।

সবসময়কার মতোই, সে নিখুঁতভাবে পরিকল্পনা সাজিয়েছে। সে খনিশ্রমিকদের বোর্ডিং হাউজে থেকেছে এবং কুক ব্যাংকে অসংখ্যবার প্রবেশ করেছে যাতে ওই ব্যাংকে ভুয়া নামে খোলা একটি অ্যাকাউন্টে ছোটখাটো অংকের আমানত রাখা যায়। ওই ব্যাংকের ম্যানেজারের সাথে স্বল্প সময়েই বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে সে। এবং ওই ম্যানেজারকে বুঝানো হয়েছে যে, সে একজন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। ছদ্মবেশ ধারণের জন্য লোকটি কালো রঙের পরচুলা, গোঁফ এবং দাড়ি লাগিয়েছে। সেই সাথে সে কিছুটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েও হাঁটছে। কেউ খুঁড়িয়ে হাঁটার কারণ জিজ্ঞেস করলে তাকে বলেছে, কাজ করার সময় খনিতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ার ফলেই তার এই অবস্থা। তার ছদ্মবেশ নিখুত। এবং এই ছদ্মবেশ ধারণ করেই, শহরের নাগরিকদের ব্যাংকে আসা-যাওয়া পর্যবেক্ষণ করেছে সে। বুঝে নিয়েছে দিনের কোন সময়ে ব্যাংকে লোক সমাগম সবচেয়ে কম থাকে। সে এখন ওয়াগনে বসে খচ্চর দুটোকে চালিয়ে চালিয়ে রিওলাইট শহরের কুক ব্যাংকের দিকে যাচ্ছে। এবং এখন আর তার হাব-ভাব খনিতে কাজ করা ইঞ্জিনিয়ারের মতো না। সে এখন খনিতে মাল নিয়ে যাওয়া শ্রমিকের ভূমিকায় অভিনয় করছে। এই মুহূর্তে লোকটাকে মাল বহন করা আর সব শ্রমিকের মতোই লাগছে। সেইসব শ্রমিক, যাদেরকে গ্রীষ্মের খরতাপে, মাথার চাঁদি গরম করা উত্তাপের মধ্যেও, মরুভূমির মাঝ দিয়ে মাল বহন করে নিয়ে যেতে হয়।

সে খচ্চর দুটোকে একটি আস্তাবলের পেছনে নিয়ে এল। যখন নিশ্চিত হল কেউ তাকে লক্ষ করছে না, সে ঠিক তার মতো দেখতে এবং তার মতো পোশাক পরা একটি ডামি পুতুল বের করল। এরপর সেটাকে বেঁধে ফেলল

BanglaBook.org

ওয়াগনের সিটের সাথে। তারপর সে খচ্চর দুটোকে শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া মেইন স্ট্রিটে ছেড়ে দিল।

সে ব্যাংকের দিকে তাকাল, পরখ করে নিচ্ছে কোনো কাস্টমার ব্যাংকের দিকে যাচ্ছে কি-না। শহরে জড়ো হওয়া মানুষদের কারুরই মনে হচ্ছে সেদিকে যাওয়ার তাড়া নেই।

সে লম্বা, লম্বা পা ফেলে ব্যাংকের দিকে হাঁটা ধরল। ব্যাংকে ঢুকে লবির চারপাশে তাকাল। টাকা তুলতে আসা একজন মানুষ ছাড়া আর কেউ নেই। কাস্টমার লোকটি টেলারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ঘুরল, এরপর আগন্তুকের দিকে না তাকিয়েই হেঁটে হেঁটে ব্যাংক থেকে বেরিয়ে গেল।

এই যাচ্ছে একজন সৌভাগ্যবান মানুষ, ডাকাতটি ওই কাস্টমার সম্পর্কে ভাবল।

কাস্টমার লোকটি যদি ডাকাতটির দিকে একবারের জন্যও ফিরে তাকাত, তাকে খুন করা ছাড়া ওর আর কোনো উপায় থাকত না।

ডাকাতটি এমন কাউকেই বাঁচিয়ে রাখে না যে তার পরিচয় প্রকাশের হুমকি। যদিও সবসময়ই এরকমটা হওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েই যায় যে, কেউ একজন হয়তো কোনো একদিন ছদ্মবেশের মাঝ দিয়ে তাকে ঠিকই চিনে ফেলবে।

ধারেকাছের একটি স্যালুনে হওয়া আলোচনা থেকে সে জানতে পেরেছিল, ব্যাংকের মালিকপক্ষের লোকেরাই শহরের বেশির ভাগ উৎপাদনশীল খনির মালিক, বিশেষ করে মন্টোগোমারি-শোশোন মাইন, যার অরিজিনাল ক্লেইম হচ্ছে প্রায় দুই মিলিয়ন ডলার।

এখনও পর্যন্ত সবকিছু ভালোমতোই এগোচ্ছে, ডাকাতটি ভাবল। সে এরপর আচমকা লাফ দিয়ে কাউন্টারের বাধা পার হয়ে গেল, মেঝেতে পা ফেলতেই দেখল টেলার বিস্মিত চোখে তার দিকে চেয়ে আছে। সে বুটজুতো থেকে পিস্তল বের করে সেটিকে টেলারের মাথায় ঠেকাল।

"নড়বে না আর কাউন্টারের নিচের অ্যালার্ম বাটনে চাপ দেয়ার কথাও ভুলে যাও। ও-কাজ করতে গেলে আমি তোমার মাথার ঘিলু উড়িয়ে দেব।"

টেলার বিশ্বাস করতে পারছে না এসব কী ঘটছে। "এ...এটা কি আসলেই একটা ব্যাংক ডাকাতি?" সে তোতলাচ্ছে।

"তোমার অনুমান নির্ভুল," ডাকাতটি জবাব দিল। "এখন, ধীরে ধীরে ম্যানেজারের অফিসে হেঁটে যাও, এমন ভান করবে যেন কিছুই ঘটেনি।"

আতংকিত টেলারটি অফিস-রুমের দিকে ঘুরল। দরজাটার গায়ে নকশা করার কারণে এর ভেতর-বাইরের দৃশ্য দেখা কঠিন হয়ে পড়েছে। সে দরজায় টোকা দিল।

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, ভেতরে আসুন," অন্য পাশ থেকে একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এল। ফ্রেড নামের টেলারটি ভেতরে ঢোকার জন্য দরজায় চাপ দিল। কিন্তু ডাকাতটি তাকে রুক্ষ ভঙ্গিতে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। ফ্রেড ভারসাম্য হারিয়ে ম্যানেজারের ডেস্কের ওপরে আছড়ে পড়ল। ডেস্কে থাকা একটি নাম-ফলকে ম্যানেজারের নাম লেখা, হারবার্ট উইলকিন্স। ফ্রেডের হাতের ঠেলায় ওই নাম-ফলকটি মেঝেতে পড়ে গেল। উইলকিন্স দ্রুত পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে তার ডেস্কের নিচে রাখা রিভলবারটি হস্তগত করার জন্য হাত বাড়ালেন। তবে তার ৫ সেকেন্ড দেরি হয়ে গেল। ডাকাতটি ওই অস্ত্রের কথা স্বয়ং ম্যানেজার কাছ থেকে আগেই জানতে পেরেছে, যখন তিনি ধারেকাছের একটি স্যালুনে এ-নিয়ে কথা বলছিলেন।

"ওই পিস্তল স্পর্শ করবে না," ডাকাতটি চড়া গলায় তাকে হুশিয়ার করে দিল।

উইলকিন্স এমন টাইপের লোক না যে সহজেই ঘাবড়ে যাবে। সে স্থির চোখে ডাকাতটির দিকে চেয়ে রইল। ডাকাতটির চেহারার প্রতিটি ইঞ্চি নিজের মনের পর্দায় গেথে নিচ্ছে। "তুমি এই টাকা নিয়ে কোনোভাবেই পালাতে পারবে না," তিনি ঘৃণার সাথে বললেন।

ডাকাতটি শীতল কণ্ঠে বলল, "আমি এই কাজ আগেও করেছি এবং আবারও করব।" সে প্রায় ৮ ফুট উঁচু সিন্দুকের দিকে ইশারা করল। "খোলো এটা!" উইলকিন্স ডাকাতের চোখের দিকে সরাসরি চেয়ে রইল, "না, আমার মনে হয় না আমি ওই কাজ করব।"

"আমি হয়তো একটা পয়সাও না নিয়ে এই জায়গা ত্যাগ করব, কিন্তু সেটা দেখার জন্য তুমি বেঁচে থাকবে না।" এ-কথা বলে ওই ডাকাতটি এক মুহূর্ত সময়-ও আর নষ্ট করল না। সে তার অটোমেটিকের মাজলে ভারী একটি তোয়ালে প্যাঁচাল এবং টেলারের দুই চোখের মাঝখানে গুলি করল। এরপর উইলকিন্সের দিকে ঘুরল। উইলকিন্স আতংকিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, ফ্রেডের মাথার চারপাশে জমা হওয়া রক্তের পুকুরের দিকে চেয়ে আছে। সে ধূমায়িত তোয়ালের দিকে তাকাল, ওটার মাঝ দিয়েই বুলেট চলে গিয়েছিল। ভালো করে বুঝতে পারছে, গুলি ছোড়ার আওয়াজ বিল্ডিং-এর কারুর কানে যায়নি। যেন তাকে সম্মোহিত করা হয়েছে, তিনি সিন্দুকের দিকে গেলেন এবং কাঙ্ক্ষিত নম্বরটি দিয়ে কম্বিনেশন লক ঘোরাতে লাগলেন। আধা মিনিট পরে, তিনি হুড়কোতে টান দিয়ে বিশালাকার ইস্পাতের দরজাটি ঝট করে খুলে ফেললেন।

"নাও, এবার এই টাকা নিয়ে নরকে যাও।" তিনি হিসহিস করে বললেন।

ডাকাতটি একগাল হেসে উইলকিন্সের কপাল বরাবর গুলি চালিয়ে দিল।

BanglaBook.org

ব্যাংক ম্যানেজার মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছেন কী পড়েননি তার আগেই ডাকাতটি লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত গতিতে একজিট ডোরের কাছে পৌঁছে গেল। সে এটি দড়াম করে লাগিয়ে দিল। "ব্যাংক ইজ ক্লোজড" লেখা সাইনটি জানালায় টাঙিয়ে দিল, শেড নামিয়ে দিতেও ভুলল না। এরপর সে ব্যাংকের ভেতরে ঢুকে সিন্দুকের কাছে এল।

সিন্দুক থেকে সব ডলার তুলে নিয়ে সেগুলো ওর কোমরের সাথে বেঁধে রাখা লন্ড্রী ব্যাগে ভরতে শুরু করল। বস্তাটি ফুলতে ফুলতে একসময় ডলারে পরিপূর্ণ হয়ে গেল, ধারণ ক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গেছে। সে এবার বাকি ডলার প্যান্টের পকেট আর বুটের মধ্যে ঢোকাতে লাগল। একপর্যায়ে, সিন্দুকে থাকা সব নগদ টাকা খালি হয়ে গেল। ডাকাতটি এরপরে লম্বা কয়েকটি মুহূর্ত স্থির চোখে স্বর্ণ আর রুপার পয়সার দিকে চেয়ে রইল। এবং তারপর, স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে শুধু একটি স্বর্ণের কয়েন তুলে নিল সে।

ব্যাংকের পেছন দিকে লৌহনির্মিত ভারী একটি দরজা আছে, যাতে বাইরের সরু গলিতে পৌঁছানো যায়। ডাকাতটি সেই দরজার হুড়কো খুলে বাইরে উঁকি মারল, অনুসন্ধানী চোখে দেখে নিচ্ছে রাস্তায় কেউ আছে কি-না।

সে দেখল, ব্যাংক থেকে এক ব্লক দূরে একদল কিশোর বেসবল খেলছে। খবর খারাপ। ডাকাতটির কাছে এটা পুরোপুরি অপ্রত্যাশিত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কুক ব্যাংকের সামনের রাস্তা পর্যবেক্ষণ করেছে সে, কিন্তু এই প্রথমবারের মতো সে দেখল বাচ্চারা ব্যাংকের পেছনের রাস্তায় খেলছে।

ডাকাতটির সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। তাকে আর ১২ মিনিটের মধ্যে রেলইয়ার্ড (যে জায়গায় রেলগাড়ি রাখা হয়) এবং বক্স-কারের কাছে পৌঁছাতে হবে। ব্যাগটিকে কাঁধের ওপরে রেখে চেহারার ডান পাশ আড়াল করল সে। বেজবল খেলায় ব্যস্ত থাকা কিশোর খেলোয়াড়দের এড়িয়ে সে রাস্তার এক-কোণা ধরে মাথা নিচু করে হাঁটতে লাগল।

বেশির ভাগ ছেলেই লোকটিকে পাত্তা দিল না। শুধু একজন ডান কাঁধে বড়সড় একটি বস্তা বহন করা এবং হতদরিদ্র পোশাক পরা লোকটির দিকে স্থির চোখে চেয়ে রইল। যেই জিনিসটা বালকটিকে সবচেয়ে বেশি অবাক করল সেটি হচ্ছে লোকটির মাথায় থাকা মেক্সিকান সমব্রেরো হ্যাট। এই স্টাইলের হ্যাট রিওলাইটে তেমন একটা দেখা যায় না। শহরের বেশির ভাগ লোক ফেডোরা, ডের্ভি, অথবা খনিশ্রমিকের ক্যাপ পরে। এই বাজে চেহারার মানুষটির আরেকটি অদ্ভুত ব্যাপার ছেলেটার নজর কাড়ল, কিন্তু সেটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার আগেই ওর এক বন্ধুর চিৎকারে আশপাশ কেঁপে উঠল। বালকটি বাধ্য হল বেসবল খেলায় মনোযোগ ফিরিয়ে আনতে।

BanglaBook.org

ডাকাত ওই বস্তাটিকে কাঁধের চারপাশে বাঁধল যাতে এটি পিঠের ওপর ঝুলে থাকে। সে ডেন্টিস্টের অফিসের সামনে আগে থেকেই একটি বাইসাইকেল খাড়া করে রেখেছিল। সে ওই সাইকেলে চড়ে বসে আরমাগোমা স্ট্রিট ধরে রেলইয়ার্ডে যাওয়ার জন্য পেডাল চাপতেই লাগল, চাপতেই লাগল, যতক্ষণে না কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছাচ্ছে।

রেলইয়ার্ডে পৌঁছুতেই দেখল, একজন ব্রেকম্যান রেললাইন ধরে ট্রেনের শেষ মাথায় থাকা কিচেনরুমের দিকে যাচ্ছে। ডাকাতটি নিজের দুর্ভাগ্য দেখে কপাল চাপড়াতে লাগল। কিছুক্ষণ আগে একটা গর্দভ কিশোর ওকে দেখে ফেলেছে। আর এবার এই ব্রেকম্যান? এত যত্নের সাথে পরিকল্পনা করা সত্ত্বেও, ভাগ্য ওর সাথে প্রতারণা করছে। তার অন্যসব ডাকাতি আর খুন-খারাবির সাথে তুলনা করলে, পলায়নের সময় এত এত মানুষের নজরে সে এর আগে কখনও পড়েনি। কিন্তু চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া তার আর কিছুই করার নেই।

সৌভাগ্যবশত, ব্রেকম্যান ডাকাতের চেহারার দিকে ফিরেও তাকাল না। সে অন্য কাজে ব্যস্ত। এক রেলকার থেকে আরেক রেলকারের দিকে যাচ্ছে সে, চেক করে দেখছে চাকা এবং ট্রাকের এক্সল বক্সের ভেতরে গ্রীজ আছে কি-না।

বক্সের ভেতরে ঘুরতে থাকা পিতলের স্লীভটি যদি যথেষ্ট পরিমাণে লুব্রিকেন্ট না পায়, ঘর্ষণের কারণে সৃষ্টি হওয়া উত্তাপ বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছে যাবে। এর ফলে, রেলগাড়ির ওজনে এক্সল ভেঙে পড়তে পারে এবং ঘটতে পারে সাংঘাতিক কোনো দুর্ঘটনা।

ডাকাতটি সাইকেল চালিয়ে ব্রেকম্যানকে পেরিয়ে গেল। ওই ব্রেকম্যান ডাকাতের দিকে তাকানোর কোনো প্রয়োজন অনুভব করল না। সে তখন নিজের কাজে গভীরভাবে নিমগ্ন। ট্রেনটি কিছুক্ষণ পরেই টোনোপাহ এর উদ্দেশ্যে রওনা হবে। এর আগেই ব্রেকম্যানটিকে তার পরিদর্শন-কাজ সমাধা করতে হবে।

ডাকাতটি প্রার্থনা করল, ব্রেকম্যান যেন ওর দিকে ফিরে না চায় এবং তার ব্যক্তিগত বক্স-কারে ওঠার সময় তাকে যেন দেখে না ফেলে। দ্রুততার সাথে, তালায় চাবি ঢুকিয়ে সে দরজা খুলল এবং বাইসাইকেলটি ভেতরে ছুঁড়ে মারল, এরপর ভেতরে ঢুকে ডলারে পরিপূর্ণ বস্তাটিকে এক টানে ভেতরে নিয়ে এল।

বক্স-কারের ভেতরে ঢুকতেই, ডাকাতটি ট্রেনের শেষ মাথার দিকে তাকাল। ব্রেকম্যান ততক্ষণে ট্রেনের ভেতরে ঢুকে গিয়েছে। ডাকাতটি যে বক্স-কারে প্রবেশ করেছে এটা খুব সম্ভবত সে দেখতে পায়নি।

ডাকাতটি এখন বিলাসবহুল বক্স-কারের ভেতরে নিরাপদ। সে আরাম করে বসে রিওলাইট হেরাল্ড পত্রিকার একটা কপি বের করল। সে কল্পনা

BanglaBook.org

করতে চাইল, ব্যাংক ডাকাতি এবং ম্যানেজার ও টেলারকে খুনের ঘটনার ব্যাপারে এই কাগজ পরদিন কী প্রতিবেদন ছাপাতে যাচ্ছে।

আবারও, যেমনটা এর আগেও বহুবার হয়েছে, ডাকাতটির মনে কোনোরকম অনুশোচনাবোধ জাগ্রত হল না। এই মানুষগুলোর মৃত্যু তার মনে সামান্যতম আঁচড়-ও কাটতে ব্যর্থ হল।

পরবর্তীতে, ডাকাত/খুনি পেছনে কোনো সূত্র না রেখে কিভাবে পালালো... সেই রহস্য ছাড়াও, আরেকটি ধাঁধা পুলিশ বাহিনীকে হতভম্ব করে দিল। ওরা শহরের বাইরে বুলফ্রগ যাওয়ার রাস্তায় একটি ওয়াগন খুঁজে পেল। ওয়াগনটি ফাঁকা। দেখা গেল, এটি চালাচ্ছে একটি ডামি পুতুল।

শেরিফ জশ মিলারের মাথায় দুই আর দুই যোগ করার মতো যথেষ্ট বুদ্ধি আছে, কিন্তু তিনি বহু ভেবেও এই রহস্যের কোনো কুল-কিনারা করতে পারলেন না। সবকিছুই অস্পষ্ট এবং ঘোলাটে। আর অপরাধীটিও পেছনে কোনো সূত্র রেখে যায়নি।

ওই ডাকাতি আর রিওলাইটের খুন পরিণত হল সমাধান করায় ব্যর্থ আরেকটি হেঁয়ালিতে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৪

গ্রীষ্মের সূর্য কলোরাডোকে আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিচ্ছে। আকাশ মেঘমুক্ত, ডেনভার শহরের মাথার ওপরে ছড়িয়ে আছে উজ্জ্বল নীল রঙ। তাপমাত্রা এখন আরামদায়ক একাশি ডিগ্রি ফারেনহাইট।

আইজ্যাক বেল ট্রেন থেকে বেরিয়ে প্ল্যাটফর্মে পা রাখল। এরপর গথিক স্টাইলে নির্মিত ইউনিয়ন স্টেশনের ক্লক টাওয়ারের দিকে তাকানোর জন্য এক মুহূর্ত থামল সে।

বিশালাকৃতির ক্লক টাওয়ারে তখন সময় দেখাচ্ছে ১১ঃ৪০। বেল তার বুক পকেট থেকে স্বর্ণের ঘড়িটি বের করল। ঘড়ির কাঁটা রোমান সংখ্যায় সময় বলছে ১১ঃ৪৩। সে সন্তুষ্টচিত্তে মুচকি হাসল। নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছে, ওই ক্লক টাওয়ারের ঘড়িটি তিন মিনিট ধীর।

লাল ইট দিয়ে নির্মিত প্ল্যাটফর্ম ধরে হেঁটে হেঁটে ব্যাগেজ কারের কাছে গেল, নিজের ট্রাংক শনাক্ত করছে সে। এবং এরপরে একজন কুলিকে ডাক দিয়ে বলল। "আমার নাম বেল। তুমি কি দেখবে যেন আমার ট্রাংক ব্রাউন প্যালেস হোটেলে ঠিকঠাক পৌঁছে?"

পোর্টারের (কুলি) হাতে একটি স্বর্ণমুদ্রা ধরিয়ে দিতেই তার চেহারায় চওড়া হাসি ফুটে উঠল। সে খুশি খুশি মুখ করে স্বর্ণমুদ্রাটি আঙুল দিয়ে ঘষতে লাগল।

"এছাড়া আমি আরও আশা করছি, পরের ট্রেনে আমার জন্য একটি বড়সড় ক্রেটার আসবে। আমি কি তোমার ওপরে ভরসা করতে পারি যে, তুমি ওটাকে ইউনিয়ন প্যাসিফিক ফ্রেইট ওয়্যারহাউজে পৌঁছে দেবে?

"হ্যাঁ, স্যার, এটাও আমি সামলে নিতে পারব।" স্বর্ণমুদ্রাটি এখনও দুই আঙুলের মাঝে রেখে ঘষছে সে, মুখের হাসি-ও মুছে যায়নি।

"তোমাকে ধন্যবাদ।"

"আমি কি আপনার হয়ে ওটা বহন করতে পারি?" পোর্টারটি বেল-এর হাতে রাখা ভ্যালিসের দিকে ইশারা করে বলল।

"ধন্যবাদ, ওটা আমি নিজের কাছেই রাখছি।"

"আপনাকে কি একটা ট্যাক্সি ডেকে দেব?"

BanglaBook.org

"তার দরকার হবে না। আমি ট্রামে উঠব।"

বেল অলস পায়ে উঁচু সিলিঙের নিচের গ্র্যান্ড লবি ধরে হাঁটতে লাগল, ওর মাথার ওপরে ঝুলছে মনোমুগ্ধকর ঝাড়বাতি। সে ডিপো থেকে বেরিয়ে উইনকুপ স্ট্রিটে পা রাখল, ১৭ নম্বর রোডে যাবে। সে নব-নির্মিত মিজপাহ আর্চ পেরিয়ে গেল। এই স্থাপনাটি দেখতে দরজার মতো। এর চূড়ায় ঝুলছে এক জোড়া আমেরিকান পতাকা। এই স্থাপনাটি নির্মান করা হয়েছে শহরে আসা অতিথিদেরকে স্বাগতম এবং শহর ত্যাগ করা মানুষদেরকে বিদায় জানানোর জন্য।

বৈদ্যুতিক ব্যাটারি চালিত গাড়িতে করে দুজন লেডি রাস্তা ধরে যাচ্ছিলেন। তাদের পরনে গ্রীষ্মকালীন পোশাক, হাতে গ্লাভস এবং মাথায় ফ্যাশনেবল হ্যাট। বেল ওর মাথার হ্যাট নামিয়ে চেহারায় হাসি ফুটিয়ে দুই মহিলার উদ্দেশ্যে নড করল। লেডি দুজনও আকর্ষণীয় চেহারার পুরুষটির দিকে তাকিয়ে নড করল, এরপর গাড়ি চালিয়ে ১৭ নম্বর স্ট্রিটের স্টেট ক্যাপিটাল বিল্ডিং-এর দিকে যেতে থাকল তারা।

শহরের রাস্তায় মোটরগাড়ির তুলনায় ঘোড়ায় টানা ওয়াগন এবং ক্যারিজের সংখ্যাই বেশি। ডেনভার ট্রামওয়ে কোম্পানির ট্রলি কার ঠুং-ঠাং আওয়াজ তুলে ওয়াজি স্ট্রিটের এক কোনা দিয়ে যাচ্ছে। একটু পরেই ট্রলি কারটি ক্লক টাওয়ারের শেষ মাথায় থামল যাত্রী তোলার জন্য। ঘোড়ায় টানা রেলওয়ে এখন অতীত। রাস্তায় রাজত্ব করছে বৈদ্যুতিক ট্রলি, ডেনভারের প্রতিটি পাড়ায় যাত্রীদেরকে তাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে দিচ্ছে এটি।

বেল সিঁড়ি বেয়ে ট্রলি কারে উঠে মোটরম্যানকে ১০ সেন্ট দিল। টুং করে ট্রলি কারটির ঘণ্টা বেজে উঠল। লাল রঙের ট্রলি কারটি ততক্ষণে ১৭ নম্বর রাস্তা ধরে চলতে শুরু করে দিয়েছে।

বেল ট্রলি কারে বসে বসে দেখল, রাস্তার পাশের স্থাপনাগুলো বেশির ভাগই তিন তলা অথবা চারতলা ইটের বিল্ডিং। এছাড়া, রাস্তায় চলাচল করা পুরুষদের পরনে কালো অথবা ধূসর স্যুট এবং টাই, অন্যদিকে মেয়েরা পরনে দীর্ঘ পোশাক পরে লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটছে, তাদের স্কার্ট গোড়ালির ওপরে উঠানো। বেশির ভাগ মেয়েদের মাথায় রংচঙা হ্যাট এবং হাতে ছোটখাটো আকৃতির ছাতা।

বেল চোখে আগ্রহ নিয়ে ক্যাডিলাক গাড়ি বিক্রি করা একটি শো-রুমের দিকে তাকাল। ওই শো-রুমের শামিয়ানা গুটিয়ে রাখা হয়েছে যাতে এর ভেতরে থাকা গাড়িগুলো বাইরের মানুষেরা দেখতে পায়। বেল রাস্তার সাইনবোর্ডের দিকে তাকাল, যাতে জায়গাটির অবস্থান স্মরণে রাখতে পারে। মোটরগাড়ির ব্যাপারে বেল-এর দারুণ আগ্রহ। ওর নিজেরই একটি

BanglaBook.org

লোকোমোবিল রেসিং কার আছে। ১৯০৫ সালে নিউ ইয়র্কের লং আইল্যান্ডে হওয়া গাড়ির রেস প্রতিযোগিতায় জো ট্রেসি বেল-এর কাছে থাকা ওই রেসিং কারটি চালিয়েই তৃতীয় হয়েছিল। রাস্তায় চালানোর উপযোগী করার জন্য বেল ওর লোকোমোবিল রেসিং কারে বাম্পার এবং হেডলাইট লাগিয়েছে।

এছাড়া, উজ্জ্বল লাল রঙের একটি মোটরসাইকেল-ও বেল-এর মালিকানায় আছে। ওটা লেটেস্ট মডেলের রেসিং মোটরসাইকেল। এর ভি-টুইন ইঞ্জিন ৩.৫ অশ্বশক্তি উৎপন্ন করতে পারে। মোটরসাইকেলটিতে আধুনিক প্রযুক্তির গ্রিপ থ্রটল লাগানো আছে। এর ওজন ১২০ পাউন্ড এবং প্রায় ৬০ মাইল পর্যন্ত গতি তুলতে সক্ষম।

ট্রলি কারটি ১৭ নম্বর স্ট্রিটে থামতেই, এর সিঁড়ি বেয়ে ফুটপাথে নেমে এল বেল। প্রায় ৩ বছর পরে ডেনভারে পা রাখল সে। রাস্তার প্রতিটি কোনায় উঁচু উঁচু বিল্ডিং দাঁড়িয়ে আছে, এবং এদের নির্মাণ কাজ থামার কোনো লক্ষন-ও দেখা যাচ্ছে না। ১৬ নম্বর এবং ক্যালিফোর্নিয়া স্ট্রিটের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে বাদামী রঙের একটি ৮ তলা বিল্ডিং। উঁচু উঁচু জানালাকে ঢেকে রেখেছে দেয়ালের সাথে ম্যাচ করা বাদামী শামিয়ানা। বিল্ডিং-এর নীচ তলা দখল করে রেখেছে হেজকক এন্ড জোন্স এবং ব্রামান ক্লথিং কোম্পানি। ওপরতলায় এদের কয়েকটি ব্যবসা-কেন্দ্র আছে। যার মাঝে আছে ফায়ারম্যানস ফান্ড বীমা কোম্পানী এবং ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভ এজেন্সি।

বেল লবির দিকে ঘুরতেই দেখল দুপুরের লাঞ্চ ব্রেকে খাবার খাওয়ার জন্য এক দল অফিস-কর্মী বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে আসছে। বিল্ডিংটির মেঝে, দেয়াল এবং সিলিং সবুজাভ ইটালিয়ান মার্বেল পাথর দিয়ে সুন্দরভাবে সজ্জিত। সে বিল্ডিঙে ঢুকে লিফটের ভেতরে পা রাখল, ওর সামনেই দাঁড়িয়েছিল দুজন সুন্দরী মহিলা। বেল ভেতরে ঢুকতেই, লিফট অপারেটর লিফটের ইস্পাতের খাঁচা আটকে দিল। স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী ভদ্রতা প্রদর্শনের জন্য, মাথার হ্যাটটি খুলে হাতে নামিয়ে রাখল বেল। লিফট অপারেটর বাঁকানো থ্রটলে চাপ দিল। লিফটটি অলস ভঙ্গিতে ওপরের ফ্লোরে উঠে যেতে লাগল। দুই মহিলা ৫ তলায় নেমে গেল, মহানন্দে পরস্পরের সাথে কথা বলেই যাচ্ছিল ওরা। একপর্যায়ে কথার ফাঁকে ওরা দুজনেই ঘুরল এবং হলওয়ে ধরে উধাও হয়ে যাওয়ার আগে বেল-এর দিকে লাজুক চোখে এক পলক তাকাল। অপারেটর লিফট থামিয়ে দরজা খুলল। "আমরা আট তলায় পৌঁছে গেছি, স্যার। আর আপনাকে শুভ অপরাহ্ন..." সে প্রফুল্ল কণ্ঠে বলল।

"তোমাকেও শুভ অপরাহ্ন," বেল জবাব দিল।

বেল হলওয়েতে নেমে ডানদিকে ঘুরে একটি দরজার সামনে এল। দরজার ওপরের দিকের কাচে সুন্দর ডিজাইনে লেখা আছে "ভ্যান ডর্ন

BanglaBook.org

ডিটেকটিভ এজেন্সি"। এর নিচে এজেন্সির স্লোগান। "আমরা কখনও হাল ছাড়ি না, কখনও না।"

অফিসের দরজা সংলগ্ন রুমটির দেয়ালে সাদা রঙ করা। রুমটিতে আছে নরম গদিওয়ালা দুটো কাঠের চেয়ার এবং একটি ডেস্ক, যার পেছনের একটা ঘূর্ণায়মান চেয়ারে পরিপাটি পোশাক পরে বসে আছেন একজন কমবয়সী মহিলা। ভ্যান ডর্ন এমন ধরনের লোক না যিনি জমকালো সাজ-সজ্জার পেছনে অযথা পয়সা খরচ করবেন। রুমের সাজ-সজ্জা বলতে শুধু একটি জিনিসই টাঙানো আছে, সেক্রেটারির পেছনের দেয়ালে এজেন্সির প্রধান ব্যক্তিটির একটি ছবি।

সেক্রেটারি মহিলাটি বেল-এর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলেন, তার সামনে সুন্দর পোশাক পরে দাঁড়িয়ে থাকা সুদর্শন পুরুষটির দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। মহিলাটি বেশ সুন্দরী, কোমল বাদামী চোখ এবং চওড়া কাঁধ। "আপনাকে কি কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি, স্যার?"

"হ্যাঁ। আর্থার কার্টিস এবং গ্লেন আরভিনের সাথে দেখা করতে চাই।"

"উনারা কি আপনাকে প্রত্যাশা করছেন?"

"দয়া করে ওদেরকে বলুন আইজ্যাক বেল এসেছে।"

মেয়েটির নিঃশ্বাস আটকে এল। "ওহ, আপনিই মিস্টার বেল। আমার আপনাকে আগেই চিনে ফেলা উচিত ছিল। মিস্টার কার্টিস আর মিস্টার আরভিন অবশ্য আগামীকালের আগে আপনার দেখা পাওয়ার আশা করেননি।"

"আমি মিসৌরী থেকে আসার জন্য দ্রুতগতির একটি ট্রেন ধরেছিলাম।" বেল ডেস্কে থাকা মহিলাটির নাম-ফলকের দিকে তাকাল। "আপনি মিস অ্যাগনেস মারফি?"

মহিলা তার বাম হাত উঁচিয়ে বিয়ের আংটি দেখালেন। "মিসেস মারফি।"

বেল তার মোহনীয় হাসি হাসল। "আশা করি তোমাকে যদি স্রেফ অ্যাগনেস নামে ডাকি তুমি কিছু মনে করবে না, যেহেতু কিছু সময় আমাকে এখানেই কাজ করতে হবে।"

"একেবারেই না।"

মেয়েটি তার ডেস্ক থেকে উঠে দাঁড়াতেই বেল দেখতে পেল মিসেস মারফির পরনে নীলচে স্কার্ট এবং সাদা ব্লাউজ। গিবসন গার্লের ফ্যাশনে তার চুল মাথার ওপরে স্তূপীকৃত করে রাখা। এই টাইপের ফ্যাশন তখন আমেরিকায় খুব জনপ্রিয়।

বেল-এর কৌতূহল সবসময়ই একটু বেশি, সে ডেস্কের কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে নিল মেয়েটি তার রেমিংটন টাইপরাইটারে কী টাইপ করছিল।

BanglaBook.org

টাইপ করা ওই চিঠিটি যাবে ভ্যান ডনের ঠিকানায়, এবং ওই চিঠিতে ভ্যান ডর্ন এজেন্সির পশ্চিম প্রদেশের সুপারিন্টেনডেন্টের অসন্তোষের কথা লেখা আছে। তিনি বেল-এর এখানে আসা এবং অমীমাংসিত কেসটির দায়িত্ব নেয়ায় অখুশি। ডেনভার অফিসের প্রধানের সাথে বেল-এর আগে কখনও সরাসরি সাক্ষাৎ হয়নি, তবে বেল ঠিক করল শত্রুতার আভাস থাকা সত্ত্বেও সে এই লোকটির প্রতি সৌজন্যতা এবং ভদ্রতা দেখাতে কার্পন্য করবে না। বেল মিসেস মারফির ডেস্ক থেকে সরে জানালার কাছে গিয়ে বাইরের শহরের কোলাহল দেখতে লাগল।

খানিক পরেই আলেকজান্ডার রুমে প্রবেশ করলেন। তাকে দেখে সমাধিগৃহের হিসাবরক্ষকের মতো লাগে, মনেই হয় না যে এই লোক একজন চীফ ইনভেস্টিগেটর যিনি বহু অপরাধের রহস্য সমাধান করেছেন এবং অনেক অপরাধীকে বিচারের জন্য কাঠগড়ায় দাঁড়-ও করিয়েছেন। তিনি মানুষ হিসেবে খাটো, তার মাথা কোনোমতে বেল-এর কাঁধ স্পর্শ করবে। তিনি একটি কোট পরে আছেন, যা তার সাইজের তুলনায় খুব বড় হয়ে গেছে, আর তার ট্রাউজারটিও বেঢপ। তার শার্টের কলারে ভাঁজ পড়ে গিয়েছে এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে ঘামের দাগ। কপাল এবং মাথার পেছনের অংশ বাদে তার মাথায় চুল বলতে গেলে নেই। চুলের মতোই তার ভ্রু-জোড়াও সুন্দর করে ছাঁটা। চশমাটি তার নাকের ওপরে শক্ত হয়ে এঁটে আছে এবং তার ধূসর-সবুজ চোখজোড়া বিষন্নতায় মোড়ানো। আলেকজান্ডার হাত বাড়িয়ে দিলেন, তার ঠোঁটে একটি হাসি খেলে গেল, সেই হাসিতে রসবোধের অভাব আছে। "মিস্টার বেল, ভ্যান ডনের সেরা এজেন্টের সাথে পরিচিত হতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি।"

বেল এই প্রশংসায় আহ্লাদিত হল না কারণ সে বুঝতে পারছে এতে আন্তরিকতার লেশমাত্র নেই। "আপনার সাথে সাক্ষাতে আমিও সম্মানিত।" বেল উত্তর দিল। আলেকাজান্ডারের আচরণে এটা সুস্পষ্ট যে, সে বেলকে তার নিজের এলাকায় অনধিকার প্রবেশকারী ছাড়া আর কিছু ভাবছে না।

"দয়া করে আমার পিছু পিছু আসুন। আপনাকে নতুন অফিসটা দেখিয়ে দিই।"

এই কথা বলে আচমকা নিজের শরীরটিকে ১৮০ ডিগ্রিতে ঘুরিয়ে ফেলল আলেকজান্ডার, এবং নিজের দেহকে কাঠের মতো শক্ত করে বড় বড় পদক্ষেপে ভেতরে অফিসে যাওয়ার জন্য হাঁটা ধরল সে। ওদের যাওয়ার সুবিধা করে দেয়ার জন্য মিসেস মারফি মিষ্টি করে হেসে একপাশে সরে দাঁড়ালেন।

আলেকজান্ডারের অফিস এমন এক কোনায় অবস্থিত যেখান থেকে বাইরের পাহাড়ের অপরূপ নৈসর্গিক দৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু অন্য অফিসগুলো

BanglaBook.org

ছোট এবং জানালাবিহীন। বেল লক্ষ করল, ওই অফিসগুলোতে কোনো প্রকার দরজা রাখা হয়নি, তাই প্রাইভেসি পাওয়ার সুযোগ-ও নেই।

আলেকজান্ডারের রুমটি লেদারের সোফা এবং চেয়ার দ্বারা অলংকৃত। এসপেন কাঠ দ্বারা নির্মিত তার ডেস্কটি বেশ চওড়া এবং এতে কোনো প্রকার পেপার-ওয়ার্কের চিহ্ন নেই। যদিও আলেকজান্ডারের স্যুট মোটেও মানানসই না, ওই স্যুটে ভাঁজ পড়ে গেছে, তবে সে তার কাজ নিয়ে বেশ খুঁতখুঁতে। সে নিজে তার ডেস্কের পেছনের হাই-বেকড চেয়ারে বসল এবং বেলকে ইশারা করল তার বিপরীত পাশে থাকা গদিবিহীন কাঠের চেয়ারে বসতে।

"না, ধন্যবাদ," বেল নরম সুরে বলল। "দুই দিন ট্রেনে বসে থাকার পর, আমি এবার আরামদায়ক একটা সিটে বসতে চাই।" এই বলে সে লেদারের সোফায় গা এলিয়ে দিল।

"আপনার যেমন ইচ্ছে," আলেকজান্ডার বলল, বেল-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার মতো হাবভাব তার একেবারেই পছন্দ হচ্ছে না।

"তিন বছর আগে একটা কেস সমাধানের জন্য এখানে কাজ করতে হয়েছিল। তখন আপনি এখানে ছিলেন না।"

"না, সিয়াটল অফিস থেকে পদোন্নতি পেয়ে আমি এখানে তার ছয় মাস পরে আসি।"

"মিস্টার ভ্যান ডর্ন কিন্তু আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ," বেল মিথ্যা বলল। ভ্যান ডর্ন এর কথা মুখেই আনেননি। আলেকজান্ডার দুই হাত বুকের ওপরে ভাঁজ করলেন, "আমার বিশ্বাস, ওই ডাকাতের কাজ-কর্ম এবং খুন খারাবির ব্যাপারে তিনি আপনাকে ব্রিফ করেছেন।

"নিজের মুখে বলেননি।" বেল কথা থামিয়ে হাতের ভ্যালিসটি উঁচু করে ধরল। "কিন্তু তিনি আমাকে কয়েকটা রিপোর্ট দিয়েছেন যা আমি ট্রেন যাত্রার সময় মনোযোগ দিয়ে দেখে নিয়েছি। আমি বুঝতে পারছি কেন এই খুনে দুর্বৃত্তকে আটক করা এত কঠিন। সে তার অপরাধের পরিকল্পনা খুব যত্নের সাথে করে এবং তার টেকনিকে কোনো ভুল নেই।"

"এ-জন্যই তো ওই ডাকাতটার হাতে হাতকড়া পরানো যাচ্ছে না।"

"লেখাগুলো ভালোভাবে পড়ে দেখার পরে আমার বিশ্বাস, খুটিনাটি দিকগুলোর প্রতি অতিরিক্ত নজর দেয়ার কারণেই একদিন তাকে ধ্বংসের মুখে পড়তে হবে।"

আলেকজান্ডার তার দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকাল। "কী বললেন? এরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কারণটা কি আমি জানতে পারি?"

"ওর কাজ বাড়াবাড়ি রকমের নিখুঁত, খুব ভালোভাবে টাইমিং করা। হিসাবে ছোট একটা ভুল করলেই ওর অবস্থা বেগতিক হয়ে যাবে।"

BanglaBook.org

"আশা করছি আমরা ডাকাতির ঘটনাগুলোর মাঝে একটা সাদৃশ্যপূর্ণ সম্পর্ক আবিষ্কার করতে সক্ষম হব।" আলেকজান্ডার বিদ্বেষ চেপে রেখে বলল।

"আমি একমত," বেল বলল। "মিস্টার ভ্যান ডর্ন বলছিলেন আমি আর্ট কার্টিস এবং গ্লেন আরভিনকে আমার দলে নিতে পারি। আশা করি এতে আপনার কোনো সমস্যা নেই।"

"কোনো সমস্যা নেই। আমি মিস্টার ভ্যান ডনের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাব না। তাছাড়া, আমাকে বলা হয়েছে, কয়েক বছর আগেও একটা কেসে ওরা আপনার সাথে কাজ করেছিল।"

"হ্যাঁ, আমি লক্ষ করেছি, এজেন্ট হিসেবে ওরা বেশ আন্তরিক।" বেল পায়ের ওপরে ভর দিল। "আমি কি এবার আমার অফিসটা দেখতে পারি?"

"অবশ্যই।"

আলেকজান্ডার ডেস্কের পেছন থেকে বেরিয়ে হলওয়েতে পা রাখল।

বেল দেখল পুরো অফিসটা খুব ছোট এবং সাজসজ্জার খুব অভাব। আসবাবপত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, দেয়ালে কোনো ছবি টাঙানো নেই। অফিসে উপস্থিত আছে শুধু একজন এজেন্ট। বেল তাকে চেনে না। আলেকজান্ডার-ও ওই এজেন্টের সাথে বেল-এর পরিচয় করিয়ে দেয়ার কোনো প্রয়োজন অনুভব করল না।

বেল নিস্পাপ ভঙ্গিতে আলেকজান্ডারের কাছে জানতে চাইল, "আপনাদের এখানে কি কনফারেন্স রুম আছে?"

আলেকজান্ডার সায় দিল। "হ্যাঁ, হলরুমের বিপরীত পাশে।" সে থেমে একটা দরজা খুলল এবং একপাশে সরে দাঁড়াল যাতে বেল এর ভেতরে ঢুকতে পারে।

কনফারেন্স রুমটি প্রায় ৩০ ফুট লম্বা এবং ১৫ ফুট চওড়া। এর ভেতরে আছে পাইন-গাছ দিয়ে বানানো লম্বা টেবিল, ঘন কালো রঙের টেবিলটির পৃষ্ঠভাগ পালিশ করা। টেবিলের ওপরে দুটো বিশাল, গোলাকার ঝাড়বাতি। আঠারোটি লেদার ক্যাপ্টেন চেয়ার টেবিলটির চারপাশে সমভাবে সাজিয়ে রাখা। ঘরের ভেতরের দেয়ালে লাগানো তক্তাটিও পাইন-গাছের, যা টেবিলের সাথে ম্যাচ করে গিয়েছে। মেঝেতে বিছিয়ে রাখা আছে লাল রঙের কার্পেট। ওই কার্পেটে পা রাখলে পা দেবে যাবে। কনফারেন্স রুমের একটি দেয়ালে চওড়া জানালা লাগানো, যার ফলে দুপুরবেলার সূর্যের আলো ঘরের প্রতিটি কোনাকে আলোকিত করার সুযোগ পাচ্ছে।

"খুবই সুন্দর," বেল বলল, মুগ্ধ। "অসাধারণ জায়গা।"

"হ্যাঁ," আলেকজান্ডার গর্বভরে বলল। "আমি এই রুমটিকে প্রায়ই শহরের প্রভাবশালী লোক এবং রাজনীতিবিদদের সাথে মিটিঙের কাজে ব্যবহার করি।

BanglaBook.org

এটা ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভ এজেন্সিকে সম্মান দেয়, আমাদের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল করে।"

"সেরকমই তো হওয়ার কথা," বেল সহজভাবে বলল। "ভালো কথা, আমি এখানে বসেই তদন্ত-কাজ করব।"

আলেকজান্ডার সরাসরি বেল-এর দিকে তাকাল, তার চোখে রাগের আভাস। "অসম্ভব। আমি এটা কিছুতেই হতে দেব না।"

"সবচে কাছের টেলিগ্রাফ অফিসটা কোথায়?"

আলেকজান্ডারকে হতভম্ব দেখাল। "সিক্সটিনথ স্ট্রিট থেকে দুই ব্লক সামনে। কেন?"

"আমি মিস্টার ভ্যান ডর্নকে একটা মেসেজ পাঠিয়ে অনুরোধ করব যাতে তিনি আপনাদের কনফারেন্স রুমকে আমার অপারেশনস সেন্টার হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি দেন। এই কেসের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করলে, আমি নিশ্চিত তিনি আমার অনুরোধে রাজী হয়ে যাবেন।"

আলেকজান্ডার বুঝতে পারছে তার পরাজয় অবশ্যাম্ভাবী। "আমি আপনার সৌভাগ্য কামনা করি, মিস্টার বেল," সে হার মেনে নিল। "যা-হোক, আমি যতটা পারি আপনাকে সাহায্য করব।" সে এরপর চলে যাওয়ার জন্য ঘুরল। অন্যদিকে রুমের এক কোনায় যাওয়ার জন্য হাঁটা ধরেছে বেল। আলেকজান্ডার দরজার কাছে গিয়ে আচমকা থেমে গেলেন। "ওহ, ভালো কথা, আমি আপনার জন্য আলবানি হোটেলে একটা ঘর রিজার্ভ করে রেখেছি।"

বেল হাসল। "তার দরকার হবে না। আমি ব্রাউন প্যালেসে আগেই একটা স্যুট বুক করে ফেলেছি।"

আলেকজান্ডারকে বিভ্রান্ত দেখাল। "আমি বিশ্বাস করতে পারছি না মিস্টার ভ্যান ডর্ন খরচের জন্য আপনার হিসাবে এত টাকা জমা রাখবেন।"

"তিনি অত টাকা দেননি। এই টাকা আমার নিজের পকেট থেকে যাচ্ছে।"

বেল যে কতটা ধন-সম্পত্তির মালিক সেটা পশ্চিম প্রদেশের সুপারিন্টেনডেন্টের জানার কথা না। তিনি বেল-এর দেয়া এই উত্তরে পুরোপুরি হতচকিত হয়ে গেলেন। ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকছে না, আবার এ-নিয়ে কোনো প্রশ্ন-ও করতে পারছেন না। তিনি যেন একটা ঘোরের মধ্যে থেকে নিজের অফিসে ফিরে গেলেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন। পুরোপুরি পরাজিত।

বেল আবারও হাসল এবং ভ্যালিসে করে আনা কাগজগুলো কনফারেন্স টেবিলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখতে শুরু করল। এরপর সে পাশের রুমে গিয়ে অ্যাগনেসকে বলল, "অ্যাগনেস, তুমি কি আমাকে জানাতে পারবে, কার্টিস আর আরভিনের দেখা কখন পাওয়া যাবে?"

BanglaBook.org

"আমি ওদেরকে আগামীকাল সকালের আগে পাওয়ার আশা করছি না। ওরা ব্যাংক প্রতারণার একটা কেস তদন্তের কাজে বোল্ডার গিয়েছে।"

"ঠিক আছে, তাহলে। আর তুমি কি বিল্ডিং মেইনট্যানেন্স সুপারিন্টেনডেন্টকে কল দিয়ে ওপরে আসতে বলতে পারবে? কনফারেন্স রুমে আমাকে কিছু পরিবর্তন-সাধন করতে হবে।"

মেয়েটি চোখে প্রশ্ন নিয়ে বেল-এর দিকে তাকাল। "আপনি কি মাত্র কনফারেন্স রুমের কথা বললেন? মিস্টার আলেকজান্ডার এর ভেতরে মানুষকে তেমন ঢুকতে দেন না। তিনি এটা বেশির ভাগ সময় শহরের প্রভাবশালী লোকদের বিনোদিত করার জন্য ব্যবহার করেন।"

"আমি যতদিন এখানে থাকব, ওটাই হবে আমার অফিস।"

অ্যাগনেস বেল-এর দিকে শ্রদ্ধার চোখে তাকাল। "আপনি কি আলবানি হোটেলে থাকছেন? বাইরে থেকে কোনো এজেন্ট এলে ওখানেই থাকে।"

"না, দ্য ব্রাউন প্যালেস।"

"মিস্টার আলেকজান্ডার এই অতিরিক্ত ব্যয় বহনে রাজী হয়েছেন?" মেয়েটি অবাক হয়ে জানতে চাইল।

"এই ব্যাপারে তার বলার কিছু নেই।"

অ্যাগনেস মারফি ওর দিকে এমনভাবে চেয়ে রইল যেন সে একজন দেবদূতকে দেখছে।

আইজ্যাক বেল অফিসে ফিরে গিয়ে কনফারেন্স টেবিলের দিকে মুখ করে রাখা চেয়ারগুলোকে আবারও সাজাল যাতে সে এর এক প্রান্তে কাজ করার জন্য বড় জায়গা করে নিতে পারে। কয়েক মিনিট পরে, বিল্ডিং সুপারিন্টেনডেন্ট এসে পৌঁছাল। বেল তাকে ব্যাখ্যা করল এই রুমটিতে কী কী পরিবর্তন আনতে হবে। দেয়ালের গায়ে নরম কাপড়ের প্রলেপ লাগাতে হবে যাতে খুনি পশ্চিমের যেসব শহর এবং রজ্যে আঘাত হেনেছে সেগুলোর মানচিত্র পিন দিয়ে দেয়ালে আটকানো যায়। তথ্য, ছবি এবং ড্রয়িং লাগানোর জন্য ভেতর দিকের দেয়ালে আরেকটা প্রলেপ ফেলতে হবে। বেল তার হাতে বিশ-ডলারের স্বর্ণমুদ্রা ধরিয়ে দেয়ার পরে, সুপারিন্টেনডেন্ট ওকে কথা দিল সে পরদিন দুপুরের আগেই কাজটা করে দেবে।

কিভাবে ব্যাংক ডাকাতকে পাকড়াও করা যায় এটা নিয়ে বিভিন্ন প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা করে করে দুপুরের বাকি সময়টা কাটিয়ে দিল বেল।

ঠিক পাঁচটা বাজে, আলেকজান্ডার দরজার ভেতরে মাথা ঢোকাল। "নতুন জায়গায় নিজেকে মানিয়ে নিয়ে পেরেছেন তো?" সে শীতল কণ্ঠে জানতে চাইল।

BanglaBook.org

বেল মুখ তুলে তাকানোর প্রয়োজন অনুভব করল না। "হ্যাঁ, আপনাকে ধন্যবাদ।" অবশেষে সে আলেকজান্ডারের রাগান্বিত চোখের দিকে তাকাল। "ভালো কথা, আমি এই ঘরটিতে কিছু পরিবর্তন আনছি। আশা করছি আপনি কিছু মনে করবেন না। কথা দিচ্ছি এই কেসের কাজ শেষ হয়ে গেলে রুমটিকে ঠিক আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে।"

"দয়া করে দেখবেন যেন তাই হয়।" আলেকজান্ডার এরপর আর কথা না বাড়িয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হল।

আলেকজান্ডার এবং ওর মধ্যকার এই ব্যক্তিত্বের সংঘাতে বেল মোটেও খুশি না। এজেন্সি অফিসের মাথামোটা প্রধানের সাথে মন কষাকষি করার পরিকল্পনা ওর ছিল না। কিন্তু ও জানে, ও যদি শুরুতেই আক্রমণ না করত, আলেকজান্ডার ওকে পুরোপুরি চেপে ধরত।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৫

দ্য ব্রাউন প্যালেস হোটেল।

হেনরি সি ব্রাউন ১৮৯২ সালে এই হোটেলটি নির্মাণ করেন। ধনী হওয়ার আগে মিস্টার ব্রাউন ওই জায়গায় গরু চড়াতেন। এবং এই হোটেলের নাম তার নামেই রাখা, দ্য ব্রাউন প্যালেস।

স্বর্ণ আর রূপার ব্যবসা করে টাকার পাহাড় গড়ে তোলা পুরুষেরা তাদের স্ত্রী-কন্যা নিয়ে এই হোটেলে বেড়াতে আসেন। তারা দুপুরবেলায় রিল্যাক্স মুডে চা পান করেন। অন্যদিকে তাদের মেয়েরা, হোটেলের বিশাল বলরুমে রাতের বেলা মহানন্দে ড্যান্স করতে বের হয়। প্রেসিডেন্ট ম্যাককিনলে এবং রুজভেল্ট এখানে অবস্থান করেছেন। এছাড়া কয়েকজন সম্রাট, রাজা এবং বিদেশি রাজপরিবারের সদস্য-ও এখানে এসেছেন। সেই সময়কার সেলেব্রিটিদের কথা না-হয় না-ইবা উল্লেখ করা হল। বিখ্যাত মঞ্চ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তো প্রায়ই এখানে এসে কয়েক রাত কাটিয়ে যান। সেই সাথে, ব্রাউন প্যালেসে এলাকার স্থানীয় গণ্যমান্য মানুষ এবং দর্শনার্থীদেরও আসা-যাওয়া আছে, কারণ এখানে বিভিন্ন সময়ে ব্যবসায়িক এবং সাংস্কৃতিক নানা রকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বেল যখন ব্রাউন প্যালেস হোটেলে পা রাখল, তখন চারপাশ প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। সে ডেস্কে গিয়ে চেক-ইন করল। এরপর আলো ঝলমলে লবির দিকে তাকাল ও। ওই লবিটি একটি অট্রিয়ামের (ছাদবিহীন অঙ্গন) মাঝে অবস্থিত, যা ৯ তলা উঁচুতে উঠে গিয়েছে। লবির পিলার এবং দেয়ালে লাগানো তক্তা আনা হয়েছে রেলপথে করে মেক্সিকো থেকে। ৭৮০-এরও বেশি রট-আয়রনের প্যানেল দিয়ে ব্যালকনির রেলিং আলুংকৃত করা হয়েছে।

তবে, সাধারণ লোকের কাছ থেকে একটা তথ্য গোপন করে রাখা হয়েছে। রাস্তার অপর পাড়ের নাভারে হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট এবং ব্রাউন প্যালেসের মাঝে সংযোগ রক্ষা করার জন্য আছে একটি পাতাল রেল সিস্টেম।

BanglaBook.org

এই রেল সিস্টেম রাখার কারণ হচ্ছে, যেসব ভদ্রলোকেরা মানুষের চোখ এড়িয়ে হোটেলের ওপরতলায় থাকা "বেশ্যাখানায়" যেতে চান, তাদেরকে যেন কোনোরকম অসুবিধায় না পড়তে হয়।

বেল চাবি নিয়ে লিফটে পা রাখল, এবং লিফট অপারেটরকে জানাল তার স্যুট কোন ফ্লোরে অবস্থিত। একটি মেয়ে বেল-এর পেছনে এসে দাঁড়াল। মেয়েটির পরনে নীল রঙের লম্বা রেশমী গাউন। তার আগুনে লাল চুল মিহি এবং মসৃণ, খোঁপা বানিয়ে পিঠের ওপরে ফেলে রাখা। চুলের মাঝে দুটো বড়সড় পালক লাগানো হয়েছে। পুরুষকে আকর্ষণ করার মোহনীয় ক্ষমতা আছে ওই মেয়েটির, যৌনাবেদনময়ী বলা যায়। লম্বা এবং শরীর সিধা রেখে দাঁড়িয়ে আছে সে। বেল অনুমান করল, এই মেয়েটির বয়স পচিশ থেকে সাতাশের মাঝামাঝি হবে, আরও কম-ও হতে পারে। মেয়েটির রাজহাঁসের মতো খাড়া গলা এবং মসৃণ চামড়া দেখে বেল এই অনুমান করল। তার চোখ-জোড়া সোনালি বাদামী। বেল-এর দৃষ্টিতে মেয়েটি অস্বাভাবিক রকম আকর্ষণীয়। হয়তো চোখ ধাঁধানো সুন্দরী না, কিন্তু যে কোনো মানদণ্ডেই মনোহর রূপের অধিকারী। সে আরও লক্ষ করল যে মেয়েটি তার আঙুলে একটি বিয়ের আংটি পরে আছে।

মেয়েটির পরনের পোশাক দেখে বেল ধারনা করল, হোটেলের বলরুমে আয়োজন করা একটা পার্টিতে যোগ দিতে যাচ্ছে সে। সবসময়কার মতোই, বেল-এর অনুমান নির্ভুল। লিফটটি সেকেন্ড ফ্লোরে উঠে থেমে গেল, ওখানেই বলরুম এবং ড্যান্স ফ্লোর অবস্থিত। মেয়েটি যেন নেমে যেতে পারে, তার জন্য বেল একপাশে সরে দাঁড়াল, ওর এক হাতে হ্যাট। ল্যান্ডিং-এ পা রাখার সময় মেয়েটির উদ্দেশ্যে অল্প করে বাউ করল সে। মেয়েটিও উষ্ণতার সাথে হেসে নড করল, এবং কোমল কিন্তু কিছুটা কর্কশ কণ্ঠে বলল, "আপনাকে ধন্যবাদ, মিস্টার বেল।"

প্রথমে, বেল এই এই কথাটির গুরুত্ব বুঝতে পারেনি। এরপর এই কথাটা যেন ওর বুড়ো আঙুলে হাতুড়ির বাড়ির মতো আঘাত করল। সে মনে মনে অবাক হয়ে গেল। কারণ, এই মেয়ে তার অচেনা, নিশ্চিতভাবেই আগে কখনও একে দেখেনি। বেল লিফট অপারেটরের হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরল। "দরজাটা এক সেকেন্ড খোলা রাখুন।"

ততক্ষণে, ওই মেয়েটি হোটেলের গ্র্যান্ড বলরুমের খোলানওয়ালা দরজায় ঢোকার জন্য ভিড় করা মানুষদের দলের সাথে মিশে গিয়েছে। বেল দেখল, গ্র্যান্ড বলরুমে উপস্থিত মেয়েদের পরনে দৃষ্টিসুখকর গাউন। মেয়েদের পোশাকের রং-ও বিচিত্র... গাঢ় লাল, ময়ূরের মতো নীল, পান্নার মতো সবুজ।

BanglaBook.org

এছাড়া তারা মাথায় লাগিয়েছে রিবন, পালক আর স্প্রিং। আর, পুরুষদের পরনে তাদের সেরা সান্ধ্য পোশাক। দরজার ওপরে একটা ব্যানারে লেখা আছে, সেইন্ট জনের এতিমদের সুবিধার্থে (বেনেফিট ফর সেইন্ট জন'স অরফান্স)।

বেল পিছিয়ে গিয়ে লিফট অপারেটরকে বলল। "ধন্যবাদ। দয়া করে আমাকে এবার ওপরতলায় নিয়ে যান।"

বেল তার স্যুটের দরজা খুলতেই দেখতে পেল একটি স্টাডি রুম, লিভিং রুম, সুসজ্জিত স্নানঘর, শয়নকক্ষ। শয়নকক্ষের বিছানায় আবার শামিয়ানাও দেয়া আছে। হোটেল স্যুটের সকল আসবাবপত্রে আছে ভিক্টোরিয়ান আভিজাত্যের ছোঁয়া। বেল-এর ট্রাংক খুলে ট্রাংকের ভেতরে থাকা সব জামা-কাপড় ড্রেসার এবং আলমারিতে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে, এই বিশেষ সেবাটি শুধু সেই সব লোকদেরকেই দেয়া হয় যারা স্যুট রিজার্ভ করেছে। যদিও ট্রাংকগুলো দৃষ্টিসীমায় দেখা যাচ্ছে না। ওগুলোকে নিশ্চয়ই বেজমেন্টের স্টোর রুমে রাখা হয়েছে।

বেল দ্রুততার সাথে গোসল এবং শেভ সেরে নিল।

সে ঘড়ির ডালা খুলে সময় দেখে নিল। লিফট থেকে পা ফেলার পর ৩০ মিনিট সময় অতিবাহিত হয়েছে। জামা পরতে এবং গলায় টাই লাগাতে আরও ১৫ মিনিট সময় খরচ হল। এই কাজটা করতে এমনিতে চারটি হাতের প্রয়োজন হয়। এরকম কিছু কিছু সময়েই বেল-এর মনে স্ত্রীর অভাব অনুভূত হয়।

সে বেল্ট না পরে এর বদলে একটি কালো ওয়েস্টকোট পরল। সেই সাথে পরল একটি স্বর্ণের চেইন, যা বাম পকেট থেকে বেরিয়ে বোতামঘরের মাঝ দিয়ে ঢুকে ডান পকেটের স্বর্ণের ঘড়ির সাথে সংযুক্ত হয়েছে। সবশেষে, সে গায়ে একটি কালো জ্যাকেট পরল।

এরপর, সাত ফুট লম্বা আয়নায় নিজের প্রতিরূপের দিকে তাকাল বেল। এবার সে আজকের সন্ধ্যার জন্য প্রস্তুত। কে জানে, এই সন্ধ্যা ওর জন্য কী বয়ে নিয়ে আসতে যাচ্ছে!

বেল যখন গ্র্যান্ড বলরুমের ভেতরে হাঁটছে, চ্যারিটি বল তখন লোকে লোকারণ্য। বেল টবের মধ্যে রাখা একটা উঁচু পাম গাছের আড়ালে দাঁড় করাল নিজেকে।

বলরুমটি আয়তনে বেশ প্রশস্ত এবং উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। ড্যান্স ফ্লোরের কাঠের ওপর সুন্দর নকশা আঁকা। বহুরঙে রাঙানো ম্যুরাল বলরুমের সিলিংকে অলংকৃত করেছে।

BanglaBook.org

বেল এই মনোরম পরিবেশের মাঝেই ওই রহস্যময় মেয়েটিকে দেখতে লাগল। মেয়েটি তখন ৬ নম্বর টেবিলে বসে আছে ওর দিকে পিঠ ঠেকিয়ে। মেয়েটির সাথে তিনটি যুগল। মেয়েটির সাথে কোনো সঙ্গী নেই। ওকে দেখে একলাই মনে হচ্ছে। বেল একপাশে সরে গিয়ে আজকের সান্ধ্য অনুষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা হোটেল ডাইরেক্টরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল।

"আমাকে ক্ষমা করবেন," বেল তার উদ্দেশ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি দিয়ে বলল, "কিন্তু আপনি কি আমাকে বলতে পারেন ছয় নম্বর টেবিলে বসা নীল জামা পরিহিত মহিলাটির নাম কী?"

ডাইরেক্টর রুক্ষ ভঙ্গিতে ঘাড় সোজা করে বেল-এর দিকে তাকাল। "আমি দুঃখিত, স্যার, কিন্তু আমরা আমাদের অতিথির ব্যাপারে তথ্য দিতে অপারগ। তাছাড়া, এই বলরুমে আসা সবাইকে চেনা আমার পক্ষে সম্ভবও না।"

বেল তার হাতে দশ-ডলারের গোল্ড সার্টিফিকেট ধরিয়ে দিল। "আশা করি এতে আপনার স্মৃতি ঝালাই করায় সুবিধা হবে।"

কোনো কথা না বলে, ডাইরেক্টর একটা চামড়ার বই উঁচু করে ধরল এবং এর এন্ট্রিগুলোর দিকে চোখে বুলাতে লাগল। "আমি দেখতে পাচ্ছি, টেবিলে বসে থাকা ওই মহিলাটির নাম মিস রোজ মানটেকা, খুবই বিত্তশালী পরিবারে মেয়ে। লস এঞ্জেলেস থেকে এসেছেন। ওখানে তার পরিবারের বিশাল একটি র‍্যাঞ্চ আছে। শুধু এটুকু তথ্যই আমার জানা।"

বেল ডাইরেক্টরের কাঁধ চাপড়ে দিল।

"আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।"

ডাইরেক্টর বেল-এর উদ্দেশ্যে দেঁতো হাসি হাসল।

বলরুমের একদিকে অর্কেস্ট্রা বাজছে, অন্যদিকে প্রেমিক যুগলেরা সুরের তালে তালে নাচছে।

পেছন থেকে হেঁটে এসে রোজ মানটেকার কানে ফিসফিস করে বেল বলল। "আপনি কি দয়া করে আমার সাথে নাচতে রাজি হবেন, মিস মানটেকা?"

মেয়েটি টেবিল থেকে ঘুরে মাথা উঁচু করে বেল-এর দিকে তাকাল। স্বর্ণালি-বাদামি চোখ মিলিত হল একজোড়া বেগুনি চোখের সাথে। মেয়েটি বেশ চালাক-চতুর আছে, বেল ভাবল। কিন্তু সান্ধ্য পোশাকে ওর হঠাৎ আবির্ভাব মেয়েটিকে ভীষণভাবে চমকে দিয়েছে। মিস মানটেকা চোখ নামিয়ে দ্রুত নিজেকে সামলে নিল, ওর গাল লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে।

"ক্ষমা করবেন, মিস্টার বেল। তবে আমি কিন্তু আপনাকে এত শীঘ্রই আশা করিনি।"

BanglaBook.org

"এত শীঘ্র?" বেল জানতে চাইল। কী বিদঘুটে একটা কথা, সে ভাবল।

মেয়েটি টেবিলে বসা অন্য মানুষগুলোর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে উঠে দাঁড়াল। বেল আলতো করে ওর হাত ধরে ওকে ড্যান্স ফ্লোরে নিয়ে এল। মিস মানটেকার সরু কোমরে হাত গলিয়ে দিল সে এবং ওর হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে স্মার্ট ভঙ্গিতে গানের তালে তালে পা ফেলতে লাগল।

"তুমি দেখছি বেশ ভালোই নাচতে পার," মেঝের চারপাশে মেয়েটিকে এক পাক ঘুরিয়ে আনার পরে মেয়েটি বেলকে বলল।

"বহু বছর সাধনা করে এই নাচ আমাকে শিখতে হয়েছে। আমার মা জোর করে আমাকে এসব শিখিয়েছেন যাতে আমি আমাদের শহরের হাই-ক্লাস ধনী মেয়েদের পটাতে পারি।"

"একজন গোয়েন্দা হিসেবে তোমার পরনের পোশাক-ও কিন্তু বেশ চমকপ্রদ।"

"আমি এমন এক শহরে বড় হয়েছি যেখানে ধনী লোকেরা সবসময় টাক্সেডো স্যুট পরে থাকে।"

"সেই শহরটা নিশ্চয়ই বোস্টন, তাই না?"

বেল-এর গোয়েন্দাগিরি করার অভিজ্ঞতা বহুদিনের। এবং এতগুলো বছর গোয়েন্দাগিরি করার পরে এই প্রথমবারের মতো একটা মেয়ে বেলকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিল।

"আর তুমি নিশ্চয়ই লস এঞ্জেলস থেকে এসেছ।"

মেয়েটি খুব টাফ ধরনের, বেল ভাবল। একবার-ও ওর চোখের পাতা কাঁপল না।

"তুমি বেশ বুদ্ধিমান," মেয়েটি বলল, বেল-এর চোখের ভাষা পড়তে পারছে না।

"আমার বুদ্ধি তোমার বুদ্ধির অর্ধেকও হবে না। তা তোমার আগ্রহ কী নিয়ে? আমার ব্যাপারে এত কিছু জানলে কী করে? তারচেয়েও ভালো হয় যদি বলো, কেন জেনেছ?

"আমি জানতে পেরেছি তুমি রহস্য সমাধান করতে ভালোবাসো।" মেয়েটি সচেতনভাবে বেল-এর কাঁধ পেরিয়ে দূরে কোথাও তাকানোর চেষ্টা করল। কিন্তু বেল-এর চোখ দুটো ওকে মায়ার বাঁধনে আটকে ফেলেছে। মেয়েটির মনে একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি হচ্ছে, যা ওর পরিকল্পনায় ছিল না। বেল-এর যে ছবি তাকে দেখানো হয়েছিল তাতে ওর চেহারার প্রতি সুবিচার করা হয়নি। মেয়েটি যে রকমটা কল্পনা করেছিল, বেল তারচেয়েও বহুগুনে আকর্ষণীয়। সেই সাথে, ওর বুদ্ধিও খুব ধারালো। এটা অবশ্য সে আগেই

BanglaBook.org

প্রত্যাশা করেছিল। মেয়েটি বুঝতে পারছে কেন এই লোক তার ইনট্যুইশনের জন্য এতটা বিখ্যাত। পরিস্থিতি এমন, যেন সে যেমন বেল-এর ওপরে নজর রাখছে, ঠিক তেমনি বেল-ও ওর ওপরে নজর রাখছে। সঙ্গীত থেমে যেতেই ওরা দুজনে একত্রে ড্যান্স ফ্লোরে দাঁড়িয়ে পড়ল। অপেক্ষা করছে কখন বাজনা-বাদকেরা পরের গানটি বাজাতে শুরু করে।

বেল এক পা পিছিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে আপাদমস্তক দেখল। "তুমি বেশ সুন্দরী একজন মহিলা। তা আমার ব্যাপারে এত আগ্রহী হয়ে উঠলে কেন?

"আমি চেয়েছিলাম তোমাকে আরও ভালো করে জানতে।"

"লিফটে আমার সাথে দেখা হওয়ার আগেই তুমি আমার নাম আর আমি কোথা থেকে এসেছি সেটা জেনে বসে আছ। নিশ্চতভাবে আমাদের সাক্ষাৎ পুর্ব-পরিকল্পিত।"

মেয়েটি কোনো উত্তর দেয়ার আগেই, অর্কেস্ট্রা "ইন দ্য শেড অফ দি ওল্ড এপল ট্রি" গানটি বাজাতে শুরু করল এবং বেল তাকে ড্যান্স ফ্লোর থেকে সরিয়ে আনল। সে ওর হাত শক্ত করে নিজের হাতে ধরে রেখেছে। মেয়েটির কোমর এমনিতেই সরু, করসেট পরায় সেটা আরও চিকন হয়ে গিয়েছে। বেল মনে মনে চাইছিল মেয়েটির ঠোঁটের সাথে নিজে ঠোঁট চেপে ধরতে, কিন্তু নিজেকে ওই কাজ করা থেকে জোর করে বিরত রাখল সে। এটা চুমু খাওয়ার উপযুক্ত সময়-ও না, উপযুক্ত জায়গা-ও না। আর এই মেয়েটিকে নিয়ে রোমান্টিক চিন্তা করাও ওর উচিত হচ্ছে না। এই মেয়েটাকে যে ওর ওপরে গোয়েন্দাগিরি করতে পাঠানো হয়েছে, বেল এ-ব্যাপারে নিশ্চিত। ওর গোয়েন্দা মন এখন এর একটা মোটিভ বের করার চেষ্টা করছে। পুরোপুরি অচেনা একটা মেয়ে কী কারণে ওর ব্যাপারে এত আগ্রহী হবে? ওর মনে একটি সম্ভাবনাই উঁকি দিল। সে বহু অপরাধীকে কারাগারে ঢুকিয়েছে, গুলি করেছে অথবা ফাঁসীতে ঝুলিয়েছে। এই মেয়েকে কি তাদের কেউ নিয়োগ দিয়েছে? প্রতিশোধ নিতে চাওয়া কোনো বন্ধু বা আত্মীয়? মেয়েটির মুখের আদলকে অবশ্য এমন কোনো দুর্বৃত্তের চেহারার সাথে খাপ খাওয়ানো যাচ্ছে না, যাকে সে গত ১০ বছরের মধ্যে গ্রেফতার করেছে।

সঙ্গীত থেমে যেতেই মেয়েটি বেল-এর হাত ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল। "আমাকে ক্ষমা কর, মিস্টার বেল। তবে আমাকে এখুনি আমার বন্ধুদের কাছে ফিরে যেতে হবে।"

"আমাদের কি আবারও দেখা হতে পারে?" বেল উষ্ণ হাসি হেসে জানতে চাইল।

BanglaBook.org

রোজ মানটেকা আলতো করে ওর মাথা নাড়ল। "আমার তা মনে হয় না।"

বেল মেয়েটির নেতিবাচক উত্তরকে পাত্তা দিল না। "আগামীকাল রাতে আমার সাথে ডিনারে চলো।"

"দুঃখিত, আমি ব্যস্ত থাকব," মেয়েটি উত্তর দিল, ওর কণ্ঠে অহংকার। "এমনকি এই অভিনব টাক্সিডো পরেও তুমি ডেনভার কান্ট্রি ক্লাবের ওয়েস্টার্ন ব্যাংকার বলে ধোঁকা দিয়ে ঢুকতে পারবে না, যেমনটা তুমি আজ রাতে বেনেফিট ফর সেইন্ট জন'স অরফানসে করেছ।"

এরপর মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে, লম্বা স্কার্টে বাতাসের ঝাপ্টা লাগিয়ে তার টেবিলে ফেরত গেল।

চেয়ারে বসতেই, সে চোরা চাহনিতে একবার বেল-এর দিকে তাকাল, কিন্তু লোকটা তখন আর ওখানে নেই। পুরোপুরি উধাও।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

পরদিন সকালে, বেল সবার আগে অফিসে এসে পৌঁছাল। এমন একটা চাবি ব্যবহার করে ঢুকেছে, যা দিয়ে একশটার মধ্যে নব্বইটি দরজাই খুলে ফেলা যাবে। সে যখন ব্যাংক ডাকাতির রিপোর্টগুলো লম্বা টেবিলের শেষ প্রান্তে সাজিয়ে রাখছিল, তখনই আর্থার কার্টিস এবং গ্লেন আরভিন কনফারেন্স রুমে প্রবেশ করল। ওদেরকে অভিবাদন জানাতে বেল উঠে দাঁড়াল। "আর্ট, গ্লেন, তোমাদের দুজনকেই আবারও দেখে ভালো লাগছে।"

কার্টিস লোকটা খাটো এবং গোলগাল চেহারার। তার চওড়া পেট সুন্দরভাবে ঢেকে রেখেছে একটি ওয়েস্টকোট, যাতে বোতাম টান-টান হয়ে তার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গেছে। তার চুল পাতলা হয়ে এসেছে, কান দুটো মেগাফোনের মতো চওড়া, চোখ নীলচে। হাসলে সাদা ফকফকা দাঁত দেখা যায়, যা পুরো ঘরকে আলোয় ভরিয়ে দিতে পারে। "বিগ ফুট কাসলারকে যেবার ব্যাংক ডাকাতির জন্য গ্রেফতার করলাম তারপর থেকে আমরা আর তোমার দেখা পাইনি।"

অরভিন তার হ্যাটটি কোট স্ট্যান্ডে রাখতেই চিরুনির আঁচড় না পড়া ওর বাদামী চুল বেরিয়ে পড়ল। "আমার যদ্দুর মনে পড়ে," সে বলল, লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে এতই চিকন গড়নের যে তাকে একটা কাকতাড়ুয়ার মতো দেখায়। "তুমি আমাদেরকে সোজা সেই গুহায় নিয়ে গিয়েছিলে যেখানে ওই ডাকাত লুকিয়েছিল।"

"ওটা অনুমান করা তেমন কঠিন কিছু ছিল না," বেল কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল। "আমি দুজন কিশোরের কাছে জানতে চেয়েছিলাম ওরা এমন কোনো জায়গা চেনে কিনা যেখানে গেলে ওরা মানুষের কাছ থেকে কয়েক দিন লুকিয়ে থাকতে পারে। বিশ মাইলের মধ্যে ওই গুহাটাই ছিল সেরকম একমাত্র জায়গা। জায়গাটা শহরের থেকেও কাছাকাছি, যার কারণে কাসলার হুট-হাট নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পারত।"

কার্টিস পশ্চিম আমেরিকার একটি বিরাট আকারের মানচিত্রের সামনে চিন্তিত ভঙ্গিতে দাঁড়াল, মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করছে। খুনি যেসব

BanglaBook.org

জায়গায় হামলা চালিয়েছিল সেগুলোকে ছোট পতাকা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। মানচিত্রে ওরকম ১৬টি জায়গা আছে। "বুচার ব্যান্ডিট (কসাই ডাকাত) এর ব্যাপারে কোনো আইডিয়া করতে পারলে?"

বেল ওর দিকে তাকাল। "বুচার ব্যান্ডিট? তোমরা কি ওকে এই নামেই ডাকছ না-কি?"

"বিসবী বিউগল পত্রিকার একজন প্রতিবেদক ওর প্রতিবেদনে প্রথম এই নাম ব্যবহার করে। অন্য পত্রিকাগুলোর রিপোর্টারেরা এই নামটা পছন্দ করে ফেলে। এরপরে বুচার ব্যান্ডিট নামটা পুরো এলাকায় ছড়িয়ে যায়।"

"কিন্তু এতে করে আমাদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে," বেল বলল। "সবার মুখে মুখে এই নাম ঘুরলে, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নাগরিকেরা ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভ এজেন্সির ওপরে ক্ষেপে যাবে যে কেন তারা ওই ডাকাতকে গ্রেফতার করতে পারছে না।"

"এই গুঞ্জন এরিমাঝে শুরু হয়ে গেছে," কার্টিস বলল, বেল-এর সামনে রকি মাউন্টেন নিউজ পত্রিকাটি মেলে ধরছে। বেল স্থির চোখে পত্রিকার রিপোর্টের দিকে চেয়ে রইল এর দিকে।

রিওলাইটের ব্যাংক ডাকাতি এবং খুন নিয়ে প্রধান শিরোনাম করেছে ওই পত্রিকা। প্রথম পাতার অর্ধেকটা উৎসর্গ করা হয়েছে একটি প্রশ্নের পেছনে। "কেন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো বুচার ব্যান্ডিটকে ধরা তো দূরের কথা, ওই কেসে কোনো অগ্রগতিই করতে পারছে না?"

"পত্রিকাওয়ালারা চাপ সৃষ্টি করছে," বেল সহজ সুরে বলল।

"পত্রিকাওয়ালারা আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে," আরভিন যোগ করল।

"তো আমাদের হাতে কী কী তথ্য আছে?" জানতে চাইল বেল। সে ওর সামনে থাকা ২ ফুট উঁচু ফাইলের স্তূপের দিকে আঙুল তাক করল। ব্যাংকিং সেক্টরের ক্রাইম বিষয়ক এই ফাইলগুলো ওর ডেস্কে গাদা করে রাখা হয়েছে। "ট্রেনে করে পশ্চিমে আসার সময় আমি এই রিপোর্টগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। আমার মনে হয় শুধু এটুকু নিশ্চিত বলা যায় যে, আমরা এমন কারুর সাথে কারবার করছি না যে কিনা সামান্য এক রাখাল-বালক থেকে দ্রুত করে ব্যাংক ডাকাত হয়ে গেছে।"

"সে একা কাজ করে," বলল কার্টিস, "আর সে শয়তানের মতো চালাক এবং ধূর্ত। কিন্তু যেই জিনিসটা সবচেয়ে হতাশার সেটা হচ্ছে, সে কাজ শেষে এমন কোনো সূত্র রেখে যায় না যেই সূত্র অনুসরণ করে পুলিশ ওকে শায়েস্তা করতে পারে।"

আরভিন একমত হওয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল। "অবস্থাটা এমন, সে যেন হঠাৎ করে নরকের পথ ধরে উধাও হয়ে যায়।"

BanglaBook.org

"আশেপাশের গ্রাম্য এলাকায় তার চলাফেরার কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গিয়েছে?" জিজ্ঞেস করল বেল।

কার্টিস তার মাথা নাড়ল। "ট্র্যাকিং করায় সবচেয়ে দক্ষ লোক-ও কোনো কুল-কিনারা করতে পারেনি।"

"এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া গেছে সে কোনো একটা শহরে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে, যতক্ষণ না উত্তেজনা থিতিয়ে আসে?"

"এমন কিছুর খোঁজ আমরা পাইনি।" কার্টিস জবাব দিল। "ডাকাতির পরে, ওকে আর কখনও দেখা যায়নি।"

"সে যেন একটা ভূত," আরভিন বিড়বিড় করল। "আর আমাদেরকে একটা ভূতের সাথে কারবার করতে হচ্ছে।"

বেল হাসল। "আরে না। সে মানুষ, তবে মারাত্মক স্মার্ট একজন মানুষ।" সে কথা থামিয়ে কনফারেন্স টেবিলে রাখা ফাইল হাতড়াতে লাগল। এরপর একটা ফাইল নিয়ে সেটা খুলল, এটি হচ্ছে নেভাদার রিওলাইটে হওয়া ব্যাংক ডাকাতি রিপোর্ট। "আমাদের এই লোকটির কার্যপ্রণালী খুবই বাঁধা-ধরা, যেটা সে প্রতিটি ব্যাংক ডাকাতিতেই অনুসরণ করেছে। আমাদের বিশ্বাস সে ব্যাংক ডাকাতির আগে কিছুদিন শহরে থেকে ওখানকার মানুষজন সম্বন্ধে ধারণা নেয়।"

"সে হয় একজন জুয়াড়ি নয়তো সে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে পছন্দ করে," বলল কার্টিস।

"তোমার ধারণা ভুল," বেল তাকে শুধরে দিল। "এই লোক সাহসী এবং বুদ্ধিমান। আমরা ধরে নিতে পারি সে তার নোংরা কাজগুলো ছদ্মবেশ ধারণ করে করেছে। কারণ যেসব শহরে সে হামলা চালিয়েছে তাদের কেউই সন্দেহজনক ওই আগন্তুকটির চেহারা নিয়ে কখনই একমত হতে পারেনি।"

আরভিন কনফারেন্স রুমে পায়চারি করতে লাগল, মাঝে মাঝে মানচিত্রের গায়ে পিন মারা পতাকাগুলো পর্যবেক্ষণ করছে। "শহরের লোকেরা বলেছে যে ওরা একজন মাতাল ভিখিরি, ইউনিফর্ম পরা সৈনিক, সচ্ছল ব্যবসায়ী এবং মাল আনা-নেয়া করা দরিদ্র লোককে দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু তাদের কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি।"

কার্টিস কার্পেট মোড়া মেঝের দিকে তাকিয়ে শ্রাগ করল। "কী অদ্ভুত ব্যাপার। একটা মানুষও ওই খুনির চেহারা শনাক্ত করার মতো কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য দিতে পারল না।"

"এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই," আরভিন বলল। "ওই ডাকাত সব প্রত্যক্ষদর্শীকে খুন করেছে। আর জানোই তো, মৃত মানুষ কথা বলতে পারে না।"

BanglaBook.org

বেল কোনো কথা বলছে না, মনে হচ্ছে সে যেন চিন্তার সাগরে ডুবে আছে। এরপর ও মানচিত্রের দিকে চোখ রেখে ধীরে ধীরে বলল, "প্রশ্ন হচ্ছে, ব্যাংকে ডাকাতি করতে গিয়ে কেন সে সব মানুষকে খুন করে, এমনকি মহিলা বা শিশুরাও এই পাইকারি খুনের হাত থেকে রেহাই পায় না। এই হত্যায় ওর কী লাভ হয়? এমন না যে সে ডাকাতির কোনো সাক্ষী রাখতে চায় না, যেহেতু ডাকাতির সময় ছদ্মবেশে তাকে শহরের মাঝে এরিমাঝে দেখা গেছে। যদি না..." সে থামল। "যেসব লোক খুব সহজে মানুষ খুন করে, যেন দাঁত ব্রাশ করছে, তাদের ব্যাপারে সাইকোলজিস্টরা নতুন একটা সংজ্ঞা দিয়েছে। তারা এদের নাম দিয়েছে সোশিওপ্যাথ। এবং এই বুচার ব্যান্ডিট হচ্ছে সেই রকম একটা সোশিওপ্যাথ। সে কোনো অনুশোচনা ছাড়াই মানুষ খুন করতে পারে। এই ডাকাতটার মাঝে আবেগের ছিটেফোঁটাও নেই। আমার মনে হয়, সে জানে না কিভাবে হাসতে বা ভালবাসতে হয় এবং ওর হৃদয় বরফের মতো শীতল। তার কাছে, ছোট একটা শিশুকে হত্যা করা আর একটা কবুতরকে গুলি করে মারার মাঝে কোনো তফাত নেই।"

"এরকম নিষ্ঠুর লোক-ও দুনিয়ায় আছে? বিশ্বাস করা কঠিন।" অরভিন চেহারায় বিতৃষ্ণা মেখে বিড়বিড় করল।

"অতীতের অনেক ডাকাত আর বন্দুকবাজকে সোশিওপ্যাথ বলা যায়," বেল বলল। "ওরা এত সহজে অন্য লোককে গুলি করত যেন হাঁচি দিচ্ছে। টেক্সাসের কুখ্যাত ডাকাত, জন ওয়েসলি হার্ডিন, সে একবার এক লোককে গুলি করে মেরেছিল স্রেফ বিকট শব্দে নাক ডাকার কারণে।"

কার্টিস স্থির চোখে বেল-এর দিকে তাকাল। "তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর যে, সে ব্যাংকে থাকা সবাইকে খুন করেছে কারণ সে এই কাজ উপভোগ করে?"

"আমার সেরকমই বিশ্বাস," বেল বলল। "এই ডাকাত মানুষের রক্ত ঝরিয়ে অস্বাভাবিক এক প্রশান্তি অনুভব করে। আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার। শহরের মানুষ কিছু বুঝে ওঠার আগেই, যার মাঝে টাউন শেরিফ-ও অন্তর্ভুক্ত, সে শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়।"

"তাহলে এ থেকে আমরা কী বুঝতে পারলাম?" আরভিন জানতে চাইল। "কোন রাস্তা ধরে আমরা অনুসন্ধান চালাব?"

বেল তার দিকে ফিরল। "তার আরেকটা অভ্যাস হচ্ছে সে স্বর্ণ স্পর্শ করে না, শুধু নগদ টাকা নেয়। গ্লেন, তোমার কাজ হচ্ছে যেসব ব্যাংকে ডাকাতি হয়েছে, সেসব ব্যাংকে যাওয়া এবং লুট হওয়া টাকার সিরিয়াল নম্বরের রেকর্ড-বই চেক করা। বোজম্যান, মন্টানা দিয়ে এই কাজ শুরু কর।"

BanglaBook.org

"খনি শহরের ব্যাংকগুলোর এমনিতে সিরিয়াল নম্বর রেকর্ড করার অভ্যাস নেই।"

"তোমার ভাগ্য ভালো হলে সিরিয়াল নম্বরের রেকর্ড রাখা ব্যাংক হয়তো খুঁজে পাবে। আর যদি পেয়েই যাও, আমরা ওগুলোকে ট্র্যাক করার চেষ্টা করব। ডাকাতটিকে অবশ্যই ওই টাকা ব্যাংক আমানত বা উত্তোলনের মাধ্যমে খরচ বা বিনিময় করতে হয়েছে। এই ব্যাপারটা সে কোনোমতেই চেপে রাখতে পারবে না।"

"সে কিন্তু বিদেশি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে টাকা বিনিময় করতে পারে।"

"হয়তো, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাকে ওই টাকা বিদেশে বসে খরচ করতে হবে। ওই টাকা আমেরিকায় ফেরত আসলে সে ভয়াবহ ঝুঁকির মাঝে পড়ে যাবে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি সে লুটের টাকা দেশেই রাখছে।"

বেল এরপর কার্টিসের দিকে ঘুরল। "আর্ট, তুমি সব স্টেজ-কোচ (ঘোড়ায় টানা গাড়ি) এবং ট্রেন শিডিউল পরখ করে দেখো। বিশেষ করে যেদিন ডাকাতি হয়েছিল সেদিন শহর ছেড়ে যাওয়া ট্রেনগুলোর শিডিউল চেক করে দেখবে। পুলিশ বাহিনী এই লোকের খোঁজ বের করতে পারেনি, খুব সম্ভবত সে পালানোর জন্য কোনো ট্রেন বা স্টেজ-কোচ ব্যবহার করেছিল। তুমি ক্যালিফোর্নিয়ার প্লেসারভিল দিয়ে শুরু করতে পারো।"

"ধরে নাও কাজ হয়ে গেছে।" কার্টিস দৃঢ়-কণ্ঠে বলল।

"তুমি কি এখানেই থেকে কমান্ড পোস্ট হিসেবে কাজ করবে?" আরভিন প্রশ্ন করল।

বেল হেসে ওর মাথা নাড়ল। "না, আমি সরাসরি ফিল্ড-ওয়ার্ক শুরু করব। প্রথমেই যাব রিওলাইট। ডাকাতির রহস্য সমাধানে কোনো সূত্র পাওয়া যায় কি-না দেখব। এই খুনি যতই দক্ষ হোক বা ওর অপরাধের পরিকল্পনা যতই সূক্ষ্মভাবে করুক না কেন, কোনো না কোনো ফাঁক-ফোঁকর অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে। কোনো একটা সূত্র হয়তো আমাদের নজর এড়িয়ে গেছে। আমি খনি শহরের নাগরিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করব। হয়তো ওদের নজরে কিছু একটা পড়েছিল, খুব তুচ্ছ কোনো কিছু। হয়তো সেটা তারা স্থানীয় শেরিফ বা মার্শালকে রিপোর্ট করেনি। আমাকে সেটা জানতেই হবে।"

"তোমার শিডিউলটা দিও। যাতে আমি কোনো তথ্য উদ্ধার করতে পারলে তোমার সাথে টেলিগ্রাফ লাইনে যোগাযোগ করতে পারি।" কার্টিস বলল।

"আমি আগামীকাল তোমাকে সেটা দিতে পারব।" বেল জবাব দিল। "আমি সেই সাথে ওইসব খনি শহরেও যাব, যেখানে ব্যাংকের মাধ্যমে খনি শ্রমিকদের বড় অংকের বেতনের টাকা দেয়া হবে। বুচার ব্যান্ডিটের ওই সব

BanglaBook.org

জায়গায় হামলা করার সম্ভাবনা আছে। আর হয়তোবা, যদিও এখনও ঠিক করিনি, কিন্তু হয়তো আমি একটা ফাঁদ পাতবো, এবং আমাদের নজর-দাড়িতে থাকা কোনো একটা ব্যাংকে হামলা চালাতে ওই ডাকাতকে প্রলুব্ধ করব।"

বেল এরপর টান দিয়ে ড্রয়ার খুলে দুটো খাম বের করল। "এখানে তোমাদের ভ্রমণ খরচ চালানোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ টাকা আছে।"

কার্টিস এবং আরভিন দুজনকেই বিস্মিত দেখাচ্ছে। "আজকের আগ পর্যন্ত , আমাদেরকে সব সময় থার্ড ক্লাসে যাত্রা করতে হয়েছে। নিজেদের পকেট থেকে টাকা খরচ করেছি। এরপর সেগুলোকে বিল করার জন্য রসিদ নিয়ে আসতে হয়েছে।" কার্টিস বলল। "আলেকজান্ডার এমন ব্যবস্থা করেছে যাতে আমরা সবসময় নোংরা হোটেলে থাকি আর সস্তা খাবার খাই।"

"এই তদন্ত-কার্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। টাকার কথা চিন্তা করলে হবে না। বিশ্বাস কর, আমি অনুরোধ করলে মিস্টার ভ্যান ডর্ন যেকোনো পরিমাণ টাকা বিনা দ্বিধায় দিয়ে দেবেন, তবে এর জন্য তোমাদেরকে কাজ দেখাতে হবে। ওই ডাকাত হয়তো সবাইকে বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছে যে সে অপরাজেয় এবং তাকে ধরা অসম্ভব। কিন্তু সে ত্রুটিমুক্ত না। আমাদের সবার মতো তারও ভুলভাল হয়। চোখে পড়ে না, এমন তুচ্ছ কোনো ভুল হয়তো সে বারবার করেই চলেছে। আর, ভাইয়েরা, সেই তুচ্ছ ভুলটিই আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে।"

"আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব," আরভিন তাকে আশ্বস্ত করল।

কার্টিস একমত হওয়ার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। "আমাদের দুজনের হয়েই এই কথাটা বলছি, তোমার সাথে আবারও কাজ করতে পেরে আমরা দুজনেই খুব আনন্দিত।"

"ভালো লাগা আমারও কম কিছু না।" বেল আন্তরিকতার সাথে বলল। সে ভাগ্যবান অনুভব করছে যে সে এমন দুজন বুদ্ধিমান এবং অভিজ্ঞ এজেন্টের সাথে কাজ করতে পারছে যারা পশ্চিমের মানুষ এবং এলাকা সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে।

বেল যখন কনফারেন্স রুম ত্যাগ করছে সূর্য তখন পশ্চিম দিকে প্রায় হেলে পড়ছে। বেল খুব সাবধানী লোক, সে দরজা বন্ধ করে তালা লাগাল। এরপর সে নিকোলাসের অফিসে একবার ঢু মারল। নিকোলাসকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন এইমাত্র কোনো ব্যয়বহুল দরজীর দোকান থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওর পরনে এখন আর আগেকার সেই জীর্ণ-শীর্ণ স্যুটটি নেই, তার জায়গা দখল করেছে চমৎকার একটি টাক্সেডো। শ্রদ্ধা জাগানোর মতোই পোশাক, কিন্তু ওকে কেন যেন এই পোশাকে মানাচ্ছে না। আচরণে যে মার্জিত রুচির ছাপ থাকার কথা, সেটা অনুপস্থিত।

BanglaBook.org

"আপনাকে খুবই সুদর্শন লাগছে, মিস্টার আলেকজান্ডার," বেল অমায়িক সুরে বলল।

"আমি আজ সন্ধ্যায় স্ত্রীকে নিয়ে ডেনভার কান্ট্রি ক্লাবের একটি সান্ধ্য-ভোজে যাচ্ছি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, ডেনভারে আমার অনেক প্রভাবশালী বন্ধু-বান্ধব আছে।"

"সেরকমটাই শুনেছি।"

"দুঃখের বিষয়... আপনি যেতে পারছেন না। শুধু সামাজিকভাবে প্রভাবশালী ক্লাব-মেম্বাররাই ওখানে আমন্ত্রিত।"

"আমি সেটা ভালোভাবেই বুঝি," বিদ্রূপ চেপে রেখে বলল বেল।

ওরা আলাদা হয়ে যেতেই, বেল টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে ভ্যান ডর্নকে একটি টেলিগ্রাম পাঠাল।

"অরভিন, আমি আর কার্টিস মিলে তদন্তের একটি রূপরেখা তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আরেকটা ব্যাপার জানিয়ে রাখি, আমাদের আশেপাশে হয়তো একজন গুপ্তচর আছে। একটা অচেনা মেয়ে, হোটেলের লিফটে চড়ার সময় আমার কাছাকাছি হয় সে। মেয়েটা আমার নাম ধরে ডাকে। এই মেয়ে আমার অতীত সম্পর্কে জানে, এবং খুব সম্ভবত এটাও জানে যে, কেন আমি ডেনভারে এসেছি। ওর নাম রোজ মানটেকা এবং লোকমুখে শুনেছি সে না-কি লস এঞ্জেলসের একটি ধনী র‍্যাঞ্চার পরিবার থেকে এসেছে। দয়া করে আমাদের লস এঞ্জেলেস অফিসকে বলবেন ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখতে। এখানে কাজ কতটুকু অগ্রগতি হচ্ছে তা সময়-সময় জানানো হবে।"

বেল

বসকে টেলিগ্রাম পাঠানোর পরে, বেল ব্যস্ত ফুটপাথ ধরে হেঁটে ব্রাউন প্যালেস হোটেলে পৌঁছাল। প্রহরীর সাথে কিছুক্ষণ কথা চালাচালির পরে ওরা লবির নিচের স্টোর রুম এবং বয়লার-রুমে এল। সেখানে বেলকে অভিবাদন জানাল হোটেলের মেইনট্যানেন্স ম্যান। সে একজন ভদ্র-গোছের মানুষ, তার পরনের ইউনিফর্মে দাগের ছড়াছড়ি। সে তাকে পথ দেখিয়ে কাঠের একটি বাক্সের কাছে নিয়ে এল। সিলিং-এ তখন একটি উজ্জ্বল বাল্ব জ্বলছিল। মেইন্টেনেন্স ম্যান একটি মোটরসাইকেলের দিকে আঙুল তাক করল, যেটি বাক্সের পাশেই দাঁড় করিয়ে রাখা। মোটরসাইকেলটি তখন চোখ ধাঁধানো লাল রঙের আভা ছড়াচ্ছিল।

"ওই তো সে, মিস্টার বেল," সে মোটরসাইকেলের দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে বলল। "রাস্তায় নামানোর জন্য প্রস্তুত। আমি নিজে মোটরসাইকেলটিকে আপনার জন্য পালিশ করে দিয়েছি।"

"আমি কৃতজ্ঞ। মিস্টার..."

BanglaBook.org

"বমবারগার। জন বমবারগার।"

"হোটেল ছাড়ার সময় আপনার দেয়া এই সার্ভিসটির কথা আমি মনে রাখব।" বেল তাকে প্রমিজ করল।

"সাহায্য করতে পেরে আনন্দিত।"

বেল এরপর ওর রুমে গেল। আলনায় একটা টাক্সেডো রাখা ছিল। হোটেল কর্তৃপক্ষ দিনের বেলায় এটিকে পরিষ্কার করে রেখেছিল। বেল দ্রুতবেগে গোসল সেরে গায়ে একটি লম্বা লিনেন কোট চাপাল। এরপর সে এক জোড়া লেগিংস পরল। মোটরসাইকেল ইঞ্জিন থেকে মাঝে মাঝেই তেলতেলে পদার্থ বেরিয়ে আসে। এই লেগিংস তাকে ওই তেলতেলে পদার্থের হাত থেকে টাক্সেডো এবং ট্রাউজারকে রক্ষা করবে। সবশেষে, সে মাথায় একটা ক্যাপ পরে চোখে গগলস লাগাল।

বেল এরপর সিঁড়ি পেরিয়ে স্টোর রুমে এল। রাবারের সাদা টায়ার পরা লাল মোটরসাইকেলটি এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন এটি একটি তেজী ঘোড়া, যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। বেল এরপর হ্যান্ডল-বার ধরে ১২০ পাউন্ড ওজনের যানটিকে রাস্তায় নামাল এবং মোটরসাইকেলটির শক্ত-সরু স্যাডলে চেপে বসল। রেসিং-এর উপযোগী করে তৈরি করায়, এর সীট এবং হ্যান্ডল-বার একদম সমান্তরাল। এই যন্ত্র চালানোর জন্য বেলকে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়তে হল। সে গগলসটা ভালোমতো চোখে লাগিয়ে নিল। এরপর সে বাইসাইকেল স্টাইলের প্যাডেলে পা দিয়ে চাপ দিল। এর ফলে ৩টি ড্রাই সেল ব্যাটারিতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়ে কয়েল পর্যন্ত প্রবাহিত হল, এবং একটি হাই ভোল্টেজ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হল যা সিলিন্ডারের ভেতরকার জ্বালানিকে প্রজ্বলিত করল। অল্প কিছুক্ষণ পরেই ভি-টুইন ইঞ্জিনটি জীবন-প্রাপ্ত হল, একজস্টের কান ফাটানো শব্দে ঘরঘর করে উঠেছে। বাইকটি চালু হতেই বেল ব্রডওয়ে ধরে ৩০ মাইল বেগে ছুটতে লাগল।

রেসিঙের জন্য বানানোয়, এই বাইকের কোনো হেডলাইট নেই। তবে আধখানা একটা চাঁদ আকাশকে আলোকিত করে রাখায় এবং রাস্তার সারি সারি বৈদ্যুতিক বাতির কারণে সে যথেষ্টই আলো পাচ্ছে। এবং রাস্তায় পড়ে থাকা ঘোড়ার বিষ্ঠাকে সময়মতো পাশ কাটিয়ে যেতেও ওর কোনো সমস্যা হচ্ছে না।

দুই মাইল যাওয়ার পরে, সে একটা স্ট্রিট-ল্যাম্পের নিচে থেমে মানচিত্র পর্যবেক্ষণ করল। চেহারায় হাসি ফুটল যখন বুঝল সে সঠিক পথেই এগোচ্ছে। এরপর পশ্চিমে মোড় নিয়ে স্পিয়ার এভিনিউতে পৌঁছাল সে। আরও দুই মাইল যাওয়ার পরে ডেনভার কান্ট্রি ক্লাব ওর দৃষ্টিসীমায় ধরা দিল।

BanglaBook.org

বিশালাকার বিল্ডিংটি আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছিল। উৎসব উৎসব ভাব চারিদিকে। বিল্ডিঙের প্রধান প্রবেশদ্বারের সামনের ড্রাইভওয়েতে ক্যারিজ এবং গাড়ি পার্ক করে রাখা, যার ড্রাইভার এবং শোফারেরা দলবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে, কেউ-বা সিগারেট ফুঁকছে। লোকজন প্রবেশ করার সময় সাদা টাই পরা দুজন মানুষ আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকা চেক করছে।

বেল নিশ্চিত, মোটরসাইকেলের মতো অভিনব বাহনে চেপে প্রবেশপথ পর্যন্ত আসায় সে খুব ভালোভাবেই মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছে। আর, আগে থেকে নিমন্ত্রণ না থাকায়, ধোঁকা দিয়ে বিল্ডিঙের ভেতরে ঢোকার সুযোগ-ও খুব কম, যদিও সে আজকের অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত পোশাক পরে এসেছে। আধখানা চাঁদের আংশিক আলোয়, সে ওর বাইকের হ্যান্ডল-বার ঘোরাল এবং গলফ কোর্সে প্রবেশ করল। সবুজ ঘাস এবং বালুর ফাঁদ এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকল। সে বৃত্তাকার-ভাবে চওড়া বাঁক নিয়ে গলফ খেলার সরঞ্জাম রাখা খুপরির কাছে পৌঁছাল, যেটা রাখা ছিল মেইন বিল্ডিং-এর পেছনে। এর অভ্যন্তরভাগ অন্ধকার এবং খুপরিটি জনশূন্য।

বেল বাইকের ইগনিশন বন্ধ করে একে ঝোপঝাড়ের পাশে দাঁড় করিয়ে রাখল। সে ওর গায়ের লিনেন কোট খুলে সেটিকে আলতোভাবে বাইকের হ্যান্ডল-বারের ওপরে রাখল। এরপর সে খুলে ফেলল ওর লেগিংস, ক্যাপ আর গগলস। সোনালি চুলে আলতো করে আঙুল চালাতে চালাতে, সে আলোতে পা রাখল এবং অলস ভঙ্গিতে হেঁটে জমকালো ক্লাব-হাউজে পৌঁছাল। জানালার মাঝ দিয়ে আসা উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় পুরো এলাকা আলোকিত হয়ে আছে। এছাড়া বিল্ডিং-এর পাশে রাস্তার উঁচু উঁচু ল্যাম্প-পোস্ট থেকে আসা আলো তো আছেই। পেছনের প্রবেশপথের নিচের সিঁড়ির সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি ট্রাক। আর্মিদের মতো নীল রঙের ইউনিফর্ম পরিহিত ক্যাটারারেরা ট্রাক থেকে খাবারের ট্রে বহন করে রান্নাঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

সিঁড়ি পেরিয়ে, দুজন ক্যাটারের মাঝ দিয়ে হাঁটতে লাগল বেল। রন্ধনশালার দিকে এমনভাবে যাচ্ছে যেন সে এই জায়গাটির মালিক। খাবারের ট্রে হাতে ডাইনিং রুমের দরজা দিয়ে ওয়েটাররা তাড়াহুড়ো করে আসছে-যাচ্ছে, কিচেনে থাকা শেফ রান্না করায় ব্যস্ত। এদের কেউই বেলকে সামান্যতম মনোযোগ দিল না। ওরা যতদূর ধারণা করতে পারছে, টাক্সেডো পরিহিত এই লম্বা মানুষটি কান্ট্রি ক্লাবের ম্যানেজারদের একজন। ডাইনিং রুমে ঢুকতে তাই বেল-এর কোনো সমস্যাই হল না। ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলতেই ক্লাবের সদস্যদের হৈ-হট্টগোলের মাঝে প্রবেশ করল সে। টেবিলের মাঝখান ধরে হাঁটতে লাগল ও, ওর চোখ খুঁজছে রোজ মানটেকাকে।

BanglaBook.org

২ মিনিট ধরে আতিপাতি অনুসন্ধান চালানোর পরে, সে ওকে ড্যান্স ফ্লোরের ওখানটায় দেখতে পেল।

কিন্তু যা দেখল, তাতে বিস্ময়ে জমে গেল বেল।

রোজ নাচছে, আর ওর নাচের সঙ্গীর নাম নিকোলাস আলেকজান্ডার।

বেল ভাবল, ওদের কাছ পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে ওদেরকে চমকে দেবে কি-না। কিন্তু এ-কাজ করলে বোকামির পরিচয় দেয়া হবে। সে যা দেখতে চেয়েছিল, তার চেয়ে বেশি দেখে ফেলেছে। এখন সে ওই গুপ্তচরের পরিচয় জানে। তবে বেল একটা ব্যাপারে নিশ্চিত, আলেকজান্ডার বুচার ব্যান্ডিট বা তার মহিলা সঙ্গীর কাছ থেকে টাকা খেয়ে তথ্য সরবরাহ করছে না। তথ্য দেয়ার কাজটা সে খোলা মনেই করছে। সে স্রেফ একটি গর্দভ এবং সুন্দর চেহারার মেয়েকে দেখে ধোঁকা খেয়েছে। বেল নিজের ওপরে খুশি, যেহেতু ওরা তার চেহারা দেখতে পায়নি। সে হাতের ওপরে একটা ন্যাপকিন তুলে নিল এবং এমনভাবে একটা কফি-পট ধরল যেন সে কারুর জন্য অপেক্ষা করছে। সে ইচ্ছে করলে কফি-পটটি মুখের সামনে উঁচু করে ধরতে পারে, এটা করলে রোজ বা আলেকজান্ডার কেউ একজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।

হঠাৎ সঙ্গীত থেমে গেল, এবং সে দেখল ওরা দুজন একটি টেবিলের কাছে ফেরত আসছে। ওরা একত্রে বসল। আলেকজান্ডারের একপাশে বসল রোজ আর অন্যপাশে বয়স্ক, ভারী চেহারার একজন মহিলা। বেল ধরে নিল ইনিই হচ্ছেন আলেকজান্ডারের স্ত্রী। এসব দেখে যদিও তেমন কিছু আন্দাজ করা যায় না, তবে ধরে নেয়া যায় স্রেফ ড্যান্স করতে গিয়ে হঠাৎ করে ওদের পরিচয় হয়নি। একসাথে বসার মানে হল ওদের টেবিল আগে থেকে রিজার্ভ করে রাখা ছিল। অর্থাৎ, ওরা একে অপরের নিকট একেবারে অপরিচিতি না।

বেল সরাসরি রোজের দিকে চেয়ে রইল। মেয়েটির পরনে সিল্কের লাল রঙের পোশাক। পোশাকের লাল রঙ ওর চুলের সাথে সুন্দরভাবে ম্যাচ করে গিয়েছে।

আজ রাতে মেয়েটি ওর চুল পেছনে ঝুঁটি করেছে, এছাড়া সামনে আর পেছনে কুণ্ডলী পাকিয়েছে। সিল্কের ঝালর ওর স্তন-জোড়াকে চেপে রেখেছে। মেয়েটির পায়ের নখ থেকে চুল পর্যন্ত সৌন্দর্যের আভা বের হচ্ছে।

মেয়েটি মোহনীয় ভঙ্গিতে হাসতে লাগল। ওর সোনালী-বাদামী দুই চোখ আনন্দে ঝিলমিল করছে। ওর হাত আলেকজান্ডারের হাতের ওপরে রাখা, বেল বুঝল মেয়েটি পুরুষদের শারীরিক স্পর্শ পেতে পছন্দ করে। একটা উত্তেজক অনুভূতি ওকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে। এবং এই উত্তেজনা টেবিলে থাকা

BanglaBook.org

ওর সঙ্গীদের মাঝেও সংক্রমিত হয়েছে। মেয়েটির সৌন্দর্য মাথা খারাপ করে দেয়ার মতো। তবে ওর সৌন্দর্যের আভা বেল-এর মনে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। সে এই মেয়ের প্রতি কোনো যৌন কামনা অনুভব করছে না। ওর যুক্তিবাদী মন বলছে, এই মেয়ে ওর শত্রু, যৌন কামনা নিবৃত্ত করার বস্তু না। সে এই মেয়ের সৌন্দর্যের স্বচ্ছ পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকা ওর ধূর্ততা এবং ছলনার রূপটি দেখতে পেল।

বেল সিদ্ধান্ত নিল সে আজকের মতো যথেষ্ট দেখেছে। দ্রুততার সাথে, সে ওয়েটারের পেছনে গিয়ে নিজেকে আড়াল করে কিচেন-রুমে প্রবেশ করল। মোটরসাইকেলে রাখা পোশাক গায়ে চাপানোর সময় ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতেই বেল-এর নিজেকে ভাগ্যবান মনে হল। সে এমন একটা পরিস্থিতিতে পড়ে গিয়েছিল যা ওর প্রত্যাশার সাথে মেলে না, তবে এর থেকে ওর লাভই হয়েছে। বাইকে চেপে ব্রাউন প্যালেসের দিকে যেতে লাগল বেল। সে জানে, আলেকজান্ডারকে ও একমাত্র যে তথ্যটি দিয়েছে তা ভুয়া এবং ওই তথ্য ধরে সামনে এগোলে ভুল পথে গিয়ে মাথা ঠুকতে হবে। সে হয়তো এমনকি কিছুটা কৌশল করে রোজ মানটেকাকে প্রতারণার ফাঁদেও ফেলতে পারে।

পরিকল্পনার এই অংশটি বেল-কে শিহরিত করল। ইতোমধ্যে, ওর মনে এমন একটা অনুভূতি হচ্ছে যেন সে একটি সুচতুর সিংহীর পদচিহ্ন অনুসরণ করতে যাচ্ছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

পরদিন সকাল। অফিসে পা রাখার কিছুক্ষণ পরেই টেলিগ্রাফ অফিস থেকে আসা একজন সংবাদবাহক বেল-এর হাতে ভ্যান ডনের কাছ থেকে আসা একটি টেলিগ্রাম ধরিয়ে দিল।

লস এঞ্জেলসে আমার চীফ এজেন্ট রিপোর্ট করেছে যে সে রোজ মানটেকা নামের কোনো মহিলার হদিস পায়নি। শহরের ২০০ মাইলের মধ্যে ওই নামের এমন কোনো পরিবার পাওয়া যায়নি যারা র‍্যাঞ্চের মালিক। মনে হচ্ছে এই মেয়ে তার চোখ ঘোমটার আড়ালে ঢেকে রাখতেই পছন্দ করে। একটা প্রশ্ন, মেয়েটি কি সুন্দরী?

ভ্যান ডর্ন

বেল নিজের মনে একগাল হেসে টেলিগ্রামটি পকেটস্থ করল। এরপর আলেকজান্ডারের অফিসে গিয়ে তার দরজায় টোকা দিল।

"ভেতরে আসুন," আলেকজান্ডার মৃদুস্বরে বলল, যেন সে রুমে থাকা কারুর সাথে কথা বলছে। খুব নিচুস্বরে বলা কথাটি বেল কোনোমতে শুনতে পেল। ভেতরে পা রাখল ও।

"ধারণা করছি, আপনি এখানে রিপোর্ট করার জন্যে এসেছেন," ডেনভার এলাকার প্রধান এজেন্ট কোনো ভূমিকা ছাড়াই বলল।

বেল সায় দিল। "আমি আমাদের কাজে অগ্রগতি আপনাকে জানাতে চাইছি।"

"আমি শুনছি," আলেকজান্ডার বলল। তবে, ডেস্কে রাখা কাগজ থেকে সে মুখ তুলল না বা বেলকে চেয়ারে বসতে বলার সামান্য ভদ্রতাটুকুও করল না।

"আমি অরভিন আর কার্টিসকে আইন প্রয়োগকারী অফিসার এবং সাক্ষীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে ফিল্ডে পাঠিয়েছি, যাতে ওরা ডাকাতি এবং খুনের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।"

"স্থানীয় অফিসারেরা ইতোমধ্যে যেসব তথ্য আমাদেরকে সরবরাহ করেছে তার বেশি তথ্য জানা যাবে বলে মনে হয় না।"

"আর আমি ঠিক করেছি লস এঞ্জেলসের ট্রেন ধরব।"

BanglaBook.org

আলেকজান্ডার মুখ তুলে তাকাল। ওর চোখে সন্দেহ খেলা করছে। "লস এঞ্জেলস? ওখানে যাবেন কেন?"

"ওখানে যাব না," বেল উত্তর দিল। "ট্রেনে করে প্রথমে যাব লাস ভেগাস, এরপর ওখান থেকে রিওলাইট। আমার পরিকল্পনা হচ্ছে, যদি কোনো প্রত্যক্ষদর্শী পাই, তার সাথে কথা বলা।"

"খুবই ভালো পরিকল্পনা।" আলেকজান্ডার মনে হল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। "আমি এক মুহূর্তের জন্য ভেবেছিলাম আপনি বুঝি মিস মানটেকার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে লস এঞ্জেলসে যাচ্ছেন।"

বেল বিস্মিত হওয়ার ভান করল। "আপনি ওই মেয়েকে চেনেন না-কি?"

"সে কান্ট্রি ক্লাবের পার্টিতে আমার আর আমার স্ত্রীর সাথে বসেছিল। অন্য আরেকটি অনুষ্ঠানে আমাদের পরিচয় হয়। মেয়েটি বলল, সেদিন একটি ড্যান্স ফ্লোরে আপনাদের দুজনের সাক্ষাৎ হয়েছিল। মনে হল, মিস মানটেকা আপনার কাজ এবং আপনার অতীত ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে খুবই আগ্রহী। বিশেষ করে বুচার ব্যান্ডিট নামক ওই ব্যাংক ডাকাতের কেসের ব্যাপারে সে খুবই মোহাচ্ছন্ন।"

আমি বাজি ধরে বলতে পারি সে আমার কাজে ব্যাপারে আগ্রহী, বেল ভাবল। কিন্তু মুখে বলল, "আমার জানা ছিল না যে আমার কাজের ব্যাপারে সে ইম্প্রেসড। সে আমাকে দারুণভাবে ওর পথ থেকে ঝেড়ে ফেলেছিল।"

"আমার স্ত্রীর ধারণা, মিস মানটেকা আপনার প্রতি আকর্ষিত।"

"তেমন একটা না। আর, ওর ব্যাপারেও আমার তেমন কিছু জানা নেই। শুধু এটুকু জানি যে সে লস এঞ্জেলসের একটি ধনী পরিবার থেকে এসেছে।"

"এ-কথা সত্যি।" আলেকজান্ডার অজ্ঞতার বশে উত্তর দিল। "শহরের বাইরে ওর বাবার একটি বিশাল র‍্যাঞ্চ আছে।"

বেল-এর কাছে এখন এটা সুস্পষ্ট যে আলেকজান্ডার রোজ-এর ব্যাকগ্রাউন্ড খতিয়ে দেখেনি বা মেয়েটি যে তার এবং বুচার ব্যান্ডিটের কেস নিয়ে এত এত প্রশ্ন করেছে তাতেও আলেকজান্ডারের মনে কোনো সন্দেহ জাগেনি।

"তা আপনার ফিরে আসতে কয়দিন লাগবে?" আলেকজান্ডার জিজ্ঞেস করল।

"রিওলাইটের তদন্ত কাজ গুছিয়ে আনতে হবে। ফিরে আসতে আসতে ৫ দিন লেগে যেতে পারে।"

"কার্টিস আর অরভিনের কতদিন লাগবে?"

"১০ দিন থেকে ২ সপ্তাহ।"

আলেকজান্ডার নিজের মনোযোগ আবারও ডেস্কে থাকা কাগজের ওপরে কেন্দ্রীভূত করল। "গুড লাক।" সে অল্প কথায় বলল, বেল-এর সাথে তার কথা ফুরিয়ে গেছে।

কনফারেন্স রুমে ফিরে এসে বেল তার সুইভেল চেয়ারে আরাম করে বসল, পা জোড়া তুলে দিল লম্বা টেবিলের ওপরে। মিসেস মারফি কিছুক্ষণ আগে এক কাপ কফি দিয়ে গেছেন, সেটায় চুমুক দিতে লাগল। এরপর সে

BanglaBook.org

দেয়ালের পেছনে হেলান দিয়ে সিলিং-এর দিকে এমনভাবে চেয়ে রইল যেন উপরের ফ্লোরে কী হচ্ছে তার সব সে দেখতে পাচ্ছে।

তাহলে রোজ মানটেকার ব্যাপারে সে যা সন্দেহ করেছিল তা সঠিক। এই মেয়ে শুধু একজন প্রতারকই না, সে কোনো একভাবে বুচার ব্যান্ডিটের সাথে সম্পর্কিত। এবং খুব সম্ভবত ভ্যান ডর্ন এজেন্সির তদন্ত কাজ কেমন এগোচ্ছে সেটা জানার জন্যই তাকে পাঠানো হয়েছে। এই বুচার ব্যান্ডিট লোকটা মোটেও সাধারণ কোনো ব্যাংক ডাকাত না। যেই লোক গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য সুন্দরী মেয়ে নিয়োগ দেয়, সে অবশ্যই নিজের কাজের বাইরের অন্যান্য জিনিসের প্রতিও ভালোই মনোযোগ দেয়। রোজ মানটেকা, অথবা ওর সত্যিকার পরিচয় যা-ই হোক না কেন, মেয়েটা নিজের কাজে বেশ দক্ষ।

ডেনভার অফিসের ডাইরেক্টরের বিশ্বাস অর্জন করতে এই মেয়েকে একেবারেই বেগ পেতে হয়নি। খুব সাবধানতার সাথে আগে থেকেই সকল হোম-ওয়ার্ক সেরে রাখা হয়েছিল। নিশ্চিতভাবেই এটা একজন প্রফেশনালের কাজ। ভুয়া পরিচয়ে গুপ্তচর নিয়োগ করার মানে হচ্ছে ওই ডাকাতের বেশ ভালো পরিমাণ সম্পদ এবং ওপর মহলে প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। সে ইচ্ছে করলে সরকার এবং ব্যবসায়িক সমাজকেও নাড়া দিতে সক্ষম।

বেল যখন কাজ শেষে ব্রাউন প্যালেসে ফিরে গেল, সে ডেস্কের কাছে গিয়ে রোজ মানটেকার রুম নম্বর চাইল। ক্লার্ক গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল। "আমি দুঃখিত, স্যার। আমরা আমাদের অতিথির রুম নম্বর দিতে পারি না। এটা নিয়মবহির্ভূত।" এরপর তার চেহারায় আত্মতৃপ্তি খেলে গেল। "তবে আমি এটুকু বলতে পারি যে আজ দুপুরে তিনি আমাদের হোটেল ছেড়ে চলে গিয়েছেন।"

"আপনি কি জানেন সে কোথায় গিয়েছে?"

"তা জানি না। তবে এটুকু জানি, তার লাগেজ ইউনিয়ন স্টেশনে নিয়ে দুপুর ১টার লস এঞ্জেলস যাওয়ার ট্রেনে রাখা হয়েছে।"

মেয়েটা এভাবে হাতের আঙুল গলে বেরিয়ে গেল? বেল এটা আশা করেনি। এরকমটা হওয়ায় সে নিজেই নিজেকে অভিশাপ দিল।

কিন্তু এই রোজ মানটেকা মেয়েটা আসলে কে? কেন সে লস এঞ্জেলসের ট্রেনে উঠল, যেহেতু ওই জায়গায় থাকার কোনো রেকর্ড তার নেই?

এরপরে আরেকটা ভাবনা বেল-এর মনে খেলে গেল, ওর প্রতিপক্ষ এর পরে কোথায় হামলা চালাবে? বেল এটা বুঝে হতাশ হয়ে গেল যে সে এ-ব্যাপারে একদম কোনো কিছুই অনুমান করতে পারছে না। এর আগের কেসগুলোতে সে পরিস্থিতির ওপরে সহজেই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। কিন্তু এবারের কেসটা আলাদা, একেবারেই আলাদা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

লোকটির চুলের রঙ সোনালি। তার পুরু, হলদে-বাদামি, সুগন্ধি তেল দিয়ে নিয়মিত যত্ন করা পাকানো গোঁফ দেখলেই বুঝা যায় তিনি বেশ সম্পদশালী মানুষ। ট্রেন স্টেশন থেকে বের হয়ে তিনি মডেল এন ফোর্ড ট্যাক্সি-ক্যাবে আরাম করে বসলেন। ওয়াসাচ পর্বতমালার কোল ঘেঁষে গড়ে ওঠা সল্ট লেক সিটির আজকের আবহাওয়া অত্যন্ত মনোরম। আকাশ-ও মেঘমুক্ত। লোকটার পরনে শহুরে ফুলবাবুর স্টাইলে ফ্যাশনেবল পোশাক। তবে চাল-চলনে ব্যবসায়ীদের মতো কুটিল ভাব-ভঙ্গি পুরোদমে বিদ্যমান। তার মাথায় সিল্ক টপ হ্যাট, তিন-বোতাম-ওয়ালা ফ্রক কোট, সাথে আছে ভেস্ট এবং উঁচু-বৃত্তাকার কলার, এবং গলায় একটি চমৎকার টাই। একটি ধূসর বর্ণের গ্লাভস তার হাতজোড়া ঢেকে রেখেছে।

তিনি কিছুটা সামনে ঝুঁকে এলেন, এক জানালা থেকে আরেক জানালায় গিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছেন। তার হাত শক্ত করে খাঁটি রুপার তৈরি একটি ছড়ি ধরে রেখেছে। ছড়িটির শেষ প্রান্ত ঈগলের মাথা দিয়ে অলংকৃত করা, এর সাথে সংযুক্ত আছে ঈগলের বিশালাকৃতি ঠোঁট। দেখতে নিরীহ-দর্শন হলেও, ওই ছড়িতে লম্বা ব্যারেলের একটি বন্দুক লাগানো আছে এবং বোতামে চাপ দিলে এর ভাঁজ খুলে গিয়ে একটি ট্রিগার বেরিয়ে আসে। এতে .৪৪ ক্যালিবারের বুলেট আছে। এর খোসা ফেলে দেয়া যায় এবং ঈগলের লেজে থাকা ছোট ক্লিপ থেকে ব্যারেলে নতুন কার্টিজ ঢোকানো যায়।

লোকটার ট্যাক্স-ক্যাবটি লেটার-ডে সেইন্টের চার্চ পেরিয়ে গেল। এই স্থাপনাটির নির্মাণ কাজ ১৮৫৩ সালে শুরু হয়ে ১৮৯৩ সালে শেষ হয়েছে। ধূসর রঙা চার্চটির গ্রানাইটের দেয়াল ৬ ফুট পুরু, যার ওপরে অবস্থিত আছে ৬টি চূড়া। সবচেয়ে উঁচু চূড়ায় দেবদূত মোরানির একটি তাম্র-মূর্তি আছে। টেম্পল স্কোয়ার পেরিয়ে যাওয়ার পর ক্যাবটি ৩০০ সাউথ স্ট্রিটে পৌঁছাল এবং পিয়ারি হোটেলের সামনে এসে থামল। এই হোটেলটি ইউরোপিয়ান স্থাপত্য-রীতি অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়েছে। এটি সল্ট লেক সিটির প্রধান সরাইখানা।

BanglaBook.org

ডোরম্যান ক্যাবের পেছনে গিয়ে লোকটার লাগেজ নামাল। লোকটি ক্যাব থেকে নেমে ক্যাব-ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল ওর জন্য অপেক্ষা করতে। এরপর সে প্রবেশ করল হোটেলের লবিতে। ডেস্ক-ক্লার্ক তার দিকে হাসি হাসি মুখ করে নড করল। এরপর লবিতে দাঁড় করিয়ে রাখা বড়সড় ঘড়িটির দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল, "অনুমান করছি, আপনিই মিস্টার এলিয়াহ রাসকিন।"

"আপনার অনুমান নির্ভুল," লোকটি উত্তর দিল।

"দুটো বেজে পনেরো মিনিট। আপনি একেবারে ঠিক সময়ে এসে পৌঁছেছেন, স্যার।"

"এই প্রথমবারের মতো, আমার ট্রেন দেরি করেনি।"

"দয়া করে এবার রেজিস্টারে স্বাক্ষর করুন।"

"এক জায়গায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকার কারণে আমাকে এখুনি বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। আপনি কি দেখবেন আমার মালপত্র যেন হোটেল রুমে পৌঁছে দেয়া হয়?",

"হ্যাঁ, মিস্টার রাসকিন। আমি নিজে উপস্থিত থেকে এটা তদারকি করব।"

ক্লার্ক রেজিস্ট্রি ডেস্কের ওপরে ঝুঁকে এসে রাসকিনের দুই পায়ের মাঝখানে রাখা লেদারের সুটকেসটির দিকে নড করল। "এই ব্যাগটিও কি আপনার রুমে পাঠিয়ে দেব?"

"না, ধন্যবাদ। এটাকে আমি সাথে করে নিয়ে যাচ্ছি।"

রাসকিন এরপর মাথা ঘুরিয়ে ফুটপাথের দিকে হাঁটা ধরল। তার এক হাতে ছড়ি, অন্যহাতটা শক্ত করে সুটকেসের হাতল ধরে রেখেছে। এর ভেতরে থাকা ভারী জিনিসপাতির কারণে রাসকিনের ডান কাঁধ নিচের দিকে হেলে পড়েছে। সে চাপ দিয়ে এটাকে ক্যাবের দরজায় ঢোকাল, এরপর পুনরায় ব্যাকসিটে প্রবেশ করল। ডেস্ক-ক্লার্ক ভাবল, ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। রাসকিন কেন ব্যাগটা ক্যাবেই রেখে এল না? এত ভারী ব্যাগ টানতে টানতে লবি পর্যন্ত নিয়ে এসে আবার টেনে নিয়ে ক্যাব পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার মতো কষ্ট করার কী দরকার ছিল? সে ধরে নিল ওই ব্যাগের ভেতরে নিশ্চয়ই মূল্যবান কিছু আছে। কিন্তু ডেস্ক-ক্লার্কের এই ভাবনা ডালপালা মেলার সুযোগ পেল না, এর আগেই রেজিস্টারের সামনে আরেকজন অতিথি এসে হাজির হল।

৮ মিনিট পর, রাসকিন ক্যাব থেকে নেমে ড্রাইভারকে টাকা বুঝিয়ে দিল, এবং প্রবেশ করল সল্ট লেক ব্যাংক এন্ড ট্রাস্টের লবিতে। সে হেঁটে গিয়ে দরজার কাছাকাছি বসে থাকা সিকিউরিটি গার্ডের কাছে গেল।

"মিস্টার কারডোজার সাথে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।"

BanglaBook.org

গার্ড পায়ের ওপরে খাড়া হয়ে কাচের দরজার দিকে ইশারা করল। "ওখানে গেলে আপনি মিস্টার কারডোজাকে খুঁজে পাবেন।"

সত্যি বলতে, কোথায় যেতে হবে সেটা গার্ডের কাছ থেকে জেনে নেয়ার কোনো প্রয়োজন রাসকিনের নেই। ব্যাংক ম্যানেজারের অফিস-দরজা ওখান থেকে সহজেই দেখা যাচ্ছিল। গার্ডটি খেয়াল করল না যে, রাসকিন তাকে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে। সে মাপা চোখে দেখে নিচ্ছিল গার্ডটির নড়াচড়ার গতি কেমন, তার বয়স, কিভাবে সে নিতম্বের সাথে হোলস্টার বেঁধে রেখেছে, যাতে রাখা আছে .৪৫ ক্যালিবারের মডেল ১৯০৫ কোল্ট ব্রাউনিং অটোমেটিক পিস্তল। এই সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণে আরও ধরা পড়ল যে গার্ডটি নজরদাড়ি করার কাজে একেবারেই সতর্ক না। দিনের পর দিন বিন্দুমাত্র ঝামেলা না করা কাস্টমারদের আসা-যাওয়া দেখতে দেখতে সে উদাসীন এবং কৌতূহল-শূন্য হয়ে পড়েছে।

সে রাসকিনের হাতে ধরা বড়সড় সুটকেসটির মাঝে অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পেল না। ব্যাংকের কাউন্টারের পেছনে দুজন টেলার কাজ করছিল। গার্ড বাদে আর কর্মচারী বলতে কারডোজা এবং তার সেক্রেটারি। রাসকিন দেখল, ওখানে ইস্পাত-নির্মিত বিরাট দরজা-ওয়ালা একটি ভল্ট রাখা আছে। ব্যাংকে আসা কাস্টমারদের মুগ্ধ করার জন্য ওই ভল্টের দরজা লবির দিকে মুখ করিয়ে খুলে রাখা হয়েছে। কাস্টমারদের আভাসে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে যে তাদের আমানত সম্পূর্ণ নিরাপদ।

সে সেক্রেটারির কাছে গেল। "হ্যালো, আমার নাম এলিয়াহ রাসকিন। দুটো-ত্রিশে মিস্টার কারডোজার সাথে আমার একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।" ধূসর চুলের ৫০-এর কাছাকাছি বয়সের মহিলাটি হাসলেন এবং কোনো কথা না বলে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি একটা দরজার দিকে হাঁটা ধরলেন। দরজার ওপরের অংশে লেখা আলবার্ট কারডোজা, ম্যানেজার। মহিলা দরজাটির গায়ে টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকে কারডোজাকে জানালেন, "মিস্টার এলিয়াহ রাসকিন আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন, স্যার।" কারডোজা দ্রুতবেগে পায়ের ওপরে খাড়া হয়ে তাড়াহুড়ো করে ডেস্কের পেছন থেকে বের হয়ে এলেন। তিনি রাসকিনের উদ্দেশ্যে একটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে তার সাথে অত্যুগ্র আগ্রহের সাথে হ্যান্ডশেক করতে লাগলেন। "ইটস আ প্লেজার, স্যার। আমি এতক্ষণ আপনার পৌঁছানোর অপেক্ষাতেই ছিলাম। নিউ ইয়র্কের ব্যাংক থেকে আসা একজন প্রতিনিধিকে ওয়েলকাম জানানোর সুযোগ তো আর প্রতিদিন পাওয়া যায় না। আর তাছাড়া, আপনি এসেছেন ও এত বিরাট অংকের টাকা ডিপোজিট করার জন্যে।"

BanglaBook.org

রাসকিন সুটকেসটি উঁচু করে কারডোজার ডেস্কে রাখলেন, এরপর সেফটি ক্যাচের তলায় আঙুল চালিয়ে এর ডালা খুলে বললেন, "এই তো! এখানে আমানত করার জন্য নগদ আধা মিলিয়ন ডলার রাখা আছে। উত্তোলন করার আগ পর্যন্ত এটি আপনাদের জিম্মায় থাকবে।"

কারডোজা সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে সুন্দরভাবে প্যাকিং এবং বান্ডিল করে রাখা ৫০ ডলারের গোল্ড সার্টিফিকেটের দিকে এমনভাবে চেয়ে রইলেন যেন ওগুলো হচ্ছে ব্যাংকারদের বহুল আকাঙ্ক্ষিত সম্মানজনক অবস্থানে যাওয়ার পাসপোর্ট। এরপর তিনি চোখে ক্রমবর্ধমান বিস্ময় নিয়ে মুখ তুলে তাকালেন। "আমি বুঝলাম না। ক্যাশিয়ার চেক বহন করলেই তো হত। নগদ ৫ লাখ ডলার বয়ে বেড়ানোর কষ্ট করার কী আসলেই কোনো দরকার ছিল?"

"নিউ ইয়র্কের হাডসন রিভার ব্যাংকের ডাইরেক্টর নগদ টাকায় কারবার করতে পছন্দ করেন। আর আমাদের লেখা চিঠির মারফতে নিশ্চয়ই জেনেছেন, আমরা পশ্চিম প্রদেশের সেই সব শহরে শাখা ব্যাংক খুলতে যাচ্ছি, যেসব শহরের অর্থনীতি বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমাদের মনে হয়েছে ব্যাংকের দরজা খোলার সময় হাতের কাছে নগদ টাকা থাকাটা সুবিধাজনক হবে।"

কারডোজা রাসকিনের দিকে মলিন চেহারায় তাকালেন। "আশা করি আপনার ডাইরেক্টরেরা সল্ট লেক সিটিতে প্রতিযোগী ব্যাংক খুলতে যাচ্ছে না।"

রাসকিন দেঁতো হাসি হেসে মাথা ঝাঁকালেন। "ফিনিক্স, এরিজোনা আর নেভাদার রেনো হচ্ছে পশ্চিমে খুলতে যাওয়া আমাদের প্রথম-দিককার হাডসন রিভার শাখা-ব্যাংক।"

কারডোজাকে দেখে মনে হল তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। "ফিনিক্স আর রেনোকে নিশ্চিতভাবে বর্ধনশীল শহর হিসেবে ধরে নেয়া যায়।"

"সল্ট লেকে কি কখনও ব্যাংক ডাকাতি হয়েছে?" ভল্টের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিল রাসকিন। কারডোজা তার দিকে অবাক চোখে তাকালেন। "এই শহরে? না। শহরের নাগরিকেরা এটা কোনোভাবেই ঘটতে দেবে না। সল্ট লেক হচ্ছে দেশের সবচেয়ে অপরাধ মুক্ত শহরের একটি। এখানকার লোকজন খুবই ধার্মিক। বিশ্বাস করুন, মিস্টার রাসকিন, কোনো ডাকাত এই ব্যাংকে ডাকাতি করার দুঃসাহস দেখাবে না। ভল্টের ভেতরে ঢুকিয়ে তালা মেরে দেয়ার পর আপনার টাকা একশ পারসেন্ট নিরাপদ।"

"আমি পত্রিকায় পড়লাম বুচার ব্যান্ডিট নামে একজন ব্যাংক ডাকাত পুরো পশ্চিম প্রদেশ জুড়ে ব্যাংক ডাকাতি আর খুন খারাবি করে বেড়াচ্ছে।"

BanglaBook.org

"দুশ্চিন্তার কিছু নেই। ওই ডাকাত শুধু ছোটখাটো খনি-শহরে হামলা চালিয়ে গরিব খনি-শ্রমিকদের বেতনের টাকা লুট করে। সল্ট লেকের মতো বড় আকারের একটি শহরের ব্যাংক লুট করার মতো বোকামো সে করবে না। শহরের সীমানা থেকে বের হওয়ার আগেই পুলিশ গুলি করে ওর মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে।"

রাসকিন ভল্টের দিকে চেয়ে নড করল। "এই ভল্টটি খুবই মনোমুগ্ধকর।"

"এটি মিসিসিপির শ্রেষ্ঠ ভল্ট। স্পেশালি শুধু আমাদের জন্যই ফিলাডেলফিয়াতে বানানো হয়েছে।" কারডোজা গর্বের সাথে বলল। "পুরো এক আর্মি সৈন্যদল কামান নিয়ে এলেও এই ভল্ট ভেঙে ভেতরে ঢুকতে পারবে না।"

"দেখতে পাচ্ছি ব্যবসা চলাকালীন সময়ে এটি খোলা থাকে।"

"কেন নয়? আমাদের কাস্টমারেরা দেখতে পছন্দ করে যে তাদের আমানত সুরক্ষিত অবস্থায় আছে। আর আমি নিশ্চয়ই আগেও বলেছি, এর আগে সল্ট লেক সিটিতে কখনও ব্যাংক ডাকাতি হয়নি।"

"আপনাদের দিনের সবচেয়ে ধীরগতির সময় কোনটি?"

কারডোজাকে হতভম্ব দেখাল। "দিনের সবচেয়ে ধীরগতির সময়? মানে?"

"মানে, দিনের কোন সময়টায় ব্যাংকে কাস্টমারদের আনাগোনা সবচেয়ে কম থাকে?"

"দুপুর দেড়টা থেকে দুটো হচ্ছে আমাদের দিনের সবচেয়ে ধীরগতির সময়। আমাদের বেশির ভাগ কাস্টমার সেই সময় অফিসের কাজের ফাঁকে লাঞ্চ সারায় ব্যস্ত থাকে। আর যেহেতু আমাদের ব্যাংক ৩টা বাজে বন্ধ হয়ে যায়, হাতে গোনা কয়েকজন কাস্টমার শেষ মুহূর্তে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু এ-কথা কেন জানতে চাচ্ছেন বলুন তো?"

"আমাদের নিউ ইয়র্ক ব্যাংকের কাস্টমারদের সাথে এখানকার ব্যাংকের কাস্টমারদের আচরণের তুলনা করার ইচ্ছে হয়েছিল। মনে হচ্ছে, এখানেও প্রায় একই অবস্থা।" সে এরপর তার সুটকেসে টোকা দিল। "আমি টাকাটা কেসের ভেতরে রেখে যাচ্ছি।"

"আমাদের ব্যাংক আর কিছুক্ষণের মাঝেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আগামীকাল সকালে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে, হেড-ক্লার্ককে দিয়ে এই সুটকেসের টাকা গুনে ফেলা।"

ডেস্কের ড্রয়ারটি টান দিয়ে খুলে সেখান থেকে লেদারের একটি বই বের করলেন কারডোজা এবং আধা মিলিয়ন ডলারের একটি ডিপোজিট স্লিপ লিখলেন। ডিপোজিট স্লিপটি রাসকিনের হাতে তুলে দিতেই, তিনি সেটি তার কোটের বুক-পকেটে রাখা বড়সড় আকৃতির ওয়ালেটে ঢুকিয়ে ফেললেন।

BanglaBook.org

"আমি কি একটা অনুরোধ করতে পারি?" রাসকিন জানতে চাইলেন।

"অবশ্যই।"

"আপনার ক্লার্ক যখন টাকা গুনবে আমি তখন সেখানে উপস্থিত থাকতে চাই।"

"এতে আপনার সততার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আমি নিশ্চিত আপনার ব্যাংক প্রতিটি ডলার ভালোভাবে হিসাব করে দিয়েছে।"

"আপনার এই বিশ্বাসের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি উপস্থিত থাকতে চাইছি শুধু আমার নিজের অবস্থান নিরাপদ রাখার জন্য।"

কারডোজা শ্রাগ করল। "আপনার যেমনটি ইচ্ছে।"

"আমার আরেকটি অনুরোধ আছে।"

"আপনাকে শুধু মুখ ফুটে বলতে হবে।"

"আগামীকাল সকালে আমাকে অন্যান্য কিছু ব্যবসায়িক কাজ-ও সমাধা করতে হবে এবং দুপুর দেড়টার আগে ফিরতে পারব না। আর যেহেতু ওটা আপনাদের ব্যাংকের সবচেয়ে ধীরগতির সময়, তার মানে টাকা গোনার কাজটা ওই সময়ে করলেই সবচেয়ে ভালো হয়।"

কারডোজা একমত হওয়ার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। "আপনি ঠিকই বলেছেন।" তিনি উঠে দাঁড়িয়ে রাসকিনের দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিলেন। "তাহলে সে কথাই রইল। আগামীকাল দুপুরে আমাদের আবার দেখা হচ্ছে।"

বিদায় জানানোর ভঙ্গিতে রাসকিন তার ছড়িটি উঁচু করে ধরল। এরপর সে কারডোজার অফিস ত্যাগ করল। সে হেঁটে গিয়ে নিরাপত্তা রক্ষীকে পেরিয়ে গেল, প্রহরীটি তার দিকে একবারের জন্যও ফিরে তাকাল না। হাতে থাকা ছড়িটিকে লাঠির মতো দোলাতে দোলাতে ফুটপাথে পা রাখল রাসকিন। সে তখন নিজেই নিজের মনে মনে হাসছে। কারণ সে জানে, আগামীকাল সে ওই ব্যাংকে এলেও স্রেফ সুটকেসে থাকা টাকা গোনার জন্য আসবে না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৯

পরদিন দুপুর। ব্যাংকের দিকে হাঁটছে রাসকিন। হাঁটার সময় নিশ্চিত করছে যেন চারপাশের মানুষেরা তার চেহারার দিকে নজর দেয়। কখনও দোকানে গিয়ে জিনিসপাতি ঘাঁটাঘাঁটি করছে, কখনওবা দোকানদারের সাথে হালকা চালে আলাপ করছে। সে হাতে ধরা ছড়িটিকে প্রতিরক্ষামূলক কাজে ব্যবহারের চেয়ে ঠেকনা দেয়ার কাজেই বেশি ব্যবহার করছে।

এসব করতে করতে, একটা ত্রিশ মিনিটে সল্ট লেক ব্যাংক এন্ড ট্রাস্টে পৌঁছে ভেতরে প্রবেশ করল রাসকিন। ব্যাংকের ভেতরে ঢুকেই গার্ডকে একেবারেই পাত্তা না দিয়ে সামনের দরজার চাবি ঘুরিয়ে দিল, দরজায় তালা লাগিয়ে দিচ্ছে। এরপর সে জানালায় লাগিয়ে রাখা সাইনটি ঘুরিয়ে দিল। ওপাশে থাকা রাস্তার লোকজনরা এই সাইনটি দেখলে ভাববে, ব্যাংকটি বুঝি কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। এরপর সে হ্যাঁচকা টানে জানালার শেড নিচে নামিয়ে দিল। নিরাপত্তা রক্ষীটি তখনও অলস ভঙ্গিতে বসে আছে, বুঝতে পারছে না একটু পরেই ব্যাংকে লুটপাট চালানো হবে। আলবার্ট কারডোজার সেক্রেটারি এবং টেলার অথবা কাউন্টারের সামনে দাঁড়ানো মহিলা আমানতকারী, এরা কেউই অনুপ্রবেশকারীর অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ করল না।

কিন্তু প্রহরীটি অবশেষে সতর্ক হল, বুঝতে পারছে যে রাসকিনের আচরণ স্বাভাবিক ব্যাংক কাস্টমারদের মতো না এবং সে হয়তো খারাপ কিছু করতে যাচ্ছে। সে পায়ের ওপরে ভর দিল, তার হাত হোলস্টারে, সেখানে রাখা আছে ওর .৩৮ স্মিথ এন্ড ওয়েসন রিভলবার। সে রাসকিনকে সরাসরি জিজ্ঞেস করল, "হেই, মিস্টার। তুমি কী করছ বলে তোমার ধারনা?"

এরপর ওই গার্ডের চোখ বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল যখন সে দেখল রাসকিনের পয়েন্ট থার্টি এইট কোল্টের মাজল তার দিকে তাক করে রাখা।

"কোনো বাধা দেয়ার চেষ্টা করবে না। এবার ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে কাউন্টারের পেছনে গিয়ে দাঁড়াও।" রাসকিন গার্ডটিকে এই হুকুম দিয়ে ওর অস্ত্রটিকে উলের ভারী স্কার্ফ দিয়ে মুড়িয়ে নিল। কাউন্টারের গরাদের ভেতরে

BanglaBook.org

থাকা ক্লার্ক সতর্ক হয়ে পায়ের কাছে রাখা শটগানটি তুলে নেয়ার আগেই সে দ্রুতবেগে কাউন্টারের পেছনে চলে গেল। ওরা কখনও ধারণা করেনি যে ওদের ব্যাংকে ডাকাতি হতে পারে। তাই ওরা বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে দ্বিধা করতে লাগল।

"অস্ত্রের দিকে হাত বাড়ানোর ভাবনা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো।" সে হুশিয়ার করে দিল। "এবার সমতল হয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ো। নয়তো তোমার মাথায় বুলেট ঢুকিয়ে দেব। সতর্ক করে দিলাম।" সে ওর হাতের ছড়িটি দিয়ে কাউন্টারের কাছে থাকা মহিলাটিকে ইশারা করল। "তুমিও টেলারের সাথে শুয়ে পড়ো। আমার নির্দেশ ঠিকমতো মেনে চললে কাউকে আঘাত করা হবে না।"

এরপর সে হাতের অস্ত্রটি কারডোজার সেক্রেটারির দিকে তাক করল। "তুমিও! মেঝেতে শুয়ে পড়ো।" সবাই যখন মসৃণ মেঝেতে মাথা নিচু করে শুয়ে পড়ল, সে কারডোজার দরজায় টোকা দিল। অফিসের বাইরে থাকা মানুষদের কণ্ঠস্বর আলাদা করতে অসমর্থ হওয়ায়, ব্যাংকের ম্যানেজার তখনও বুঝতে পারেননি তার ব্যাংকে কী ভয়ানক কাণ্ড ঘটতে চলেছে। তিনি অভ্যাসবশত তার সেক্রেটারির প্রবেশের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন, কিন্তু সেক্রেটারি এল না। অবশেষে, কাজে বাধা পাওয়ায় বিরক্ত হয়ে, তিনি ডেস্কের পেছন থেকে বেরিয়ে এসে দরজা খুললেন। পরিস্থিতি বুঝতে তার বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল, তিনি একদৃষ্টিতে রাসকিন আর তার হাতে ধরা অস্ত্রের দিকে চেয়ে রইলেন। "এসবের মানে কী?" তিনি জানতে চাইলেন। এরপর মেঝেতে শুয়ে থাকা লোকগুলোর দিকে তার চোখ পড়ল। তিনি হতভম্ব হয়ে রাসকিনের দিকে তাকালেন। "আমি বুঝলাম না। কী হচ্ছে এসব?"

"সল্ট লেক সিটিতে প্রথম ব্যাংক ডাকাতি।" রাসকিন এমনভাবে বলল, যেন কথাটার মাঝে দারুণ রসালো কিছু আছে।

কারডোজা নড়তে পারছেন না, বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছেন। "আপনি নিউ ইয়র্ক ব্যাংকের একজন সম্মানিত ডাইরেক্টর। এসব কেন করছেন? আমার তো মাথায় কোনো কিছু ঢুকছে না। এসব করে আপনার কী লাভ ?"

"এই কাজে আমার নিজস্ব উদ্দেশ্য আছে।" রাসকিন উত্তর দিল, ওর কণ্ঠস্বর শীতল এবং আবেগ-শূন্য। "আমি চাই আপনি আমাকে ৪ লাখ ৭৫ হাজার ডলারের একটি ব্যাংক ড্রাফট লিখে দেবেন।"

কারডোজা রাসকিনের দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন তার চোখের সামনে একটা পাগল দাঁড়িয়ে আছে। "কার নামে ওই ব্যাংক ড্রাফট লেখা হবে?"

BanglaBook.org

"এলিয়াহ রাসকিনের নামে! আর কে?" রাসকিন জবাব দিল। "আর কাজটা তাড়াতাড়ি করুন। আমার হাতে তো আর সারাদিন পড়ে নেই।" হতবিহ্বল ভঙ্গিতে, কারডোজা ড্রয়ারটি খুলে ব্যাংক ড্রাফট সংবলিত বইটি বের করলেন এবং দ্রুততার সাথে রাসকিনের চাহিদা মোতাবেক টাকার পরিমাণ লিখে ফেললেন।

কাজ শেষ হলে তিনি এটা রাসকিনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। রাসকিন কাগজটা বুক পকেটে গলিয়ে দিল।

"এখন, অন্যদের মতো করে মেঝেতে শুয়ে পড়ুন।"

তিনি যেন দুঃস্বপ্নের মাঝ দিয়ে যাচ্ছিলেন, কারডোজা ধীরে ধীরে নিচু হয়ে তার কাঁপতে থাকা সেক্রেটারির পাশে শুয়ে পড়লেন।

"এখন, আমি অনুমতি দেয়ার আগ পর্যন্ত আপনারা কেউ সামান্যতম নড়াচড়াও করবেন না।"

এরপর, আর কোনো কথা না বলে, রাসকিন ভল্টের ভেতরে ঢুকল এবং ব্যাংকের টাকা চামড়ার বস্তায় ঢোকাতে শুরু করল। সে আগেই দেখেছিল এই বস্তাগুলো বিশালাকৃতির ৫ টনি দরজার ভেতরে গাদা করে রাখা। সে এরকম দুটো বস্তা টাকা দিয়ে ভর্তি করল। আন্দাজ করা যায় ওতে দুই লাখ ত্রিশ হাজার ডলার আছে। সে বেশ ভালোভাবেই তার পরিকল্পনা সাজিয়েছে। ব্যাংকের ভেতরের লোকদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, সে জানে যে সল্ট লেক ব্যাংক এন্ড ট্রাস্ট শিকাগোর কন্টিনেন্টাল এন্ড কমার্শিয়াল ন্যাশনাল ব্যাংকের কাছ থেকে বড় অংকের টাকার চালান পেয়েছে। ওর নিজের টাকা ভর্তি সুটকেস সে ভল্টের আরেকটা তাকে রেখে গেল।

বস্তাগুলো একপাশে রেখে, সে ভল্টের দরজা বন্ধ করে দিল। এরপর সে ভেতরের হুড়কোকে সক্রিয় করার হুইল ঘোরাল এবং টাইমারটি পরদিন সকাল ৯টার জন্য সেট করল।

ধীরেসুস্থে, যেন পার্কের মাঝ দিয়ে অলস পায়ে হাঁটছে, সে কাউন্টারের পেছনে পা রাখল এবং মেঝেতে শুয়ে থাকা মানুষগুলোর মাথায় নির্মমভাবে গুলিয়ে চালিয়ে দিল। আওয়াজ চেপে রেখে এত দ্রুততার সাথে গুলি করল যে কেউ বুঝে ওঠার মতো সময় পেল না কী ঘটছে। তাই কেউ চিৎকার-ও করতে পারল না।

এরপর সে ব্যাংকের জানালার শেড উঁচিয়ে ধরল, যাতে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে থাকা মানুষেরা দেখতে পায় যে এর ভল্ট এঁটে দেয়া হয়েছে এবং ধরে নেয় ব্যাংক বন্ধ। কাউন্টারের পেছনে পড়ে থাকায় ওই মৃতদেহগুলো কারুর নজরে পড়বে না।

BanglaBook.org

রাসকিন অপেক্ষা করল কখন ফুটপাথের সামনে থেকে মানুষ এবং যানবাহনের ভিড় দূর হয়। এরপর সে চেহারাটিকে নির্লিপ্ত রেখে ব্যাংক থেকে বেরিয়ে দরজা লক করল এবং অলস ভঙ্গিতে পা ফেলে হাতের ছড়ি দোলাতে দোলাতে বিল্ডিং-এর সামনের রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। বিকাল ৪টার মধ্যে পিয়ারি হোটেলে ফিরে এসে সে গোসল সারল, এরপর খাওয়ার জন্য নামল নিচের রেস্টুরেন্টে। ধোঁয়া ওঠা স্যালমন মাছ আর ক্যাভিয়ার খেল সে, সাথে থাকল ফরাসী ক্লস ডে লা রোচে বার্গান্ডি ১৮৯৯।

খাওয়া সেরে সে এক ঘণ্টা যাবত লবিতে বসে পত্রিকা পড়ল। এরপরে বিছানায় গিয়ে মড়ার মতো ঘুমাল।

পরদিন সকালে সে ট্যাক্সি নিয়ে সল্ট লেক ব্যাংক এন্ড ট্রাস্টে গেল। এক দল জনতা তখন ব্যাংক বিল্ডিঙের সামনের দরজার কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, অন্যদিকে ব্যাংক এলাকার ভেতর থেকে একটি এম্বুলেন্স রাস্তার দিকে যাচ্ছে। আশেপাশে ইউনিফর্ম পরিহিত প্রচুর সংখ্যক পুলিশ ঘোরাফেরা করছে। রাসকিন মানুষকে ধাক্কা দিতে দিতে নিজের পথ তৈরি করে নিল। এরপর গোয়েন্দার পোশাক পরা একজনকে দেখতে পেল সে।

"আমাকে কি কেউ বলবেন, কী ঘটেছিল এখানে?" সে বিনীত ভঙ্গিতে জানত চাইল।

"ব্যাংক লুট করা হয়েছে, সেই সাথে খুন হয়েছে ৫ জন মানুষ।"

"বলছেন কী? ব্যাংক লুট, ৫ জন খুন? আমার তো তাহলে দারুণ সর্বনাশ হয়ে গেল। আমি যে মাত্রই গতকাল আমার নিউ ইয়র্কের ব্যাংক থেকে এখানে আধা মিলিয়ন ডলার গচ্ছিত রেখেছি।"

"কী বললেন? আধা মিলিয়ন ডলার? নগদ?"

"হ্যাঁ, আমার কাছে রসিদ-ও আছে।" রসিদটি গোয়েন্দার মুখের কাছে ধরল রাসকিন। গোয়েন্দাটি এর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বলল, "আপনিই এলিয়াহ রাসকিন?"

"হ্যাঁ, আমিই রাসকিন। আমি নিউ ইয়র্কের হাডসন রিভার ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব করছি।"

"নগদ আধা মিলিয়ন ডলার!" গোয়েন্দার নিঃশ্বাস আটকে এল। "এই ব্যাংক লুট হবে না তো কোন ব্যাংক হবে। মিস্টার রাসকিন, আপনি ভেতরে আসুন। মিস্টার রামসডেলের সাথে পরিচিত হন, তিনি ব্যাংকের পরিচালকদের একজন। আমি ক্যাপ্টেন কাসাল। সল্ট লেক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের হয়ে কাজ করছি।"

মৃতদেহগুলো ততক্ষণে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তবে তারপরেও, মেহগনি কাঠের মেঝের একটা বড় অংশে তখনও লেগে আছে শুকিয়ে

BanglaBook.org

যাওয়া রক্তের লালচে দাগ। ক্যাপ্টেন কাসাল রাসকিনকে পথ দেখিয়ে একজন লোকের কাছে নিয়ে এল। লোকটি বিশাল-দেহী এবং চর্বি-বহুল। ফুলে-ফেঁপে ওঠা ভুঁড়ির কারণে তার ওয়েস্টকোট টান-টান হয়ে আছে। সে বসে আছে কারডোজার ডেস্কে, ব্যাংকের ডিপোজিটে কত টাকা আছে তা হিসেব করে দেখছেন। টাক মাথার নিচে থাকা তার বাদামী চোখ দুটো যেন ঘোরের মাঝে আছে। তিনি মুখ তুলে রাসকিনের দিকে তাকালেন, কাজে বাধা পড়ায় বিরক্ত।

"ইনি হচ্ছেন এলিয়াহ রাসকিন।" কাসাল ঘোষণা করল। "তিনি বলছেন তিনি গতকাল মিস্টার কারডোজার কাছে অর্ধ-মিলিয়ন ডলার ডিপোজিট করেছেন।"

"এমন বিষণ্ন পরিস্থিতিতে আপনার সাথে সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি দুঃখিত। আমার নাম এজরা রামসডেল, ব্যাংকের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।" রামসডেল চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রাসকিনের সাথে হ্যান্ডশেক করলেন। "সত্যিই... খুবই, খুবই ভয়াবহ ব্যাপার।" তিনি বিড়বিড় করে বললেন। "৫ জন মানুষ মারা গেল। এমনটা সল্ট লেক সিটিতে আগে কখনও ঘটেনি।"

"মিস্টার কারডোজার কাছে গচ্ছিত আমার ব্যাংকের টাকার কথা কি আপনি জানতেন?" রাসকিন নিরাবেগ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

রামসডেল সায় দিলেন। "হ্যাঁ, সে আমাকে টেলিফোনে বলেছিল যে আপনি আমাদের ব্যাংকে এসে আপনার টাকা ভল্টে জমা করে গেছেন।"

"যেহেতু মিস্টার কারডোজা, ঈশ্বর তার আত্মাকে শান্তিতে রাখুক, আমাকে একটি রসিদ লিখে দিয়েছেন। আমার ডাইরেক্টরেরা কি ধরে নিতে পারে যে আপনার ব্যাংক এই টাকার ক্ষতিপূরণ দেবে?"

"আপনার ব্যাংকের ডাইরেক্টরদের বলবেন এ-নিয়ে দুশ্চিন্তা না করতে।"

"ওই ডাকাত নগদ কত টাকা নিয়ে গেছে?" রাসকিন জানতে চাইল।

"২ লাখ ৪৫ হাজার ডলার।"

"এর সাথে যোগ হবে আমার অর্ধ-মিলিয়ন," সে নার্ভাস ভঙ্গিতে বলল।

রামসডেল তার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল। "কী এক ব্যাখ্যাতীত কারণে, ওই ডাকাত আপনার টাকা ছুঁয়েও দেখেনি।"

রাসকিন হতভম্ব হওয়ার ভান করল। "কী বলছেন?"

"ওই টাকা বাদামী সুটকেসটিতেই রাখা আছে," ক্যাপ্টেন কাসাল বলল।

"ওই টাকা কি সব আপনার?"

"ওই গোল্ড সার্টিফিকেট? হ্যাঁ, আমি নিউ ইয়র্কের যেই ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব করছি, এই টাকা তাদের।"

BanglaBook.org

রামসডেল এবং কাসাল পরস্পরের সাথে একবার দৃষ্টি বিনিময় করল। এরপর রামসডেল বলল, "আপনি আর মিস্টার কারডোজা ভল্টে যেই সুটকেস রেখেছিলেন, তা এখনও টাকায় পরিপূর্ণ।"

"আমি ব্যাপারটা বুঝলাম না।"

"ওই টাকা একেবারেই স্পর্শই করা হয়নি। আমি নিজে ওই সুটকেস চেক করে দেখেছি। গোল্ড সার্টিফিকেটগুলো অক্ষত অবস্থায় আছে।"

রাসকিন অভিনয় করে দেখাল কিভাবে কিংকর্ব্যবিমূঢ় হওয়ার ভান করতে হয়। "এটা আমার মাথায় ঢুকছে না। কেন আপনার টাকা নিল আর আমার টাকা রেখে গেল?"

কাসাল তার একটা কান চুলকে বলল। "আমার অনুমান, খুব তাড়াহুড়োর মাঝে থাকার কারণে সে আপনার সুটকেসকে পাত্তা দেয়নি, বুঝতে পারেনি যে এর ভেতরে অতো বড় অংকের টাকা থাকতে পারে।"

"এ-কথা জেনে স্বস্তি অনুভব করছি," হ্যাটটি হাতে নিয়ে কাল্পনিক ঘাম মুছার চেষ্টা করল রাসকিন। "ধরে নিচ্ছি ওই ডাকাত আর ফিরে আসবে না, ওই টাকা তাই আমি আপনার ভল্টেই রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ না ফিনিক্স আর রেনোতে শাখা-ব্যাংক খোলার জন্য এটি আমার দরকার হচ্ছে।"

"আমরা আপনার নিকট ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে যেহেতু আমাদের হাতের নগদ টাকা সব সাফ হয়ে গেছে।"

রাসকিন চারপাশে ছড়িয়ে থাকা শুকনো রক্তের স্তরের দিকে তাকাল। "আপনারা তাহলে তদন্ত-কাজ চালিয়ে যান।" সে কাসালের দিকে ফিরে নড করল। "প্রার্থনা করি আপনারা যেন ওই খুনে বদমাশটাকে ধরে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দিতে পারেন।"

"শপথ করছি, ওকে আমি যে করেই হোক পাকড়াও করবই।" কাসাল আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল। "সল্ট লেক থেকে বের হওয়ার প্রতিটি রাস্তা এবং ট্রেন স্টেশনে গণ্ডায় গণ্ডায় পুলিশ এজেন্ট পাহারা দিচ্ছে। শহরের সীমানার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করলেই ওকে ধরা পড়তে হবে।"

"ভাগ্য আপনাদের সহায় হোক," রাসকিন বলল। "প্রার্থনা করি, ওই শয়তানটা যেন ধরা পড়ে।" সে রামসডেলের দিকে ঘুরল। "আমি আগামীকাল দুপুর পর্যন্ত পিয়ারি হোটেলে আছি। যদি আপনার কোনো দরকার পড়ে, যোগাযোগ করবেন। বিকাল ৪টায় আমি ট্রেনে উঠবো। আমাকে আবার ফিনিক্সে গড়ে ওঠা আমাদের নতুন ব্যাংকের কাজের অগ্রগতি তদারকি করতে হবে।"

"আপনি খুবই উদার মনের মানুষ, স্যার।" রামসডেল বলল। "ব্যাংকিং কাজ আবার শুরু হলেই আপনার সাথে যোগাযোগ করব।"

BanglaBook.org

"ভালো থাকবেন।"

রাসকিন চলে যাওয়ার জন্য ঘুরল। "ভাগ্য আপনাদের সহায় হোক, ক্যাপ্টেন," কাসালকে এ-কথা বলে ব্যাংক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ফ্রন্ট ডোরের দিকে পা বাড়াল রাসকিন। কাসাল জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল, রাসকিন ততক্ষণে আড়াআড়ি হেঁটে ট্যাক্সি-ক্যাবের দিকে যাচ্ছে। "ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই গোলমেলে ঠেকছে," সে ধীরে ধীরে বলল। "ট্রেনে শিডিউল আমার মুখস্থ, আগামী ৩ দিনের মধ্যে ফিনিক্স যাওয়ার কোনো ট্রেন ছাড়ছে না।"

রামসডেল শ্রাগ করলেন। "ওকে কেউ হয়তো ভুল তথ্য দিয়েছে।"

"তবুও, ওর কিছু কিছু ব্যাপার আমার কাছে অদ্ভুত লেগেছে।"

"কী সেটা?"

"ডাকাত ওর ব্যাংকের টাকা নেয়নি শুনেও সে একেবারেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেনি। মনে হচ্ছিল দরজায় ঢোকার পর থেকেই সে জানতো তার টাকা নিরাপদে আছে।"

"এতে কি আর এখন কিছু যায় আসে?" রামসডেল প্রশ্ন করল, "মিস্টার রাসকিনের খুশি হওয়া উচিত যে তার অর্ধ-মিলিয়ন ডলার ওই ডাকাতের চোখ এড়িয়ে গেছে।"

গোয়েন্দাটিকে চিন্তিত দেখাল। "আপনি কিভাবে জানলেন যে ওখানে অর্ধ-মিলিয়ন ডলারই আছে? আপনি কি গুনে দেখেছেন?"

"মিস্টার কারডোজা নিশ্চয়ই গুনেছেন।"

"আপনি কী করে নিশ্চিত হচ্ছেন?"

রামসডেল অফিস থেকে বেরিয়ে ভল্টের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। "এখন তাহলে একবার হিসাব করে দেখা যাক।"

তিনি সুটকেসটি খুলে ওপরের স্তরে থাকা টাকার বান্ডিল হাতের কাছের তাকে রাখতে শুরু করলেন, ওখানে ২০ হাজার ডলারের গোল্ড সার্টিফিকেট রাখা আছে। কিন্তু এর নিচের স্তর সুন্দরভাবে কেটে, ফিতা দিয়ে বেঁধে রাখা খবরের কাগজ দিয়ে পূর্ণ।

"হায় ঈশ্বর।" রামসডেলের নিঃশ্বাস আটকে এল।

এরপর তিনি এমনভাবে তাড়াহুড়ো করে দৌড় দিলেন যেন গুরুত্বপূর্ণ কোনো কথা হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছে। ব্যাংক ম্যানেজারের অফিসে গিয়ে তার ডেস্কের ওপরে রাখা বইটি খুললেন তিনি। ওই বইতে ব্যাংক ড্রাফট লেখা হয়, কিন্তু সর্বশেষ ড্রাফটটি নিখোঁজ।

"ওই খুনে শয়তানটা নিশ্চয়ই কারডোজাকে দিয়ে জোর করে অর্ধ-মিলিয়ন ডলারের ব্যাংক ড্রাফট লিখিয়ে নিয়েছিল। সে এটা যেই ব্যাংকেই জমা দিক

BanglaBook.org

না কেন, ওরা ধরে নেবে এটা আমাদের দ্বারা অনুমোদিত এবং ওরা সল্ট লেক ব্যাংক এন্ড ট্রাস্ট থেকে পাওনা টাকা দাবী করবে। ফেডেরাল আইন অনুসারে, আমাদেরকে ওই টাকা দিতেই হবে। না দিলে, ইউনাইটেড স্টেটস ট্রেজারি এজেন্ট আমাদেরকে আদালতে ধরাশায়ী করবে। জোর করে আমাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম বন্ধ করে দেবে।"

"রাসকিন শুধু একটা প্রতারকই না," কাসাল চোখ-মুখ শক্ত করে বলল, "সে-ই আপনার ব্যাংক লুট করেছে এবং আপনার কর্মচারী আর কাস্টমারদের খুন করেছে।"

"আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি না," রামসডেল বিড়বিড় করলেন। এরপর তিনি তার চাহিদা জানালেন। "আপনার ওকে থামাতেই হবে। হোটেল ত্যাগ করার আগেই ওকে গ্রেফতার করুন।"

"আমি হোটেল পিয়ারিতে একটা স্কোয়াড পাঠাচ্ছি," কাসাল বলল। "কিন্তু এই লোক বোকা না। সে নিশ্চয়ই ব্যাংকের দরজা দিয়ে বের হওয়ার পর থেকেই দৌড়ের ওপরে আছে।"

"ওই ভুয়া দলিল নিয়ে আমরা ওকে পালিয়ে যেতে দিতে পারি না।"

"যদি এই লোকই বুচার ব্যান্ডিট হয়, সে অবশ্যই কোনো না কোনো শয়তানি বুদ্ধি বের করে ভূতের মতো উধাও হয়ে যাবে।"

এজরা রামসডেলের চোখে বুদ্ধির ঝিলিক দেখা গেল। "ওকে এই ড্রাফট অবশ্যই কোনো না কোনো ব্যাংকে গিয়ে ডিপোজিট করতে হবে। আমি দেশের প্রতিটি ব্যাংকের ম্যানেজারকে টেলিগ্রাফ করে দিচ্ছি যেন তারা এই লোকের ব্যাপারে সতর্ক থাকে এবং এলিয়াহ রাসকিন ৫ লাখ ডলারের ব্যাংক ড্রাফট ভাঙাতে গেলেই যেন পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। সে কোনোমতেই এটা নিয়ে পালাতে পারবে না।"

"ওরা কি এই ডাকাতটাকে ধরতে পারবে? আমি নিশ্চিত না," জন কাসাল মাথা নাড়তে নাড়তে বলল। "সত্যি বলছি, আমি একেবারেই নিশ্চিত না।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

ট্রেনে বসে বেল ভাবছে বুচার ব্যান্ডিটকে কিভাবে পাকড়াও করা যায়। অন্যদিকে ওর ট্রেন ধীর হতে হতে রিওলাইট স্টেশনে থেমে গিয়েছে। সল্ট লেকে ঘটা হত্যাকাণ্ডের বিবরণ সহকারে সে ভ্যান ডনের কাছ থেকে সুদীর্ঘ একটি টেলিগ্রাম পেয়েছে। সল্ট লেকের মতো একটা বড় শহরের ব্যাংকে বুচার ব্যান্ডিট হামলা চালাবে এটা কেউ কল্পনাই করতে পারেনি। রিওলাইটের পরের স্টেশনেই সল্ট লেক সিটি।

বেল লেদার ব্যাগ হাতে নিয়ে ট্রেন থেকে নামল। মরুভূমির উত্তাপে শরীর সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়, কিন্তু মরুভূমিতে আর্দ্রতার মাত্রা খুবই কম থাকায় ওর শার্ট ঘামে ভিজল না। স্টেশন মাস্টারের কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা পেয়ে, শেরিফের অফিসের দিকে হাঁটা ধরল বেল। শেরিফ মারভিন হিউয়ি একজন মধ্যম আকৃতির মানুষ, মাথায় এলোমেলো ধূসর চুল। ভ্যান ডর্ন এজেন্ট ভেতরে প্রবেশ করতেই তিনি জলপাই-বাদামী চোখ তুলে বেল-এর দিকে তাকালেন।

"শেরিফ হিউয়ি, আমি আইজ্যাক বেল। আসছি ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভ এজেন্সি থেকে।"

শেরিফ হিউয়ি ডেস্ক থেকেও উঠলেন না, বা হাত-ও বাড়িয়ে দিলেন না; বরং, মুখের ভেতরে চিবোতে থাকা তামাক-রসটা তিনি পিকদানিতে ফেললেন। "হ্যাঁ, মিস্টার বেল। আমাকে জানানো হয়েছিল যে আপনি সকাল ১০টার ট্রেনে আসবেন। তা আমাদের এখানকার উষ্ণ আবহাওয়া আপনাকে কেমন স্যুট করেছে?"

হিউয়ি যদিও তাকে চেয়ারে বসার জন্য সাধাসাধি করেনি, বেল তবুও হিউয়ির বিপরীতে রাখা চেয়ারটিতে বসে পড়ল। "মোটামুটি। কিন্তু ডেনভারের শীতল আবহাওয়াই আমার বেশি পছন্দ।"

বেল-এর অস্বস্তি দেখে শেরিফ দাঁত কেলিয়ে হাসতে লাগলেন। "এখানে বেশ কিছুদিন থেকে গেলে, আপনি হয়তো এই আবহাওয়া পছন্দ করতে শুরু করবেন।"

BanglaBook.org

"আমি তদন্ত সম্পর্কিত কাজে আপনাকে তার-বার্তা পাঠিয়েছিলাম।" বেল কোনো ভূমিকা না করেই বলল। "বুচার ব্যান্ডিটকে ধরতে সাহায্য হতে পারে এমন যেকোনো তথ্য আমি নিজের সংগ্রহে রাখতে চাই।"

"আশা করি আপনার ভাগ্য আমার চেয়ে ভালো হবে। হত্যাকাণ্ডের পরে, আমরা একটা ভাঙাচোরা, মালিক-শূন্য মালবাহী ওয়াগন আর ঘোড়া খুঁজে পাই যাদেরকে শহরের মাঝে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।"

"কেউ কি তার চেহারা ভালো করে দেখার সুযোগ পেয়েছিল?'

হিউয়ি তার মাথা নাড়লেন। "কেউ তার দিকে ভাল করে তাকায়নি। তিনজন লোক ওই ডাকাতের চেহারার আলাদা আলাদা বর্ণনা দিয়েছে। কারুর সাথে কারুরটা মিলেনি। আমি শুধু এটুকু জানি যে, আমার বাহিনীর লোকেরা ওই ওয়াগন, ঘোড়া অথবা শহর ছেড়ে যাওয়া মোটরগাড়ি থেকে ওই ডাকাতের কোনো চিহ্ন বের করতে পারেনি।"

"রেলপথের কী অবস্থা?"

হিউয়ি তার মাথা নাড়লেন। "৮ ঘণ্টা যাবত শহর ছেড়ে কোনো ট্রেন যায়নি। আমি ডিপোতে একদল লোক নিয়োগ করেছিলাম, ওদের কাজ ছিল ট্রেন ছাড়ার আগে এর প্যাসেঞ্জার কার চেক করা। কিন্তু ওরা সন্দেহজনক কাউকে দেখতে পায়নি।"

"মালবাহী ট্রেনের কী অবস্থা?"

"আমার ডেপুটি সেদিন শহর ছেড়ে যাওয়ার একমাত্র মালবাহী ট্রেনে অনুসন্ধান চালিয়েছিল। ওরা অথবা ট্রেন ইঞ্জিনিয়ার, ফায়ার-ম্যান, ব্রেক-ম্যান তাদের কেউই বক্স-কারে কাউকে লুকিয়ে থাকতে দেখেনি।"

"এই ডাকাতের ব্যাপারে আপনার নিজস্ব কোনো তত্ত্ব আছে?" জিজ্ঞেস করল বেল। "সে কিভাবে এমন নিখুঁতভাবে সবার চোখে ধুলো দিতে পালিয়ে যাচ্ছে?"

হিউয়ি কথা থামিয়ে আবারও পিকদানিতে তামাকের রস ফেললেন। "কথাটা স্বীকার করতে যদিও লজ্জা লাগছে। আমি এই কেসের ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিয়েছি। ওই ডাকাতটা কিভাবে আমার বা আমার ডেপুটির চোখ এড়িয়ে পালিয়ে গেল, সে-ব্যাপারে আমি কোনো আইডিয়াই করতে পারছি না। সত্যি বলতে, আমি এই কেস থেকে হাত-পা গুটিয়ে নিয়েছি। আইনের লোক হিসেবে গত ৩০ বছর ধরে কাজ করছি। এর আগে কোনো অপরাধী আমাকে এভাবে ঘোল খাওয়াতে পারেনি।"

"এ-কথা জানলে হয়তো কিছুটা সান্ত্বনা পাবেন যে আপনিই একমাত্র শেরিফ বা মার্শাল নন যে বুচার ব্যান্ডিটকে তাদের এলাকার ব্যাংক লুটের পর হারিয়ে ফেলেছে।"

BanglaBook.org

"তবুও এটা এমন কোনো সান্ত্বনা না। আর এটার জন্য আমি কোনো রকম গর্ব-ও অনুভব করছি না।" হিউয়ি বিড়বিড় করে বললেন।

"আপনার অনুমতি নিয়ে, আমি ওই তিন সাক্ষীকে প্রশ্ন করতে চাই।"

"আপনার সময়টাই শুধু শুধু নষ্ট হবে।"

"আমি কি ওদের নাম পেতে পারি?" বেল জোরাজুরি করল। "আমাকে আমার কাজ সম্পন্ন করতেই হবে।"

হিউয়ি শ্রাগ করল এবং একটি ওয়ান্টেড পোস্টারের পেছনে ওই তিন ব্যক্তির নাম এবং কোথায় গেলে তাদের তাদের পাওয়া যাবে লিখে দিয়ে সেই পোস্টারটি বেল-এর কাছে হস্তান্তর করল। "আমি এই লোকদের চিনি। এরা ভাল মানুষ, সৎ নাগরিক। ওরা নিজেরা যা সত্য বলে বিশ্বাস করে সেটাই বলেছে, যদিও ওদের কথা মিলে যায়নি।"

"ধন্যবাদ, শেরিফ। কিন্তু আমার পেশার লোকদের সব রকম সূত্র যাচাই করে দেখতে হয়, তা সেটা যতই তুচ্ছ হোক না কেন।"

"আরও সাহায্য লাগলে আমাকে জানাবেন," হিউয়ি বলল।

"দরকার পড়লে অবশ্যই জানাব," বেল বলল।

শেরিফ হিউয়ি যাদের নাম দিয়েছে তাদের সবার অবস্থান বের করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে পরদিন সকালের বেশির ভাগটাই খরচ হয়ে গেল। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা শুনে শুনে অপরাধীর ছবি নিজের মানস-পটে আঁকায় বেল নিজেকে একজন দক্ষ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করত, কিন্তু এইবারে ওর দক্ষতা অশ্বডিম্ব প্রসব করল। ওই লোকদের কেউই, দুজন পুরুষ আর একজন মহিলা, পরস্পরের কথার সাথে সম্পর্কিত কোনো তথ্য সরবরাহ করতে পারল না। শেরিফ হিউয়ির ধারণাই ঠিক, বেল পরাজয় মেনে নিয়ে হোটেলে ফিরে এল এবং ওর শিডিউলে থাকা পরবর্তী শহরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকল, যাকেও একই দুর্ভাগ্য বরণ করে নিতে হয়েছিল। শহরটি হচ্ছে মন্টানার বোজম্যান।

বেল এরপর হোটেলে রেস্টুরেন্টে গিয়ে ভেড়ার মাংসের স্টু দিয়ে ডিনার সারল। খাওয়ার এক পর্যায়ে শেরিফ হন্তদন্ত হয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকে বেল-এর পাশের চেয়ার টেনে বসে পড়ল।

"আপনার জন্য কোনো খাবারের অর্ডার দেব কি?" বেল অমায়িক সুরে জানতে চাইল।

"না ধন্যবাদ। আমি আপনাকে খুঁজছিলাম, কারণ জ্যাকি রাগলসের কথা আমার মনে পড়ে গেল।"

"এই লোকটা কে?"

BanglaBook.org

"দশ বছর বয়সের এক বালক। ওর বাবা খনিতে কাজ করে আর ওর মা কাজ করে লন্ড্রিতে। সে বলল ডাকাতির দিন সে না-কি অদ্ভুত-দর্শন এক লোককে দেখেছিল, কিন্তু ওর দেয়া বিবরণ আমি পাত্তা দিইনি। সে এই শহরের জনপ্রিয় টিনেজারদের কাতারে পড়ে না। আমার ধারণা, ডাকাতকে দেখতে পেয়েছে এই দাবী করার মাধ্যমে সে সবার মনোযোগ নিজের দিকে টেনে আনতে চাইছে।"

"আমি ওকে প্রশ্ন করতে চাই।"

"তিন নম্বর রাস্তা ধরে মেনলোতে চলে যান। এরপর ডানে মোড় নেবেন। সে বা-পাশের দ্বিতীয় বাড়িতে থাকে। বাড়িটা নড়বড়ে। দেখলে মনে হয়, যেকোনো মুহূর্তেই ভেঙে পড়বে। অবশ্য ওই এলাকার বেশির ভাগ বাড়িরই একই অবস্থা।"

"আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।"

"আগেই বলে রাখি। আপনি জ্যাকির কাছ থেকে অন্যদের তুলনায় তেমন বেশি তথ্য উদ্ধার করতে পারবেন না। হয়তো আরও কম।"

"আমাকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ধরে রাখতেই হবে," বেল বলল। "যেমনটা আগেই বলেছি, আমাদেরকে প্রতিটা সূত্র চেক করে দেখতে হবে, তা সেটা যতই তুচ্ছ হোক না কেন। আপনি যতটা, ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভ এজেন্সি-ও ওই খুনিকে ধরার ব্যাপারে ততটাই আন্তরিক।"

"জেনারেল স্টোরে গিয়ে কয়েকটা গাম-ড্রপ কিনে ফেললে ভালো হয়।" শেরিফ হিউয়ি বলল। "জ্যাকি গাম-ড্রপ খেতে খুব ভালোবাসে।

"পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ।"

শেরিফ হিউয়ি যেভাবে বর্ণনা করেছিলেন, বেল ঠিক সেভাবেই রাগলস হাউজটি খুঁজে পেল। কাঠ দিয়ে নির্মাণ করা পুরো কাঠামোটি একপাশে হেলে আছে। বেল ভাবল, আর দুই ইঞ্চি ঝুঁকলেই এটি রাস্তার ওপরে আছড়ে পড়বে। বেল ক্যাঁচক্যাঁচ করতে থাকা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করেছে কী করেনি, একজন বালক সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ঝড়ের বেগে রাস্তার দিকে ছুটতে আরম্ভ করল।

"তুমিই কি জ্যাকি রাগলস?" বেল জানতে চাইল, ছুটে যাওয়ার আগেই ছেলেটার হাত ধরে ফেলেছে।

বালকটি বেল-এর এই আচরণে সামান্যতমও আতঙ্কিত হল না। "কে জানতে চায়?" সে জিজ্ঞেস করল।

"আমার নাম বেল। আমি ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভ এজেন্সিতে কাজ করি। ব্যাংক ডাকাতির দিন তুমি কী দেখেছিলে সেটা আমি জানতে চাই।"

BanglaBook.org

"ভ্যান ডর্ন," জ্যাক শ্রদ্ধার সুরে বলল। "হায় খোদা, তোমাদের এজেন্সি তো অনেক বিখ্যাত। ভ্যান ডনের একজন গোয়েন্দা আমার সাথে কথা বলতে চায়?"

"দ্যাটস রাইট," বেল বলল, শিকারকে কুপোকাত করতে চাইছে। "কয়েকটা গাম-ড্রপ হলে কেমন হয়?" একটু আগে জেনারেল স্টোর থেকে খরিদ করা ছোট পোঁটলাটি সে উঁচু করে ধরল।

"ওহ খোদা, অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার।" জ্যাকি রাগলস ওই পোঁটলা ছিনিয়ে নিতে একটুও সময় নষ্ট করল না, মুহূর্তের মধ্যেই পেটের মধ্যে একটা গাম-ড্রপ চালান করে দিল। জ্যাকির পরনে সুতির শার্ট, এমন একটা প্যান্ট পরে আছে যার হাঁটুর ওপরদিকটা কেটে গেছে এবং ছেঁড়া লেদার-শু, যা দেখে বেল অনুমান করল খুব সম্ভবত ওর বড় ভাই আগে এই জুতা ব্যবহার করত, সাইজে ছোট হয়ে যাওয়ায় এখন সেটি জ্যাকির পায়ে শোভা পাচ্ছে। ওর পরনের পোশাক বেশ পরিষ্কার। ওর মা যেহেতু লন্ড্রিতে কাজ করে তাই এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। জ্যাকির শরীর লাঠির মতো চিকন। বালকসুলভ চেহারাটি ছোট ছোট দাগে পরিপূর্ণ। এবং মাথায় ঘন ঝোপঝাড়ের মতো কোঁকড়ানো বাদামি চুল, যাতে চিরুনির আঁচড় তেমন একটা পড়ে না।

"শেরিফ হিউয়ি বলল যে তুমি না-কি ব্যাংক ডাকাতকে দেখেছ।"

বালকটি গাম-ড্রপ চিবুতে চিবুতে উত্তর দিল। "অবশ্যই বলেছি। তবে সমস্যা হচ্ছে, কেউ আমার কথা বিশ্বাস করে না।"

"আমি করব," বেল ওকে আশ্বস্ত করল। "কী দেখেছিলে আমাকে বলো।"

আরেকটা গাম-ড্রপ নেয়ার জন্য পোঁটলায় হাত দিতে যাচ্ছিল জ্যাকি, কিন্তু বেল তাকে থামাল। "আগে আমাকে বলো তুমি কী কী জানো। গাম-ড্রপ পরেও খেতে পারবে।"

বালকটি চেহারায় বিরক্তি ফুটিয়ে শ্রাগ করল। "আমি রাস্তায় বন্ধুদের সাথে বেসবল খেলছিলাম, তখন ওই বুড়ো লোকটা..."

"কতটা বুড়ো?"

জ্যাকি বেল-কে মনোযোগের সাথে দেখল। "তোমার মতোই বয়স।"

ত্রিশ বছর বয়সকে বেল কখনও বুড়ো হিসেবে বিবেচনা করেনি, কিন্তু দশ বছরের এক বালকের কাছে সে নিশ্চয়ই অতিশয় বৃদ্ধ।

"বলে যাও।"

"ওই লোকটার পরনের পোশাক এখানে বসবাস করা বেশির ভাগ খনি শ্রমিকের মতোই। কিন্তু ওর মাথায় ছিল মেক্সিকানদের মতো বড়সড় হ্যাট।"

BanglaBook.org

"একটা সমব্রেরো।"

"হুম। আমার মনে হয় ওটাকে এই নামেই ডাকে।"

"আর সে কাঁধের ওপরে একটা ভারী বস্তা বহন করছিল। মনে হচ্ছিল ওই বস্তাটি যেন মালামাল দিয়ে একদম ভর্তি হয়ে আছে।"

"আর কী কী খেয়াল করেছ?"

"ওর একটা হাতের কনিষ্ঠ আঙুল নেই।"

উত্তেজনায় বেল-এর চেহারা টান-টান হয়ে গেল। খুনিকে শনাক্ত করার ক্ষেত্রে এটিই প্রথম ক্লু। "তুমি নিশ্চিত তো যে ওর এক হাতের কনিষ্ঠ আঙুল নেই?"

"পুরোপুরি নিশ্চিত।" জ্যাকি জবাব দিল।

"কোন হাত?" বেল জানতে চাইল, নিজের উত্তেজনাকে বশে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে।

"বাম হাত।"

"বাম হাতের ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত?"

জ্যাক কোনো কথা না বলে স্রেফ নড করল, চোখে ক্ষুধা নিয়ে সে গাম-ড্রপের পোঁটলার দিকে চেয়ে আছে।

"ওই লোকটা যখন দেখল আমি ওর দিকে ফিরে তাকিয়েছি, সে খুব রেগে গিয়েছিল।"

"এরপর কী ঘটল?"

"আমাকে একটা উড়ন্ত বল লুফে নিতে হত। এরপর যখন আমি ঘুরলাম, ওই লোক ততক্ষণে উধাও।"

বেল আদর করে জ্যাকির মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। ছেলেটির এলোমেলো চুলের জঙ্গলে বেল-এর হাত প্রায় হারিয়েই যাচ্ছিল। বেল ওকে বলল। "ঠিক আছে তবে, এখন তোমার গাম-ড্রপ খাও। তবে তোমার জায়গায় আমি হলে, আমি আরও ধীরে ধীরে চিবোতাম, যাতে ওগুলো বেশিক্ষণ ধরে খাওয়া যায়।"

রিওলাইট হোটেল ত্যাগ করার পর, কিন্তু ট্রেনে ওঠার আগে বেল একবার টেলিগ্রাফ অফিসে গেল। সে টেলিগ্রাম করে ভ্যান ডর্নকে জানাল বুচার ব্যান্ডিটের বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুলটি নেই। বেল জানে, ভ্যান ডর্ন এই সংবাদ দ্রুত গতিতে তার এজেন্টদের কাছে পৌঁছে দেবেন যাতে এই ধরনের অঙ্গহানি থাকা প্রতিটি মানুষের খবর এজেন্টরা তার কাছে রিপোর্ট করে।

ট্রেনে চেপে ডেনভারে ফিরে যাওয়ার বদলে, বেল সিদ্ধান্ত নিল সে বিসবী যাবে। হয়তো, ভাগ্যদেবী আরও একবার ওর দিকে মুখ তুলে চাইবে এবং সে

BanglaBook.org

ওই ডাকাতের পরিচয় শনাক্ত করায় সাহায্য করার মতো আরও একটা ক্লু খুঁজে পাবে।

বেল তার সিটে হেলান দিয়ে বসল। মরুভূমির তীব্র উত্তাপ ওর কামরাটিকে ভাজা-ভাজা করে ফেলেছে। কিন্তু এই উত্তাপকে বেল পাত্তাই দিল না।

নির্ভর করার মতো প্রথম ক্লু, সরবরাহ করেছে এক হাড় জিরজিরে বালক। বেল ভাবল, যদিও একে অসাধারণ কিছু বলা যায় না, কিন্তু এটা একটা শুরু। এই তথ্য আবিষ্কার করায় বেল নিজের ওপর সন্তুষ্টি অনুভব করছে। সে দিবাস্বপ্ন দেখতে লাগল, কোনো একদিন সে ওই ডাকাতের মুখোমুখি হবে এবং তার উধাও হয়ে যাওয়া কনিষ্ঠ আঙুলটি দেখে ডাকাতটার পরিচয় শনাক্ত করবে।

[ধাওয়া এখন আরও তীব্র]।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ১১
৪ মার্চ, ১৯০৬

সান ফ্রান্সিসকো, ক্যালিফোর্নিয়া

এই লোকটির সর্বশেষ ছদ্মনাম ছিল রাসকিন। সে এখন দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরভাবে অলংকরণ করা একটি পিতলের বেসিনের সামনে, স্থির চোখে তাকিয়ে আছে বড়সড়, ডিম্বাকার আয়নার দিকে। সে রেজর দিয়ে দাড়ি কামানোয় ব্যস্ত।

কাজ হয়ে যেতেই সে মুখ ধুয়ে ফেলল, এবং গায়ে মাখল ফ্রান্স থেকে আনা দামী সুগন্ধি। সে এরপর আচমকা সামনে ঝুঁকে শক্ত করে বেসিনটি ধরে ফেলতে বাধ্য হল, কারণ তার রেলপথে চালিত বক্স-কারটি হঠাৎ করে থেমে গিয়েছে।

সে হুড়কো দেয়া একটা জানালার কাছে গেল। বাইরে থেকে দেখলে এই জানালাকে বক্স-কারের কাঠের দেয়ালের অংশ বলে ভ্রম হয়। সে জানালাটি সাবধানে ফাঁক করে বাইরে উঁকি দিল। বাষ্পচালিত একটি সুইচ ইঞ্জিন দশটি মালবাহী রেলগাড়িকে ধাক্কা দিয়ে আলাদা করল, যার মাঝে অন্তর্ভুক্ত আছে ও'ব্রায়ান ফার্নিচার কার। সে এখন দাঁড়িয়ে আছে সাউদার্ন প্যাসিফিক রেলরোডের বিশাল টার্মিনাল বিল্ডিঙের সামনে। এই বিল্ডিং-কে ডাকা হয় অকল্যান্ড মোল নামে। এটি অকল্যান্ড শহরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এই পাশ দিয়েই ফেরি-নৌকা প্রবেশ করে। ফেরি-নৌকাগুলো মেইন বিল্ডিঙের পশ্চিম পাশে বেঁধে রাখা হয়। একজোড়া টাওয়ারের মাঝখানে। এই টাওয়ার দুটো এমন এক দল লোক সামলায়, যাদের কাজ হচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে আসা ফেরি-নৌকা থেকে মাল-খালাস এবং বোঝাই করার কাজ তদারকি করা। ফেরি-নৌকাগুলো উপসাগরের মাঝ দিয়ে সান ফ্রান্সিসকো থেকে আসা-যাওয়া করে। যেহেতু অকল্যান্ড মোল আন্তঃ-মহাদেশীয় রেলপথের শেষপ্রান্ত। এটি দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা মিশ্র বর্ণের জনতার ভিড়ে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। এই মানুষেরা এসেছে পূর্ব দিক থেকে এবং এদের গন্তব্য মহাদেশের আড়াআড়ি

BanglaBook.org

হয়ে এর বিপরীত দিকে। যাত্রীবাহী ট্রেনের সাথে মালবাহী ট্রেন মিশে গিয়েছে। এটা একটা ব্যস্ত এলাকা। উপসাগরের সাথে সংযুক্ত শহরগুলোতে ব্যবসা বিকশিত হওয়ায় এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

রাসকিন একটি শিডিউলে নজর বুলাতেই দেখল ওর বক্স-কারটি সান গ্যাব্রিয়েলে তুলে দেয়া হচ্ছে। সান গ্যাব্রিয়েল হচ্ছে সাউদার্ন প্যাসিফিক রেল-রোড কোম্পানির ফেরি, এটি নির্মাণ করা হয়েছে মালবাহী এবং যাত্রীবাহী ট্রেন টানার জন্য। এটি একটি ক্লাসিক ফেরি, দ্বিমুখী প্রান্তের অধিকারী। এর সামনে-পেছনে দুই দিকে আছে একটি করে পাইলট হাউজ। সাইড প্যাডল হুইল দ্বারা একে চালনা করা হয়, জ্বালানি আসে দুটো বাষ্পচালিত ইঞ্জিন থেকে। সান গ্যাব্রিয়েল ২৯৮ ফুট লম্বা, ৭৮ ফুট চওড়া এবং ৫,০০০ যাত্রী ও ২০টি রেলগাড়ি বহন করতে সক্ষম।

সান গ্যাব্রিয়েল টাউনসেন্ড এবং থার্ড স্ট্রিটের সাউদার্ন প্যাসিফিক টার্মিনালে পৌঁছাবে, যাত্রীরা সেখানেই নেমে যাবে। এরপরে এটি যাবে টাউনসেন্ড এবং কিং স্ট্রিটের পিয়ার থার্টি-টুতে, সেখানেই রেলগাড়িগুলোর মালামাল শহরের রেল-ইয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হবে। ও'ব্রায়ান ফার্নিচার কোম্পানির বক্স-কারটিকে ওখান থেকে পাঠানো হবে গুদামঘরে। বুচার ব্যান্ডিট ওই গুদাম-ঘরের মালিক। গুদাম-ঘরটি শহরের শিল্প এলাকায় অবস্থিত।

রাসকিন সান গ্যাব্রিয়েলে বহুবার চড়েছে এবং সে আগেই পরিকল্পনা করে রেখেছিল যে সল্ট লেক সিটির কাজ সেরে সে এতে করে বাড়ি ফিরবে। ফেরি-নৌকাটি জোরালো শব্দে শিস দিয়ে জানান দিল এটি এখনই স্থান-ত্যাগ করবে। ইঞ্জিনের কাছ থেকে শক্তি পেয়ে এর ২৭ ফুট প্যাডল হুইল পানিকে আলোড়িত করতে শুরু করায় ফেরির ধাতব-দেহ কাঁপতে লাগল।

শীঘ্রই, ফেরি-নৌকাটি উপসাগরের মাঝ দিয়ে সান ফ্রান্সিসকোর উপকূলের দিকে লক্ষ্য করে চলতে লাগল। গন্তব্যে পৌঁছাতে ফেরি-নৌকাটির ২০ মিনিটের বেশি লাগার কথা না। রাসকিন দ্রুততার সাথে একটি কালো বিজনেস স্যুট পরে নিল। বোতামের মাঝে গুঁজে দিল একটা ছোট হলদে গোলাপ। মাথায় দিল ডার্বি হ্যাট এবং হাতে গলাল লেদারের এক জোড়া গ্লাভস।

রাসকিনের বক্স-কারের মেঝেতে একটি ট্র্যাপ-ডোর আছে। সে নিচু হয়ে ট্র্যাপ-ডোরটির হাতল ধরে টান দিতেই এটি ঝট করে খুলে গেল। খোলা মুখ দিয়ে সে একটি বড়সড়, ভারী সুটকেস ফেলে দিল। এরপর সে ধীরে ধীরে নিজেকে রেললাইনের মাঝের ডেক বরাবর নিচু করল, হুশিয়ার থাকল যাতে

BanglaBook.org

ওর পোশাকে কালি না লেগে যায়। বক্স-কারের নিচে কিছুক্ষণ কুঁজো হয়ে থাকল, যখন নিশ্চিত হল আশেপাশে কোনো ক্রু নেই, তখন সে নড়েচড়ে উঠে সিধা হল।

সাধারণ যাত্রীরা থাকে কেবিন ডেকে। সেই কেবিন ডেকে যাওয়ার জন্য সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল রাসকিন। অর্ধেক পথ যেতেই একজন ক্রু-ম্যানের সামনে পড়ে গেল যে তখন সিঁড়ি ধরে নিচে নামছিল। ক্রু-ম্যানটি থেমে গিয়ে রাসকিনের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, তার চেহারা ভয়ানক রকম গম্ভীর।

"স্যার, আপনার কি জানা আছে যে, মেইন ডেকে যাত্রীদের আসার অনুমতি নেই?"

"হ্যাঁ, আমি সেটা সম্পর্কে অবগত।" ডাকাতটি হাসল। "আর আমি আমার নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি। তুমি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ, আমি আবার মুখ ঘুরিয়ে কেবিন ডেকে ফিরে যাওয়ার পথ ধরেছি।"

"আপনাকে বিব্রত করার জন্য দুঃখিত, স্যার।"

"ব্যাপার না। তুমি জাস্ট তোমার দায়িত্ব পালন করেছ।"

ডাকাতটি সিঁড়ি ধরে উঠতে লাগল এবং পা রাখল মাত্রাতিরিক্তভাবে অলংকৃত কেবিন ডেকে। যাত্রীরা সেখানে হাল-ফ্যাশনের পোশাক পরে ঘোরাঘুরি করছে। সে রেস্টুরেন্টে গিয়ে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিল। এরপর হেঁটে গিয়ে বাইরের উন্মুক্ত ডেকে গিয়ে দাঁড়াল। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে দেখতে লাগল উপসাগরের ওপাড়ে থাকা সান ফ্রান্সিসকোর বিল্ডিংগুলো ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে।

উপসাগরের পাড়ের এই শহরটি মানুষের কাছে ইতোমধ্যে মনোমুগ্ধকর, রোমান্টিক এক শহরে পরিণত হয়েছে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই শহরটি এক নতুন উচ্চতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে পশ্চিমের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে। এই শহর নির্মিত হয়েছে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উদ্যোক্তাদের দ্বারা। সুসজ্জিত পোশাক পরে, বিশাল একটা সুটকেস হাতে ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা রাসকিনকে সেই সব উদ্যোক্তাদের সাথে তুলনা করা যায়। তাদের মতোই, এই মানুষটিও সুযোগ দেখতে পেয়েছিল এবং সেটা হাতের মুঠোয় পোরার জন্য দ্রুততার সাথে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

চা পুরোটা পান না করে রাসকিন চায়ের কাপটি পানিতে ছুঁড়ে মারল, কাপটি রেস্টুরেন্টে ফিরিয়ে দেয়ার ভদ্রতা করল না। সে অলস চোখে দেখতে লাগল স্যান্ডপাইপার পাখির একটা ঝাঁক ফেরির পাশ দিয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে। এরপরেই চোখে পড়ল তিনটি বাদামী রঙের পেলিকান পাখি, ওরা ছোট মাছ

BanglaBook.org

শিকারের আশায় পানির ইঞ্চি-খানেক উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। এরপর সে ভিড়ের মানুষদের সাথে মিশে গিয়ে মেইন ডেকে যাওয়ার সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করল, যাত্রীরা এখন ফেরি থেকে নেমে গিয়ে স্প্যানিশ স্টাইলে নির্মিত সাউদার্ন প্যাসিফিক টার্মিনাসে প্রবেশ করবে।

সে ভারী সুটকেস হাতে নিয়ে টার্মিনাসের অভ্যন্তরভাগ দিয়ে দ্রুতবেগে হাঁটতে লাগল, একটু পরেই দরজা পেরিয়ে প্রবেশ করল টাউনসেন্ড স্ট্রিটে। পরবর্তী কয়েক মিনিট, সে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল।

সাদা রঙের একটা মার্সিডিজ সিমপ্লেক্স তার দিকে ছুটে আসছে দেখে তার চেহারায় হাসি ফুটে উঠল। টায়ারের কর্কশ আর্তনাদ কানে বাজিয়ে গাড়িটি ঠিক তার সামনে এসে থামল। গাড়িটির হুডের নিচে আছে চার-সিলিন্ডার এবং ৬০ হর্স পাওয়ারের একটি শক্তিশালী ইঞ্জিন, যা এই গাড়িকে ঘণ্টায় ৮০ মাইল বেগে ছোটাতে সক্ষম। এটি ইস্পাত, পিতল, কাঠ, লেদার এবং রাবার দিয়ে নির্মিত এক বিস্ময়কর যন্ত্র। এই গাড়িটি ড্রাইভ করা মানে এডভেঞ্চারের স্বাদ গ্রহণ করা।

এই গাড়িটি যদি দৃষ্টি-সুখকর হয়, তাহলে একই কথা স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে বসে থাকা সুন্দরী মেয়েটির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সরু কোমরবিশিষ্ট এই মেয়েটির রূপ মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মতো। লাল রঙের একটা রিবন তার লাল চুলকে অলংকৃত করেছে। মেয়েটির হ্যাট চিবুকের সাথে বেঁধে রাখা, যাতে এটি হাওয়ায় উড়ে না যায় এবং তার পরনে তামাটে রঙের লিনেন জামা। সে স্টিয়ারিং হুইলের থেকে হাত সরিয়ে সেটিকে লোকটির উদ্দেশ্যে নাড়াল। "হ্যালো, প্রিয় ভাই আমার। তুমি এক ঘণ্টা লেট।"

"আমার অভিবাদন নাও, বোন।" সে দাঁত বের হাসল। "ট্রেন যে গতিতে ছোটে, তারচেয়ে বেশি গতিতে ছোটার ক্ষমতা যে আমার নেই।"

মেয়েটি তার গাল বাড়িয়ে দিল এবং সে-ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে বোনের গালে চুমু দিল। তার দেহের সুগন্ধ নেয়ার জন্য নিঃশ্বাস টানল মেয়েটি। লোকটি সবসময় বোনের দেয়া ফরাসী সুগন্ধি ব্যবহার করে। এটি থেকে এখন এমন সুগন্ধ বের হচ্ছে যেমনটা সন্ধ্যার হালকা বৃষ্টির পরে বাগানে ফুটে থাকা ফুল-গাছ থেকে আসে। এই লোকটি যদি তার ভাই না হত, মেয়েটি হয়তো তার প্রেমে পড়ে যেত।

"ধরে নিচ্ছি, যে কারণে গিয়েছিলে তাতে সফল হয়েছ।"

"হ্যাঁ," সে সুটকেসটা ভেতরে ঢোকাতে চেরিকে বলল। "এবং আমাদের হাতে নষ্ট করার মতো এক মিনিট সময়ও নেই।" সে প্যাসেঞ্জার সিটে চড়ে

BanglaBook.org

বসল। "ওদের এজেন্ট এসে ট্রান্সফার থামানোর আগেই আমাকে সল্ট লেক ব্যাংক এন্ড ট্রাস্ট থেকে আনা ব্যাংক ড্রাফটটি লিপিবদ্ধ করতে হবে।"

মেয়েটি ক্লাচে চাপ দিয়ে গাড়িটিকে রাস্তায় তুলে আনল। "এখানে আসতে তোমার দুই দিন লাগল। আমার মনে হয় তোমার অনেক দেরী হয়ে গেছে। ওরা হয়তো পুলিশের সাথে যোগাযোগ করেছে এবং ব্যক্তিগত এজেন্ট নিয়োগ দিয়েছে। ওদেরকে এখন দেশের প্রতিটি ব্যাংকে পাঠানো হচ্ছে যাতে চুরি যাওয়া ব্যাংক ড্রাফটটি দেখিয়ে কেউ টাকা ভাঙাতে গেলেই তাকে গ্রেফতার করা হয়।"

"এবং এতে অনেক সময় লাগে। কমপক্ষে ৪৮ ঘণ্টা তো লাগেই।" সে হাত দিয়ে সিটের এক পাশ শক্ত করে রেখেছে। এই ছোট গাড়িটিতে ঠেস দেয়ার মতো কোনো দরজা নেই। মেয়েটিও মাঝে মাঝেই উচ্চ গতিতে তীক্ষ্ণ মোড় নিচ্ছে, বেপরোয়া ভঙ্গিতে ক্ষিপ্রগতিতে গাড়ি চালাচ্ছে ও। হুশ-হাশ করে ধীর গতির যানবাহনকে এমন বেগে পেরিয়ে যাচ্ছে যে পথচারীরা বিস্মিত হয়ে মাথা ঘুরিয়ে তাকাতে বাধ্য হচ্ছে। সে বিয়ার বহনকারী একটি ট্রাক পেরিয়ে গেল, এটি রাস্তার বেশির ভাগ অংশ ব্লক করে রেখেছিল। মেয়েটি মদের পিপা ভর্তি ট্রাক এবং পথচারীতে পরিপূর্ণ ফুটপাথের মাঝ দিয়ে নিজের গাড়িটিকে গলিয়ে দিল, আর এক ইঞ্চি এদিক-ওদিক হলেই বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। লোকটি নিজের সাহস প্রদর্শনের জন্য শিস বাজাতে বাজাতে "গ্যারি ওয়েন" গানটির সুর তুলল এবং দোকান থেকে বেরিয়ে আসতে থাকা সুন্দরী মেয়েদের উদ্দেশ্য করে হ্যাটের ডগা স্পর্শ করল। সামনে একটি বিশালাকার বৈদ্যুতিক ট্রলি কারকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল, আগুয়ান ট্রলিকারটিকে পেরিয়ে যাওয়ার জন্য মেয়েটি একপাশে সরে গিয়ে গাড়ি চালাল, এর ফলে একাধিক ঘোড়া পেছনের পায়ে লাফিয়ে উঠতে বাধ্য হল এবং ড্রাইভারেরা রাগান্বিত হয়ে বাতাসে ঘুসি ছুড়ল।

ইট-পাথর দিয়ে নির্মিত স্থাপনাগুলোর মাঝ দিয়ে আরও দুই ব্লক রাস্তায় গাড়ি ছোটানোর পরে, মেয়েটি আচমকা ব্রেক কষে গাড়িটিকে স্কিড করে থামাল। ওরা থেমেছে মার্কেট স্ট্রিট এবং সাটার স্ট্রিটের দক্ষিণ-পূর্ব কোনার ক্রমওয়েল ব্যাংকের সামনে।

"এইতো এসে গেছি, প্রিয় ভাই আমার। আশা করি আমার সাথে গাড়িতে চড়ে মজা পেয়েছ।"

"এভাবে গাড়ি চালালে একদিন একসিডেন্ট করে মরবে তুমি।"

"মরলে তোমার দোষ," মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল। "তুমিই তো আমাকে গাড়িটা কিনে দিয়েছিলে।"

BanglaBook.org

"আমার হার্লিটা নিয়ে যাও।"

"কোনোভাবেই না।" মেয়েটি উল্লসিত ভঙ্গিতে হাত নাড়তে নাড়তে বলল। "তাড়াতাড়ি বাসায় এসো, দেরি করবে না। আমাদেরকে আবার বারবারি কোস্টে যেতে হবে। ওখানে গিয়ে নিচু স্তরের লোকদের সাথে মেলামেশা আর ওদের ওই জঘন্য ড্যান্সে অংশ নিতে হবে।"

"আহ, ওখানে যেতে আমার আর তর সইছে না," লোকটি ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে বলল।

লোকটি এরপর সুটকেস নিয়ে ফুটপাথে নেমে এল। মেয়েটি দেখল ওর ভাইকে সুটকেসটা তুলতে খুব পরিশ্রম করতে হচ্ছে। মেয়েটি জানে, ওই সুটকেস সল্ট লেক ব্যাংক থেকে লুট করে আনা টাকায় টইটুম্বুর।

এক্সিলারেটর পেডালে চাপ দিতেই মার্সিডিজ সিমপ্লেক্স গাড়িটি গর্জন করে রাস্তায় উঠে এল, এক্সস্ট পাইপ থেকে বের হওয়া জোরালো আওয়াজে দোকানের সামনের কাঁচের জানালা কেঁপে উঠল।

ডাকাতটি মুখ ঘুরিয়ে গর্বিত চেহারায় সুন্দর কারুকাজ করা বিশালাকৃতির ক্রমওয়েল ব্যাংক বিল্ডিং-এর এর দিকে তাকাল। এই স্থাপনাটির কলাম বাঁশির মতো উঁচু হয়ে গিয়েছে এবং বড়সড় কাচের জানালায় সুন্দর সব নকশা আঁকা। ধূসর ইউনিফর্ম পরা একজন ডোর-ম্যান তার ঢোকার সুবিধার্থে কাঁচ-নির্মিত বিশালাকার দরজাটি খুলে দিল। কাঁচা-পাকা চুলের ডোরম্যানটি শারীরিকভাবে বেশ লম্বা। ৩০ বছর ইউনাইটেড স্টেটস আর্মির অশ্বারোহী বাহিনীতে থাকার কারণে চলাফেরায় মিলিটারি ভাব-ভঙ্গি ফুটে বেরোয়।

"শুভ সকাল, মিস্টার ক্রমওয়েল। ছুটি কাটিয়ে ফিরে এসেছেন দেখে আমি আনন্দিত।"

"ফিরে আসতে পেরে আমারও আনন্দ হচ্ছে, জর্জ। আমার অনুপস্থিতিতে আবহাওয়া কেমন ছিল?"

"ঠিক আজকের দিনটির মতো, রোদেলা এবং শান্ত।" জর্জ তার হাতে ধরা সুটকেসের দিকে তাকাল। "আমি কি এটা আপনার হয়ে বহন করতে পারি, স্যার?"

"না, ধন্যবাদ। আমিই সামলে নিতে পারব। এতে আমার ব্যায়ামও হবে।"

ছোট একটি পিতলের ফলকে দেখানো হচ্ছে ব্যাংকের সম্পদের পরিমাণ ২২ মিলিয়ন ডলার। শীঘ্রই এটি ২৩ এ পরিণত হবে, ক্রমওয়েল ভাবল। শুধু ৫০ বছর পুরনো ওয়েলস ফারগো ব্যাংকেরই এর চেয়ে বেশি সম্পদ, মূলধন এবং তারল্য আছে। ঝট করে দরজাটি খুলে দিল জর্জ এবং ক্রমওয়েল নামক

BanglaBook.org

ডাকাতটি (যে কিনা একই সাথে ব্যাংক-মালিক) লম্বা লম্বা পা ফেলে ব্যাংকের লবির মার্বেল পাথরের মেঝে ধরে হাঁটতে লাগল। পেরিয়ে গেল সুন্দরভাবে খোদাই করা ম্যানেজারের ডেস্ক, টেলারের জানালা এবং গরাদ-বিহীন কাউন্টার, যা কাস্টমারদের জন্য পুরোপুরি উন্মুক্ত। টেলারের এই উন্মুক্ত এলাকাটি এমন এক লোকের আবিষ্কার যে কাউকে বিশ্বাস করে না এবং নিজের টাকার পাহাড় গড়ে তুলতে বাইরের প্রদেশের ব্যাংকে লুটপাট চালায়।

সত্যি কথাটা হচ্ছে, নিজের ব্যাংকের তহবিল বাড়ানোর জন্য জ্যাকব ক্রমওয়েলের এলাকার বাইরের ব্যাংকে গিয়ে ডাকাতি করার দরকার নেই। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জ তার কাছে নেশার মতো হয়ে গেছে। সে নিজেকে মনে করে "অপরাজেয়"। তার ধারণা, বৃদ্ধ বয়সে মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত সে যেকোনো পুলিশ অফিসারকে বুদ্ধির খেলায় ঘোল খাওয়াতে পারে, একই কথা বলা চলে ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভ এজেন্সির ওই সব এজেন্টদের বেলায়ও। সে তার গুপ্তচরদের মাধ্যমে জানে যে এখনও পর্যন্ত কেউই তার পরিচয় শনাক্তের ধারে-কাছেও আসতে পারেনি।

ক্রমওয়েল লিফটে উঠে থার্ড ফ্লোরে উঠে এল। ব্যাংক লবির ওপরে মেইন অফিসের ইটালিয়ান টাইলস করা মেঝেতে পা রাখল সে, ফ্যাশনেবল স্টাইলে নির্মিত তার অফিসের মাঝ দিয়ে হেঁটে চলছে। বাদামী রঙের আইভরি কার্পেটে তার পা ডুবে যাচ্ছিল। দেয়ালে সেগুন কাঠের প্যানেলিং করা, কাঠের গায়ে খোদাই করার মাধ্যমে উনিশ শতকের পশ্চিমের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অন্যদিকে যেই পিলারগুলোর ওপরে ভর দিয়ে ছাদ দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে টটেম পোলের ভঙ্গিমায় ভাস্কর্য আঁকা হয়েছে। মাথার উপরের বিশালাকৃতি সিলিঙে সান ফ্রান্সিসকোর শুরুর দিককার আমলের দৃশ্য চিত্রায়িত করা।

ক্রমওয়েল তার মূল ব্যবসা সামলানোর জন্য ৩ জন সেক্রেটারিকে নিয়োগ দিয়েছে। সেই সাথে এরা তার ব্যক্তিগত বিষয়াদির বেশির ভাগই সামলায়। সেক্রেটারিদের সবাই সুন্দরী মেয়ে। শারীরিকভাবে লম্বা, কমনীয় দেহের অধিকারী, বুদ্ধিমতী এবং সান ফ্রান্সিসকোর ভালো ভালো সব পরিবার থেকে উঠে এসেছে এই মেয়েরা। প্রতিযোগীরা এদেরকে যেই বেতন দেবে সে এদেরকে তারচেয়েও অধিক পরিমাণে টাকা দেয়। চাকরি করতে গিয়ে সেক্রেটারিদের একটাই শর্ত পালন করতে হয়। শর্তটি হচ্ছে, তাদেরকে একই স্টাইল এবং একই রঙের পোশাক পরিধান করতে হবে। প্রতিদিন আলাদা আলাদা রং। এবং এই পোশাকের ব্যয় বহন করে ব্যাংক। আজকে, কার্পেটের রঙের সাথে ম্যাচ করে ওরা সবাই বাদামী রঙের পোশাক পরেছে।

BanglaBook.org

তাকে অফিসে ঢুকতে দেখেই তাৎক্ষণিক-ভাবে পায়ের ওপরে খাড়া হয়ে গেল মেয়েরা। এরপর উল্লসিত ভঙ্গিতে ক্রমওয়েলকে ঘিরে ধরল ওরা, ছুটি কাটিয়ে ফিরে আসায় স্বাগতম জানাল। এই সেক্রেটারিদের আগেই জানিয়ে রাখা হয়েছিল যে সে ওরেগনে মাছ-শিকার করতে যাচ্ছে।

যদিও তাকে এজন্য চরম সংযম এবং ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে হয়, তবুও ক্রমওয়েল কখনও তার তিন সেক্রেটারির একজনের সাথেও প্রেমের সম্পর্কে জড়ায়নি। নিজের হোমগ্রাউন্ডে খেলার সময় সে খুব কঠোরভাবে নিয়ম-কানুন মেনে চলে।

হালকা কিছু কথা-বার্তা বলে একটু পর মেয়েরা সবাই যার যার ডেস্কে ফিরে গেল। ক্রমওয়েল তার সিনিয়র সেক্রেটারিকে অফিসে আসতে বলল, এই মেয়েটি তার হয়ে ৯ বছর যাবত কাজ করছে।

সেগুন কাঠ দিয়ে তৈরি বিশালাকৃতি ডেস্কে বসল ক্রমওয়েল, সুটকেসটিকে পায়ের কাছেই রাখল। এরপর সে ম্যারিওন মরগান এর দিকে তাকিয়ে হাসল। "কেমন আছ, মিস মরগান? কোনো উচ্চ-বংশীয় যুবকের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছ?"

মেয়েটি যেন এই কথায় লজ্জা পেল। "না, মিস্টার ক্রমওয়েল। আপনাকে তো বলেছি, আমি রাতের বেলা বাসাতেই থাকি আর বই পড়ি।"

কলেজের পড়া শেষ করেই ম্যারিওন ক্রমওয়েল ব্যাংকে টেলারের পদে চাকরি নেয় এবং ২১ বছর বয়সেই ম্যানেজার পদে পদোন্নতি লাভ করে। তার মাত্রই ৩০ বছর পূর্ণ হয়েছে, এখনও বিয়ে করেনি। অনেকে ওকে নিয়ে আড়ালে আবডালে গসিপিং করে। তবে সত্যিটা হচ্ছে, ম্যারিওন ইচ্ছে করলেই শহরের যেকোনো উচ্চ-বংশীয় যুবককে বিয়ে করতে পারতো।

ম্যারিওন মেয়েটি অসাধারণ সুন্দরী এবং যৌনাবেদনময়ী, যে কিনা নিজেই বেছে নিতে পারে সে কাকে বিয়ে করবে। কিন্তু তবুও সে কাউকে নিজের স্বামী হিসেবে বাছাই করেনি। সে পুরুষ সঙ্গী নির্বাচনের বেলায় দারুণ খুঁতখুঁতে এবং ওর স্বপ্নের রাজকুমারের দেখা এখনও মেলেনি। ম্যারিওনের ফ্যাঁকাসে হলুদ-সোনালি চুল মাথায় গুটিয়ে রাখা, এটাই এখনকার চলতি ফ্যাশন। এবং ওর মনোমুগ্ধকর চেহারার সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে তার রাজহাঁসের মতো লম্বা গলা। মেয়েটি ক্রমওয়েলের ডেস্কের দিকে চেয়ে আছে। ম্যারিওনের চোখের রঙ সমুদ্রের তলদেশে থাকা প্রবালের মতো সবুজাভ। এই মুহূর্তে সে চেহারায় নারীসুলভ কমনীয়তা মেখে একটি নোটপ্যাড এবং পেন্সিল ধরে রেখেছে। "সল্ট লেক সিটির একটি ব্যাংক থেকে এজেন্ট আসার প্রত্যাশা করছি আমি। আমাদের রেকর্ড চেক করার জন্য যেকোনো মুহূর্তে পৌঁছে যাবে তারা।"

BanglaBook.org

"ওরা কি আমাদের হিসাবের বই নিরীক্ষা করবে?" মেয়েটি শঙ্কিত কণ্ঠে জানতে চাইল।

ক্রমওয়েল তার মাথা নাড়তে নাড়তে বলল। "সেরকম কিছু না। আমি আমার ব্যাংকার বন্ধুদের কাছ থেকে শুনতে পেয়েছি যে সল্ট লেক সিটির একটি ব্যাংক লুট হয়েছে এবং চুরি যাওয়া টাকা না-কি আরেকটি ব্যাংকে ডিপোজিট করা হয়েছে।"

"আপনি কি চাচ্ছেন আমি ব্যাপারটা সামাল দিই।"

"না। ওদেরকে ভালোভাবে আপ্যায়ন করাও। ততক্ষণে আমি কিছুটা প্রস্তুতি সেরে নিই।"

ক্রমওয়েলের করা এই অনুরোধে মেয়েটির মনে যদি কোনো প্রশ্ন জেগেও থাকে, সে কোনো প্রকার কৌতূহল প্রকাশ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখল। "হ্যাঁ, অবশ্যই। আপনি যতক্ষণ না ওদের সাথে দেখা করতে চাচ্ছেন, আমি দেখব উনাদের আরাম-আয়েশে যেন ত্রুটি না হয়।"

"ঠিক আছে। এতেই হবে।" ক্রমওয়েল বলল। "তোমাকে ধন্যবাদ।"

ম্যারিওন অফিস ত্যাগ করার পর দরজা বন্ধ করে দেয়ার সাথে ক্রমওয়েল তার বুক পকেটে হাত দিয়ে সল্ট লেক ব্যাংক এন্ড ট্রাস্ট থেকে আনা ব্যাংক ড্রাফট বের করল। এরপর সে চেয়ার ছেড়ে উঠে বড়সড় সিন্দুকটির কাছে গেল যেখানে খতিয়ান আর হিসাব বই রাখা থাকে। সে দক্ষতার সাথে দ্রুতগতিতে বইগুলোতে কিছু পরিবর্তন আনল যাতে এটি চেক করে দেখলে মনে হয় যে ড্রাফটটিকে স্বীকৃতি দিয়ে এলিয়াহ রাসকিনকে ইতোমধ্যে পুরো টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ক্রমওয়েল সেই সাথে এমন কিছু ভুয়া এন্ট্রি বানাল যা প্রদর্শন করবে যে ব্যাংকের তারল্য মূলধন থেকে ওই টাকা কেটে নেয়া হয়েছে।

হিসাব বইতে জালিয়াতি করার পর ক্রমওয়েলকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। মাত্র ২০ মিনিট পরেই এজেন্টরা বাইরের অফিসে প্রবেশ করল।

ম্যারিওন তাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, "মিস্টার ক্রমওয়েল ভীষণ ব্যস্ত। আপনাদেরকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।" একটু পরেই ম্যারিওনের ডেস্কের নিচে থাকা ঘণ্টি বেজে উঠল, যার অর্থ ক্রমওয়েলের কাছে এখন লোক পাঠানো যায়। ম্যারিওন ডেস্ক থেকে উঠে এজেন্টদেরকে পথ দেখিয়ে অফিস পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

ক্রমওয়েল তখন কানের সাথে টেলিফোন ধরে রেখেছে। সে ওই অবস্থাতেই এজেন্টদেরকে অভিবাদন জানানোর ভঙ্গিতে নড করে তাদেরকে

BanglaBook.org

চেয়ারে বসার ইঙ্গিত করল। "হ্যাঁ, মিস্টার এবারনাথি, আমি ব্যক্তিগতভাবে তদারক করব যেন আপনার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেয়া হয় এবং আপনার তহবিল লুইজিয়ানার ব্যাটন রুজ ব্যাংকে হস্তান্তর করা হয়। না, না, একেবারেই না। আপনার মতো মানুষকে সেবা-দান করতে পেরে আমি আনন্দিত। যাত্রা শুভ হোক। গুড বাই।"

ক্রমওয়েল ফোনটা রেখে দিল। সে আসলে এতক্ষণ যাবত অভিনয় করছিল। ফোনের অপর প্রান্তে কোনো কলার নেই। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল সে। "হ্যালো, আমি জ্যাকব ক্রমওয়েল, এই ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট।"

"এই ভদ্রলোকেরা সল্ট লেক সিটি থেকে এসেছেন।" ম্যারিওন বলল। "তাদের ব্যাংকের একটি ড্রাফটের ব্যাপারে তারা আপনার সাথে কথা বলতে চান।"

ম্যারিওন এরপর তার স্কার্টে পাক খাইয়ে, সেটিকে গোড়ালি থেকে এক ইঞ্চি ওপরে তুলে অফিস ত্যাগ করল এবং দরজা লাগিয়ে দিল।

"কিভাবে আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারি?" ক্রমওয়েল সৌজন্যতার সাথে জানতে চাইল।

এজেন্ট দুজনের একজন লম্বা এবং কর্তৃত্বপরায়ন। অন্যজন খাটো, গাঁট্টাগোট্টা, তার চেহারা দিয়ে ঘাম বেরুচ্ছে। লম্বা লোকটিই প্রথমে কথা বলল। "আমি উইলিয়াম বিগালৌ, আর আমার সহযোগীর নাম জোসেফ ফারনাম। আমরা খতিয়ে দেখছি সান ফ্রান্সিসকোর কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান ৪ লাখ ৭৫ হাজার ডলারের কোনো ব্যাংক ড্রাফট পেয়েছে কি-না, যা সল্ট লেক ব্যাংক এন্ড ট্রাস্টের নামে লেখা হয়েছে।"

ক্রমওয়েল উদ্বিগ্ন হওয়ার ভঙ্গিমায় তার ভ্রু উঁচু করল। "আসলে সমস্যাটা কী হয়েছে একটু খুলে বলুন তো?"

"আমাদের ব্যাংকে ডাকাতি এবং ৫ জন মানুষকে খুন করা হয়। খুন করার আগে ওই ব্যাংক ডাকাত আমাদের ম্যানেজারকে দিয়ে জোর করে ড্রাফটটি লিখিয়ে নেয়। এরপর সে ওই ড্রাফট এবং ব্যাংকের ভল্টে থাকা টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। আমরা এখন এই ড্রাফটের সন্ধান বের করার চেষ্টা করছি।"

"ওহ, ঈশ্বর," ক্রমওয়েল বলল, হাতদুটোকে এমনভাবে সামনের দিকে ছুড়ে দিল যেন সে খুব মুশকিলে পড়েছে। "ওই ড্রাফট তো গতকাল দুপুরে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে।"

দুই এজেন্টের চেহারায় উদ্বেগ দেখা দিল। "আপনার কাছে ওই ড্রাফট আছে?" ফারনাম চোখে প্রত্যাশা নিয়ে প্রশ্ন করল।

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, এটি আমাদের হিসাবরক্ষণ বিভাগের সিন্দুকে রাখা আছে।" ক্রমওয়েলের কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে এলো। "দুর্ভাগ্যক্রমে, আমরা এটার স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছি।"

"আপনি এটার স্বীকৃতি দিয়েছেন?" বিগালৌর যেন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

ক্রমওয়েল শ্রাগ করল। "হ্যাঁ, স্বীকৃতি দিয়েছি।"

"নিশ্চয়ই নগদ টাকায় না দিয়ে চেক-এ দিয়েছেন?" ফারনাম বলল, আশা করছে অন্য আরেকটি ব্যাংকে গিয়ে ওই চেক নগদ টাকায় রূপান্তরের আগেই ডাকাতটিকে পাকড়াও করার মতো পর্যাপ্ত সময় পাবে তারা।

"না, ড্রাফটে যার নাম লেখা ছিল সেই ভদ্রলোকটি নগদ টাকা চাইল এবং আমরা তাকে তা সরবরাহ করেছি।"

বিগালৌ এবং ফারনাম ক্রমওয়েলের দিকে বিস্মিত চোখে তাকাল। "রাস্তা থেকে হেঁটে এসে একজন আপনার কাছে অর্ধ মিলিয়ন ডলার নগদ চাইল, আর আপনি তাকে সেটা দিয়ে দিলেন?" বিগালৌর চোখে কড়া দৃষ্টি।

"ওই ড্রাফট যখন ম্যানেজার আমার কাছে অনুমোদনের জন্য আনে, আমি নিজে সেটা পরখ করে দেখেছি। আমার কাছে একে পুরোপুরি বৈধ মনে হয়েছে।"

বিগালৌকে খুশী দেখাচ্ছে না। "সল্ট লেক ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে জানাতে হবে যে তাদের ৪,৭৫,০০০ ডলার উধাও হয়ে গেছে।"

"ড্রাফটে কী নাম লেখা ছিল?"

"এলিয়াহ রাসকিন নামের একজন," ক্রমওয়েল উত্তর দিল। "সে একগাদা কাগজ প্রদর্শন করল, যাতে দেখাচ্ছিল মিস্টার রাসকিন একটা বীমা কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা এবং শহরের একটা অংশ আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় তাকে এর দাবির টাকা শোধ করতে হবে।" ক্রমওয়েল থামল। "আমার যতদূর মনে পড়ে জায়গাটির নাম বেলিংহাম। ওয়াশিংটন স্টেটে অবস্থিত।"

"আপনি কি রাসকিনের বর্ণনা দিতে পারবেন?" ফারনাম জানতে চাইল।

"পরনের পোশাক দারুণ ফ্যাশনেবল।" ক্রমওয়েল জানালো। "লম্বা-সোনালি চুল, সোনালি গোঁফ। তার চোখের রং অবশ্য আমার নজর এড়িয়ে গেছে। কিন্তু একটা ব্যাপার স্মরণে আছে, সে হাতে অদ্ভুত একটা ছড়ি বহন করছিল। রুপালি রঙের ঈগলের মাথাওয়ালা।"

"ঠিক আছে, এটাই রাসকিন।" ফারনাম বিড়বিড় করল।

"সে একটুও সময় অপচয় করেনি," বিগালৌ তার পার্টনারকে বলল। "এখানে পৌঁছাতে তার একদিনের সামান্য বেশী লেগেছে। সে নিশ্চয়ই এক্সপ্রেস ট্রেন ধরেছিল।"

ফারনাম সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ক্রমওয়েলের দিকে তাকাল। "আপনার কি মনে হয় না, বাইরের প্রদেশ থেকে আসা একজন আগন্তুককে দেয়ার পক্ষে এটা খুবই বিশাল অঙ্কের টাকা?"

BanglaBook.org

"কথা সত্য, কিন্তু যেমনটা আমি আগেই বললাম, ওই ড্রাফট যে আসল সেটা আমি নিজে যাচাই করে নিশ্চিত হয়ে নিয়েছি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন সে সিয়াটল ব্যাংক থেকে টাকা তুলল না? সে বলল, তার কোম্পানি না-কি সান ফ্রান্সিসকোতে অফিস খুলবে। সে আমাকে নিশ্চয়তা দিল যে ওই ড্রাফট একদম খাঁটি। আর আমি নিজেও সন্দেহ করার মতো কিছু খুঁজে পাইনি। আমরা তাই টাকা দিয়ে দিই। যদিও এতে করে আমার ব্যাংকের ভল্টের প্রায় সব নগদ ডলার ফুরিয়ে গিয়েছিল।"

"আমরা যেই ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব করছি, তারা এই খবর শুনে খুশি হবে না," ফারনাম বলল।

"এ-নিয়ে আমি দুশ্চিন্তা করছি না," ক্রমওয়েল উত্তর দিলো। "ক্রমওয়েল ব্যাংক অবৈধ বা বেআইনি কিছু করেনি। আমরা ব্যাংকিং ব্যবসার সব নিয়ম কানুন মেনেই কাজটা করেছি। এখন সল্ট লেক ব্যাংক এন্ড ট্রাস্ট যদি তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তা নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন নই। তাছাড়া বীমা কোম্পানি ওদের এই চুরি যাওয়া টাকা পরিশোধ করে দেবে, আর আমি যতদূর জানি আধা মিলিয়ন ডলারের ক্ষতি পূরণ করার জন্য ওদের ব্যাংকের তহবিলে যথেষ্টর চেয়েও বেশি সম্পত্তি আছে।"

ফারনাম বিগালৌর দিকে না তাকিয়েই বলল। "আমাদেরকে এবার ধারে-কাছের কোনো টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে সল্ট লেক ব্যাংক এন্ড ট্রাস্টের ডাইরেক্টরদের খবরটা জানাতে হবে। ওরা এতে খুশি হবে না।"

"হ্যাঁ," বিগালৌ দীর্ঘশ্বাস ফেলে সায় দিল। "ওরা ব্যাপারটা সহজে মেনে নেবে না।"

"এই ড্রাফটের স্বীকৃতি দেয়া ছাড়া ওদের আর কোনো উপায় নেই। প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায় যে ব্যাংকিং কমিশন ক্রমওয়েল ব্যাংকের পক্ষে রায় দেবে। অবশ্য সল্ট লেক ব্যাংকের ডাইরেক্টরেরা ইচ্ছে করলে প্রতিবাদে মুখরিত হতে পারে।"

দুই এজেন্ট পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

"মিস্টার ক্রমওয়েল, আপনার পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি আমাদের দরকার হবে," ফারনাম ঘোষণা করল। "কী পরিস্থিতিতে টাকাটা পরিশোধ করতে বাধ্য হয়েছেন সেটা ওখানে উল্লেখ করবেন।"

"আগামীকাল সকালেই আমার উকিলকে দিয়ে এটা প্রস্তুত করে রাখা হবে।"

"বিবেচনা-বোধের পরিচয় দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।"

"একেবারেই না," বলল ক্রমওয়েল, এখনও বসে আছে। "সহযোগিতা করার জন্য আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।"

BanglaBook.org

এজেন্ট দুজন চলে যাওয়ার পর ক্রমওয়েল মিস ম্যারিওনকে ডাকল। "খেয়াল রাখবে যেন পরের দুই ঘণ্টা কেউ আমাকে বিরক্ত না করে।"

"আমি খেয়াল রাখব," সে সাবলীল ভঙ্গিতে বলল।

দরজা বন্ধ হওয়ার পর কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করেই সে এর কাছে গেল এবং কোনো আওয়াজ না করেই এটি ভেতর থেকে লক করে দিল। এরপর সে সুটকেসটি ডেস্কের ওপর তুলে এর ডালা খুলল।

টাকাগুলো সেখানে স্তূপ করে রাখা। কিছু কিছু বান্ডিল পেপার ব্যান্ড দিয়ে মুড়িয়ে রাখা।

একটা সিস্টেম অনুসরণ করে, টাকা গুনতে এবং সেগুলোকে গাদা করে রাখতে শুরু করলো ক্রমওয়েল। আলগা নোটগুলোকে ব্যান্ড দিয়ে আটকে রাখল, অন্যদিকে টাকার পরিমাণ লিখল কাগজে। তার ডেস্কের ওপরটা এক পর্যায়ে সুন্দরভাবে স্তূপ করা টাকায় পূর্ণ হয়ে গেল। গুনে দেখা গেছে যে ওখানে আছে ২ লাখ ৪১ হাজার ডলার। এরপর সে সাবধানতার সাথে টাকাগুলো সুটকেসে তুলে রাখল। সুটকেসটা রাখল ডেস্কের তলায় এবং কয়েকটা খতিয়ান বই খুলল, যাতে ডিপোজিট করা টাকা ভুয়া অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করানো যায়।

এই অ্যাকাউন্টগুলো সে আগেই তৈরি করে রেখেছিল, যাতে বহু বছর ধরে লুট করা টাকা হালাল উপায়ে হিসাবের বইতে প্রদর্শন করা যায়। এই টাকা দিয়েই সে নিজের ব্যাংক গড়ে তুলেছে।

সন্তুষ্টচিত্তে সে দেখল যে সব কয়টা এন্ট্রি ভরাট করা হয়েছে। এরপর সে মিস মরগান কে ডেকে জানালো, ব্যাংকের দৈনন্দিন আর্থিক কার্যাবলীর দেখভাল করতে সে প্রস্তুত।

ব্যাংক চালু থাকে সকাল দশটা থেকে দুপুর তিনটা পর্যন্ত। ব্যাংক বন্ধ হওয়ার সময় হতেই, ক্রমওয়েল অপেক্ষা করতে লাগলো কখন সব কর্মী বাসায় চলে যাবে এবং ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে দেয়া হবে।

এরপর সবাই চলে যেতেই, ব্যাংকের বিশাল অভ্যন্তরভাগে সে একলা হয়ে গেল। হাতে সুটকেস নিয়ে লিফটে করে মেইন ফ্লোরে নামলো এবং প্রবেশ করলো ব্যাংকের ভল্টে, যেটা তার নির্দেশনা অনুযায়ী তখনো খুলে রাখা হয়েছে। সে টাকাগুলো একবারে এক বান্ডিল করে রাখল। যেই রসিদ সে তৈরি করেছে সেটা আগামীকাল সকালবেলা প্রধান হিসাবরক্ষকের হাতে তুলে দেয়া হবে। হিসাবরক্ষক এই নতুন যোগ হওয়া ডিপোজিটের টাকা হিসাব বইতে লিপিবদ্ধ করবে, কিন্তু ওই টাকার কোনো সিরিয়াল নম্বর সে জানবে না।

জ্যাকব ক্রমওয়েল নিজের কাজে নিজেই সন্তুষ্টি অনুভব করল। এবারে যেই জোচ্চুরিটা সে করল এবং সেই সাথে সল্ট লেকের ব্যাংকে ডাকাতি করা,

BanglaBook.org

এগুলো এখনও পর্যন্ত তার নেয়া সবচেয়ে দুঃসাহসী পদক্ষেপ। তবে সে আর কখনও এই কাজের পুনরাবৃত্তি করতে যাচ্ছে না। অমনটা করলে ওকে ফাঁদে ফেলতে চাওয়া লোকদের আরও উৎসাহিত করা হবে। ওরা তখন ভাববে, সে দিনকে দিন আরও সাহসী হয়ে উঠছে। এবং সে হয়তো আবারও কোনো বড় শহরের ব্যাংকে ডাকাতি করবে। কিন্তু ক্রমওয়েল জানে, ভাগ্যদেবীর ওপরে বেশি চাপ প্রয়োগ করতে নেই। এমন ধরনের ডাকাতির পরিকল্পনা সাজানো খুবই জটিল। এবার যদি আবারও ডাকাতির উদ্দেশ্যে বের হয়, সে ছোটখাটো কোনো একটা খনি-শহর বেছে নেবে।

ভল্ট বন্ধ করার পর সে এটি লক করে দিল এবং টাইমারের মাধ্যমে ঠিক করে দিল কখন এটি আবার খোলা যাবে। এরপর বেজমেন্টে গিয়ে এমন একটি গুপ্ত-দরজা দরজা দিয়ে সে রাস্তায় বের হল যার অস্তিত্ব সে ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির জানা নেই।

"ইয়াংকি ডুডল" গানটি শিস দিয়ে বাজাতে বাজাতে সে একটি ক্যাব ডাকল, সেখান থেকে গেল ক্যালিফোর্নিয়া স্ট্রিটে। এরপর সেখান থেকে খাড়া উঠে যেতে সে ক্যাবল কারে চাপল। পাহাড়ের ওপরে সে একটি সুদৃশ্য বাড়ি নির্মাণ করেছে, যার নাম নব হিল। ওই বাড়িতে যেতে ৩৭৫ ফুট উঁচু ঢাল পেরোতে হয়। বিখ্যাত লেখক রবার্ট লুই স্টিভেনসন একে বর্ণনা করেছিলেন, "এটা হচ্ছে সেই পাহাড়, যা আবৃত হয়ে আছে প্রাসাদের পর প্রাসাদ দিয়ে।"

অনেক অট্টালিকার মাঝে ক্রমওয়েলের অট্টালিকাটি বসে আছে ছবির মত সুন্দর একটি রাস্তায়। রাস্তাটির নাম বুশম্যান স্ট্রিট।

একজন সৃষ্টিশীল শিল্পী বা আর্কিটেক্ট যদি এই অট্টালিকাটি দেখত সে ভাবতো, বিপুল আয়তনের এই স্থাপত্যশিল্পটির সাথে অনাবশ্যক আড়ম্বরতার এক পাগুলে সংমিশ্রণ ঘটেছে। অন্য সব স্থাপনা যদিও কাঠ দিয়ে নির্মিত হয়েছে, ক্রমওয়েল এবং তার বোন মার্গারেটের বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে খনি থেকে উত্তোলিত পাথর দিয়ে। এই স্থাপনাটি থেকে বিচ্ছুরিত হয় প্রশান্ত এক আভা, এর বহির্ভাগ প্রায় লাইব্রেরির মতো। কিছু কিছু মানুষের ধারণা, এর সাথে ওয়াশিংটনে অবস্থিত হোয়াইট হাউজের অস্বাভাবিক মিল আছে।

সে বাড়িতে ঢুকতেই দেখল ওর বোন অধৈর্য ভঙ্গিতে ওর জন্য অপেক্ষা করছে। বোনের কাছ থেকে তাড়া খেয়ে সে দ্রুততার সাথে নিজেকে বারবারি কোস্টে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করতে লেগে গেল।

হ্যাঁ...অবশ্যই, সে সান্ধ্য পোশাক পরতে পরতে ভাবল, এই সপ্তাহটি খুব ফলপ্রসূ গিয়েছে। এবং ওর ক্রমবর্ধমান অপরাজেয় অনুভূতিতে যুক্ত হয়েছে আরও একটি সাফল্যের পালক।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

বোজম্যানের ব্যাংকে এসেও লুট হওয়া টাকার সিরিয়াল নম্বর জোগাড় করতে পারেনি অরভিন। বোজম্যান ব্যাংক যে শুধু ওই সিরিয়াল নম্বর লিপিবদ্ধ করায় ব্যর্থ হয়েছে তাই না, ডাকাতির কারণে একে ব্যাংকিং ব্যবসা পর্যন্ত ছেড়ে দিতে হয়েছে। ক্ষতি কাটিয়ে সামান্য কিছু সম্পত্তি জোগাড় করার পর পরই এর কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ব্যাংকের অল্প যা কিছু ছিল তা এক ধনী রুপার খনি-মালিকের কাছে বিক্রি করে দেন।

ডাকাতির শিকার হওয়া ব্যাংকগুলোর একটি তালিকা অরভিনের পকেটে আছে। সে ঠিক করলো লিস্টের পরের ব্যাংকে যাবে। সে নর্দার্ন প্যাসিফিক রেলরোডে উঠে এল্কহর্ন, মন্টানার খনি-শহরে যাওয়ার পথ ধরল। এই শহরটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬,৪৪৪ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। এটি একটি বর্ধনশীল খনি-শহর, যেখানে প্রায় আড়াই হাজার মানুষের বসবাস। ১৮৭২ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত এল্কহর্ন প্রায় ১০ মিলিয়ন ডলারের স্বর্ণ আর রুপা খনি থেকে উত্তোলন করেছে। বুচার ব্যান্ডিট এখানে তিন বছর আগে ব্যাংক ডাকাতি করে, পেছনে রেখে যায় ৪টি মৃতদেহ। বোজম্যান ত্যাগ করার পর এবং এল্কহর্ন স্টেশনে ট্রেনটি প্রবেশের ঠিক আগ মুহূর্ত পর্যন্ত এ-নিয়ে দশবারের মতো ডাকাতি নিয়ে লেখা রিপোর্টটি পড়ল অরভিন। আর সব ডাকাতির মতো এখানেও সে একই রকম কার্যপ্রণালী অনুসরণ করেছে।

শহরের তিন হাজার খনি শ্রমিককে বেতন দেয়ার জন্য টাকার চালান ব্যাংকে পৌঁছানোর কিছু পরেই ওই ডাকাত খনি শ্রমিকের ছদ্মবেশে ব্যাংকে প্রবেশ করে। সবসময়ের মতোই, অপরাধ সংঘটনের সময়কার কোনো প্রত্যক্ষদর্শী নেই। চারজনকে খুন করা হয়...ব্যাংক ম্যানেজার, টেলার এবং স্বামী-স্ত্রী দুজন, যারা টাকা উত্তোলন করতে এসেছিল। এদের সবাইকেই খুব কাছ থেকে গুলি করে খুন করা হয়েছিল। আবারও, কেউ গুলির আওয়াজ শুনতে পায়নি। এবং ওই ডাকাত পেছনে কোনো সূত্র না রেখেই হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

অরভিন গ্র্যান্ড হোটেলে উঠল। সেখানে পালপত্র রেখে গেল ইশমিড ব্যাংকে, এর নতুন নাম নেয়া হয়েছে সেই খনি মালিকের কাছ থেকে যিনি এটি

BanglaBook.org

ক্রয় করেছেন। এই ব্যাংক বিল্ডিঙের নির্মাণশৈলী অন্যান্য খনি-শহরের স্থাপনার নির্মাণ-কৌশলের মতোই। গথিক স্টাইলে স্থানীয় পাথর বসিয়ে দেয়া হয়েছে। অরভিন কোনার দিকের একটি দরজা দিয়ে ব্যাংকে ঢুকল। ব্যাংক ম্যানেজার একটি নিচু পার্টিশনের পেছনে বসে আছেন। তার কাছাকাছি রাখা আছে ইস্পাত দিয়ে বানানো বিশাল একটি সিন্দুক।

"মিস্টার সিগলার?" অরভিন প্রশ্ন করল।

সিগলার একজন কমবয়সী মানুষ, যার চুলের রঙ কালো, ব্যাক-ব্রাশ করা এবং তেল মাখানো। নিজের নাম শুনে মুখ তুলে চাইলেন তিনি। তার চোখজোড়া ঘন সবুজ রঙের, চেহারার আদল দেখে আন্দাজ করা যায় তার দেহে রেড ইন্ডিয়ান রক্ত বইছে। তার পরনে সুতির আরামদায়ক প্যান্ট, ফ্লেক্সিবল কলারের শার্ট, তবে গলায় কোনো টাই পরেননি। তিনি ডেস্কের ওপর থেকে চশমাটি তুলে সেটি নাকে স্থাপন করলেন।

"হ্যাঁ, আমিই সিগলার। কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?"

"আমি গ্লেন অরভিন, ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভ এজেন্সি থেকে আসছি। এখানে এসেছি কয়েক বছর আগে হওয়া ডাকাতির ব্যাপারে তদন্ত করতে।"

বিরক্ত হওয়ার ভঙ্গিতে সিগলার দ্রুত ভ্রু কুঁচকে ফেলল। "আপনার কি মনে হয় না যে ক্রাইম সিনে হাজির হতে কিছুটা দেরি করে ফেলেছেন? ডাকাতি আর খুন তো সংঘটিত হয়েছে সেই ১৯০৩ সালে।"

"কিন্তু সেই সময় আমাদেরকে তদন্ত-কাজে নিয়োগ দেয়া হয়নি।" প্রতিবাদ করল অরভিন।

"অনেক দেরি করে এলেন। তা এখন এখানে উপস্থিত হওয়ার কারণটা কী?"

"ডাকাতির সময় লুট হওয়া নোটগুলোর সিরিয়াল নম্বর সংগ্রহ করতে এসেছি। যদি আপনারা নম্বরগুলো রেজিস্টারে লিখে রাখেন আর-কী।"

"আর এই কাজের জন্য আপনাকে টাকা দিচ্ছে কে?" জোর গলায় জানতে চাইলেন সিগলার।

অরভিন বুঝতে পারছে সিগলারের অবিশ্বাস করার পেছনে যুক্তিযুক্ত কারণ আছে। সে যদি ব্যাংক ম্যানেজার হত, তাহলে সে-ও মনের সন্দেহ দূর করার জন্য এমন প্রশ্ন করত। "আমেরিকান সরকার। ওরা চায় এইসব ডাকাতি এবং মানব-হত্যা বন্ধ হোক।"

"কিন্তু আমার ধারনা ওই বজ্জাতটাকে ধরা অসম্ভব।" সিগলার শীতল কণ্ঠে বললেন।

"সে যদি দুই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটা কোনো প্রাণী হয়," অরভিন আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল, "ভ্যান ডর্ন এজেন্সি তাকে ধরবেই।"

BanglaBook.org

"নিজের চোখে না দেখার আগ পর্যন্ত তোমার কথা কিছুতেই বিশ্বাস করব না।" সিগলার নীরস কণ্ঠে বললেন।

"আমি কি আপনাদের সিরিয়াল নম্বরের রেজিস্টার খাতাটি দেখতে পারি? লুট হওয়া টাকার নম্বর জোগাড় করতে পারলে, আমরা ওগুলোর সন্ধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করব।"

"কী কারণে আপনার মনে হল যে আমরা ওগুলো খাতায় লিখে রাখি?"

আরভিন শ্রাগ করল। "সেরকম কোনো কারণ নেই। তবে জানতে চাওয়ায় ক্ষতির-ও তো কিছু নেই।"

সিগলার তার ডেস্ক হাতড়ে এক তোড়া চাবি বের করলেন। "সকল পুরনো ব্যাংক রেকর্ড আমরা ব্যাংক বিল্ডিঙের পেছনের একটা গুদামে সংরক্ষণ করি।"

তিনি অরভিনকে ইশারা করলেন তাকে অনুসরণ করার জন্য। এরপর তিনি পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে একটি ছোটখাটো পাথর-নির্মিত বিল্ডিঙে গেলেন। দরজাটি খোলার সময় এটি ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে প্রতিবাদ করল। এর ভেতরে, সারি সারি তাকে খতিয়ান আর হিসাব বই রাখা। গুদামের পেছন দিকে ছোট একটা টেবিল আর চেয়ার রাখা আছে।

"ওই চেয়ারে বসুন, মিস্টার অরভিন। আমি দেখি কিছু খুঁজে পাওয়া যায় কি-না।"

অরভিন অবশ্য কিছু খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে খুব একটা আশাবাদী না।

নিজেদের টাকার সিরিয়াল নম্বর লিখে রাখে এমন ব্যাংক খুব কম। এই অনুসন্ধান কাজে সফল হওয়ার সম্ভাবনা তাই নেই বললেই চলে। কিন্তু অরভিনকে প্রতিটি পাথর উলটে দেখা লাগবে। সিগলার তখন কার্ডবোর্ডের ওপরে কাপড় দিয়ে বাঁধাই করা খতিয়ান হাতড়ানোয় ব্যস্ত। অবশেষে, তিনি একটা খতিয়ান বই খুলে নিজেই নিজেকে নড করলেন।

"এইতো তোমাকে পেয়েছি।" সিগলার বিজয়ের সুরে বললেন। "ভল্টের টাকা ডাকাতি হওয়ার দুই দিন আগে আমাদের হিসাবরক্ষক সকল মুদ্রার সিরিয়াল নম্বর লিখে রেখেছিল। অবশ্য কিছু কিছু নোট কাস্টমারদের কাছে বিলি করে দেয়া হয়। কিন্তু বেশির ভাগই ওই বুচার ব্যান্ডিট লুট করে নিয়ে গেছে।"

অরভিন হতভম্ব ভঙ্গিতে বইটি খুলল এবং ঘোর লাগা চোখে পরিষ্কার হাতের লেখায় অংকিত সংখ্যার কলামের দিকে চেয়ে রইল। ওখানে কয়েকটা আলাদা আলাদা ধরনের ব্যাংক নোটের উল্লেখ আছে। গোল্ড সার্টিফিকেট, সিলভার সার্টিফিকেট, স্বতন্ত্র ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত নোট, ইউনাইটেড স্টেটস ট্রেজারির সিরিয়াল নম্বর একপাশে প্রিন্ট করা এবং স্থানীয় ব্যাংক যেই

BanglaBook.org

নোটগুলো ইস্যু করেছে সেগুলোর নম্বর তলার দিকে লিখে রাখা। বেশির ভাগই এসেছে শিকাগোর কন্টিনেন্টাল এন্ড কমার্শিয়াল ন্যাশনাল ব্যাংক এবং সান ফ্রান্সিস্কোর ক্রোকার ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাংক থেকে। সে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে সিগলারের দিকে তাকাল। "আপনার জানা নেই এটি পেয়ে আমাদের কতটা উপকার হল," আরভিন বলল, এখান এসে সে যা পেয়েছে তা ওর প্রত্যাশার চেয়েও বহুগুণ বেশি। "এখন আমরা লুট হওয়া নোটের এই সিরিয়াল নম্বরগুলো দেশের প্রতিটি ব্যাংকের কাছে পৌঁছে দেব, বুচার ব্যান্ডিট হয়তো কোনো একটা ব্যাংকে ওই টাকা ডিপোজিট হিসেবে রেখেছে। নম্বর প্রিন্ট করা হ্যান্ডবিল পশ্চিমের রাজ্যগুলোর ব্যবসায়ীদের কাছে বিলি করা হবে, তাদের অনুরোধ করা হবে তারা যেন ওই নম্বর-ওয়ালা নোটগুলোর ব্যাপারে চোখ-কান খোলা রাখে।"

"গুড-লাক," সিগলার মোটেও আশাবাদী নন। "তিন বছর পেরিয়ে গেছে। এখন ওগুলোর ট্র্যাক অনুসরণ করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। ওই নোটগুলোর কোনো একটা হয়তো এতদিনে শয়ে শয়ে মানুষের হাতে হাতে ঘুরেছে।"

"আপনার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু আমি আশা ছাড়তে রাজি নই। ওই ডাকাত হয়তো এখনও ওগুলো খরচ করেই যাচ্ছে।"

"ওরকমটা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।" সিগলার কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল। "আমি আমার এক মাসের বেতনের টাকা বাজি ধরতে রাজি আছি। আমি নিশ্চিত সে ওই টাকা বহু আগেই খরচ করে ফেলেছে।"

অরভিন ভাবল, সিগলারের কথা হয়তো সত্য। কিন্তু, অরভিন তারপরেও নিরুৎসাহ বোধ করল না। বেল বলেছে, এই ছোট ভুলটা ওই ডাকাতের পক্ষে করার বেশ ভালো সম্ভাবনা আছে, এবং এটি ওই ডাকাতকে গ্রেফতারের পথ ত্বরান্বিত করবে। এখন এই তথ্য শুধু ব্যাংক এবং ব্যবসায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এরপর একটা উত্তর পাওয়ার আশায় আশায় থাকতে হবে, যেই উত্তর ওই রহস্যময় খুনির পরিচয় উদঘাটনে সাহায্য করবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ১৩

নেবাস্কার ওমাহায় অবস্থিত ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেলরোডের অফিস।

ওয়েস্টার্ন আর্কাইভস ডিভিশনের অফিসের ভেতরে একটা চেয়ারে বসে আছে কার্টিস, ওর সামনে রাখা আছে একটি টেবিল। ওকে ঘিরে আছে উঁচু উঁচু তাক। ওই তাক ভর্তি হয়ে যাছে খতিয়ান এবং হিসাবের বই দিয়ে। ওতে ট্রেন ব্যবসা সংশ্লিষ্ট রেকর্ড লিপিবদ্ধ করা আছে।

অনুসন্ধান কাজ শুরুর পর থেকে নয় দিন পার হয়েছে। এই নয় দিনে সে চারটি আলাদা আলাদা রেল-রোড কোম্পানি এবং ওয়েলস ফারগোর যাত্রীবাহী রেললাইনের রেকর্ড ঘেঁটে দেখেছে। চেষ্টা করেছে কোনো একটা সংযোগ-সূত্র খুঁজে পেতে, যাতে বুঝা যায় ওই বুচার ব্যান্ডিট কিভাবে ডাকাতি এবং ঘৃণ্য উপায়ে মানুষ খুন করার পর পুলিশের হাত থেকে পালিয়েছে।

কিন্তু বৃথাই এত পরিশ্রম করা হচ্ছে। কোনোকিছুই খাপ খাপে মিলছে না। সে শুরু করেছিল স্টেজ-কোচের (ঘোড়ায় টানা চার চাকার গাড়ি) সম্ভাবনা দিয়ে। এই স্টেজ-কোচের জন্য আবার বিশেষ ধরনের রেল-লাইন আছে। যাকে স্টেজ-লাইন বলে। বেশির ভাগ স্টেজ-কোচ কোম্পানিই ১৯০৬ সালের মধ্যে হারিয়ে গেছে, তবে ওয়েলস ফারগো এখনও একচেটিয়া ব্যবসা ধরে রেখেছে। স্থলপথে এদের স্টেজ-লাইন কয়েক হাজার মাইল দীর্ঘ। এরা অনেক দূরবর্তী জায়গায়-ও যায়, যেখানে রেল-রোড কোম্পানি সেবা-প্রদান করে না। কিন্তু এদের যাত্রার শিডিউল-ও উপযুক্ত সময়ের সাথে মিলছে না।

১৯০৬ সালে পুরো দেশজুড়ে প্রায় ১৬০০টি আলাদা আলাদা কোম্পানি এই রেলওয়ে ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল। এদের মালিকানায় ছিল দুই লাখ বিশ হাজার মাইল দীর্ঘ রেললাইন। সবচেয়ে বড় ৫০টি কোম্পানির প্রত্যেকের হাজার মাইলের বেশি রেললাইন আছে। কার্টিস এই কোম্পানিগুলোর সংখ্যাকে কমিয়ে পাঁচে নামিয়ে এনেছে। ডাকাতটি যেসব শহরে হামলা চালিয়েছে সেখানে এই ৫টি রেল-রোড কোম্পানির রেলগাড়িই যাতায়াত করে।

"আপনাকে এক কাপ কফি দিই?" ট্রেনের সময়সূচীর রেকর্ড থেকে মুখ তুলতেই কার্টিস দেখতে পেল তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ছোটখাটো আকৃতির

BanglaBook.org

একজন মানুষ, যার উচ্চতা কোনোমতেই ৫ ফুট ২ ইঞ্চির বেশি হবে না। তার নাম নিকোলাস কালহেন, এবং তার ধূসর চুলে খেলা করছে আঁকাবাঁকা বাদামি দাগ। তার চুল আঁচড়ে সামনে এগিয়ে আনা হয়েছে, যাতে মাথায় ক্রমশ বাড়তে থাকা টাক ঢেকে রাখা যায়। তার সরু বাদামি চোখজোড়া বিস্ময়কর রকম দ্রুত গতিতে নড়াচড়া করছে। সে ছোট করে ছাটা একটা গোঁফ পরিধান করছে, যার চোখা প্রান্ত ঠোঁটের উভয় পাশে প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ প্রসারিত হয়ে আছে। সে কিছুটা কুঁজো হয়ে হাঁটে এবং লেন্স-ওয়ালা চশমা পরার কারণে তার চোখ আরও বড় দেখায়। এই ছোটখাটো মানুষটি তাকে সাহায্য করতে চায় দেখে কার্টিস কিছুটা মজা অনুভব করল। আর্কাইভের রেকর্ড দেখাশোনা জন্য তো এমন লোকই উপযুক্ত।

"না, তবে তোমাকে ধন্যবাদ," কার্টিস ওর পকেট ঘড়ির দিকে এক পলক তাকাল। "আমি দুপুরে কখনই কফি পান করি না।"

"ভাগ্যে কিছু মিলেছে?" কালহেন জানতে চাইল।

কার্টিস ক্লান্ত ভঙ্গিতে ওর মাথা নাড়ল। "ওই বুচার বান্ডিট যখন ব্যাংক ডাকাতি করে তখন কোনো যাত্রীবাহী ট্রেনই ধারে কাছে ছিল না।"

"আমি প্রার্থনা করি আপনি যেন ওই খুনে বদমাশটাকে ধরতে পারেন," কালহেন বলল, তার কণ্ঠস্বরে আচমকা রাগ খেলে গেল।

"মনে হচ্ছে তুমি ওকে ঘৃণা কর।"

"ওর প্রতি আমার ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে।"

"ব্যক্তিগত?"

কালহেন সায় দিল। "আমার খুব কাছের একজন আত্মীয় আর তার বাচ্চা ছেলেকে নিউ মেক্সিকোয় ব্যাংক ডাকাতির সময় খুন করেছিল সে।"

"আমি দুঃখিত," কার্টিস আন্তরিকভাবে বলল।

"আপনাদের অবশ্যই ওকে গ্রেফতার করে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দিতে হবে।" কালহেন টেবিলে এত জোরে ঘুষি মারল যে খুলে রাখা ট্রেন-শিডিউল বইটি কেঁপে উঠে তার কয়েক পৃষ্ঠা উলটে গেল। "বহুদিন ধরে অপরাধ করার পরেও সে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে।"

"আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, ভ্যান ডর্ন এজেন্সি তাকে বিচারের মুখোমুখি করবেই। এজন্য আমরা দিন-রাত কাজ করে যাচ্ছি।"

"আপনি কি এমন কিছু খুঁজে পেয়েছেন যা ওর ওর অবস্থান ফাঁস করে দিতে সক্ষম?" কালহেন ব্যগ্র কণ্ঠে জানতে চাইল।

কার্টিস অসহায় ভঙ্গিতে ওর হাতদুটো উঁচু করল। "আমরা শুধু জানতে পেরেছি যে তার বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুলটি জায়গা-মতো নেই। এ-ছাড়া, আমাদের হাতে আর কোনো তথ্য নেই।"

BanglaBook.org

"আপনি কি স্টেজ-কোচ লাইন চেক করেছেন?"

"আমি ওয়েলস ফারগো রেকর্ডস ডিপার্টমেন্টে পুরো একদিন কাটিয়েছি। কিন্তু আমাকে কানা-গলিতে মাথা ঠুকতে হয়েছে। ডাকাতির চার ঘণ্টার মধ্যে ওদের যাত্রার কোনো শিডিউল নেই। ডাকাত এই সময়ের বহু আগেই পালিয়ে গেছে।"

"এবং যাত্রীবাহী ট্রেন?"

"শেরিফ তার পার্শ্ববর্তী শহরগুলোতে টেলিগ্রাফ করে জানিয়ে দিয়েছিল যেন সকল ট্রেন থামিয়ে দেয়া হয়। যাতে সন্দেহজনক দেখতে যেকোনো যাত্রীকে পরখ করে দেখা যায়। ওরা এমনকি সবকয়টি লাগেজ পর্যন্ত চেক করে দেখেছিল এই আশায় যে কোনো একটা লাগেজে হয়তো লুট করা টাকা থাকবে। কিন্তু ওরা এমন কোনো কিছুর অস্তিত্ব পায়নি, আর সন্দেহজনক কোনো চেহারাও শনাক্ত করতে পারেনি। ওই ডাকাত খুবই স্মার্ট। ডাকাতি এবং খুনের সময় ব্যবহার করা ওর ছদ্মবেশ ছিল একদম নিখুঁত। পুলিশ অফিসারের হাতে সামনে এগোনোর মতো তাই কিছুই ছিল না।"

কালহেন চিন্তিত ভঙ্গিতে ওর পাতলা হয়ে আসা চুলে আঙুল চালাল।

"আপনি তাহলে স্টেজ-কোচ এবং যাত্রীবাহী ট্রেন হিসাব থেকে বাদ দিয়ে দিচ্ছেন। মালবাহী ট্রেনের কী অবস্থা?"

"মালবাহী ট্রেন?"

"আপনি কি ওগুলোর স্টেশন ছাড়ার সময় চেক করে দেখেছেন?"

কার্টিস সায় দিল। "হ্যাঁ। আর এদিককার কাহিনী একেবারেই আলাদা। যেই ট্রেনগুলো আমি খুঁজে পেয়েছি সেগুলো ডাকাতির শিকার হওয়া শহর থেকে উপযুক্ত সময়ে এবং উপযুক্ত জায়গা থেকে স্থান-ত্যাগ করেছে।"

"তাহলে তো আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েই গেছেন," কালহেন বলল।

কার্টিস সাথে সাথে এই কথার জবাব দিল না। সে খুব ক্লান্ত, ওর এনার্জি প্রায় শেষের পথে। কোনোকিছু আবিষ্কার করতে না পারায় মন খারাপ ভাব ওকে পেয়ে বসছে। মনে মনে সে বুচার ব্যান্ডিটকে অভিশাপ দিচ্ছে।

এই লোক যেভাবে নিজেকে কুয়াশার চাদরে ঢেকে রেখেছে তা কোনো মানুষের পক্ষে অসম্ভব। ওর পরিচয় শনাক্তের সকল প্রচেষ্টাকে সে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে। অরভিন যেন অনুভব করতে পারছিল, তাদের ধাওয়া-কারীদের নিষ্ফল প্রয়াস দেখে ওই ডাকাত হো হো করে হাসছে।

অবশেষে, সে বলল, "তুমি আইন প্রয়োগকারী অফিসারদের ছোট করে দেখছ। ওই নির্দিষ্ট সময়সীমার মাঝে শহর দিয়ে যত মালবাহী ট্রেন গিয়েছে তার সবকয়টি বক্স-কারে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে।"

BanglaBook.org

"সেইসব বক্স-কারের কী অবস্থা যেগুলো স্থানীয় রেল-লাইনে ফেলে রাখা হয় যাতে কোনো ইনকামিং ট্রেনের অন্যান্য গন্তব্যে যাওয়ার সময় সেগুলো টেনে নেয়া যায়? সে একটা মালবাহী রেলগাড়িতে লুকিয়ে থেকে আইনের লোকদের সহজেই ধাপ্পা দিতে পারে।"

কার্টিস তার মাথা নাড়ল। "পুলিশ বাহিনী সব কয়টা শূন্য রেলগাড়িতে অনুসন্ধান চালিয়েছে, কিন্তু এত কিছু করেও ওই ডাকাতের সন্ধান মেলেনি।"

"ওরা কি মাল-ভর্তি রেলগাড়ি চেক করে দেখেছিল?" কালহেন জিজ্ঞেস করল।

"কিভাবে করবে? ওই রেলগাড়িগুলোতে টাইট করে তালা দেয়া। ওগুলোতে ওই ডাকাত কোনোভাবেই প্রবেশ করতে পারবে না।"

কালহেন শিয়ালের মতো দেঁতো হাসি হাসল, যেন সে সুস্বাদু খাবারের গন্ধ পেয়েছে। "আমার মনে হয় কেউ আপনাকে বলেনি যে সব ট্রেনের ব্রেক-ম্যানের কাছেই চাবি থাকে যাতে দুর্ঘটনাবশত ট্রেনে আগুন লাগলে মাল-ভর্তি রেলগাড়ির তালা খুলে ফেলা যায়।"

"এই ব্যাপারটা তো আমার জানা ছিল না।" কার্টিস বলল।

ইস্পাতের রিমের চশমা কালহেনের নাক পিছলে নিচে নামল। "এটা নিয়ে অবশ্যই মাথা ঘামানো উচিত।"

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।" কার্টিস গভীর চিন্তায় পড়ে গেল, সে ব্যাপারটা এখন অন্য দৃষ্টিতে দেখছে। "এক্ষেত্রে আমরা প্রসেস অফ এলিমিনেশন, মানে বাদ দেয়ার প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারি। পুলিশ বাহিনী বলছে শহরের বাইরে চলে গিয়েছে এমন ট্র্যাক তারা পায়নি। যার অর্থ, এই ডাকাত ঘোড়ায় চড়েনি। স্টেজ-কোচ নেয়ার সম্ভাবনাও প্রায় শূন্য এবং ধরে নেয়া যায় সে যাত্রীবাহী ট্রেনেও উঠেনি। সেই সাথে তাকে খালি বক্স-কারেও পাওয়া যায়নি।"

"যার মানে যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে মাল-ভর্তি বক্স-কারই টিকে থাকে যেখানে পুলিশ বাহিনী অনুসন্ধান চালায়নি," কালহেন জোর গলায় বলল।

"তুমি হয়তো কিছু একটা আবিষ্কারের দিকে আমাকে ধাবিত করছ।" কার্টিস গভীর চিন্তায় মগ্ন।

কার্টিসের চেহারায় অদ্ভুত এক অভিব্যক্তি খেলে গেল, সে কল্পনায় নতুন করে পরিকল্পনা সাজাতে শুরু করে দিয়েছে। "এর ফলে আমাকে একদম নতুন একটা রাস্তা ধরে অনুসন্ধান চালাতে হবে। এখন আমাকে আবার মালবাহী রেলগাড়ির রেকর্ড ঘাঁটতে হবে। আমাকে জানতে হবে কারা ওই নির্দিষ্ট রেলগাড়িগুলো নির্মাণ করেছে, কে তাদের মালিক, তাদের ইশতেহার এবং তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য।"

BanglaBook.org

"কাজটা সহজ না," কালহেন বলল। "আপনাকে ডজন-খানেক ট্রেনের শয়ে শয়ে মালবাহী রেলগাড়ি চেক করতে হবে।"

"আমাকে যেন একটা ধাঁধার সমাধান করতে হবে। সেই বক্সকারটি খুঁজে বের করতে হবে যেটা লুটপাট হওয়া সকল শহরে ডাকাতির দিনগুলোতে ধারেকাছের রেল-লাইনে পার্ক করা ছিল।"

"ইউনিয়ন প্যাসিফিকের রেকর্ডের ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করার সুযোগ দিলে খুব খুশি হব।"

"তোমাকে ধন্যবাদ, মিস্টার কালহেন। সন্দেহের আওতায় থাকা দুটো মালবাহী ট্রেনকে ইউনিয়ন প্যাসিফিকের ইঞ্জিন টানে।"

"শুধু বলুন ওরা কোন শহরে ছিল। আমি রেকর্ড ঘেঁটে ওই রেলগাড়ির সিরিয়াল নম্বর, তাদের মালিকের পরিচয় এবং যেই এজেন্ট এই যাত্রার এরেঞ্জমেন্ট করেছে তার নাম বের বের করে দিচ্ছি।"

"তুমি আমাকে দারুণভাবে সাহায্য করছ। তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।" কার্টিস আন্তরিকতার সাথে বলল।

"মিস্টার কার্টিস, এখানে কৃতজ্ঞ ব্যক্তি বলে যদি কেউ থাকে, সেটা হচ্ছি আমি। আমি কখনও ভাবিনি যে বুচার ব্যান্ডিটকে বিচারের মুখোমুখি করায় সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারব। ওই ডাকাত আমার আত্মীয় আর তার সন্তানকে খুন করেছে। ওকে ফাঁসীতে ঝুলতে দেখলে আমার চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হবে না।"

চার ঘণ্টা পরে, কালহেনের সাহায্য নিয়ে কার্টিস সেইসব তথ্য জড়ো করল যা তদন্ত-কাজে নতুনভাবে প্রাণ-সঞ্চার করবে। এখন কালহেনের থিওরির ব্যাপারে নিশ্চিত হতে ওকে শুধু সাউদার্ন প্যাসিফিক, এচিসন, টোপেকা এন্ড সান্টা ফেল এবং ডেনভার এন্ড রিও গ্রান্ডে রেল-রোড কোম্পানির আর্কাইভ রেকর্ড চেক করতে হবে।

উত্তেজনার কারণে ওর ঘুম আসছিল না। সে কাচের জানালায় পড়া নিজের প্রতিফলনের দিকে স্থির চোখে তাকাল। বাইরে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। কার্টিস আশা করছে, পরের বাঁকেই রহস্যের জট খুলে যাবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

সন্ধ্যার শুরুতেই হালকা একটা বৃষ্টি এসে শহরের রাস্তাঘাট সব ভিজিয়ে দিল। বেল তখন ট্রেন থেকে নামছে। আবছা আলোয় সে দেখতে পেল বিসবী আসলে একটি পাহাড়ি শহর। তীক্ষ্ণ প্রান্ত-ওয়ালা উঁচু উঁচু পাহাড়ের গায়ে অনেক বাড়ি নির্মিত হয়েছে। খাড়া হয়ে উঠে যাওয়া সিঁড়ি পেরিয়ে সেসব বাড়িতে প্রবেশ করতে হয়। কপার কুইন হোটেলে যাওয়ার পথে, ওকে গোলকধাঁধার মতো সরু আর প্যাঁচানো রাস্তার মাঝ দিয়ে হাঁটতে হল। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে নতুন এবং শক্তপোক্ত গড়নের ইটের বিল্ডিং।

আজ শনিবার। শেরিফের অফিস গিয়ে দেখল একজন ডেপুটি সেই অফিস সামলাচ্ছে। ডেপুটি জানাল, শেরিফ কয়েকদিনের জন্য ছুটি নিয়েছেন। পাহাড় থেকে নেমে আসা বন্যায় তার বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাই এই কয়দিন তাকে নিজের বাড়ি মেরামতে ব্যস্ত থাকতে হবে এবং বৃহস্পতিবারের আগে কাজে ফিরতে পারবেন না। বেল যখন তার কাছে শেরিফের বাড়ির ঠিকানা জানতে চাইল, ডেপুটি সেটি দিতে অপারগতা জানাল। জোরালো গলায় বলল, জরুরী অবস্থা দেখা না গেলে শেরিফকে বিরক্ত করা যাবে না।

বেল এরপর হোটেলে ফিরে গিয়ে খাবার খেয়ে নিল। এরপর নেমে এল শহরের রাস্তায়। হোটেলের নিজস্ব স্যালুনে মদপানের সুযোগ গ্রহণ না করে সে হাজির হল কুখ্যাত ব্রিউয়ারি গালচে, ওখানে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ৫০টি স্যালুন। এলাকার সব লোক জানে, এখানটায় অসভ্য লোকে গিজগিজ করে এবং ওদের মুখের ভাষা আর অঙ্গভঙ্গিতে ফুটে ওঠে অশ্লীলতা। তবে, মদ-পানের জন্য পশ্চিমে এর চেয়ে ভালো জায়গা আর নেই।

বেল চারটি স্যালুনে ঢুকল। পরের স্যালুনে যাওয়ার আগে সে প্রতিটিতে পা রেখে কিছুক্ষণের জন্য চারপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করল। অবশেষে, সে কাঠের দেয়াল সম্বলিত বড়সড় হলরুমের একটি স্যালুনে প্রবেশ করল। এই স্যালুনে একটি মঞ্চ আছে। ছোটখাটো একটি ব্যান্ড পিয়ানোর সুরে সুরে মেলোডিয়াস গান বাজাচ্ছে। অন্যদিকে নৃত্যরত চারজন মহিলা মঞ্চের

BanglaBook.org

মেঝেতে পা ঠুকে ঠুকে অনবরত জায়গা বদল করে নৃত্য প্রদর্শন করছে। টেবিলগুলোর মধ্যেখানের সরু জায়গার মাঝ দিয়ে পথ করে নিতে নিতে বেল বার পর্যন্ত গেল। একটু পরেই একজন বার-টেন্ডার তার অন্যদিকের ব্যস্ততা সেরে এসে বেলকে জিজ্ঞেস করল, "কী চাচ্ছ, বন্ধু, বিয়ার না হুইস্কি?"

"তোমাদের এখানকার সেরা হুইস্কি কোনটি?"

"টেনেসি থেকে আসা জ্যাক ড্যানিয়েলস," বার-টেন্ডার বিনা দ্বিধায় জবাব দিল। "এটা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ হুইস্কি হিসেবে সেন্ট লুইস ফেয়ারে স্বর্ণ-পদক জিতেছে।"

বেল হাসল। "আমি আগেও এটা পান করে বেশ মজা পেয়েছি। আমাকে একটা ডাবল শট গ্লাস দিও।"

বার-টেন্ডার যখন গ্লাসে হুইস্কি ঢালছিল, বেল তখন চোখ ঘুরিয়ে ব্যস্ত স্যালুনের কাজ-কারবার দেখতে লাগল। পশ্চিমের বেশির ভাগ মদ-পানের জায়গার মতোই, ঘরের বড় একটি অংশ জুয়া খেলার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। বেল-এর চোখ এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে সরে যাচ্ছে, সে পোকার খেলোয়াড়ের সঠিক মিশ্রণটা খুঁজছে। অবশেষে সে যা খুঁজছিল তা পেল। রুচিসম্মত পোশাক পরিহিত কয়েকজন পুরুষ একটি টেবিল ঘিরে বসে আছে। রুমের বেশির ভাগ দখল করে রাখা খনি-শ্রমিকদের তুলনায় এদেরকে আলাদাভাবে চোখে পড়ে। দেখে মনে হচ্ছে, ওরা ব্যবসায়ী বা খনিতে কাজ করা কর্মকর্তা। সবচে ভালো ব্যাপারটা হচ্ছে, ওখানে মানুষ আছে চারজন। কিন্তু পোকার খেলায় মানুষ লাগে ৫ জন। পঞ্চম খেলোয়াড়ের কমতি পড়ে গিয়েছে।

বেল হুইস্কির টাকা প্রদান করে হেঁটে গিয়ে ওই টেবিলের কাছে গেল। "আমি কি এই খেলায় আপনাদের সাথে যোগ দিতে পারি?" সে ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করল।

লালচে চেহারার ভারী শরীরের একজন মানুষ ওর কথায় সায় দিয়ে পাশের খালি চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল। "তোমাকে স্বাগতম।"

টেবিলের অপর পাশে থাকা একজন কার্ড শাফল করছিল, বেল চেয়ারে বসার সাথে সাথেই সে ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাস বাঁটতে শুরু করে দিল। "আমি ফ্রাংক ক্যালোওয়ে। অন্যরা হচ্ছে প্যাট ও'লিয়ারি, ক্লে ক্রাম এবং লুইস লেটুর।"

"আমি আইজ্যাক বেল।"

"শহরে নতুন না-কি?" ও'লিয়ারি জানতে চাইল। সে একজন বিশাল-দেহী পেশিবহুল আইরিশ ব্যক্তি।

"হ্যাঁ। আমি ফিনিক্স থেকে ছয়টা-ত্রিশের ট্রেনে করে এখানে এসেছি।"

BanglaBook.org

"উদ্দেশ্য কী? বিজনেস না প্লেজার?" ও'লিয়ারি যেন গুপ্ত-কথা বের করতে চাইছে।

"বিজনেস। আমি ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভ এজেন্সির একজন এজেন্ট।"

ওরা সবাই হাতের কার্ড থেকে চোখ সরিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল।

"অনুমান করছি," ক্রাম বলল, দুই হাত ওর স্ফীত পেটের ওপরে ভাঁজ করে রেখেছে। "তুমি এখানে চার মাস আগে ঘটে যাওয়া ব্যাংক ডাকাতি আর খুনের ঘটনার তদন্তে এসেছে।"

বেল ওর কথায় সায় দিয়ে হাতে ধরে রাখা কার্ড পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। "একেবারে ঠিক ধরেছ।"

লেটুরের উচ্চারণ ভঙ্গিতে ফরাসী টান। সে সিগারেট ধরিয়ে বলল। "কী মনে হয়, তোমার এখানে আসতে আসতে এতদিনে অনেক দেরী হয়ে গেছে না? এতদিনে তো সব সূত্র হারিয়ে যাওয়ার কথা।"

"ঠিকমতো অনুসন্ধান চালালে সূত্র এখনও খুঁজে পাওয়া যাবে।" বেল তাকে আশ্বস্ত করল।

"আমি দুটো কার্ড নিচ্ছি।"

ক্যালোওয়ে তাস বেঁটে দিল, অন্যদিকে খেলোয়াড়েরা তাদের কার্ডের নম্বর কল করল। "ওটা ছিল একটা রহস্য।" সে বলল। "ওই ডাকাতের কোনো চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায়নি।"

"ভূতুড়ে," ও'লিয়ারি বলল, সে যেভাবে হাতে ধরা কার্ডের দিকে চেয়ে আছে তাতে বুঝা যাচ্ছে খেলায় জেতা ওর পক্ষে অসম্ভব। "সে এমনভাবে বাতাসে মিলিয়ে গেল যে একে ভূতুড়ে ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।"

"শেরিফ বহু খুঁজেও ওই ডাকাতের কোনো হদিস বের করতে পারেনি। ওর পুলিশ বাহিনী শহরে এমন চেহারা নিয়ে ফিরে এল যেন ওদের সবার বউ একদল যাযাবর ব্যবসায়ীর সাথে ভেগে গিয়েছে।" সে থামল। "আমি দুই ডলার বাজি ধরছি।"

"আমি বাজির দর বাড়িয়ে তিন ডলার করছি।" ক্যালোওয়ে প্রস্তাব দিল। লেটুর ডিলারের দিকে হাত ছুড়ে দিল। "আমি নেই।"

"আর তুমি, মিস্টার বেল?" ক্যালোওয়ে প্রশ্ন করল। "তুমি কি এখনও আছ?"

বাজির দর এত নিচু হওয়ায় বেল কিছুটা মজা পাচ্ছিল। তবে এই দর একেবারে তুচ্ছ-ও না। "আমি ডাক দেব।"

"দুটো কুইন।" ক্রাম ঘোষণা করল।

"দুটো টেন," ক্যালোওয়ে বলল। "তুমি আমাকে হারিয়ে দিয়েছ।" সে ঘুরল। "মিস্টার বেল?"

BanglaBook.org

"দুটো এইট," বেল বলল, কার্ডের মুখ নিচে নামিয়ে সেটা ক্যালোওয়ের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। বেল আসলে হারেনি। ওর কাছে তিনটি জ্যাক আছে। তবে ওর ধারণা খেলায় হেরে গেলে সে অন্যদের কাছে আরও ঘনিষ্ঠ হতে পারবে। "ওই ডাকাত কিভাবে পালাল সে-ব্যাপারে তোমার কোনো আইডিয়া আছে?"

"নাহ। মাথায় কিছু আসছে না।" ও'লিয়ারি উত্তর দিল। "শেষ যেবার আমি শেরিফের সাথে কথা বলেছিলাম, তাকেও হতভম্ব দেখাচ্ছিল।"

"তার নাম নিশ্চয়ই শেরিফ হান্টার?" বেল প্রশ্ন করল, এজেন্সির কাছ থেকে পাওয়া রিপোর্টটি স্মরণ করছে।

"খুন আর ব্যাংক লুটের মাস দুয়েক পরেই শেরিফ জো হান্টার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান।" লেটুর জবাব দিল। "নতুন শেরিফের নাম হচ্ছে স্ট্যান মারফি। আগে সে ছিল হান্টারের চীফ ডেপুটি। অন্য সবার মতো সে-ও চারপাশের পরিস্থিতি সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখে।"

"তোমাকে পছন্দ হলে সে তোমার সাথে দারুণ ভদ্র আচরণ করবে।" ক্রাম বলল। "কিন্তু ওর কুনজরে পড়লে ও তোমাকে কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে দ্বিধা করবে না।"

"আমি তার সাথে কথা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সাবাথের অফিসে গিয়ে তার দেখা পাইনি।" বেল বলল, অবশ্য মারফির ডেপুটির ওকে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারটা চেপে গেল। "কোথায় গেলে তাকে পাওয়া যাবে?"

"দুই সপ্তাহ আগে শহরে বাজে একটা বন্যা হয়েছে।" ক্যালোওয়ে জবাব দিল। "ওর বাড়ি এই বন্যায় খুব খারাপ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমার মনে হয় ওখানে গেলে তুমি দেখবে সে নাক ডুবিয়ে বাড়ি মেরামতের কাজ করায় ব্যস্ত।"

"তুমি কি আমাকে ওর বাড়ির দিক-নির্দেশনা দিতে পারো?"

ও'লিয়ারি হাত দিয়ে উত্তর দিকে ইশারা করল। "স্রেফ হাউল্যান্ড স্ট্রিটের শেষ প্রান্তে চলে যাও এবং সিঁড়ি ধরে উঠতে থাকো। ওর বাড়িটি সবুজ রঙের এবং এর পাশে কমলা গাছের ছোট একটা উদ্যান আছে।"

ওদের কথাবার্তা এরপরে রাজনীতির দিকে মোড় নিল। টেডি রুজভেল্ট ১৯০৮ সালে তৃতীয়বারের মতো দেশের শাসনভার নেবে কি-না, আর যদি না নেয়, উত্তরাধিকার হিসেবে তিনি কাকে বেছে নেবেন?

বেল তিন দান হারল, যদিও ওই তিন বারেই সে জয়লাভ করেছিল। অন্য খেলোয়াড়েরা এটা বুঝে স্বাচ্ছন্দ্যে খেলতে লাগল যে বেল তাস খেলায় মোটেও কেউকেটা গোছের কেউ না। বেল আলোচনার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে আবারও ব্যাংক ডাকাতি-খুনের দিকে নিয়ে এল। "ওই ডাকাতকে কেউ ব্যাংক ত্যাগ

BanglaBook.org

করতে বা কোনো যান-বাহনে করে শহরে থেকে বেরোতে দেখেনি। ব্যাপারটা আমার কাছে খুব অদ্ভুত লেগেছে।" বেল হাতে কার্ড নিয়ে নিয়ে অলস ভঙ্গিতে বলল।

"ওই ডাকাতকে কেউ ঢুকতে বা বের হতে দেখেনি।" লেটুর বলল।

"বুড়ো, মাতাল একজন খনি শ্রমিককে ব্যাংকের সামনের রাস্তার অপর-পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল," ক্যালোওয়ে উত্তর দিল, "কিন্তু সে কিছুক্ষণ পরেই উধাও হয়ে যায়।"

"শেরিফ হান্টার তাকে সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করেননি?"

কার্ড খেলায় লেটুরের ভাগ্য খারাপ। বেল আসার পরে সে এ-নিয়ে পঞ্চমবারের মতো হারল।

"জীর্ণ-শীর্ণ পোশাকের একজন খনি-শ্রমিক? যাকে দেখলে মনে হয়, এই দুনিয়ায় সে আর বেশিদিন বাঁচবে না? সন্দেহভাজন ব্যক্তির কোনো তালিকা বানালে শহরের লোকেরা ওকে তালিকার সবচে নিচে স্থান দেবে।"

"ওকে আমি একাধিকবার ফুটপাথের ওপরে ত্যাড়াব্যাকা হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছি। মদ খেয়ে খেয়ে ওই ব্যাটার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ওর ব্যাংক লুট, সেই সাথে তিনজন মানুষকে খুন করার যতটুকু সম্ভাবনা, আমার এই রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা তারচেয়েও বেশি। আমার এখনও সন্দেহ, এটা ব্যাংকের ভেতরের কারুর কাজ। এমন কেউ যাকে আমরা সকলেই চিনি।"

"সে হয়তো একজন আগন্তুক," বেল বলল।

ক্যালোওয়ে নেতিবাচক ভঙ্গিতে শ্রাগ করল। "বিসবীতে ২০ হাজারের মতো মানুষ আছে। একজন আগন্তুককে কে চিনতে পারবে?"

"মোটরসাইকেল চালানো ওই লোকটার কী হল?" ক্রাম অবশ্য বিশেষ কাউকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেনি।

"এই শহরে কি আবার মোটরসাইকেল-ও আছে না-কি?" বেল জিজ্ঞেস করল, ওর আগ্রহ জেগে উঠেছে।

"জ্যাক কারসন বলল সে একজন সুদর্শন শহুরে ফুলবাবুকে ওতে চড়তে দেখেছে।" ক্রাম বলল।

লেটুর ওর সিগারেটে বড় করে একটা টান দিল। "জ্যাক বলল এর চালকের পরনে ছিল খুব দামী পোশাক। তিনি তাকে একটা গলিপথ ধরে যেতে দেখেছিলেন। তিনি এটা ভেবে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে অমন বিদঘুটে টাইপের যন্ত্র চালানোর পরেও কারুর পোশাক এত পরিষ্কার আর চকচকে থাকে কী করে?"

"আপনার সেই বন্ধুটি কি মোটরসাইকেল আরোহীর চেহারা দেখতে পেয়েছিল?"

BanglaBook.org

"জ্যাক শুধু এটুকু বলতে পেরেছে যে আরোহীর মুখের দাড়ি ছিল পরিষ্কারভাবে কামানো।" ক্যালোওয়ে জবাব দিল।

"তার চুলের রঙ কী ছিল?"

"জ্যাকের কথা অনুযায়ী, ওই লোক মাথায় একটা টুপি পরে ছিল। জ্যাক পুরোপুরি নিশ্চিত না। ওই মোটরসাইকেল দ্রুতগতিতে পাশ কেটে চলে যাওয়ায় তিনি ভালো করে সব ডিটেইলস দেখার সুযোগ পাননি। তবে তিনি ভেবেছিলেন ওই লোকের চুলের রঙ খুব সম্ভবত লাল। মানে, জুলপির দিকে এক ঝলক তাকিয়ে তার কাছে এমনটাই মনে হয়েছিল।"

এই সপ্তাহে দ্বিতীয়বারের মতো, বেল অনুভব করল ওর শিরা-উপশিরা দিয়ে উত্তেজনার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। উটাহের ঈগল সিটির একজন বাসিন্দা, আরেকটা খনি-শহর যেখানে বুচার ব্যান্ডিট চারজন নিরীহ মানুষকে খুন করেছে, বলেছে যে খুনের দিন সে একজন অচেনা লোককে মোটরসাইকেল চড়ে যেতে দেখেছে।

"এই জ্যাক কারসনকে আমি কোথায় খুঁজে পাব?"

"বিসবীতে পাবে না," ক্রাম উত্তর দিল। "শেষবার শুনেছি, সে কেন্টাকিতে ওর নিজের বাসায় ফিরে গেছে।"

বেল মনে মনে ঠিক করে নিল যে ভ্যান ডর্নকে বলবে কারসনের খোঁজ বের করার চেষ্টা নিতে।

ও'লিয়ারি নিজের হাতে থাকা কার্ডের দিকে চেয়ে বিরক্তিতে চোখ-মুখ কুঁচকে ফেলল। "ওই মোটরসাইকেল যেই লোকই চালাক, সে অবশ্যই ডাকাতির পরেও কয়েকদিন শহরের আশেপাশে গা ঢাকা দিয়ে ছিল।"

"কেন তোমার কাছে এমনটা মনে হল?" বেল জানতে চাইল।

"ওই খুনে লোকটা যদি ডাকাতির পরপরেই মোটরসাইকেলে চড়ে শহর থেকে পালানোর চেষ্টা করতো, শেরিফ আর তার পুলিশ বাহিনী অবশ্যই হাইওয়ে রোডে মোটরসাইকেলের টায়ারের দাগ চিহ্নিত করতে পারতো।"

"তোমার ধারণা ওই লোক শহরে থেকে পালালে তাকে গ্রেফতারের একটা সম্ভাবনা অবশ্যই থাকতো?"

"সেরকমটা ধারণা করাই যায়।" ক্যালোওয়ে বলল। "কিন্তু তাকে এরপরে আর দেখতে পাওয়া যায়নি।

"কারসন কি সাক্ষী হিসেবে নির্ভরযোগ্য?" বেল টেবিলে ৫ ডলার রাখল। "আমি বাজির দর বাড়াচ্ছি।"

"জ্যাক একসময় বিসবীর মেয়র ছিল। একজন সৎ আইনজীবী হিসেবে মানুষ তাকে দারুণভাবে শ্রদ্ধা করে।" লেটুর ব্যাখ্যা করল। "যদি সে বলে মোটরসাইকেলে করে কোনো লোক পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তাহলে অবশ্যই সে

BanglaBook.org

মোটরসাইকেলে করে কোনো লোককে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখেছিল। তার কথায় আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে।"

"তুমি কি আগামীকাল শেরিফ মারফির সাথে দেখা করতে যাচ্ছ?" ক্রাম প্রশ্ন করল, অবশেষে সে একহাত জিতেছে।

বেল সায় দিল। "সকালে আমার প্রথম কাজ হবে এটা। তবে তোমাদের সাথে কথা বলার পরে মনে হচ্ছে, তার সাথে কথা বলে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু আর জানা যাবে না।"

আরও দুই ঘণ্টা খেলার পরে বেল উঠে দাঁড়ালো। সে এই খেলার পেছনে মাত্র চার ডলার খরচ করেছে এবং অন্য খেলোয়াড়েরাও মাইন্ড করল না যখন সে ওদেরকে শুভ রাত্রি জানিয়ে হোটেলের দিকে হাঁটা ধরল।

শেরিফের বাড়ির দিকে যেই রাস্তাটি চলে গিয়েছে, সেটা অনেক লম্বা পথ এবং রাতের বেলা বিসবীতে ঝড়োবৃষ্টি হামলা করার কারণে এই রাস্তা কাদা-কাদা হয়ে আছে। একটা কানা-গলির শেষ প্রান্তে এসে, বেল খাড়া সিঁড়ি ধরে উঠতে থাকল যেটা আর শেষই হচ্ছিল না। শরীর-স্বাস্থ্য খুব ভালো হওয়ার পরেও এর চূড়ায় উঠে বেল হাফাতে লাগল।

বেল-এর মন মেজাজ খুব ভালো। যদিও সে জানে না, অরভিন আর কার্টিস ওদের তদন্ত-কার্যে কোনো কিছু জানতে পেরেছে কি-না, তবে সে নিজের মনে মনে পুরোপুরি নিশ্চিত, ওই মোটরসাইকেল আরোহীটিই বুচার ব্যান্ডিট। বৃদ্ধ, মাতাল খনি-শ্রমিকের ছদ্মবেশ ত্যাগ করার পরে সে মোটরসাইকেলে চড়ে বসেছিল।

ওই ডাকাতের একটা আঙুল উধাও আর খুব সম্ভবত ওর চুলের রঙ লাল... এই দুটো তথ্য পেয়েই বিজয়োল্লাস করা ঠিক হবে না। এমনকি জ্যাক কারসনের এক ঝলকের জন্য দেখা চুলের রংটিও সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। মোটরসাইকেলটাই বেল-এর কৌতূহল উসকে দিয়েছে। অবাক করা ব্যাপার, ওই ডাকাত এতটাই বিচক্ষণ আর ধূর্ত লোক যে সে পরিবহন ব্যবস্থার লেটেস্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করছে।

সবার আগে এই প্রশ্নটাই মনে জাগে যে, ওই ডাকাত আবার ও কারও চোখে ধরা না পড়ে কী করে মোটরসাইকেলে করে শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেল?

শেরিফ মারফির বাসস্থান সিঁড়ির শীর্ষভাগ থেকে মাত্র কয়েক পা দূরে। বাড়িটা ছোট, এবং একে বাড়ি না বলে ছাউনি বললেই বেশি মানায়। বন্যার কারণে এর ভিত সরে গিয়েছে। বেল দেখল যে মারফি ব্যস্ত ভঙ্গিতে নতুন অবস্থানে ঠেকনো দিচ্ছে, আগে যেখানে রাখা ছিল তার থেকে ১০ ফুট দূরে। ও'লিয়ারির বর্ণনায় ভুল ছিল না, এটা সত্যিই সবুজ রঙে আবৃত, কিন্তু বন্যার কারণে কমলার ঝোপ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

BanglaBook.org

মারফি তখন উন্মত্ত ভঙ্গিতে হাতুড়ি দিয়ে ঠোকাঠুকি করছিল, বেল-এর এগিয়ে আসার আওয়াজ ওর কান পর্যন্ত পৌঁছায়নি। তার মাথার ঘন বাদামি চুল গলা এবং কাঁধের ওপরে আছড়ে পড়েছে। পশ্চিমের ল-ম্যানদের শরীর সাধারণত চর্বি-বহুল হয় না। তাদের দেহ হয় রোগা-পাতলা। কিন্তু মারফির শরীরটা যতটা না শেরিফের, তারচে বেশি কামারের মতো। তার হাতের পেশি দেখলে গাছের গুঁড়ির কথা মনে পড়ে যায়। আর তার ঘাড় যেন ষাঁড়ের মতো চওড়া।

"শেরিফ মারফি!" পেরেকের ওপর ক্রমাগত হাতুড়ির আঘাত পড়ছে, বেল-এর চিৎকার ছাপিয়ে সেটা শোনা গেল।

মারফি হাতুড়ি নামিয়ে আওয়াজের উৎসের দিকে ঘুরে গেল। বেলকে দেখেই তার চোখে বিরক্তি ফুটে উঠল। "হ্যাঁ, আমিই মারফি। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন, আমি এখন কাজ করায় ব্যস্ত।"

"আপনি আপনার কাজ চালিয়ে যেতে পারেন। আমি ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভ এজেন্সি থেকে আসছি। আমি শুধু কয়েক মাস আগে হয়ে যাওয়া ব্যাংক ডাকাতি সম্পর্কে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।"

ল-ম্যানদের নিকট ভ্যান ডর্ন নামটা বেশ সম্মানিত। মারফি হাতুড়ি নামিয়ে তার ছোটখাটো বাড়িটির দিকে ইশারা করলেন। "দয়া করে ভেতরে আসুন। জায়গাটা খুব এলোমেলো আর বিশৃঙ্খল অবস্থায় আছে। এক কাপ কফি চলবে তো?"

"পাহাড় বেয়ে এতদূর উঠার পরে, এক গ্লাস পানির জন্য আমার বুক তৃষ্ণায় ফেটে যাচ্ছে।"

"দুঃখিত। বন্যার কারণে কুয়ার পানি একদম নোংরা হয়ে গেছে। তাই সেটা এখন আর পান করার উপযুক্ত না। অবশ্য শহরের যেখানটায় গিয়ে ঘোড়ারা পানি পান করে, সেখান থেকে আমি এক গ্যালন পানি নিয়ে এসেছি।"

"ঠিক আছে। তাহলে কফিই দিন।" বেল সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে বলে উঠল।

পথ দেখিয়ে দেখিয়ে বেলকে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে এল মারফি। এরপর তাকে কিচেনরুমে থাকা টেবিলটির পাশের চেয়ারে বসার ইঙ্গিত করল। বাড়িতে কোনো মহিলা থাকার লক্ষণ দেখা গেল না। বেল অনুমান করল মারফি খুব সম্ভবত ব্যাচেলর। কিচেনরুমের চুলাটি কাঠ দিয়ে জ্বালাতে হয়। ওই চুলার ওপরে একটা এনামেলের পট রাখা ছিল, শেরিফ মারফি সেখান থেকে টিনের কাপে দুই কাপ কফি ঢাললেন।

"আমি নিজে যতটুকু তথ্য বের করতে পেরেছি তার একটা কপি আপনাদের শিকাগোর অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি বুঝতে পারছি না আপনাকে আর কিভাবে সাহায্য করা যায়, মিস্টার বেল।"

BanglaBook.org

"জ্যাক কারসন যা দেখেছিল সে ব্যাপারে রিপোর্ট করতে কিন্তু আপনি ভুলে গিয়েছিলেন।"

মারফি হেসে উঠল। "সেই মোটরসাইকেল আরোহী? জ্যাক যেটা বলেছে সেটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকেছে। সে ওই লোকের চেহারার যেই বর্ণনা দিয়েছে, তা আমার চেনা শহরের কারুর সাথে খাপ খায়নি।"

"ওই ডাকাত হয়তো তার ছদ্মবেশ পরিবর্তন করেছিল," বেল তার মতামত দিল।

"চেহারা পুরোপুরি পালটে, এরপর মোটরসাইকেল উদ্ধার করে, এরপর আবার সেটায় চড়ে পালিয়ে যাওয়ার মতো সময় তার ছিল না।"

"ওই আরোহী আর তার মোটরসাইকেলটিকে আর কখনও দেখতে পাওয়া যায়নি?"

মারফি শ্রাগ করল। "এটা আমার কাছে অদ্ভুত লেগেছে যে জ্যাক ছাড়া তাকে আর কেউ দেখেনি। শহরের একমাত্র মোটরসাইকেলটি যেই লোক চালায়, সে তো মানুষের নজরে পড়তে বাধ্য। এবং পেছনে কোনো রকম সূত্র না রেখে ওই মোটরসাইকেল আরোহী এই শহর ত্যাগ করল কী করে?"

"আমি স্বীকার করছি যে ব্যাপারটা বেশ অস্বাভাবিক," বেল বলল, যদিও সে ডাকাতকে দেখার সম্ভাবনা বাতিল করে দিতে চাচ্ছে না।

"জ্যাক কারসন একজন সম্মানিত নাগরিক। মদ খেয়ে মাতলামি করা বা মনগড়া কাহিনী বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার কোনো রেকর্ড তার নেই। তবে আমার বিশ্বাস, সেদিন তার দৃষ্টিবিভ্রম হয়েছিল।"

"আর কোনো তথ্য প্রমাণ কি আবিষ্কৃত হয়েছে যার উল্লেখ আপনার রিপোর্টে নেই?"

"শিকাগোতে রিপোর্ট পাঠানোর পর একটা জিনিস খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল।" মারফি কিচেন টেবিল থেকে উঠে টান দিয়ে একটা ড্রয়ার খুললেন, এরপর বেল-এর হাতে তুলে দিলেন পিতলের একটা খোসা। "এটা দুই সপ্তাহ পরে পাওয়া যায়। একটা বাচ্চা খেলতে গিয়ে এটা খুঁজে পেয়েছিল। এই খোসাটা কার্পেটের তলায় লুকিয়ে ছিল। খুব সম্ভবত এটা ওই ডাকাতের নজর এড়িয়ে যায়।"

বেল মনোযোগ দিয়ে কার্তুজটা দেখল। "আটত্রিশ ক্যালিবার। যদি এটা নিক্ষিপ্ত হয়, এটা অবশ্যই কোনো একটা স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে বের হয়েছে, সম্ভবত একটা কোল্ট।"

"আমার নিজেরও তেমনই অনুমান।"

"আমি কি এটা নিজের কাছে রাখতে পারি?" প্রশ্ন করল বেল।

"নিশ্চয়ই। তবে আমার সন্দেহ আছে আপনি এটা থেকে কিছু জানতে পারবেন কি-না। শুধু এটুকুই জানবেন যে এটা ওই ডাকাতের অস্ত্র থেকে

BanglaBook.org

বেরিয়েছে। এমনকি এই কথাও এখনও নিশ্চিতভাবে জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না।"

"যদি এটা ওই ডাকাতের পিস্তল থেকে না বেরোয়, তাহলে এটা এল কোথা থেকে?"

মারফি অসহায় ভঙ্গিতে ওর হাত উঁচু করল। "আমার পক্ষে আন্দাজ করা অসম্ভব।"

বেল কার্তুজটা সাবধানে হাতের তালুর মধ্যে রাখল। "আশা করছি, আমরা এর মাধ্যমে ওই ডাকাতের আঙুলের ছাপ উদ্ধার করতে পারব।"

মারফি দেঁতো হাসি হাসল। "আপনি ওখানে আমার, সেই সাথে ওই বাচ্চা ছেলে আর আমার আরও দুই ডেপুটির আঙুলের ছাপ পাবেন।"

"তারপরেও," বেল আশা ছাড়তে রাজি না, "আমাদের এক্সপার্টরা হয়তো প্রিন্ট বের করতে পারবে। যেই ছেলে এটি খুঁজে পেয়েছে, তার আঙুলের ছাপ আমাদের লাগবে না। কারণ, তার ছাপ অনেক ছোট হওয়ার কথা। আমি আপনার আর আপনার ডেপুটিদের আঙুলের ছাপ চাই। আপনি এটা আমাদের শিকাগো অফিসে পাঠিয়ে দিতে পারেন।"

"আমি এর আগে কখনও আঙুলের ছাপ নিইনি।" মারফি বলল। "আমি ঠিক জানি না কিভাবে এই কাজ করা হয়।"

"বিজ্ঞানসম্মত এই পদ্ধতিটির আবিষ্কার কয়েক শতাব্দী আগে। তবে আইন-প্রয়োগকারী সংস্থা মাত্র কিছুদিন হল অপরাধীদের গ্রেফতারের কাজে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা শুরু করেছে। এই বস্তুটি, মানে এই ক্ষেত্রে, কার্তুজের ওপরে পড়া ছাপটি চামড়ার উপরিভাগ দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। এই বস্তুটিকে যখন স্পর্শ করা হয়, তখন সেই চামড়ার ঘাম এবং তেল এতে চলে আসে এবং সেখানে আঙুলের অগ্রভাগের একটা ছাপ পড়ে যায়। এই ছাপের রেকর্ড নেয়ার জন্য এক ধরনের মিহি পাউডার, সেটা হতে পারে পেন্সিল থেকে পাওয়া গ্রাফাইট, এর উপরিভাগের ওপরে ছড়িয়ে দেয়া হয়। এরপর এক টুকরো টেপ দিয়ে এই প্রিন্ট পরীক্ষা করার জন্য তুলে নেয়া হয়।"

মারফি কফিতে চুমুক দিল। "ওকে, আমি ব্যাপারটা একবার ট্রাই করে দেখব।"

বেল শেরিফ মারফিকে ধন্যবাদ জানিয়ে সিঁড়ির দিকে হাঁটা ধরল।

তিন ঘণ্টা পরের কথা, বেল তখন ট্রেনে করে ডেনভারে ফিরে আসছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৫

ক্রমওয়েলের শোফার ১৯০৬ রোলস রয়েস ব্রোগহ্যাম গাড়িটিকে গ্যারেজ থেকে চালিয়ে এনে নব-হিলের প্রাসাদোপম অট্টালিকার সামনে এনে দাঁড় করাল। এই রোলস রয়েস গাড়িটি নির্মাণ করেছে লন্ডনের বার্কার কোম্পানি। এতে আছে ৬টি সিলিন্ডার এবং ৩০ অশ্বশক্তির ইঞ্জিন।

রোলস রয়েসের শোফারের নাম অ্যাবনার উইড, সে জাতে আইরিশ। তার পাথুরে চেহারায় নিষ্ঠুরতা খেলা করে। ক্রমওয়েল তাকে নিয়োগ দিয়েছে মূলত রেসলার হিসেবে তার অতীত-অভিজ্ঞতা থাকার কারণে, গাড়ি চালানোয় দক্ষতার চেয়ে ওটাই বেশি মুখ্য ছিল। অ্যাবনার গাড়ি থেকে বেরিয়ে ধৈর্যের সাথে এর সামনে দাঁড়িয়ে রইল। অন্যদিকে ক্রমওয়েল স্টাডি-রুমে তার বোনের আসার জন্য অপেক্ষা করছে। সে হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে লেদারের সোফায় বসে আছে, এডিসন সিলিন্ডার ফোনোগ্রাফে স্ট্রস ওয়াল্টজ শুনছে। ক্রমওয়েলের পরনে রক্ষণশীল ধাঁচে বানানো উলের কালো স্যুট। "ভয়েসেস অফ স্প্রিং" শোনার পরে সে "টেলস ফ্রম দ্য ভিয়েনা উড" বাজাতে শুরু করল। এই সিলিন্ডারগুলো প্রতিটি ২ মিনিট করে সঙ্গীত বাজাতে সক্ষম।

ক্রমওয়েল তার গান শোনার যন্ত্র থেকে মুখ তুলতেই দেখল ওর বোন হরিণীর চামড়া দিয়ে বানানো পোশাক পরে রুমে ঢুকছে। পোশাকটি তার হাঁটুর সামান্য নিচ পর্যন্ত ঝুলে আছে।

"পোশাকটি কিছুটা অশালীন, তোমার কী মনে হয়?" সে বলল, তাকিয়ে আছে মেয়েটির অনাবৃত চামড়ার দিকে।

মেয়েটি এক পাক ঘুরে তার পোশাককে দোল খাওয়াল, এতে করে কিছুক্ষণের জন্য ওর পায়ের উরু পর্যন্ত অংশ উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। "যেহেতু আমরা বারবারি কোস্টের বস্তিতে মজা লুটতে যাচ্ছি, তাই আমি ভাবলাম ওখানকার চরিত্রহীন নারীদের মতো পোশাক পরেই দেখি না কেন।"

"ব্যাপারটা পোশাকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুক। ওদের মতো আচরণ কোরো না যেন।"

BanglaBook.org

সে সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ফোনোগ্রাফটা বন্ধ করে দিল, এবং মেয়েটির কোটটি উঁচু করে ধরল যাতে সে এর ভেতরে হাত গলিয়ে দিতে পারে। যদিও ক্রমওয়েল তার জুতার উচ্চতা কিছুটা বাড়িয়ে নিয়েছে, কিন্তু তারপরেও পাশাপাশি দাঁড়ালে ওদের দুজনের উচ্চতা সমান মনে হয়। এরপর ওরা দুজনে অপেক্ষমাণ রোলস-রয়েসের দিকে এগিয়ে গেল।

রোলস রয়েসের শোফার অ্যাবনারের পরনে আনুষ্ঠানিক ইউনিফর্ম এবং পায়ে চকচকে কালো বুটজুতো। সে গাড়ির পেছনের দরজাটা খুলে দিয়ে শরীর টানটান করে দাঁড়িয়ে রইল। এই রোলস রয়েসটি শহরে চলার উপযোগী গাড়ি, যাত্রীদের জন্য আলাদা ঘেরাও করা অংশ আছে। শোফারের মাথার ওপরে খোলা আকাশ, উইন্ডশীল্ড ছাড়া তাকে ধুলা-বালি থেকে রক্ষা করার মতো কিছু নেই। ওর বোন ভেতরে ঢুকতেই, ক্রমওয়েল শোফারকে নির্দেশনা দিল কোথায় যেতে হবে। অ্যাবনার গিয়ার পালটে বিশাল গাড়িটিকে গ্রানাইট পাথর দিয়ে বানানো রাস্তার ওপরে চাকা গড়িয়ে চালিয়ে নিতে থাকল।

"বাসায় ফিরে আসার পর এই প্রথম আমাদের কথা বলার সুযোগ হল," ক্রমওয়েল বলল। সে আগে থেকেই জানে গাড়ির ড্রাইভার ওদের আলোচনা শুনতে পাবে না, কারণ সামনের আর পেছনের সিটের মাঝে একটা বিভাজক-জানালা লাগানো আছে।

"আমি জানি সল্ট লেক সিটিতে তোমার যাত্রা সফল হয়েছে। এবং আমাদের ব্যাংক এখন আরও সাত লাখ ডলার ধনী।"

"তুমি আমাকে এখনও বলোনি যে ডেনভারে গিয়ে তুমি কী কী জানতে পেরেছ।"

"ভ্যান ডর্ন এজেন্সির ভেতরে থাকা তোমার স্পাইরা মোটামুটি নিখুঁতভাবে তদন্তের অগ্রগতির ব্যাপারে তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে। ডেনভার অফিস তাদের দক্ষ গোয়েন্দাদেরকে নিয়োগ দিয়েছে বুচার ব্যান্ডিটকে পাকড়াও করার কাজে।"

"বুচার ব্যান্ডিট? এই নামটা শুনলেই বিরক্ত লাগে। নামটা আরও সুন্দর কিছু হতে পারত।"

"কী নাম তোমার পছন্দ?" মেয়েটি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল।

"দ্য স্টাইলিশ স্পিরিট।"

মেয়েটি চোখ পাকিয়ে বলল, "কিন্তু পত্রিকার সম্পাদকেরা এই নাম পছন্দ করবে কি-না সেই ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে।"

"আর কী কী তথ্য তুমি জানতে পারলে?"

"ডেনভার অফিসের প্রধান, নিকোলাস আলেকজান্ডার, সে একটা আস্ত গর্দভ। ওকে আমার সৌন্দর্যের কয়েক ঝলক দেখাতেই সে হড়বড় করে

BanglaBook.org

তদন্তের সব খুঁটিনাটি আমাকে বলা শুরু করে দিল। তদন্তের ভার তার ওপরে ন্যস্ত না করায় সে ভীষণ রাগান্বিত। ওই কুখ্যাত ডাকাতকে গ্রেফতার করায় ওরা যে কৌশলে এগুবে, তার প্রাসঙ্গিক সব তথ্য ফাঁস করার ব্যাপারেও আলেকজান্ডার গর্দভটার মুখের কোনো লাগাম নেই। আর, ভ্যান ডর্ন নিজে তার টপ-এজেন্ট আইজ্যাক বেলকে এই তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছেন। আইজ্যাক বেল লোকটা দারুণ হ্যান্ডসাম, শয়তানের মতো ধূর্ত আর আমার হয়তো যোগ করা উচিত, দারুণ টাকাওয়ালা-ও বটে।"

"তুমি ওকে দেখেছ?"

"ওর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, আর তার চাইতেও বড় কথা, আমরা একত্রে ড্যান্স করেছি।" সে ওর ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ছোটখাটো একটি ফটোগ্রাফ বের করল। "আমি তোমাকে এটা দেয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ছবি তেমন ভালো আসেনি, যে ফটোগ্রাফারকে নিয়োগ দিয়েছিলাম সে আগে থেকে সেট-আপ না করিয়ে ভালো ছবি তুলতে পারে না।"

ক্রমওয়েল গাড়ির বাতি জ্বালিয়ে ছবিটি মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। ছবিতে একজন লম্বা মানুষকে দেখাচ্ছে, যার চুল এবং গোঁফের রঙ সোনালি।

"আমার কি ওকে নিয়ে টেনশনে ভোগা উচিত?"

মেয়েটি সরাসরি কিছু বলল না। "নিশ্চিত বলতে পারছি না। আমাদের স্পাইরা যেরকম বলেছিল সে তার-চাইতেও বুদ্ধিমান এবং জটিল মনের মানুষ। আমি ওর অতীত রেকর্ড চেক করে দেখেছি। কোনো অপরাধীর পিছু নেয়ার পর সে তাকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয়েছে, এমন ঘটনা দুর্লভ। ওর রেকর্ড খুবই প্রশংসনীয়। ভ্যান ডর্ন তো ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।"

"তুমি যেমনটা বললে, সে যদি এতই ধনী হয়, সাধারণ একজন গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করে কেন সে সময় নষ্ট করছে?"

মার্গারেট শ্রাগ করল। "এ-ব্যাপারে আমার স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। হয়তো, তোমার মতো সে-ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করে।" মেয়েটি আঙুল দিয়ে পোশাকের কুঁচকে যাওয়া অংশ ঠিক করতে লাগল।

"সে টাকা পায় কোথা থেকে?"

"আমি মনে হয় তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। সে বোস্টনের একটা ব্যাংকার পরিবার থেকে উঠে এসেছে।"

ক্রমওয়েলের শরীর কাঠ-কাঠ হয়ে গেল। "আমি বেল পরিবারকে চিনি। ওরা বোস্টনের আমেরিকান স্টেটস ব্যাংকের মালিক। ওটা দেশের সবচেয়ে বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের একটি।"

BanglaBook.org

"ওর মন বুঝা খুবই শক্ত," মেয়েটি ধীরে ধীরে বলল, ব্রাউন প্যালেস হোটেলে বেল-এর সাথে কাটানো অল্প কয়েক মিনিটের কথা মনে পড়ে গিয়েছে। "সে আমাদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে দেখা দিতে পারে। সে আমাদেরকে এমনভাবে তাড়া করবে, যেভাবে শিয়াল তাড়া করে খরগোশকে।"

"ওই গোয়েন্দা ব্যাংকিং কার্যক্রমের ভেতর-বাহির সম্পর্কে ধারণা রাখে। খবর বেশি ভালো না।" ক্রমওয়েল বলল, তার কণ্ঠস্বর নিচু এবং বরফ-শীতল। "ওর ব্যাপারে আমাদেরকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।"

"আমি একমত।"

"তুমি নিশ্চিত, সে তোমার আসল পরিচয়ের ব্যাপারে কোনো ক্লু পায়নি?"

"আমি আমার পদচিহ্ন লুকানোর কাজে কোনো গাফিলতি করিনি। সে এবং আলেকজান্ডার জানে, আমার নাম রোজ মানটেকা, এসেছি লস এঞ্জেলেস থেকে, আমার বাবা সেখানে বিরাট একটা র‍্যাঞ্চের মালিক।"

"তুমি যেরকম বললে, বেল যদি অতোটা স্মার্ট হয়, সে অবশ্যই এই তথ্য চেক করে বের করে ফেলেছে যে রোজ মানটেকা নামে কারুর অস্তিত্ব নেই।"

"তাতে কী আসে যায়?" চেহারায় দুষ্টুমি ফুটিয়ে বলল ও। "সে কখনও জানতে পারবে না যে আমার নাম মার্গারেট ক্রমওয়েল, শ্রদ্ধেয় একজন ব্যাংক মালিকের বোন, যে থাকে সান ফ্রান্সিসকোর নব হিলের এক বিশাল প্রাসাদে।"

"আলেকজান্ডার এর কাছ থেকে আর কী তথ্য জানতে পেরেছ?"

"আর শুধু এটুকু জানতে পেরেছি যে বেল-এর তদন্ত ভালোভাবে এগোচ্ছে না। তোমার কাছ পর্যন্ত পৌঁছানোর মতো কোনো ক্লু-ই ওর কাছে নেই। আলেকজান্ডার এই কারণে রেগে আছে যে বেল তাকে অবিশ্বাস করছে। সে বলল, বেল তার কাজ-কারবার সম্পর্কে ঠোঁটে কুলুপ এঁটে রেখেছে। কার্টিস আর অরভিন নামক দুই এজেন্টকে সাথে নিয়ে গোপনে তদন্ত করছে সে। আমি শুধু জানতে পেরেছি যে, ওরা একটা সূত্রের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

"শুনে খুব ভালো লাগল," ক্রমওয়েলের চেহারায় মুচকি হাসি। "ওদের মাথায় কখনই আসবে না যে একজন ব্যাংকার এই ডাকাতির সাথে জড়িত।"

মেয়েটি ওর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল। "দেখো, তুমি কিন্তু এসব ডাকাতি-লুটপাট ছেড়ে দিতে পারো। আমাদের যথেষ্ট টাকা আছে। এখন তো এই টাকা লুট করার দরকার নেই। আর তুমি যতই সাবধান হও না কেন, যতই তোমার ক্ষুরধার বুদ্ধি থাকুক, তোমার ধরা পড়া আর ফাঁসীতে ঝোলা স্রেফ সময়ের ব্যাপার মাত্র।"

BanglaBook.org

"তুমি কি চাও এই উত্তেজনা আর চ্যালেঞ্জের জীবন ছেড়ে বাকি জীবনটা নীরস ব্যাংকিং কাজ করে করেই কাটিয়ে দিই?

"না, আমি তা চাই না," মেয়েটির চোখে শয়তানি হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল।

"এই উত্তেজনা আমারও ভালো লাগে।" এরপর ওর কণ্ঠস্বর আচমকা ক্ষীণ হয়ে উঠল। "তবে, আমি শুধু জানি যে এভাবে সারাজীবন চলবে না।"

"কখন থামতে হবে সেটা আমি সময় হলেই বুঝতে পারব।" সে তার বোনের কথাকে গুরুত্ব দিল না।

ক্রমওয়েল যেসব নারী, শিশু, পুরুষদেরকে হত্যা করেছে তাদের ব্যাপারে এই ভাই বা বোন দুজনের কারুরই বিন্দুমাত্র অনুশোচনা বা বিবেকের দংশন নেই। ছোটখাটো ব্যবসায়ী, খনি-শ্রমিক আর কৃষকদের সারা জীবনের সঞ্চয় যে ওরা ব্যাংক লুট করতে গিয়ে ফাঁকা করে দিয়ে এসেছে এ-ব্যাপারেও তাদের কোনো বিকার নেই। ওই ব্যাংকগুলো শেষে গিয়ে আমানতকারীদের টাকা ফেরত দিতে না পেরে ব্যবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে।

"আজ তুমি সাথে করে কাকে নিচ্ছ?" মেয়েটি প্রসঙ্গ পালটে বলল।

"ম্যারিওন মরগান।"

"ওই ফালতু মেয়েটা!" সে নাক সিঁটকাল। "আমি বুঝলাম না কেন তুমি ওকে বেতন দিয়ে পুষছ।"

"সে তার কাজে খুবই দক্ষ।" ক্রমওয়েল চালাকি করে উত্তর দিল, সে তর্কে জড়াতে চাচ্ছে না।

"কেন তুমি ওকে এখনও বিছানায় নিয়ে যাওনি?" মুচকি হেসে বলল ও।

"তুমি জানো আমি আমার কর্মচারীদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়াই না। এই নীতি মেনে চলার কারণে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে পারি। ওর কাজের বোনাস হিসেবে শুধু আজকে ওকে নিয়ে ঘুরতে বের হচ্ছি। এর বেশি কিছু না।" ওর বোনের পোশাক হাঁটুর ওপরে চলে এসেছিল, তাই সে সামনে এগিয়ে এসে ওটা জোর করে সম্মুখে ঠেলে দিল। "তো আজকের সন্ধ্যায় তোমার সাথের সৌভাগ্যবান পুরুষটি কে?"

"ইউজিন বাটলার।"

"ওই ফুলবাবুটা?" সে বিদ্রূপের সুরে বলল। "সে তো একটা অপদার্থ।"

"সে মারাত্মক ধনী।"

"ওর বাবা মারাত্মক ধনী," ক্রমওয়েল বোনকে শুধরে দিল। "যদি স্যাম বাটলার সৌভাগ্যের বশবর্তী না হয়ে স্বর্ণ-খনির গর্তে হামলে না পড়তেন, ওই ছেলে আজকে না খেয়ে মরতো।"

BanglaBook.org

"ওর বাবা মারা গেলে ইউজিনের ধন-সম্পদ তোমার চেয়ে বেশি থাকবে।"

"সে একটা অপব্যয়ী এবং নেশাখোর-মাতাল। সে ওর বাপের কামানো সব টাকা এত দ্রুত উড়িয়ে দেবে যে তোমাদের পথের ফকির হতে বেশি সময় লাগবে না।"

"আমি ওকে সামলাতে পারব। সে আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসে আর আমি যা বলব সে ঠিক তাই করবে।"

"খুঁজলে তুমি ওর চেয়েও অনেক ভালো ছেলে পেতে পারতে।" ক্রমওয়েল ঘোৎ ঘোৎ করল।

সে একটা স্পিকিং টিউব হাতে নিয়ে ড্রাইভারকে বলল। "অ্যাবনার, পরের রাস্তায় গেলে বামে মোড় নেবে, এরপর বাটলারদের বাসার সামনে গাড়ি থামাবে।"

অ্যাবনার এক হাত উঁচু করে বুঝিয়ে দিল যে সে ওই নির্দেশ বুঝতে পেরেছে। সে ভিক্টোরিয়ান স্টাইলে নির্মিত কাঠ দিয়ে বানানো একটি বিশালাকার অট্টালিকার সামনে রোলস রয়েসটিকে দাঁড় করাল। এরপর সে গাড়ি থেকে বেরিয়ে লোহার সুরক্ষা দেয়া ফ্রন্ট ডোরের কাছে রাখা কলিং-বাল বাজাল। একজন গৃহপরিচারিকা দরজা খুলতেই সে তার হাতে ক্রমওয়েলের কলিং কার্ড ধরিয়ে দিল। পরিচারিকাটি সেটা নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। অল্প কয়েক মিনিট পর, দরজাটি আবারও খুলে গেল এবং সেখান দিয়ে একজন লম্বা, সুদর্শন পুরুষ বেরিয়ে এসে গাড়ির দিকে হাঁটা ধরল। তার চেহারা সিনেমার নায়কদের মতো সুদর্শন। ক্রমওয়েলের মতোই, তার পরনেও উলের স্যুট। তবে এটির রঙ কালোর বদলে গাঢ় নীল। এবং ওর গলায় ডায়মন্ডের নকশা করা টাই। সে চত্বরের সামনে থেমে বাতাসে গন্ধ শুঁকল। বাতাসে উপসাগর থেকে ধেয়ে আসা হালকা কুয়াশার একটা আমেজ।

অ্যাবনার রোলসের পেছনের দরজা খুলে টান দিয়ে একটা জাম্প সিট নামিয়ে পিছিয়ে দাঁড়াল। বাটলার গাড়ির ভেতরে ঢুকে বসে পড়ল। এরপরে সে ঘুরল ক্রমওয়েলের বোনের দিকে। "ম্যাগি, তোমাকে তো আজকে হেব্বি সুন্দর লাগছে। ইচ্ছে করছে তেল মশলা মাখিয়ে তোমাকে খেয়ে ফেলি।" ওর কথা ওখানেই পড়ে রইল। বাটলার দেখতে পেল, ক্রমওয়েল চোখে শত্রুতা নিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে। সে ক্রমওয়েলের দিকে হাত না বাড়িয়েই তাকে অভিবাদন জানাল। "হ্যালো, জ্যাকব। তোমাকে দেখে ভালো লাগল।"

BanglaBook.org

"তোমাকে খুব সুস্থ-সবল দেখাচ্ছে," এমনভাবে বলল যেন সে বাটলারের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন।

"পার্কে গিয়ে আমি প্রতিদিন ৫ মাইল হাঁটি।"

ক্রমওয়েল ওকে পাত্তা দিল না। সে স্পিকিং টিউব হাতে তুলে অ্যাবনারকে নির্দেশনা দিল কোথায় গিয়ে ম্যারিওন মরগানকে তুলে নিতে হবে। এরপর সে বোনের দিকে ঘুরল। "বলো তো, বারবারি কোস্টের কোন স্যালুনে গিয়ে আমরা ওইসব নোংরা গন্ধ-ওয়ালা ইতর লোকদের সাথে মেলামেশা করব?"

"আমি শুনেছি স্পাইডার কেলির স্যালুনটা মোটামুটি ভালো।"

"দুনিয়ার সবচেয়ে বাজে নাইটক্লাব।" ক্রমওয়েল বলল। "তবে ওদের ওখানে ভালো একটা ব্যান্ড-দল আছে। আর ড্যান্স ফ্লোরটাও বেশ বড়।"

"তোমার কি মনে হয় এটা নিরাপদ?" মার্গারেট জানতে চাইল।

ক্রমওয়েল হাসল। "রেড কেলি গুণ্ডামার্কা লোকদের নিয়ে গঠিত ছোটখাটো একটা আর্মি পুষে যাতে আমাদের মতো ধনী কাস্টমারদের কেউ হামলা বা বিব্রত করতে না পারে।"

"স্পাইডার কেলিতেই তাহলে যাওয়া যাক," বাটলার বলল। "আমি এমনকি আমার মা-বাবাকে নিয়ে এক সন্ধ্যায় ওখানে গিয়েছিলাম। উনারা সত্যিই ওখানে জমায়েত হওয়া দুর্গন্ধময় লোকদের দেখে মজা পেয়েছিলেন। আমরা ব্যালকনিতে বসে নিচু জাতের লোকদের লাফালাফি-নাচানাচি দেখছিলাম।"

রাশিয়ান হিলের একটি এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর সামনে গাড়িটি থামল। শহরের এই অংশটা ফ্যাশনদুরস্ত হলেও বাসা ভাড়া নাগালের ভেতরে। রাশিয়ান হিলের এই এলাকায় বাস করে বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, স্থপতি, লেখক এবং সাংবাদিকেরা। তারা প্রায়ই উচ্চমার্গের আলোচনা এবং তর্কে লিপ্ত হয়, কিন্তু এরা বেশির ভাগই সমাজে মিলে মিশে থাকে, মাঝে মাঝে পার্টি-ও দেয়।

ম্যারিওন রাস্তায় দাঁড়িয়ে নেই। সে বিল্ডিং-এর সামনের সিঁড়িতে অপেক্ষা করছিল। রোলসটি ফুটপাথের কিনারায় পার্ক করতেই সে নেমে এসে গাড়ির সামনে থামল এবং অ্যাবনার ওর জন্য দরজা খুলে দিল। ম্যারিওনের পরনে খাটো জ্যাকেট, এর নিচে নীল রঙের ব্লাউজ এবং ব্লাউজের সাথে ম্যাচ করা স্কার্ট। এই সাদাসিধা পোশাকেও মেয়েটিকে দারুণ সুন্দরী লাগছে। ওর সোনালি চুল পেছনে ফেলে রাখা।

ক্রমওয়েল গাড়ির বাইরে পা রেখে মেয়েটিকে ব্যাকসিটে বসতে সাহায্য করল। শোফার টান দিয়ে আরেকটা জাম্প সিট নামাল। ক্রমওয়েল সেটিতে

BanglaBook.org

মার্জিত ভঙ্গিতে বসল। "মিস ম্যারিওন মরগান, তোমাকে মিস্টার ইউজিন বাটলারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। আর আমার বোন মার্গারেটকে তো তুমি আগে থেকেই চেনো।" সে বলল, বোনের নামের প্রথম অংশ ব্যবহার করছে।

"মিস ক্রমওয়েল, আপনার সাথে আবারও দেখা হওয়ায় আমি আনন্দিত।" ম্যারিওন কণ্ঠস্বরে সৌজন্যতা ফুটিয়ে তুললেও তাতে আন্তরিকতার কিছুটা ঘাটতি আছে। "একইভাবে তোমাকেও অভিবাদন, ইউজিন।" ম্যারিওন মিষ্টি করে হেসে তাকে বলল।

"তোমরা একে অপরকে চেনো?" মার্গারেট বিস্মিত।

"ইউজিন... মানে, মিস্টার বাটলার...আমাকে বহুদিন আগে একবার ডিনারে নিয়ে গিয়েছিলেন।"

"দুই বছর," বাটলার ভালো মানুষের মত মুখ করে বলল। "আমি ওকে মুগ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছিলাম। পরবর্তীতে যতবার ওকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম সব আমন্ত্রণ ও প্রত্যাখ্যান করেছিল।"

"এবং অগ্রিম আমন্ত্রণগুলোও।" ম্যারিওন হাসতে হাসতে যোগ করল।

"বারবারি কোস্টে উত্তেজনাময় একটা সন্ধ্যা কাটাতে প্রস্তুত তো?" ক্রমওয়েল জিজ্ঞেস করল।

"এটা আমার জন্য নতুন একটা অভিজ্ঞতা হবে," ম্যারিওন বলল। "ওখানে এর আগে কখনও আমার যাওয়ার সাহস হয়নি।"

"পুরনো সেই গানটা মনে পড়ে গেল।" মার্গারেট বলল।

"খনি-শ্রমিকেরা পা রাখল উনপঞ্চাশ সালে,
বেশ্যাদের আগমন একান্নতে
এরপর ওদের মিলন হল
আর ওদের কোল জুড়ে এল এক নেটিভ পুত্র।"

ম্যারিওনের গাল লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। এবং সে লাজুক চোখে মেঝের কার্পেটের দিকে চেয়ে রইল। অন্যদিকে পুরুষ দুজন এই কথা শুনে হো হো করে হাসতে লাগল।

কয়েক মিনিট পরে, অ্যাবনার প্যাসিফিক স্ট্রীটের দিকে মোড় নিয়ে বারবারি কোস্টের ব্যস্ততম এলাকার মাঝ দিয়ে ছুটে চলল। এই এলাকার নামকরণ করা হয়েছে মরক্কো এবং তিউনিসিয়ার বারবারি জলদস্যুদের গুপ্ত-আড্ডার নামে। এটি হচ্ছে জুয়াড়ি, পতিতা, সিঁধেল চোর, ধান্দাবাজ, মাতাল-লম্পট, গৃহহীন আর গলার কাছে ছুরি ঠেসে ধরা খুনে ছিনতাইকারীদের মিলনস্থল। কী নেই এখানে? লাম্পট্য, ব্যভিচার, দুর্নীতি, দারিদ্র্য এবং সম্পদ, দুঃখ-কষ্ট এবং মৃত্যু।

BanglaBook.org

এই কুখ্যাত কোস্টে আছে ৩০০-টিরও বেশি স্যালুন, শুধু প্যাসিফিক স্ট্রীটেই আছে ৫০টি। এই জায়গাটির টিকে থাকার কারণ হচ্ছে স্যালুন, জুয়ার আড্ডা-স্থল এবং পতিতালয়ের মালিকেরা দুর্নীতিপরায়ণ মালিকদের নিয়মিত চাঁদা দেয়। শহরের সম্মানিত নাগরিকেরা জনসম্মুখে যদিও এই পাপী লোকদের আখড়া নিয়ে অভিযোগ তুলেন, তবে এমনিতে তারা এসব অনাচার থেকে চোখ সরিয়ে রাখেন, কারণ তারা মনে মনে এই ভেবে গর্ব অনুভব করেন যে তাদের প্রিয় শহর সান ফ্রান্সিসকো প্যারিসের সাথে সমান তালে পাল্লা দিচ্ছে। প্যারিস হচ্ছে সেই শহর, যেটির পশ্চিম গোলার্ধের সবচেয়ে দুশ্চরিত্র শহর হিসেবে ঈর্ষণীয় খ্যাতি আছে।

কিন্তু তারপরেও, বারবারি কোস্ট জায়গাটি বেশ চাকচিক্যময় এবং মনোমুগ্ধকর। যদিও এখানে ছলচাতুরী এবং কুরুচিপূর্ণ কথাবার্তা চলে। উঁচুতলার লোকেরা এখানে এসে নিচু-জাতের মানুষদের জীবনযাত্রা কৌতূহল ভরা চোখে দেখে।

নব হিল থেকে বেড়াতে আসা লোকদের কাছ থেকে প্রবেশমূল্য এবং মদের দাম বাবদ গলাকাটা মূল্য নেয়া হবে। সাধারণত শ্যাম্পেনের জন্য এখানে ৩০ ডলার খরচ করতে হয়, যদিও স্বাভাবিকভাবে এর মার্কেট রেট হচ্ছে ৬ থেকে ৮ ডলার।

অ্যাবনার রোলসটিকে রাস্তায় ঘোরাফেরা করতে থাকা হুল্লোড়-বাজদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

এরপর গাড়িটিকে একটা তিন-তলা বিল্ডিঙের সামনে এনে দাঁড় করাল, যার উপরতলা ব্যবহৃত হয় হোটেল হিসেবে। বাস্তবে, ওটা একটা বেশ্যালয়, যার নাম কাউ ইয়ার্ড (গরুর উঠান)। ওখানকার রুমগুলোতে মেয়ে আছে ৫০জন। মেইন ফ্লোর ব্যবহৃত হয় জুয়াখেলা এবং মদপানের জন্য, অন্যদিকে নীচতলার বেজমেন্টে আছে একটা স্টেজ। সেখানে অশ্লীল ড্যান্স-শো দেখানো হয়। এছাড়া একটি ড্যান্স-ফ্লোরও আছে।

ওরা গাড়ি থেকে নেমে বাইরে পা রাখল। পুরুষরা থাকল আগে আগে, যাতে মেয়েদেরকে কেউ বিরক্ত করার সুযোগ না পায়।

"স্পাইডার কেলির ওখানটায় পার্ক করাও। এটাই বারবারি কোস্টের শ্রেষ্ঠ ড্রিংকিং এন্ড ড্যান্সিং প্লেস। তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। আজ রাতে সবাই মনভরে আনন্দ-ফূর্তি কর। অশ্লীল শো দেখো। এখানে যেখানে-সেখানে সুন্দরী মেয়েদেরকে পাওয়া যায়। ওরা স্টেজে উঠে ওদের হাই-হিল মাথার ওপরে তুলে শূন্যে লাথি হাঁকাবে। ওদের শরীর দোলানোর ভঙ্গি দেখে বিস্ময়ে তোমাদের তাক লেগে যাবে।"

BanglaBook.org

"এই জায়গাটাকে আমি ইতোমধ্যে ভালোবেসে ফেলেছি," মার্গারেট ফূর্তিবাজের ভঙ্গিতে বলল।

ম্যারিওন ক্রমওয়েলের বাহু শক্ত করে ধরল। মাথা উঁচু করে তাকাতেই মেয়েটি দেখল একটা সাইনবোর্ড। এটার লেখায় ওর চোখ আটকে গেল। ওই লেখাকে অবশ্য চারপাশের মানুষেরা একেবারেই পাত্তা দিচ্ছে না। ওই সাইনবোর্ডে বড় বড় হরফে লেখা, "এই স্থাপনায় কোনো প্রকার অভদ্রতা সহ্য করা হবে না।"

ক্রমওয়েলের দল ইউ-আকৃতির একটা বড়সড় এনট্রান্স লবিতে পা রাখল। রোমান স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষের মাঝে নৃত্য করা নগ্ন-মহিলাদের দেয়ালচিত্র দিয়ে এনট্রান্স লবিকে সজ্জিত করা হয়েছে। বেঢপ-সাইজের সান্ধ্য-পোশাক পরিহিত একজন ম্যানেজার ওদেরকে অভিবাদন জানিয়ে পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে এল। "আপনারা কি শো দেখার জন্যে নীচতলায় যেতে চান?" সে জিজ্ঞেস করল। "পরেরটা আর দশ মিনিটের মধ্যে শুরু হবে।"

"এখন না। আপাতত আমরা এমন একটা নিরাপদ টেবিল চাই, যেখানে অবাঞ্ছিত লোকেরা আমাদেরকে বিরক্ত করার সুযোগ পাবে না," ক্রমওয়েল তাকে কর্তৃত্বের সুরে বলল। "আগে তোমাদের এখানকার সেরা শ্যাম্পেনের স্বাদ উপভোগ করব। এরপর আমরা নীচতলায় যাব নাচ এবং শো দেখার জন্য।"

ম্যানেজার বাউ করল। "আপনি যা বলবেন, স্যার। ঠিক এই পথ দিয়ে আসুন।"

ওই ম্যানেজার ক্রমওয়েলের পার্টিকে পথ দেখিয়ে স্যালুনের ভিড় এড়িয়ে স্লামারস ব্যালকনির ওখানকার একটা টেবিলে নিয়ে গেল। ওই টেবিলে বসলে স্যালুনের মেইন-ফ্লোরটিকে ওপর থেকে দেখা যায়। শীঘ্রই পাতলা ব্লাউজ এবং হাঁটুর ওপরে উঠে আসা স্কার্ট পরা একজন ওয়েট্রেসের আগমন ঘটল। তার হাতে ভেউভে ক্লিকুয়োট পনসার্ডিন শ্যাম্পেন, ভিনটেজ ১৮৯২। মেয়েটি ওই শ্যাম্পেনের বোতল বরফ-ভর্তি বালতিতে রাখল। এরপরে সে তার শরীরটিকে পুরুষদের শরীরের সাথে ঘষা দিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে অশ্লীল ভঙ্গিতে হাসল। মার্গারেট-ও সেই হাসি ফিরিয়ে দিয়ে ওই ওয়েট্রেসকে আভাসে বুঝিয়ে দিল, এখানে ওয়েট্রেস হিসেবে কাজ করা মেয়েরা যে কাস্টমারকে খাবার সার্ভ করা ছাড়াও স্যালুনের ওপরতলায় থাকা বেশ্যালয়ে বেশ্যা হিসেবে কাজ করে সেটা সেটা সম্পর্কে সে অবগত। ওই ওয়েট্রেস মার্গারেটের দিকে অশ্লীল দৃষ্টিতে তাকাল।

"প্রিয়ে, তুমি কি জানো? দেহব্যবসায় তোমার মতো লাল-চুলো মেয়ের ডিমান্ড অনেক। তুমি যেই দাম চাইবে, পুরুষেরা তোমার জন্য সেই দামই খরচ করতে রাজি হয়ে যাবে।"

BanglaBook.org

ম্যারিওন হতভম্ব। ক্রমওয়েল হাসি আটকানোর প্রাণপণ চেষ্টা করছে, অন্যদিকে বাটলার ভয়ানক রেগে গেল। "ইনি একজন সম্মানিত লেডি! তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে!"

ওয়েট্রেস মেয়েটি বাটলারকে একবারেই পাত্তা দিল না। "আর যদি সে ইহুদি হয়, সে ইচ্ছে করলে এই ব্যবসার সবচেয়ে ওপরের স্কেলের দাম হাঁকতে পারবে।" এরপর ওই ওয়েট্রেস নিতম্বে দোলা দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল।

"ইহুদির সাথে এসবের সম্পর্ক কী?" ম্যারিওন সরল মনে জানতে চাইল।

"এই এলাকায় একটা মিথ প্রচলিত আছে," ক্রমওয়েল ব্যাখ্যা করল, "ইহুদি লাল-চুলোরা সব মেয়েদের মধ্যে সবচে বেশি কামুক প্রকৃতির হয়।"

মার্গারেট তখন স্যালুনের মেইন-ফ্লোরের চারপাশটা উৎফুল্ল চোখে উৎসাহ নিয়ে দেখছে। এসব দেখে মেয়েটির নেশার ঘোর লাগার মতো উল্লসিত অনুভূতি হচ্ছে। পোড় খাওয়া ক্রিমিনালরা ফ্লোরের চারপাশে জড়ো হয়েছে। ফ্লোরে তখন মারাত্মকভাবে মাতাল লোকদের ছড়াছড়ি, অত্যধিক মদপানের কারণে মেঝের ওপরে কোনোমতে দাঁড়িয়ে থাকতেই ওদের কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অন্যদের চোখ এড়িয়ে, যার মাঝে অন্তর্ভুক্ত আছে ওর ভাই-ও, মার্গারেট বেশ কয়েকবার এই বারবারি কোস্টে এসেছে। এবং সে খুব ভালো করেই জানে যে, ওর ভাই জ্যাকব-ও প্রায় নিয়মিতই এখানকার সবচেয়ে ব্যয়বহুল এবং এক্সক্লুসিভ পার্লার হাউজে আসা-যাওয়া করে, যেখানে ছায়ার মাঝে ঘোরাফেরা করা মেয়েরা পুরুষদের জৈবিক ক্ষুধা নিবারণ করে।

অন্যদিকে, ম্যারিওনের কাছে এই জায়গাটিকে একই সাথে জঘন্য এবং আকর্ষণীয় বলে মনে হচ্ছে। সে শুনেছে যে এই বারবারি কোস্ট জায়গাটি মূলত মন্দ লোকদের আস্তানা, কিন্তু মানুষ যে কতটা নিচে নামতে পারে সেটা এখানে না এলে ওর পক্ষে বুঝা সম্ভব হত না। এমনিতে ম্যারিওনের মদপানের অভ্যাস নেই। তাই, শ্যাম্পেন পান করার কিছুক্ষণ পরেই ওর মনটা নরম হয়ে গেল। আবছা-ভৌতিক আলোয় মানুষের নৈতিক বিকৃতিগুলো ওর চোখে পড়তে শুরু করল। ওইসব ঢিলেঢালা পোশাক পরা মেয়েদের একজন হিসেবে নিজেকে কল্পনা করার চেষ্টা করল সে। এই মেয়েরা মাত্র ৫০ সেন্টের বিনিময়ে পুরুষদেরকে উপরতলায় নিয়ে যাচ্ছে। এক পর্যায়ে নিজের ভাবনায় নিজেই আতংকিত হয়ে, দ্রুত ওই চিন্তাগুলোকে মন থেকে সরিয়ে দিল সে। একটু পরেই ক্রমওয়েল খালি বোতলটিকে উঁচু করে ধরে ঘোষণা দিল এবার ওদের সময় হয়েছে নীচতলায় যাওয়ার।

BanglaBook.org

ক্রমওয়েলের ইশারা পাওয়ার সাথে সাথে ম্যানেজার হাজির হয়ে গেল। তিনি ড্যান্স ফ্লোরের ওপরে ওদের জন্য এমন একটা টেবিল খুঁজে দিলেন যেটা স্টেজের খুব কাছাকাছি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, শ্রমিকদের ময়লা পোশাক পরা দুটো যুগল সেই টেবিলে আগে থেকেই বসেছিল। ওদেরকে যখন বলা হল টেবিল ছেড়ে দিতে, ওরা প্রতিবাদ করে উঠল। কিন্তু ম্যানেজার যখন ওদেরকে মারধর করার হুমকি দিল, ওদেরকে তখন বাধ্য হয়েই সেই টেবিল ছেড়ে দিতে হল।

"আহ, দেখো, আমাদের কী ভাগ্য," মার্গারেট বলল। "শো মাত্র শুরু হচ্ছে।"

ক্রমওয়েল আরেক বোতল শ্যাম্পেনের অর্ডার করল। তার চোখ তখন স্টেজে উঠে আসা ভারী অলংকারে আবৃত মেয়েটির দিকে। মেয়েটি স্টেজে উঠেই "সাত ঘোমটার নাচ" নামক ড্যান্স দিতে শুরু করল। ড্যান্সের নাম "সাত ঘোমটার নাচ" হলে কী হবে, মেয়েটির ঘোমটা খসে পড়তে সময় লাগল না। মেয়েটির শরীরের সামান্য পরিমাণ অংশই অনাবৃত রইল, এতে করে নারীদেহ নিয়ে ফ্যান্টাসিতে ভোগা পুরুষদের কল্পনা করার জন্য খুব বেশি পরিমাণ জায়গা অবশিষ্ট থাকল না। ড্যান্সার মেয়েটি শরীরে মোচড় দিয়ে ওর পেটের মাংসপেশিতে ঢেউ তুলল। মেয়েটির এই উত্তেজক পারফরমেন্স শেষ হতেই, স্টেজ ঘিরে থাকা পুরুষেরা মেয়েটির দিকে হুল্লোড় করতে করতে কয়েন ছুড়ে মারতে লাগল।

"হাহ, এই পয়সা ছুড়ে মারার ব্যাপারটাই হচ্ছে এই নাচের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক," মার্গারেট ব্যঙ্গাত্মক-ভাবে বলল।

এরপর ছোট একটা ব্যান্ড-দল গান বাজাতে শুরু করল। গান শুরু হতেই প্রেমিক-প্রেমিকারা ড্যান্স ফ্লোরে উঠে প্রাণবন্ত ভঙ্গিতে নাচতে লাগল। বাটলার এবং মার্গারেট-ও ওদের দেখাদেখি নাচ শুরু করল। বসের কাছাকাছি থাকতে হওয়ায় ম্যারিওন কিছুটা বিব্রত বোধ করছিল। এতগুলো বছর ক্রমওয়েলের হয়ে কাজ করার পরেও, এই প্রথমবারের মতো ওকে বাইরে ঘুরতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ দিয়েছে সে। ক্রমওয়েল দারুণ ড্যান্সার, আর সে-ও ওর সাথে সুন্দরভাবে সামঞ্জস্য রেখে নাচতে পারে। একটু পরে বিব্রত ভাব কাটিয়ে, ক্রমওয়েল এবং ম্যারিওন ড্যান্সে অংশ নিল।

ব্যান্ড-দলটি একটু পরে পরে সঙ্গীতের লয় পরিবর্তন করছে যাতে ড্যান্সারেরা টার্কি ট্রট এবং বানি হাগ নামক দুটো আলাদা নাচের ছন্দে নাচতে পারে। বেজমেন্টের আবদ্ধ, বায়ুশূন্য জায়গায় ড্যান্স করতে হওয়ায় শীঘ্রই ড্যান্সাররা ঘামতে শুরু করল। শ্যাম্পেন পান করার কারণে ম্যারিওনের মাথা ঘুরছিল। সে আর সহ্য করতে পারছিল না। শেষে গিয়ে আর থাকতে না পেরে

BanglaBook.org

সে ক্রমওয়েলকে জিজ্ঞেস করেই ফেলল তাকে কয়েক মিনিটের জন্য চেয়ারে বসে বিশ্রাম করতে দেয়ার সুযোগ দেয়া যায় কি-না।

"তোমাকে তাহলে কিছুক্ষণের জন্য এখানে একলা রেখে যাই। আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না।" ক্রমওয়েল সৌজন্যতার সাথে ম্যারিওনকে জিজ্ঞেস করল। "আমি চাচ্ছিলাম ওপরতলায় গিয়ে কয়েক হাত কার্ড খেলে আসতে।"

ম্যারিওন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সে তখন ক্লান্তির একদম শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। ওর নতুন জুতোজোড়াও ওর পায়ে অস্বস্তি সৃষ্টি করছিল। "না, না, মিস্টার ক্রমওয়েল, কী বলছেন এসব। কিছু মনে করব না। এই ফাঁকে আমি-ও একটু বিশ্রাম নিয়ে নিই।"

ক্রমওয়েল ম্যারিওনের কাছ থেকে সরে গিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। এরপর ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে জুয়া খেলায় ব্যস্ত লোকজনের ভিড়ের মধ্য দিয়ে এসে এমন একটি টেবিলের সামনে দাঁড়াল, যেখানে ডিলার ব্যতীত আর কোনো প্লেয়ার নেই। দশাসই শরীরের দুজন মানুষ ডিলারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। এদেরকে দাঁড় করানোর কারণ, অন্য কাস্টমারেরা যেন এদেরকে দেখে এই টেবিলের বসার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত বোধ করে।

ডিলারকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন ষাঁড়ের পেট থেকে জন্ম হয়েছে। খোদাই করা পাথরের মতো তার মাথাটাকে গলার ওপরে চেপে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। ওর গলাটা গাছের গুঁড়ির মতো মোটা। চুলের রঙ কালো, তেল-মাখানো, মাথার মাঝখানে সিঁথি করা। অসংখ্যবার আঘাত খাওয়ার কারণে লোকটার নাক থুতনির সাথে মিশে গিয়েছে। ওর শরীরটা যদিও বিয়ারের পিপার মতো গোলগাল, তারপরেও সেটি শক্ত-পোক্ত এবং চর্বি-বিহীন। স্পাইডার রেড কেলি একসময় বক্সিং খেলতো। জেমস জে করবেটের সাথে একবার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল সে। সাবেক হেভি-ওয়েট চ্যাম্পিয়নকে দুইবার নক ডাউন-ও করে। কিন্তু একুশ-তম রাউন্ডে গিয়ে নিজেই নক আউট হয়ে যায়। ক্রমওয়েলকে কাছে এগিয়ে আসতে দেখে সে মুখ তুলে চাইল।

"শুভ সন্ধ্যা, মিস্টার ক্রমওয়েল, এতক্ষণ যাবত আপনার প্রতীক্ষাতেই ছিলাম।"

ক্রমওয়েল তার ঘড়ির দিকে এক পলক তাকাল। "আট মিনিট দেরি হয়ে গেছে। এই দেরির জন্য আমি দুঃখিত, মিস্টার কেলি। একটা কাজে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম।"

রেড কেলি হাসতেই, তার মুখ-ভর্তি স্বর্ণ দিয়ে বাঁধাই করা দাঁত বেরিয়ে পড়ল। "আরে, ব্যাপার না! সঙ্গিনী হিসেবে অমন একটা সুন্দরী মেয়ে পেলে

BanglaBook.org

আমি নিজেও আটকা পড়ে যেতাম।" এরপর সে টেবিলের দিকে নড করল। "নিজের ভাগ্যটা একবার পরীক্ষা করে দেখার ইচ্ছে আছি না-কি?"

ক্রমওয়েল তার মানিব্যাগ বের করে ৫০ ডলারের ১০ টা ন্যাশনাল ব্যাংক নোট গুনে দেখল। ফেডেরাল সরকারের সাথে চুক্তির অধীনে এই নোটগুলো তার নিজের ব্যাংক হতে ছাপানো হয়েছে। কেলি বিলগুলোকে টেবিলের ওপরে একপাশে ছোট ছোট গাদা করে রাখল, এরপর এক গাদা কপার টোকেন টেবিলের আড়াআড়ি ঠেলে দিল। ক্রমওয়েল জ্যাকের ওপরে একটা টোকেন রাখল এবং ফাইভ ও সিক্সের মাঝখানে রাখল আরেকটা। এই ধরনের বাজি খেলাকে বলে স্পিস্নটিং। কেলি ডিলার-বক্স থেকে টপ কার্ড সরিয়ে নিল, পরবর্তী কার্ড প্রদর্শন করছে। পরাজিত কার্ড কল করল সে। ওই কার্ডটা ছিল একটা টেন। ক্রমওয়েল যদি এই কার্ডের ওপরে বাজি ধরত, সে হেরে যেত। কারণ, প্রদর্শিত কার্ডের ওপরে যেই পরিমাণ বাজিই ধরা হোক, তাতে হাউজের জয় হয়। কেলি এরপর টান দিয়ে বক্স থেকে একটি কার্ড বের করল, জয়ী হওয়া কার্ডটি দেখাচ্ছে। এটা একটা ফাইভ। ক্রমওয়েল অর্ধেক না, পুরো বাজিই জিতেছে।

"বিগিনারস লাক," সে বলল, কেলি বিজয়ী টোকেনটি অন্যদিকে টেবিলের আড়াআড়ি ঠেলে দিল।

"পানীয় হিসেবে কী দেব, মিস্টার ক্রমওয়েল?"

"কিছু দেয়া লাগবে না, ধন্যবাদ।"

"আপনি আমার সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন," কেলি বলল। "এতগুলো বছর আপনার কাছ থেকে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ঋণ নিয়েছি। আমার জায়গা থেকে পুলিশকে দূরে সরিয়েও রাখার ব্যাপারেও সাহায্য করেছেন। এখন এই উপকারের প্রতিদান আমি কিভাবে দিতে পারি?"

"আমি একজনকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চাই।" ক্রমওয়েল এমনভাবে তার চাহিদা জানাল যেন সে বিয়ারের অর্ডার দিচ্ছে।

"খুনটা কি এই শহরের মধ্যেই করা লাগবে?" আরেক হাত বাঁটতে বাঁটতে কেলি জিজ্ঞেস করল।

"না, ডেনভারে।"

"ধরে নিচ্ছি, সে একজন পুরুষ," ডিলার বক্স থেকে মুখ না তুলেই কেলি বলল। "আপনার টোকেন স্থাপন করুন।"

ক্রমওয়েল এই কথায় নড করে টোকেনটি কুইন এবং জ্যাকের মাঝখানে রাখল। "সত্যি বলতে, সে ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভ এজেন্সির একজন এজেন্ট।"

বক্স থেকে টান দিয়ে একটা কার্ড বের করার আগে কেলির নড়াচড়া

BanglaBook.org

কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেল। "একজন ভ্যান ডর্ন এজেন্ট? একে খুন করলে কিন্তু সিরিয়াস পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে।"

"ঠিকমতো করতে পারলে তেমন কিছুই হবে না।"

"এই এজেন্টের নামটা কী?"

"আইজ্যাক বেল।" ক্রমওয়েল ওর বোনের দেয়া ছবিটা কেলির হাতে তুলে দিল। "আর এই হচ্ছে তার ফটো।"

কেলি সেই ফটোর দিকে স্থির চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। "তা আপনি তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চাচ্ছেন কেন?"

"এই ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত কিছু কারণ আছে।"

কেলি হেরে যাওয়া কার্ডটি বের করে এরপর আবারও জয়ী হওয়া কার্ডটি দেখাল। ক্রমওয়েল আবারও জিতেছে।

কেলি টেবিলের ওপাশ থেকে আড়াআড়িভাবে ক্রমওয়েলের দিকে তাকাল। "আমি যতদূর শুনেছি, ভ্যান ডর্ন এজেন্টকে খুন করে কেউ পার পায়নি। খুনিদের প্রত্যেককে খুঁজে খুঁজে ধরে এনে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে।"

"ওরা হচ্ছে গিয়ে গর্দভ টাইপের ক্রিমিনাল, বোকামি করে এজেন্সির ডিটেকটিভদের হাতে ধরা খেয়েছে। যদি দক্ষতার সাথে কাজটা করতে পারো, ভ্যান ডর্ন কোনোভাবেই বুঝতে পারবে না যে, বেলকে কে খুন করল বা কেন করল। এই খুনটাকে একটা এক্সিডেন্টের মতো করে সাজাও। আর পেছনে এমন কোনো সূত্র রাখবে না, যার গন্ধ শুকে শুকে ভ্যান ডর্ন এজেন্টরা তোমার হদিশ পেয়ে যেতে পারে।"

কেলি ধীরে ধীরে ওর চেয়ারে হেলান দিল। "আপনাকে সরাসরিই বলছি, ক্রমওয়েল। এই কাজটা আমার পছন্দ হচ্ছে না।" ওর বাক্যে "মিস্টার ক্রমওয়েল" কথাটি নেই।

ক্রমওয়েল ওর দিকে তাকিয়ে ক্রুর ভঙ্গিতে হাসল। "এই কাজের জন্য তোমাকে যদি বিশ হাজার ডলার দেই, তখন কি কাজটা তোমার পছন্দ হবে?"

কেলি হেলান দেয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে ক্রমওয়েলের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। "ঠিক শুনছি তো, বিশ হাজার ডলার?"

"আমি চাই এই কাজটা প্রফেশনাল কেউ করুক, রাস্তা থেকে উঠে আসা ফালতু কেউ না।"

"কাজটা কোথায় সম্পন্ন করতে হবে?"

BanglaBook.org

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে কেলি এই কাজটা করবেই। ঋণের ভারে এই স্যালুন মালিক হাঁটু পর্যন্ত গভীর নোংরা পানিতে ডুবে আছে। ক্রমওয়েলের প্রস্তাবে সে রাজি হবেই। এটা নিশ্চিতভাবেই বলে দেয়া যায়।

"ডেনভারে। বেল কাজ করে ডেনভারের ভ্যান ডর্ন অফিসে।"

"সান ফ্রান্সিসকো থেকে যতদূরে হয়, ততই ভাল," কেলি শান্তভাবে বলল। "আপনার সাথে তাহলে চুক্তি হয়ে গেল, মিস্টার ক্রমওয়েল।"

"মিস্টার" কথাটা আবারও ফিরে এসেছে, এবং চুক্তিও পাকা। ক্রমওয়েল তার চেয়ার থেকে উঠে টেবিলের ওপরে রাখা টোকেনের দিকে নড করল। "ওই টোকেন ডিলারের জন্য," সে বলল, দাঁত বের করে হাসছে। "আগামীকাল দুপুরেই দশ হাজার ডলার নগদ তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। বেল খতম হওয়ার পরে দেব বাকি টাকা।"

কেলি তার চেয়ার ছেড়ে উঠল না। "ওকে।"

ক্রমওয়েল এরপরে টেবিল থেকে সরে গিয়ে সামনে ভিড় করে থাকা লোকদেরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে নিচে নামতে লাগল। সে দেখল, ড্যান্সারেরা ড্যান্স থামিয়ে ওর বোনের স্টেজ পারফরমেন্স দেখছে। ওর বোন তখন মঞ্চের ওপরে শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে উত্তেজক ভঙ্গিতে "হুচি-কুচি" ড্যান্স করছে। মঞ্চের আশেপাশে উপস্থিত পুরুষেরা দারুণ উপভোগ করছে ওর বোনের এই অশ্লীল নাচ। মেয়েটি ইতোমধ্যে তার করসেটের বাঁধন ঢিল করে দিয়েছে। ওর নিতম্ব সঙ্গীতের তালে অল্প অল্প করে দুলছে। টেবিলের কাছের চেয়ারে বসে, মাতালের মতো আচ্ছন্ন ভঙ্গিতে আঁকাবাঁকা হয়ে পড়ে আছে বাটলার। অন্যদিকে, মঞ্চের ওপরে মার্গারেটের চক্রাকারে পরিভ্রমণের দিকে ভয়ার্ত চোখে চেয়ে আছে ম্যারিওন।

ক্রমওয়েল ম্যানেজারদের একজনের উদ্দেশ্য হাত ইশারা করল। এই ম্যানেজার আবার বাউন্সার হিসেবেও কাজ করে।

"স্যার?"

"এই ভদ্রলোকটিকে দয়া করে আমার গাড়ি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাও।"

বাউন্সার ক্রমওয়েলের এই কথায় নড করল। এরপর বারবার চর্চা করা কৌশল প্রয়োগ করে মদ খেয়ে পুরোপুরি মাতাল হয়ে যাওয়া বাটলারকে উঠিয়ে খাড়া করাল সে, এবং তাকে নিজের এক কাঁধের ওপরে ছুড়ে দিল। এরপর ওই বাউন্সার সিঁড়ির দিকে যাওয়ার জন্য হাঁটা ধরল। বাটলারের বিশাল বপুটি সে এমনভাবে বহন করছে যেন ওটা মানুষ না, একটা তুলার বস্তা।

ক্রমওয়েল ম্যারিওনের দিকে ঝুঁকে এসে বলল। "তুমি কি গাড়ি পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারবে?"

BanglaBook.org

মেয়েটি এমন দৃষ্টিতে ক্রমওয়েলের দিকে তাকাল যেন এ-কথায় তার রাগ হয়েছে। "অবশ্যই আমি হেঁটে যেতে পারব।"

"তাহলে এই জায়গাটা এবার ত্যাগ করতে হবে। চল যাই।" সে ম্যারিওনের হাত ধরে ওকে চেয়ার থেকে উঠতে সাহায্য করল। তবে ম্যারিওন সাহায্য নিতে চাইল না। সে টলোমলো পায়ে সিঁড়ি ধরে উঠতে লাগল। ক্রমওয়েল এরপর তার মনোযোগ ফেরাল নিজের বোনের দিকে। মেয়েটার কেলেঙ্কারি করা এই ড্যান্স পারফরমেন্স সে মোটেও উপভোগ করেনি। সে এত শক্ত করে বোনের হাত ধরল যে আরেকটু হলেই মার্গারেটের হাতে কালশিটে দাগ পড়ে যেত। সে ওকে টানতে টানতে স্টেজ থেকে নামিয়ে স্যালুনের বাইরের অপেক্ষমাণ গাড়ির কাছে নিয়ে এল। বাটলারকে বসানো হল অ্যাবনারের সাথের ফ্রন্ট সিটে।

ক্রমওয়েল রুক্ষ ভঙ্গিতে ঠেলা দিয়ে মার্গারেটকে ব্যাকসিটে ঢুকিয়ে দিল। এরপর সে নিজে গাড়িতে ঢুকল এবং ওর বোনকে চাপ দিয়ে গাড়ির প্রান্ত সীমায় পৌঁছে দিল। এরপর একে একে সে আর ম্যারিওন গাড়িতে ঢুকল। ক্রমওয়েল নিজে বসল দুই মহিলার মাঝখানে। অন্যদিকে হুইলের পেছনে বসা অ্যাবনার গাড়িটি চালু করে বহুরঙা আলোয় আলোকিত রাস্তায় উঠে এল।

ধীরে ধীরে, ক্রমওয়েল তার হাত ম্যারিওনের কাঁধের ওপরে রাখল। এমন অদ্ভুত আচরণে বিস্মিত মেয়েটি তার বসের দিকে অস্পষ্ট এবং ঘোরলাগা একটা দৃষ্টিতে তাকাল। শ্যাম্পেন পান করায় ম্যারিওনের মাঝে কিছুটা ঝিমুনি-ভাব এসেছে, কিন্তু সে মাতাল হয়নি। ওর মন এখনও পরিষ্কার এবং তীক্ষ্ণ। ক্রমওয়েল ওর কাঁধে আলতো করে চাপ দিতেই ম্যারিওনের নিঃশ্বাস আটকে এল। মেয়েটি অনুভব করতে পারছিল, ক্রমওয়েলের দেহ গাড়ির সরু, আবদ্ধ জায়গায় তার দিকে আরও বেশি করে চেপে চেপে আসছে।

আগে একটা সময় ছিল যখন ম্যারিওনের কাছে তার বসকে দারুণ সুদর্শন মনে হত এবং সে তার প্রতি একটা গভীর আকর্ষণ বোধ করত। কিন্তু এতগুলো বছর তার অধীনে কাজ করার পরেও, লোকটা ওর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যাওয়ার কোনো চেষ্টা করেনি। তবে এখন একদম হঠাৎ করেই সে ওর প্রতি আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছে। আশ্চর্যজনকভাবে, ওর মধ্যে কোনো প্রকার যৌন-আবেগ বা উত্তেজনা দেখা গেল না। ওর মনে হচ্ছিল ওকে যেন গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে এবং এর কারণ সে কখনও বুঝতে পারেনি।

ক্রমওয়েলের পক্ষ থেকে আর কোনো নড়াচড়া না হওয়ায় ম্যারিওন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এক হাত দিয়ে সে ম্যারিওনের কোমর প্যাঁচিয়ে রাখল এবং

BanglaBook.org

অন্য হাত আলতোভাবে ওর কাঁধের ওপরে ফেলে রাখল যতক্ষণে না অ্যাবনার রোলসটিকে ওর এপার্টমেন্ট হাউজের সামনে এনে থামাল। ক্রমওয়েল ফুটপাথে নেমে ম্যারিওনকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করল।

"শুভ রাত্রি, ম্যারিওন," সে বলল, মেয়েটির হাত ধরে রেখেছে। "আশা করি এই সন্ধ্যাটা তোমার চমৎকার কেটেছে।"

ব্যাপারটা এমন, ম্যারিওন যেন এখন এই লোকটার মাঝে গভীর কিছু একটা দেখতে পাচ্ছে। যার দেখা সে আগে কখনও পায়নি। এবং একটু আগের ওই স্পর্শের পরে ওর মনে জঘন্য একটা অনুভূতি হচ্ছে। "এই সন্ধ্যার স্মৃতি বহুদিন আমার মনে থাকবে," মেয়েটি সত্যি কথাই বলল। "আশা করি, মিস্টার বাটলার এবং আপনার বোন আজকের সন্ধ্যার ধকল কাটিয়ে উঠতে পারবে।"

"হ্যাংওভার হয়ত আগামীকাল পর্যন্ত থাকবে। এছাড়া তেমন কিছু না," সে কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল। "তোমার সাথে তাহলে সোমবার সকালে দেখা হচ্ছে। তোমাকে দিয়ে এক গাদা চিঠি লিখিয়ে নিতে হবে। শুক্রবারে একটা বিজনেস ট্রিপে যাব। তার আগেই আমি এসব কাজ সেরে ফেলতে চাই।"

"আপনি এর মাঝে আবার কোথায় যাচ্ছেন?"

"ডেনভারে একটা ব্যাংকারস কনফারেন্স আছে। আমাকে সেখানে যোগ দিতেই হবে।"

"তাহলে, আগামীকাল সকাল পর্যন্ত," মেয়েটি দারুণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, কারণ ক্রমওয়েল ওর হাত ছেড়ে দিয়েছে।

ম্যারিওন দরজার দিকে চলে যাওয়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল, কিন্তু কী মনে হওয়ায় মুখ ঘুরিয়ে একবার রাস্তা ধরে চলে যাওয়া রোলস-রয়েসটির দিকে তাকাল। ওর মন ওর নিয়ন্ত্রণ না মেনে নানান চিন্তা করা শুরু করে দিয়েছে। আজকের পর থেকে ওর বস এবং ওর মধ্যকার সম্পর্ক আর একরকম থাকবে না। ক্রমওয়েলের ব্যাপারে যে ওর মাঝে যে একটা শীতলতা কাজ করে সেটা ম্যারিওন এর আগে কখনও টের পায়নি এবং কাঁধের ওই স্পর্শের কথা মনে এলেই ওর শরীরটা আপনা থেকেই কুঁচকে যাচ্ছে। হঠাৎ করেই ওর মনে হল, ড্যান্স হল থেকে নিয়ে আসা ওর পোশাকের ঘাম আর ধোঁয়ার গন্ধ ওকে অসুস্থ করে দেবে।

মেয়েটি দ্রুতবেগে ওপরতলায় ওর বাথরুমে গিয়ে বাথটাবের পানি ছেড়ে দিল, এরপর উন্মত্তের মতো পোশাক ছেড়ে গায়ে সাবান ডলতে লাগল যাতে সন্ধ্যার বাজে স্মৃতি ধুয়ে-মুছে যায়।

"রেড কেলির সাথে তোমার ওই ছোট্ট মিটিং-এর বিষয়-বস্তু কী ছিল?" ম্যারিওনকে তার এপার্টমেন্টে নামিয়ে দেয়ার পরে মার্গারেট জিজ্ঞেস করল।

BanglaBook.org

"আমি ওকে ছোট্ট একটা কাজ করে দেয়ার জন্য নিয়োগ দিয়েছি।"

মেয়েটি ওর ভাইয়ের চেহারার দিকে স্থির চেয়ে রইল, সেই চেহারায় স্ট্রিট-ল্যাম্পের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। "কী ধরনের কাজ?"

"আইজ্যাক বেল-এর দেখভাল করবে সে," সে সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল।

"তুমি একজন ভ্যান ডর্ন এজেন্টকে খুন করতে পারো না!" মার্গারেট খাবি খেল। "দেশের প্রতিটা পুলিশ অফিসার তখন তোমাকে ধাওয়া করবে।"

ক্রমওয়েল হাসল। "প্রিয় বোন, দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আমি কেলিকে নির্দেশ দিয়েছি সে যেন বেলকে হালকা পিটুনি দেয়। ওই পিটুনি খেয়ে সে মাস দুয়েক হাসপাতালে শুয়ে থাকবে। এটুকুই। এটাকে তুমি ওয়ার্নিং নামে ডাকতে পারো।"

ক্রমওয়েল নির্লজ্জের মতো নিজের বোনের কাছে মিথ্যা বলল। বেল খুন হওয়ার খবর প্রকাশ পেলে সে বিস্মিত হওয়ার ভান করবে এবং দাবি করবে যে ওই ভ্যান ডর্ন এজেন্টের মৃত্যু কেলির পক্ষ থেকে ঘটে যাওয়া ছোট্ট একটা ভুল। সন্দেহ নেই, এই কথায় ওর বোন রেগে যাবে। কিন্তু, চরম শত্রুকে নিকেশ করার জন্য এই ছোট্ট মূল্যটি দিতেই হবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ১৬

"এটার ওপরে আরেক স্তর রঙের প্রলেপ দাও," ওর বক্স-কার পেইন্টিং করা দুজনকে ক্রমওয়েল নির্দেশ দিল। এর রঙ মেটে-বাদামী যেটা রেলগাড়ি চালুর শুরুর দিন থেকে বেশির ভাগ মালবাহী-গাড়িতে পেইন্ট করা হচ্ছে। কিন্তু টাসকান-রেড হচ্ছে নতুন টাইপের রঙ, যেটা সাউদার্ন প্যাসিফিক ব্যবহার করছে। ক্রমওয়েল দ্বিতীয়বার রঙ করাতে চাচ্ছে, কারণ ওব্রায়ান ফার্নিচার কোম্পানি, ডেনভার-এর বক্স-কারে প্রথমবার রঙ করার পরেও সেটা ভালো করে লেপটে যায়নি।

মার্গারেটের পরনে উলের জামা এবং খাটো জ্যাকেট। এই পোশাক সাগর থেকে গোল্ডেন গেটের মাঝ দিয়ে বয়ে আসা শীতল বাতাসের মধ্যেও ওর দেহকে উষ্ণ রাখতে সাহায্য করছে। মেয়েটি একটা ছোট-ছাতা ধরে রেখেছে, যা ভোরবেলায় শহরের ওপরে পড়তে থাকা হালকা কুয়াশা থেকে ওকে প্রতিরক্ষা দিচ্ছে। ওরা খালি ওয়্যারহাউজের লোডিং ডকে দাঁড়িয়ে পেইন্টারদের কাজ দেখছে। ওর ভাই এই ওয়্যারহাউজটা ছদ্মনামে লীজ নিয়েছে।

"এদেরকে কি বিশ্বাস করা যায়?" মেয়েটি জানতে চাইল।

"পেইন্টারদের কথা বলছ?" সে স্থির দৃষ্টিতে বক্স-কারে রঙ করায় ব্যস্ত চারজন লোকের দিকে চেয়ে আছে। "ওদের কাছে, এটা স্রেফ আরেকটা জব। আরেকটা বক্স-কার, যেটার সৌন্দর্যবর্ধন করা দরকার। ওদেরকে যতক্ষণ ভালো পরিমাণ টাকা দিচ্ছি, ওরা কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে না।"

"অনেক দেরি করে তুমি এটার নাম পরিবর্তন করলে," মেয়েটি বলল। "কোনো শেরিফ বা ভ্যান ডর্ন এজেন্সির কোনো ডিটেকটিভ নিশ্চয়ই এতদিনে আবিষ্কার করে ফেলেছে যে, ও'ব্রায়ান ফার্নিচার কোম্পানির মালিকানায় থাকা একটা বক্স-কার ডাকাতির সময় পাঁচটা শহরে উপস্থিত ছিল।"

"এই ভাবনা আমার মাথাতেও এসেছে," সে বলল।

"এবার একে কী নাম দেবে?"

"কোনো নামই দেব না," ক্রমওয়েল উত্তর দিল। "এটাকে স্রেফ সাউদার্ন প্যাসিফিক রেল-রোড কোম্পানির আরেকটা বক্স-কারের মতো করে দেখাব।"

BanglaBook.org

"তুমি কিন্তু ইচ্ছে করলে নতুন একটা বক্স-কার কিনে সেটাকে ডেকোরেশন করতে পারো। এই মান্ধাতা আমলের জিনিস বয়ে বেড়ানোর কী দরকার?"

"কারণ এটা দেখতে মান্ধাতা আমলের জিনিসের মতোই লাগে," সে মুচকি হেসে বলল। "১৮৯০ সালে বানানো। রেল কোম্পানি এখনও এই মডেল ব্যবহার করে। আমি এটাকে জীর্ণ-শীর্ণ রূপে দেখতেই পছন্দ করি। এটাকে দেখলে মনে হয় এটি যেন হাজার হাজার মাইল পণ্য পরিবহন করেছে। আর যেহেতু এর বাইরের চেহারা খুবই সাধারণ, কেউ এর আসল উদ্দেশ্য আন্দাজ করতে পারবে না। এমনকি তোমার ওই সুদর্শন চেহারার মিস্টার বেল-ও না।"

"বেল-কে এত ছোট করে দেখো না। তোমার ভ্রাম্যমাণ হোটেল রুমের সন্ধান বের করে ফেলার মতো যথেষ্ট স্মার্ট সে।"

ক্রমওয়েল ওর বোনের দিকে বিরক্ত চোখে তাকাল। "অতো স্মার্ট সে না। আর এমনকি সে যদি মরা ইঁদুরের পচা গন্ধ পায়-ও, ততদিনে অনেক দেরি হয়ে যাবে। ও'ব্রায়ান ফার্নিচার কোম্পানির বক্স-কারের কোনো অস্তিত্ব তখন আর থাকবে না।"

এই পুরানো আমলের বক্স-কারটি নিয়ে ক্রমওয়েল দারুণ গর্বিত। বক্স-কারটি লম্বায় ৩৪ ফুট, ক্যাপাসিটি হচ্ছে ৪০ হাজার পাউন্ড। খালি অবস্থায়, এর ওজন ১২,০০০ পাউন্ড। দ্বিতীয়বার রঙ করার পরে সেই রং শুকিয়ে এলে, বক্স-কারটির কাঠের অংশে কিছু কথা লেখা হবে। এস.পি (সাউদার্ন প্যাসিফিক-এর সংক্ষেপ) এর নিচে লেখা থাকবে একটা সিরিয়াল নম্বর। এর ক্যাপাসিটি এবং খালি অবস্থায় এর ওজন-ও একপাশে লেখা থাকবে। কাজ শেষ হওয়ার পরে, এই বক্স-কারটিকে সাউদার্ন প্যাসিফিকের মালিকানায় থাকা আরও হাজারো বক্স-কার থেকে আলাদা করার কোনো উপায় থাকবে না।

এমনকি সিরিয়াল নম্বর ১৬১৭৩ পর্যন্ত সঠিক। ক্রমওয়েল এই নম্বরটিকে রেল-ইয়ার্ডে পড়ে থাকা আরেকটা বক্স-কার থেকে তুলে এনেছে। এরপর ওই বক্স-কারকে সার্ভিস থেকে সরিয়ে দিয়ে সেই নম্বরকে ওর ভ্রাম্যমাণ হোটেল-রুমে স্থাপন করেছে। কাজে কোনো প্রকার ঝুঁকি নেয়া হয়নি। প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ে সে সতর্কতার সাথে চিন্তা করেছে। এরপর, বারবার নড়া দিয়েছে। সকল প্রকার সম্ভাব্য ঘটনাকে বিবেচনায় এনে সেইভাবে প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। কোনো কিছুই ক্রমওয়েলের নজর এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়নি, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়গুলোকেও আমলে নেয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে তার চেয়ে সফল আর কোনো কোনো ডাকাত আসেনি। সফলভাবে সম্পন্ন ডাকাতির সংখ্যা বা যেই পরিমাণ টাকা সে লুট করেছে, তার সাথে তুলনা করলে, জেসে জেমস

BanglaBook.org

এবং বুচ ক্যাসিডি ওর কাছে কিছুই না। এমনকি ওদের দুজনকে এক করলেও তারা ওকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। এছাড়া যেই সংখ্যক মানুষকে সে হত্যা করেছে, সেটাও অন্য ডাকাতদের তুলনায় বেশি।

বেল-এর নাম উল্লেখ করায়, মার্গারেটের মন সেই দিনটিতে ফিরে গেল যেদিন সে বেলকে নিয়ে ব্রাউন প্যালেস হোটেলে ড্যান্স করেছিল। সেদিন বেল-এর কাছে গিয়ে ওকে স্পর্শ করায় মেয়েটি নিজেকে অভিশাপ দিল। এই সামান্য একটা চিন্তা ওর মেরুদণ্ডে শিহরণ বইয়ে দিল। সে জীবনে বহু সংখ্যক পুরুষের সংস্পর্শে এসেছে। কিন্তু বেল-এর মতো কেউ ওর মনকে এতটা নাড়া দিয়ে যেতে পারেনি। ব্যাপারটা ও বুঝতেও পারছে না, আবার নিজেকে নিয়ন্ত্রণ-ও করতে পারছে না। মার্গারেট ভাবতে শুরু করল বেল-এর সাথে আর কখনও দেখা হবে কি-না, যদিও সে ভালো করেই জানে দেখা না হওয়াটাই উত্তম। যদি ওদের আবার কখনও দেখা হয়, বেল নিশ্চিতভাবে ওর সত্যিকার পরিচয় জেনে যাবে এবং ওর ভাই জ্যাকবকে কারাগারে ঢোকানোর একটা পথ বের করে নেবে।

"চলো এখান থেকে চলে যাই," মেয়েটি বলল, মনের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ-হীনভাবে চলতে দেয়ায় নিজের ওপরেই বিরক্ত।

ক্রমওয়েল ওর বোনের চোখের আনমনা ভাব লক্ষ করলেও, একে তেমন পাত্তা দিল না। "তোমার যেমনটা ইচ্ছে। কাজ শেষ হওয়ার পরের ফলাফল দেখতে আমি আগামীকালই আবার এখানে ফেরত আসব।"

ওরা দরজার মাঝ দিয়ে হেঁটে গুদাম-ঘরের ভেতরে ঢুকল। ক্রমওয়েল একটু থেমে দরজাটায় তালা লাগিয়ে এরপর সেখানে জায়গা-মতো একটা দণ্ড বসিয়ে দিল যাতে কেউ এর ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। ওদের পদধ্বনি নির্জন বিল্ডিং-এর অভ্যন্তরে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করল। রুমে আসবাবপত্র বলতে তেমন কিছু নেই। শুধু এক কোনায় দুটো ডেস্ক রাখা। এছাড়া আছে একটা কাউন্টার, যেটা দেখতে ব্যাংকের টেলারের জানালার মতো।

"এই জায়গাটিকে ভাড়া দিয়ে ভালো কোনো কাজে লাগাতে পারলে কিন্তু বেশ হত," মার্গারেট বলল।

"বক্স-কারটা রাখার জন্য একটা জায়গা দরকার," ক্রমওয়েল জবাব দিল। "যতদিন এটা মানুষের নজর এড়িয়ে সাইডিঙে পড়ে থাকবে, এবং এমন একটা গুদামঘরে থাকবে, যার মালিকের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব, ততদিন আমাকে কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।"

মেয়েটি ওর ভাইয়ের দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বলল, "তোমার চালচলনে আবারও সেই আগেকার ভাব-ভঙ্গি ফিরে এসেছে।"

"কী ধরনের ভাব-ভঙ্গি?"

BanglaBook.org

"যেটা দেখলে বুঝা যায় তুমি আরেকটা ডাকাতির পরিকল্পনা করছ।"

"আফসোস, নিজের বোনকে ধোঁকা দিতে পারলাম না," সে দেঁতো হাসি দিয়ে বলল।

"তোমাকে যে বলেছিলাম, ডাকাতির ধান্ধা ছেড়ে দিতে, তুমি দেখছি আমার কথা কানেই নাওনি। শুধু শুধু অতগুলো কথা বলে সময়ের অপচয় করলাম।"

ক্রমওয়েল মেয়েটির হাত ধরে তাতে আলতো করে চাপড় দিল। "একজন মানুষ যেই কাজে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে, সেই কাজ ছেড়ে দেয়ার ব্যথা সে সইবে কেমন করে?"

মেয়েটি পরাজয় মেনে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "ঠিক আছে। তা এইবারে ডাকাতিটা করবে কোথায়?"

"আমি এখনও সিদ্ধান্ত নেইনি। প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে, ব্যাংকিং সার্কেলে খোঁজখবর করা যে কোথায় বড় অঙ্কের পে-রোলের টাকা যাচ্ছে। এরপর এমন একটা শহর বাছাই করতে হবে, যার রেলপথ এবং মালবাহী ট্রেন রাখার মতো সাইডিং আছে। পালানোর বন্দোবস্ত ঠিক রাখা হচ্ছে এই ধরনের কাজের সবচে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এরপরে আমাকে রাস্তাঘাট এবং ব্যাংকের লোকেশন নিয়ে রিসার্চ করতে হবে। সবার শেষে, আমাকে ডাকাতি নিয়ে পরিকল্পনা কষতে হবে। কিভাবে এর টাইমিং করব এবং কিভাবে ছদ্মবেশ নেব।"

মার্গারেট ডেস্ক এবং কাউন্টারের পাশে থামল। "আর এখানেই তুমি রিহার্সেল নাও?"

সে সায় দিল। "আমার এজেন্টকে দিয়ে আগে ব্যাংকের ইন্টেরিয়র ডিজাইন নিয়ে আসি, এরপর আমি সেই অনুযায়ী আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করি।"

"তুমি দেখছি ব্যাপারটাকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে নামিয়ে এনেছ।"

"কাজটা আমি বিজ্ঞানসম্মতভাবেই করার চেষ্টা করি," সে গর্বিত ভঙ্গিতে বলল।

"এভাবে কাজ করতে গেলে কিন্তু পরিকল্পনায় খুব বেশি ঘষামাজা করা লাগে, খুব বেশি জটিলতার মাঝ দিয়ে যেতে হয়," মেয়েটি ওকে সতর্ক করে দিল।

ক্রমওয়েল মার্গারেটের হাত ধরে তাতে মৃদু চাপ দিল। "এছাড়া যে আর কী উপায়ে যে এ-কাজ করা যায়, সেটা তো আমার জানা নেই।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৭

ট্রেন থেকে নেমে সরাসরি অফিসে চলে এল বেল। এসেই দেখতে পেল, আরভিন আর কার্টিস এরিমাঝে কনফারেন্স রুমে এসে ওর জন্য অপেক্ষা করছে। সে ধরে নিল খবর ভালো, কারণ ওদের চেহারায় কোনো বিতৃষ্ণা বা কপালে কোনো কুঞ্চন নেই। কার্টিস ওর কোট পকেট থেকে একটা রূপালি রঙের সিগারেট কেস বের করল আর আরভিন আমুদে ভঙ্গিতে সেখান থেকে একটা সিগার নিয়ে ধোঁয়া ফুঁকতে লাগল। "তোমরা দুজন মনে হচ্ছে বেশ ফূর্তিতে আছ," বেল ওর সুটকেস নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল।

"আমরা কিছু সূত্র খুঁজে পেয়েছি," কার্টিস বলল, একটা সিগারেট ধরাচ্ছে। "দুনিয়া কাঁপিয়ে দেয়ার মতো না, তবে ধাঁধা মেলাতে সাহায্য করবে এমন ছোট ছোট কয়েকটা টুকরো জোগাড় করতে পেরেছি।"

"তোমার অবস্থা কী, আইজ্যাক, তুমি কিছু বের করতে পারলে?" জিজ্ঞেস করল আরভিন।

বেল কোনো উত্তর দেয়ার আগেই অ্যাগনেস মারফি ট্রেতে করে তিন কাপ কফি নিয়ে কনফারেন্স রুমে প্রবেশ করল।

"তোমাদের কথার মাঝখানে বাধা দেয়ার জন্য দু:খিত," মেয়েটি মিষ্টি সুরে বলল, "কিন্তু আমার মনে হল, তোমদের হয়তো কফি পানে আপত্তি হবে না।"

বেল মেয়েটির হাত থেকে ট্রে নিয়ে সেটা টেবিলে নামিয়ে রাখল। "অ্যাগনেস, তুমি খুবই সহৃদয় মহিলা।"

মেয়েটি এরপর মুখ ঘুরিয়ে দরজার দিকে যেতে শুরু করল। "আমি এখুনি ফিরে আসছি।" এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে, সে একটা চিনি ভর্তি বাটি আর ক্রিম রাখার পিরিচ নিয়ে ফিরে এল। "দেখো, আমি কিন্তু এগুলো আনতে ভুলে যাইনি। চেয়েছিলাম একবারেই সব নিয়ে আসতে, তবে সমস্যা হচ্ছে, সব জিনিস একসাথে বহন করা আমার পক্ষে কঠিন।"

"ওহ, তুমি যেন আমাদের সবার প্রাণ রক্ষা করলে," কার্টিস একটা চওড়া হাসি দিল, এরপর সে আলতো করে মেয়েটির গালে চুমু খেল।

BanglaBook.org

বেল এবং আরভিন পরস্পরের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল, হাসছে। তবে ওরা দুজনে ভালো করেই জানে যে, কার্টিস আর অ্যাগনেস স্রেফ বন্ধু এবং ওরা সবসময় আরেকজনকে খেপিয়ে মজা নেয়। অ্যাগনেস ওর স্কার্ট গুছিয়ে নিয়ে ঘুরল, এরপর কনফারেন্স রুম ত্যাগ করে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

"কফি এনে দেয়া ছাড়াও," বেল বলল, "দরজাটা বাইরে থেকে আটকে দিয়ে মেয়েটা খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে।"

কার্টিস সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে সিলিং-এর দিকে ধোঁয়ার রিং ছুড়ে দিল। "সে প্রাইভেসির মূল্য বোঝে।"

"তুমি যেন কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিলে..." আরভিন বেলকে মনে করিয়ে দিল।

"আমি আবিষ্কার করেছি যে, একটা আঙুলের কমতি থাকা ছাড়াও, বুচার ব্যান্ডিটের চুলের রঙ খুব সম্ভবত লাল। এবং সে মোটরসাইকেলে চড়ে, যেটা সে একাধিক ডাকাতিতে ব্যবহার করেছে।" বেল তার পকেটে হাত বাড়িয়ে একটা ছোটখাটো রেশমি থলে বের করে সেটা খুলল এবং সেখান থেকে বুলেটের কার্ট্রিজটা বের করে টেবিলের ওপরে ফেলল। "আমরা এখন জানি যে ওই বুচার ব্যান্ডিট একটা আটত্রিশ-ক্যালিবারের কোল্ট অটোমেটিক ব্যবহার করে। বুলেটের এই খোসাটা বিসবী ব্যাংকের কার্পেটের তলায় খুঁজে পাওয়া গেছে। কোনো একভাবে এটা ওই খুনির নজর এড়িয়ে গিয়েছিল, কারণ অন্য কোনো ব্যাংকে এরকম কার্ট্রিজ সে ফেলে রেখে যায়নি। বিসবীর শেরিফ মারফি একজন স্মার্ট লোক। তিনি কাউন্টির শব-পরীক্ষককে দিয়ে খুন হওয়া সকলের শরীর থেকে বুলেট বের করেছেন। ওই সব বুলেট একটা আটত্রিশ কোল্ট থেকে বের হয়েছে।"

"আমরা আটত্রিশ কোল্ট অটোমেটিকের বিক্রয় ইতিহাস চেক করতে পারি," কার্টিস বলল।

"এগুলো খুব বেশি হলে দশ হাজার আছে," আরভিন বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে জবাব দিল। "পয়েন্ট আটত্রিশ কোল্ট অটোমেটিক বিক্রি করা প্রতিটা অস্ত্র-ডিলার, বিক্রেতা, হার্ডওয়্যার দোকান চেক করতে দশজন এজেন্টের এক বছর সময় লেগে যাবে।"

"আর্ট ঠিক কথাই বলেছে," বেল বলল, ওর চোখ তখন পিতলের কার্টিজের দিকে।

"এই কাজে ভয়াবহ পরিমাণ দীর্ঘ সময় খরচ হবে।"

কার্টিস শেয়ালের মতোন করে দেঁতো হাসি হাসল। "আমাদের যদি জানা থাকে, ওই ডাকাত কোথায় গিয়ে লুকিয়ে আছে, অতো সময় লাগবে না।

BanglaBook.org

এরপর আমরা ওই এলাকার ডিলারদের কাছে গিয়ে অস্ত্রের ব্যাপারটা চেক করতে পারব।"

"গুড থিংকিং," বেল একমত, যদিও এখনও জানে না কার্টিস একটু পরে কী প্রকাশ করতে যাচ্ছে। "এর মধ্যে, আমি এটাকে শিকাগোতে পাঠিয়ে দেবো। দেখি, আমাদের এজেন্সির এক্সপার্টরা কোনো আঙুলের ছাপ বের করতে পারে কি-না।" সে আরাম করে চেয়ারে বসে টেবিলের ওপরে পা তুলে দিল। "এখন, আমাকে শোনাও, তদন্ত করে কী পেলে তোমরা।"

আরভিন বাঁধাই করা একটা খতিয়ান-বই খুলল এবং সেই বইটিকে বেল আর কার্টিসের সামনে টেবিলের ওপরে স্থাপন করল। "আমি নেভাদায় গিয়েছিলাম। ডাকাতির আগের দিন তারা ওদের ভল্টে থাকা ৫০ ডলারের নোটের সিরিয়াল নম্বর লিপিবদ্ধ করেছিল।"

"আমি এর কারণ আন্দাজ করতে পারি," বেল বলল। "অন্য সব নোটের চেয়ে ৫০ ডলারের নোট বেশি জাল হয়। যেহেতু ওদের হিসাবরক্ষক নোটগুলো বিন্যস্ত করেছে, তাই ধরে নেয়া যায় সে প্রতিটা নোট চেক করে নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে যে ওগুলো ভুয়া না।"

আরভিন তার আঙুল দিয়ে বইয়ের এন্ট্রিতে টোকা দিল, ওর দৃষ্টি বেল-এর দিকে। "তুমি শিকাগো অফিসকে অনুরোধ করতে পারো, যাতে পশ্চিমের ব্যাংকগুলোতে বুলেটিন পাঠায়, এই নোটগুলোর ব্যাপারে চোখ-কান খোলা রাখতে পারে। ৫, ১০ বা ২০ ডলারের নোটের চেয়ে ৫০ ডলারের নোটের হদিশ বের করা সহজ হবে।"

"আর ১ ডলারের নোটের তুলনায় তো অনেক সহজ," কার্টিস যোগ করল।

"আমি ব্যাপারটা দেখব," বেল আরভিনকে নিশ্চয়তা দিল।

"আমি নিজ উদ্যোগে কিছুদূর তদন্ত করেছি। তদন্ত করে সান ফ্রান্সিসকোর এমন দুটো ব্যাংক পেয়েছি, যেখানে তিনটা নোটের দেখা মিলেছে।"

"ভালো কাজ দেখিয়েছ," বেল বলল। সে এরপর কার্টিসের দিকে মনোযোগ দিল। "এখন, তোমার খবর বলো, আর্থার?"

"এমন কোনো যাত্রীবাহী ট্রেনের খোঁজ পেয়েছ যেটাতে করে ওই খুনে ডাকাতটার পালানোর সম্ভাবনা আছে?" আরভিন প্রশ্ন করল।

"না। তবে মালবাহী ট্রেনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভিন্ন।"

"পুলিশ বাহিনী কি ওগুলো সার্চ করেনি?"

কার্টিস তার মাথা নাড়ল। "যেগুলোতে মাল বোঝাই এবং তালা দেয়া ছিল সেগুলো সার্চ করা হয়নি।"

BanglaBook.org

"তাহলে এর থেকে তুমি কী সিদ্ধান্তে উপনীত হলে?" বেল প্রশ্ন করল।

হাসিতে কার্টিসের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "এটা আবিষ্কারের জন্য আমাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রেলওয়ে কোম্পানির পুরনো, ধূলি-পড়া রেকর্ড বইগুলো ঘাঁটতে হয়েছে। তবে আমার পরিশ্রম সার্থক। আমি তিনটা বক্স-কার খুঁজে পেয়েছি যেটা ডাকাতি হওয়ার দিন শহরের রেললাইনের সাইডিং-এ বসে ছিল। ডাকাতির সময় ১৫৭৫৮ সিরিয়াল নম্বরের বক্স-কারটি, ভার্জিনিয়া সিটি এবং বিসবীতে উপস্থিত ছিল। এর কার্গো ম্যানিফেস্টে লেখা ছিল যে এটি ৫০ গাড়ি কাঁটাতার দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার একটি র‍্যাঞ্চে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে ১৫৭৫৮ নম্বর বক্স-কারটি ফাঁকা অবস্থায় পড়েছিল।"

"ফাঁকা।" আরভিন ওর কথার পুনরাবৃত্তি করল, অস্থির ভঙ্গিতে চেয়ারে নড়াচড়া করছে।

"হ্যাঁ, ফাঁকা।"

"তাহলে আমরা এটাতে আঁচড় বসাতে পারি," বেল বিড়বিড় করে বলল। "অন্যটির কী অবস্থা?"

কার্টিস তার হাতের নোটগুলোর দিকে তাকাল। "যখন ওদের শহরের ব্যাংকে লুট হচ্ছিল তখন ১৮১২২ সিরিয়াল নম্বরের বক্স-কারটি নেভাদার এল্কহর্ন এবং কলোরাডোর গ্র্যান্ড জাংশনে উপস্থিত ছিল। এটি কার্গো হিসেবে বহন করছিল ৬০ কেস ওয়াইনের বোতল। এল্কহর্নে থাকতে, এটি বহন করছিল প্রচুর পরিমাণে ম্যাট্রেস।"

"তাতে কী?" আরভিন বলল। "ওই ডাকাতের আলাদা আলাদা লোকেশনে পালানোর সম্ভাবনা কম।"

কার্টিস সুন্দর একটা হাসি দিল। "শ্রেষ্ঠ অংশটা আমি সব শেষে বলার জন্য রেখে দিয়েছি।" চেয়ার থেকে উঠে ব্ল্যাকবোর্ড পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে সে এর কালচে উপরিভাগে লেখল, ও'ব্রায়ান ফার্নিচার কোম্পানি, ডেনভার। এরপর সে চেহারায় খুশি-খুশি ভাব নিয়ে ওদের দিকে ঘুরল। "এখন, আমরা এমন একটা বক্স-কার নিয়ে কথা বলছি যেটা ৫টা ডাকাতির সময় ঘটনাস্থলের আশেপাশে উপস্থিত ছিল।"

বেল এবং আরভিন দুজনেই আচমকা যার যার নিজের চেয়ারে সিধা হয়ে বসল। ওদের পূর্ণ মনোযোগ এখন কার্টিসের দিকে।

বেল বিস্মিত ভঙ্গিতে বলল, "যেসব দিনে ওদের শহরে ব্যাংক ডাকাতি হয়, তার মধ্যে ৫দিন ওই বক্স-কার ওই সব শহরে উপস্থিত ছিল?"

"আমি শহরগুলোর নাম, সময় এবং এর চূড়ান্ত গন্তব্যের একটা তালিকা প্রস্তুত করেছি।"

BanglaBook.org

আরভিন আরেকটু হলেই বিষম খেয়ে মুখ থেকে তরল কফি উগরে দিত। "চূড়ান্ত গন্তব্য না-কি চূড়ান্ত গন্তব্যগুলো? ব্যাকরণে ভুল করলে না তো?"

"না। কথাটা একবচনই হবে।" কার্টিস মৃদু হাসল। "প্রতিটা ক্ষেত্রে, ডেনভার থেকে আসা ওই বক্স-কারটি সান ফ্রান্সিসকোতে গেছে। আমি এমন কোনো রেকর্ড পাইনি যে এটা কখনও ডেনভার বা অন্য কোথাও গেছে। ধরে করা যায়, ওই ডাকাত এটাকে পুলিশ বাহিনীর হাত থেকে পালানোর একটা উপায় হিসেবে কাজে লাগাচ্ছে।"

বেল ব্ল্যাকবোর্ডের লেখার দিকে স্থির চেয়ে রইল। "ডেনভারের ফার্নিচার-দোকানে খোঁজ নিলেই প্রমাণ হয়ে যাবে ও'ব্রায়ান ফার্নিচার কোম্পানির কোনো অস্তিত্ব নেই। আমি এ-ব্যাপারে আমার এক মাসের বেতন বাজি ধরতে রাজি আছি।"

"আমার মনে হয় এ-কথা আর না বললেও চলে," আরভিন বেল-এর সাথে একমত।

বেল কার্টিসের দিকে ঘুরল। "সাউদার্ন প্যাসিফিক রেলওয়ে কোম্পানি শেষ কবে এই বক্স-কারের অবস্থান রেকর্ড করেছে?"

"দুই সপ্তাহ আগে। তখনও এটা সান ফ্রান্সিসকোর রেল-ইয়ার্ডে রাখা ছিল। আমার সর্বশেষ অনুসন্ধান অনুসারে, এটা এখনও ওখানেই আছে।"

"তাহলে আমাদেরকে এর সন্ধান খুঁজে বের করে এতে অনুসন্ধান চালাতে হবে।" বেল বলল। "কিন্তু আমাদেরকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। ওই ডাকাত যেন কিছুতেই টের না পায় যে, আমরা ওর খুব কাছাকাছি চলে এসেছি।"

কার্টিস আরেকটা সিগারেট ধরাল। "আমি সকালের প্রথম ট্রেনেই সান ফ্রান্সিসকোর উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি।"

"আরভিন আর আমিও তোমার সাথে সান ফ্রান্সিসকো যাব।" বেল এরপর ওর মনোযোগ ফেরাল আরভিনের দিকে। "তুমি বললে যে তিনটা নোট সান ফ্রান্সিসকোতে পাওয়া গেছে।"

আরভিন সায় দিল। "দ্যাটস রাইট। একটা পাওয়া গেছে সান ফ্রান্সিসকোর ক্রমওয়েল ন্যাশনাল ব্যাংকে আর দুটো পাওয়া গেছে ডেনভার ন্যাশনাল ব্যাংক।"

বেল প্রথমবারের মতো হাসল। "জেন্টলম্যান, অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, সব রাস্তা সান ফ্রান্সিসকোর দিকে গেছে।"

"আমার কাছেও তাই মনে হচ্ছে," কার্টিস একমত। ওর আগ্রহ উত্তরোত্তর বাড়ছে।

দুই এজেন্ট চোখে প্রত্যাশা নিয়ে বেল-এর দিকে চেয়ে রইল। বেল তখন মানচিত্রটিকে মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করছে। বুচার ব্যান্ডিট যেসব স্থানে

BanglaBook.org

ভয়ঙ্কর সব অপরাধ ঘটিয়েছে সেগুলোর অবস্থান এই মানচিত্রে চিহ্নিত করা হয়েছে। ওদের হাতে তথ্যের পরিমাণ নিতান্তই অল্প। এইটুকু তথ্য দিয়ে কতদূর যাওয়া যাবে সেটাও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। কিন্তু তারপরেও তিন ভ্যান ডর্ন এজেন্ট বিভিন্ন নিজেদের কাজে সন্তুষ্ট। কারণ, এই তথ্য যত সামান্যই হোক, এটুকু দিয়েই সামনে এগোনোর পথ তৈরি করে নিতে ওরা বদ্ধপরিকর। এবং বেল-এর মনে একটা প্ল্যান তৈরি হওয়ার জন্য এটুকু তথ্যই যথেষ্ট।

"মনে হচ্ছে ওই ডাকাতকে ফাঁদে ফেলার মতো একটা সুযোগ এবার হয়তো আমরা পেয়েছি।"

"তোমার মনে কোনো প্ল্যান আছে?" আরভিন প্রশ্ন করল।

"আছে। সান ফ্রান্সিসকোর স্থানীয় পত্রিকায় একটা মিথ্যা গল্প ছাপাব, যেখানে বলা হবে স্পেশাল ট্রেনে করে একটা ব্যাংকে ১ মিলিয়ন ডলারের পে-রোলের টাকা পাঠানো হচ্ছে। টাকাটা যাবে কয়েক হাজার খনি-শ্রমিক অধ্যুষিত একটি শহরে। অংকটা এত বিশাল, কারণ খনি-মালিকেরা খনিতে কাজ করা শ্রমিকদের একটা স্পেশাল বোনাস দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এতে করে খনি-শ্রমিকদের ইউনিয়ন যে হরতালটা দেয়ার হুমকি দিয়েছিল সেটা কোম্পানি এড়িয়ে যেতে পারবে। খনি-শ্রমিকদের ইউনিয়নের চাহিদা হচ্ছে, ওদের মজুরির হার যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াতে হবে।"

কার্টিস বেল-এর প্রস্তাবটা নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল। "কিন্তু ওই ডাকাত অবশ্যই এই গল্পটা চেক করে দেখবে এবং সহজেই বুঝতে পারবে যে এটা ভুয়া।"

"বুঝতে পারবে না যদি টেলিগ্রাফ অফিসে কেউ খোঁজ নিতে এলে আমাদের কেউ সেখানে উপস্থিত থাকে এবং তাকে যথাযথ জবাব দেয়া হয়।"

"আর ভাগ্য ভালো থাকলে আমরা হয়তো বের করে ফেলতে পারব কে টেলিগ্রামটা পাঠাল," আরভিন বলল।

বেল সায় দিল। "এমনটা হওয়ারও সম্ভাবনা আছে।"

আরভিন তার কফি-কাপের গভীরে এমন দৃষ্টিতে তাকাল, যেন ভবিষ্যতদ্রষ্টার মতো চায়ের পাতা দেখে সে ভবিষ্যৎ বলে দেবে। "এতে কিন্তু সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই কম। আমরা সবাই এটা জানি।"

"ঠিক বলেছ," বেল বলল, "তবে এটা একবার চেষ্টা করে দেখা যায়। আর, এই প্ল্যানে যদি কাজ না হয়, তখন না-হয় আমরা অন্য কোনো বুদ্ধি বের করব।"

"তোমার মনে কোনো খনি-শহরের নাম আছে?" কার্টিস জানতে চাইল।

"টেলুরাইড, কলোরাডো," উত্তর দিল বেল। "কারণ ওই শহরটা বক্স-ক্যানিয়নের মধ্যে। এছাড়া টেলুরাইড হচ্ছে সেই এলাকা যেখানে এর খনি-

BanglaBook.org

শ্রমিকরা ১৯০১ এবং ১৯০৩ সালে খনি-মালিকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল। তাই আরেকটা আন্দোলন হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বিশ্বাসযোগ্য।"

"যদি ও'ব্রায়ান ফার্নিচার কোম্পানির বক্স-কার দেখা দেয়," কার্টিস বলল, "আমরা বুঝতে পারব যে আমাদের লোক টোপ গিলেছে।"

"ওই ট্রেন যদি একবার টেলুরাইডে ঢুকে, তাহলে যে পথ দিয়ে এসেছে সে পথ ছাড়া অন্য পথ দিয়ে বেরুতে পারবে না।" আরভিন বড় করে শ্বাস নিয়ে সন্তুষ্টির হাসি হাসল। "ওই ডাকাত ফাঁদে পড়ে যাবে, পালানোর কোনো উপায়ই খুঁজে পাবে না।"

কনফারেন্স রুমের ভেতরকার আবহাওয়ায় উত্তেজনা এবং আশার গুঞ্জন। একসময় মনে হচ্ছিল, এই কেসটাতে হেরে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। আর এখন এর রহস্য পরিষ্কার হয়ে আসতে শুরু করেছে।

তিন-জোড়া চোখ দেয়ালে লাগানো মানচিত্রের দিকে ঘুরে গেল, পশ্চিম প্রদেশ থেকে ভ্রমণ করে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে গেল, এরপরে সেটি নিবদ্ধ হল সান ফ্রান্সিসকোর বন্দর নগরীতে।

লিফটে করে নিচে নেমে হেঁটে হেঁটে ব্রাউন প্যালেসের দিকে যাওয়ার সময় বেল মনে মনে উৎফুল্ল ভাব অনুভব করল। জয়, পরাজয় অথবা ড্র, খেলার শেষটা এখন দৃষ্টিসীমার মধ্যে। মেনে নিতে আপত্তি নেই যে, পরিস্থিতি এখনও অস্পষ্ট এবং কুয়াশাঘেরা। কিন্তু কার্ডটা অবশেষে বেল-এর অনুকূলে পড়েছে। ওর ভাবনা এরপর রোজের দিকে ঘুরে গেল এবং এ-নিয়ে সে একশতম বারের মতো ভাবল বুচার ব্যান্ডিটের সাথে এই মেয়েটার কী সম্পর্ক থাকতে পারে।

কোন ধরনের মেয়ে এমন একটা মানুষের কাছের কেউ হতে পারে, যে কিনা নিরীহ মহিলা আর শিশুদেরকে হত্যা করে? বেল-এর ধারণা, এই মেয়ের মন-ও হয়তো ওই ডাকাতের মতো পচে গেছে। কে জানে!

ব্রাউন প্যালেস হোটেলের লিফট থেকে বেরিয়ে ওর স্যুটের উদ্দেশ্যে যেতে লাগল বেল। সে প্যান্টের পকেট থেকে টান দিয়ে চাবি বের করল এবং চাবিটিকে দরজার তালার মাঝে প্রবেশ করাল। দরজার ফুটোয় চাবি ঘোরানোর আগেই, দরজাটি কিছুটা ফাঁক হয়ে গেল। দরজা বন্ধ থাকার সময় এর হুড়কো পুরোপুরি লাগানো ছিল না।

বেল থেমে গেল, নার্ভাস-বোধ করছে। ওর মনে প্রথম যেই ভাবনাটা উঁকি দিল সেটা হচ্ছে গৃহপরিচারিকা হয়তো দরজা লক করতে ভুলে গিয়েছিল। এমনটা ধারণা করা মোটেও অযৌক্তিক না, তবে ওর ইনটুইশন ওকে সন্দিগ্ধ করে তুলল। এই সন্দেহ-প্রবণ মনের কারণেই একাধিকবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে ও।

BanglaBook.org

গোয়েন্দা হিসেবে ভ্যান ডনের হয়ে কাজ করায় এই কয়েক বছরে বেশ ভালো শত্রুই কামিয়েছে বেল। বেশ কয়েকজন অপরাধীকে গ্রেফতার করে ওদের হাতে হাতকড়া পরিয়ে শাস্তি পাওয়ার জন্য কারাগারে পাঠিয়েছে সে। কারাগারে পা রাখার আগে এদের কয়েকজন কসম করেছিল বেলকে একদিন এরজন্য উপযুক্ত শাস্তি পেতে হবে। তিনজন ওকে সেই শাস্তি দেয়ার চেষ্টা করেছে এবং সেই চেষ্টা করতে গিয়ে দুজনকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।

বেল ধরে নিল, ওর রুমে ওর জন্য যদি কেউ অপেক্ষা করেও, তার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র নেই। কারণ, গুলির আওয়াজ হোটেলের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় প্রতিধ্বনি তুলবে এবং ডজন-খানেক কর্মী ছুটে আসবে। অপরাধ সম্পন্ন করার পরে একজন ক্রিমিনাল যদি নবম তলা থেকে পালাতে চায়, তাকে হয় লিফটের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, নয়তো সিঁড়ি বেয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে নিচে নামতে হবে। সফলতার সাথে পলায়নের জন্য দুটোর কোনোটাই চয়েস হিসেবে ভালো না।

বেল এ-ব্যাপারে সচেতন যে সে হয়তো হুমকিটাতে রঙ চড়িয়ে একে অতিরিক্ত বড় করে দেখছে। হয়তো বাস্তবে এই হুমকির কোনো অস্তিত্বই নেই। কিন্তু সন্দেহভরা মন না থাকলে সে হয়তো এতদিন বাঁচতই না। যদি স্যুটের ভেতরে কেউ একজন ওর জন্য অপেক্ষায় থাকে, বেল ভাবল, সে অবশ্যই ওর নোংরা কাজটি ছুরি দিয়ে করবে।

সে হ্যাটটাকে মাথা থেকে নামিয়ে এটাকে নিচে ফেলে দিল। হ্যাট কার্পেটে আঘাত করার আগেই ডেরিঙ্গারটা ওর হাতে চলে এসেছে। ডেরিঙ্গারটা হচ্ছে, দুই-ব্যারেল এবং .৪১ ক্যালিবারের ছোট একটি হ্যান্ড-গান, যা কাছাকাছি রেঞ্জে বিস্ময়কর রকমের জোরালো আঘাত হানতে পারে।

বেল তালার মধ্যে চাবিটি ঢুকিয়ে এমনভাবে ঝাঁকাঝাকি করল যেন সে দরজা খুলতে যাচ্ছে। এরপর সে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলল, দ্বিধায় ভুগছে। ভেতরে ঢুকেই হোটেল স্যুটের বড় হলরুম এবং লিভিং রুম ভালো করে দেখে নিল। চুরুটের ধোঁয়ার গন্ধ ওর নাকে এসে আঘাত করল, নিশ্চিত করছে ওর সন্দেহ। চুরুট বলতে গেলে সে একেবারেই পান করে না।

হাতে ডেরিঙ্গার নিয়ে, বেল ওর হোটেল রুমে প্রবেশ করল। মৃত্যু যেন রুমের ভেতরে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। একজন লোক সোফায় বসে পত্রিকা পড়ছে। বেল কাছে এগোতেই, সে পত্রিকাটি একপাশে রেখে দিল। এবং কুৎসিত একটা মুখ ফুটে উঠল বেল-এর সামনে। লোকটার কালো চুল তেল চিটচিটে। চেহারা দেখে মনে হয় যেন, একটা খচ্চর এর চেহারাকে পা দিয়ে আচ্ছা-মতো পিষেছিল। এর দেহ গ্রামের মেলায় পুরস্কার জেতা বন্য

BanglaBook.org

শূকরের মতো। তবে তার চোখ অদ্ভুত-রকম কোমল এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। চোখের এই ধরন দেখিয়ে এই লোকটা তার অনেক শিকারকে বোকা বানিয়েছে। বেল কিন্তু এতে বোকা বনল না; সে বুঝতে পারছে এই লোক তার দেহে বাঘের মতো শক্তি ধরে।

"তুমি ভেতরে ঢুকলে কিভাবে?" বেল সহজভাবে জানতে চাইল।

আগন্তুক একটা চাবি উঁচু করে ধরল। "এটার নাম স্কেলেটন কী," সে জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলল। "এরকম চাবি সবসময় আমার কাছে থাকে।"

"তোমার নাম কী?"

"আমার নাম জেনে তোমার লাভ নেই। কারণ ওই নাম তুমি কখনই ব্যবহার করার সুযোগ পাবে না। কিন্তু যেহেতু জানতে চেয়েছ, তাই বলছি। আমার নাম রেড কেলি।"

বেল-এর ফটোগ্রাফিক মেমোরি এরিমাঝে কাজ করা শুরু করে দিয়েছে। মাত্র একবারের জন্য পড়া একটা রিপোর্টের কথা ওর মনে পড়ে গেল। "হ্যাঁ, কুখ্যাত রেড কেলি। বক্সার, বারবারি কোস্টে একটা স্যালুনের মালিক এবং একজন খুনি। তুমি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জেমস জে করবেটের সাথে দারুণ একটা ফাইট দিয়েছিলে। আমি একটা রিপোর্টে পড়েছিলাম যে তুমি একবার ক্যালিফোর্নিয়ার সীমান্তের বাইরে গিয়ে ঘোরাঘুরি করছিলে। এটা তোমার তরফ থেকে করা একটা ভুল। ধূর্ত রাজনীতিবিদেরা তোমাকে সুরক্ষা দেয়, যাতে অন্য প্রদেশে করা অপরাধের জন্য তোমাকে গ্রেফতার করা না হয়। কিন্তু এটা তোমাকে কলোরাডোতে কোনো সাহায্য করবে না। তোমাকে এখানে গ্রেফতার করা হবে।"

"আর কে আমাকে গ্রেফতার করতে যাচ্ছে?" কেলির মুখের ভেতরের সারি সারি স্বর্ণের দাঁত ঝিকমিকিয়ে উঠল। "তুমি?"

বেল ঢিলেঢালা ভঙ্গিতে দাঁড়াল, অপেক্ষা করছে, প্রত্যাশায় আছে কেলিই লড়াইটা শুরু করবে। "এ-ব্যাপারে তুমিই প্রথম না।"

"আমি তোমার ব্যাপারে সবকিছু জানি, সুদর্শন বালক," কেলি অবজ্ঞাভরে বলল। "কবরে পাঠানো আর সব বোকাটে লোকদের মতো তোমার শরীর থেকেও রক্ত ঝরবে।"

"কতজন গোয়েন্দা আর পুলিশ মেরেছ তুমি?"

কেলি কুৎসিত-ভাবে হাসল। "যদ্দুর মনে পড়ে, তিন জন। তবে আমার স্মৃতিশক্তি আবার অতো ভাল না।"

"তোমার খুনোখুনির দিন শেষ, কেলি," বেল শান্ত কণ্ঠে বলল।

"তাই না-কি, সুদর্শন বালক? যদি তুমি মনে কর তোমার হাতের ওই এয়ারগান দিয়ে আমাকে শাসাবে, তুমি খুব বড় রকমের ভুল করছ।"

BanglaBook.org

"তোমার ধারনা আমি এটা দিয়ে তোমাকে খুন করতে পারব না?" বেল বলল।

"তুমি কখনই সে সুযোগ পাবে না," কেলি শীতল কণ্ঠে উত্তর দিল।

এইতো এটা। বেল সাথে সাথে এটা ধরতে পারল। চোখের কোনায় আচমকা একটা পরিবর্তন। সে ঝট করে সোফার কাছে সরে গেল এবং চোখের পলক ফেলার আগেই লক্ষ্যস্থির করে লোকটার কপাল বরাবর গুলি করল। ওই লোকটি তখন হামাগুড়ি দিয়ে ওর পেছন থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে। সে একটা পর্দার আড়ালে লুকিয়ে ছিল।

কেলি তার সহযোগীর দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল যেভাবে একটা ঘোড়া পা দিয়ে মাড়িয়ে দেয়া কুকুরের দিকে তাকায়। এরপর সে বেল-এর দিকে তাকিয়ে হাসল। "তোমার ব্যাপারে যা শুনেছি তা দেখছি সত্য। তোমার নিশ্চয়ই মাথার পেছনেও একজোড়া চোখ আছে।"

"তুমি আমাকে খুন করতে এসেছ," বেল আবেগহীন কণ্ঠে বলল। "কেন?"

"এটা জাস্ট একটা জব, এরচে বেশি কিছু না।"

"তোমাকে এর জন্য কে টাকা দিয়েছে?"

"তোমার সেটা না জানলেও চলবে।" কেলি ধীরে ধীরে পায়ের ওপরে খাড়া হচ্ছে।

"তোমার বেল্টের সাথে লাগানো অস্ত্রের দিকে ভুলেও হাত বাড়াবে না," বেল বলল, ডেরিঙ্গারটা দৃঢ়ভাবে ওর হাতে ধরা।

কেলির স্বর্ণের দাঁত আবারও ঝিকমিকিয়ে উঠল। "আমার অস্ত্রের দরকার নেই।"

সে ঝাঁপ দিয়ে সামনে এগোলো, তার শক্তিশালী পা দুটো রুমের মধ্য দিয়ে এমনভাবে চালিত হল যেন কামান থেকে গোলা বেরিয়েছে।

ওই দুই সেকেন্ড সময়ে বেলকে যেটা প্রাণে বাঁচিয়ে দিল সেটা হল ওদের মাঝখানের দূরত্ব, প্রায় ৮ ফুট। দূরত্ব যদি এরচেয়ে কম হত, কেলি বরফ-ধ্বসের মতো করে ওর ওপরে আছড়ে পড়তো। তবে শেষ পর্যন্ত যেটা ঘটল তা হচ্ছে, কেলি ওর বুকে গাছের গুঁড়ির মতো আঘাত হানল। এই আঘাতে বেল চেয়ারের ওপরে ছিটকে পড়ল, এরপর টাল সামলাতে না পেরে শুয়ে পড়ল ঘাসের মতো সবুজ কার্পেটে। কিন্তু শুয়ে পড়ার আগেই বেল ওর ডেরিঙ্গারের ট্রিগারে টান দিয়েছে এবং কেলির ডান কাঁধের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে একটা বুলেট।

বর্বর লোকটার তার চলতি পথে থেমে গেল, কিন্তু পড়ে গেল না।

সে খুব বেশি শক্তিশালী, খুব বেশি পেশিবহুল। এমন কোনো বুলেট দিয়ে ওকে কাবু করা যাবে না যেটা মস্তিষ্ক অথবা হৃৎপিণ্ড ভেদ করবে না।

BanglaBook.org

একজন সার্জনের মতো নির্লিপ্ত চেহারা নিয়ে সে শার্টের ওপর লাল রংয়ের রক্ত ছড়িয়ে পড়তে থাকাটা গভীরভাবে ধ্যান করার দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। এরপর সে বেল-এর দিকে তাকিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে দেঁতো হাসি হাসল। "তোমার ওই খেলনা পিস্তলে শুধু দুটো বুলেট ধরে, সুদর্শন বালক। এখন এটা খালি।"

"আমাকে সুদর্শন বালক বলে না ডাকলে খুশি হব," বেল বলল, লাফ দিয়ে পায়ের ওপর খাড়া হচ্ছে।

এখন এবার কেলির পালা ওর পেছন দিকে গিয়ে ওর কোল্ট রিভলবারটা পুনরুদ্ধার করার। সে মাত্র এটা উঁচিয়ে ধরেছে ট্রিগারে টান দেবে বলে কিন্তু বেল ওর ডেরিঙ্গারটিকে ক্রিকেট খেলার ফিল্ডারের মত করে উইকেট গুড়িয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে সবলে ছুড়ে মারল। মাত্র চার ফুট দূরে থাকায়, এই থ্রো ওর মিস হওয়ার কথা না। অস্ত্রটি ছোট হলে কি হবে ওটা স্ফটিকের মত ভারী এবং শক্ত। অস্ত্রটি কেলির চেহারার নাক এবং চোখের মাঝখানে ধপাস করে লাগলো।

ক্ষতস্থানের ফিনকি দিয়ে রক্ত ছিটকে বেরোতে লাগল এবং দ্রুততার সাথে কেলির চেহারার নিচের অর্ধেকটা ঢেকে ফেলল। এই আঘাত কেলির শরীরকে টলোমলো করে দিলেও সে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা সামলে নিল। ওর মুখ থেকে কোনো রকম যন্ত্রণাকাতর ধ্বনি বা রক্তহিম করা চিৎকার ভেসে এলো না। বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া কেলি আর কোনো শব্দ করল না। অস্ত্রটি এখনও ওর হাতে, কিন্তু সে লক্ষ্যভেদ করার জন্য এটাকে ওপরে তুলল না। ওর সেই ক্ষমতা নেই। বেল ওর মাথাটা নিচে নামাল এবং শক্তিশালী গড়নের মানুষটিকে আক্রমণ করল ঠিক যেভাবে একটা ডলফিন আছড়ে পড়ে হাঙ্গরের ওপর, প্রতি পদক্ষেপে নিজের গতি বৃদ্ধি করছে। গায়ের সকল জোর দিয়ে সে কেলির পেটে জোরালোভাবে মাথা ঠুকে দিল। সাবেক বক্সার ঘোত করে উঠল, ওকে ঝাড়া দিয়ে এক পাশে সরিয়ে দিচ্ছে।

বেল একটা দেয়ালের ওপর আছড়ে পড়লো। ওর পেটের সব বাতাস ভুস করে বেরিয়ে এলো বাইরে। এই সংঘর্ষ আরেকটু জোরালো কিছু হলে, ওকে হয়তো দুই মাস হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকতে হত। কিন্তু শরীরের ভেতরের একদম হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়া এই আক্রমণটি পুরোপুরি বৃথা গেল না। ওর শরীরের একশ পঁচাশি পাউন্ডের সাথে কেলির দুইশ-পঞ্চাশ পাউন্ডের সংঘর্ষের সময়, সে খুনে লোকটার কাছ থেকে ওর রিভলভারটা কেড়ে নিয়েছিল।

এই আক্রমণে বিরতি টানার জন্য কোনো হুকুম জারি করল না বেল। কেলিকে বলল না যে, "থামো। নাহলে কিন্তু গুলি চালাব।" কারণ, বেল

BanglaBook.org

এতক্ষণে বুঝে গেছে এসব কথা বলে কোনো লাভ নেই। এগুলো বলা মানে স্রেফ সময়ের অপচয়। এই লোক ওকে কবরে পাঠিয়ে দেয়ার শপথ করেই আজকে এখানে এসেছে।

বেল ভালো করেই বুঝতে পারছে, মুখোমুখি লড়াইয়ে কেলিকে হারানো অসম্ভব। এই খুনে বদমাশটা বেশ শক্তিশালী এবং খুব নিষ্ঠুর প্রকৃতির। বেল ওকে উদ্দেশ্য করে দুটো গুলি ছুড়েছিল। কিন্তু কেলি সেই দুটো বুলেটের ধাক্কা অনায়াসে সামলে নিয়েছে। সে হাত বাড়িয়ে বেল-এর গলাকে গরিলার মতো হিংস্র ভঙ্গিতে দৃঢ় মুষ্টিতে আঁকড়ে ধরল, ওর শক্তিশালী একজোড়া হাত শ্বাসরোধ করে ভ্যান ডর্ন এজেন্টের প্রাণ বায়ু বের করে নিচ্ছে। সে বেল-এর ওপর পতিত হল, মেঝেতে শুইয়ে কার্পেটের বিপরীতে ওকে চেপে ধরছে। কেলির শরীরের ভয়াবহ ওজন যেন বেল-এর হাড় গোড় গুঁড়িয়ে দেবে। কেলি বেল-এর বাহু জোড়া এমনভাবে চেপে ধরে রেখেছে যে, বেল কোল্ট তুলে আবারও গুলি করার সুযোগ পাচ্ছে না। কেলি শান্ত ভঙ্গিতে ওর ওপর এমনভাবে চাপ প্রয়োগ করতে লাগলো, যেন যেই বুলেট ওর শরীরে ঢুকেছে সেটা স্রেফ একটা বিরক্তি জাগানিয়া বস্তু ছাড়া আর কিছু না।

বেল নড়তে পারছিল না, হাত বাড়িয়ে যে গলায় চেপে বসা আঙুলগুলো ছড়িয়ে নেবে সেই উপায়ও কেলি রাখেনি। কেলির গায়ের জোরের সাথে কুলিয়ে উঠা বেল-এর পক্ষে অসম্ভব। বেল-এর মনে কোনো সন্দেহ নেই যে, সে-ই প্রথম না যাকে কেলি শ্বাসরোধ করে মারছে। এবং যদি সে দ্রুততার সাথে কিছু একটা করতে না পারে, সে সর্বশেষ জন-ও হতে পারবে না। বেল-এর চোখের কোণ বেয়ে আঁধার নেমে আসতে লাগল, এই অন্ধকার ভাব প্রতি মুহূর্তে আরও বেশি করে বাড়ছে।

বেল মুখ উঁচিয়ে কেলির চোখের দিকে তাকাল। ওই চোখে শয়তানি দৃষ্টি মেখে বেল-এর দিকে চেয়ে আছে কেলি। রক্তে আবৃত হয়ে আছে কেলির চেহারার নিচের অংশটা। লাল রঙের ভয়ংকর এক মুখোশে পরিণত হয়েছে শয়তানটার চেহারা।

বেল ভাবল, সে এই লোকটার দেহে দুটো বুলেট ঢুকিয়েছে। কিন্তু কোন জিনিসটা একে বাঁচিয়ে রাখছে, কেন এই লোকটার শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে না? এই লোকটা মানুষ না অন্য কিছু?

এরপর, লক্ষণীয়ভাবে, বেল অনুভব করল গলায় চাপ কিছুটা কমে যেতে শুরু করেছে। গলার চারপাশ চেপে ধরা হাত দুটো সরিয়ে দেয়ার বদলে, সে হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে দুই হাতের দুই বুড়ো আঙুল দিয়ে কেলির চোখে জোরালোভাবে টিপে দিল। বেল জানে, এটাই শেষ সুযোগ। এবং এই সুযোগ কাজে লাগাতে না পারলে ওর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

BanglaBook.org

ভয়ানক দ্রুততায়, স্ক্রু ঘোরানোর মতো ভঙ্গি করে, বেল ওর দেহকে কেলির শরীরের তলা থেকে বের করে আনল।

বিশালদেহি বক্সারটি গুঙিয়ে উঠে হাত দিয়ে তার চোখ ঢাকল। অন্ধ অবস্থায় সে হামাগুড়ি দিতে দিতে বেল-এর কাছে যেতে লাগল। বেল কেলির কাছে গিয়ে ওর পেট বরাবর ভয়ংকর রকম জোরালো একটা লাথি বসিয়ে দিল। এবং ঠিক তখনই বেল-এর চোখে পড়ল বুলেটের আঘাতে বুকে দুটো গর্ত হওয়ায় কেলির শার্ট বেয়ে রক্ত চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। বেল অবাক হয়ে ভাবল, কোন জিনিসটার কারণে এই লোক এখনও জীবিত? এর তো আরও আগেই মরে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, মরে যাওয়ার বদলে, কেলি সামনে হাত বাড়িয়ে বেল-এর পা আঁকড়ে ধরল।

বেল অনুভব করলো কেলির হাত ওর এক পা টেনে ধরে ওকে কার্পেটে ফেলে দিচ্ছে। ওই কার্পেট এখন কেলির শরীর থেকে বের হওয়া রক্তে রঞ্জিত। সে ওর মুক্ত পা দিয়ে কেলির শরীরে চাবুকের মত বাড়ি মারলো। কেলি এমন ভান করল যেন ওই আঘাত কিছুই না, সে যেন এটা অনুভবই করেনি।

বেল-এর গোড়ালি আরও শক্তভাবে চেপে ধরল কেলি। আঙুলের নখ বেল-এর প্যান্টের মাঝ দিয়ে ওর মাংসে কামড় বসাচ্ছে। কেলি টান দিয়ে ওকে আরও কাছে নিয়ে আসতে লাগল। কেলির চেহারা ব্যথায় বিকৃত, তার চোখজোড়া ঘৃণায় জ্বলজ্বল করছে।

বেল ভাবল, এই বীভৎস লড়াই শেষ করার এখনই সময়। বেল-এর ডান হাত তখনও কোল্টটাকে ধরে রেখেছে। ভয়ানক শান্ত ভঙ্গিতে, সে কোল্টের ব্যারেল তুলল যতক্ষণ না এর মাজল কেলির চেহারা থেকে মাত্র এক ইঞ্চি দূরে পৌঁছায়। এরপর সে সতর্কতার সাথে ট্রিগারে টান দিল, এবং .৪৪ ক্যালিবারের একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিল কেলির ডান চোখে।

ও-পাশ থেকে কোনো ভয়াবহ চিৎকার বা ভয়ঙ্কর রকমের গরগর আওয়াজ পাওয়া গেল না।

কেলির গলার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এলো মরণশ্বাস। সে এমনভাবে কার্পেটের ওপর গড়িয়ে গেল যেন মৃত্যু যন্ত্রণায় বিশাল আকৃতির কোনো একটা পশু মাটির ওপরে তড়পাচ্ছে।

বেল মেঝের ওপরে উঠে বসে ওর গলায় মালিশ করতে লাগল, দারুণ পরিশ্রম হওয়ায় হাফাচ্ছে। সে ওর মাথা ঘোরাতেই দেখল দরজা দিয়ে কয়েকজন লোক তাড়াহুড়ো করে ওর স্যুটে ঢুকছে। চোখের সামনে রক্তের সমুদ্র দেখে ওরা বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেল। ওদের সম্মুখে যে মানুষটার লাশ পড়ে আছে তার চেহারা ঠিকমতো বুঝা যাচ্ছে না, জমাটবাঁধা রক্তে তার মুখ

BanglaBook.org

ঢেকে আছে। উন্মুক্ত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে স্বর্ণের দাঁত বেরিয়ে থাকার কারণে ওই চেহারাটিও খুব বিদঘুটে রূপ ধারণ করেছে।

কেলি মারা গেছে। কিন্তু কিসের জন্য? টাকা? ঋণ? প্রতিশোধ? শেষেরটা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বেল কখনই বারবারি কোস্ট জায়ান্টের বিরুদ্ধে কোনো তদন্তে নামেনি। কেউ একজন নিশ্চয়ই তাকে খুন করার জন্য টাকা দিয়েছিল আর সেই টাকাটাও নিশ্চয়ই বেশ বড় অংকের।

বেল ভাবল, এই প্রশ্নটির উত্তর কি সে আদৌ খুঁজে পাবে?

পরদিন সকালে, বেল বাথটাব থেকে গোসল সেরে নেমে আয়নার সামনে দাঁড়াল। ওর গলার অবস্থা ভালো না, ফুলে গেছে। লালচে বেগুনি দাগ এত স্পষ্ট যে কেলির আঙুলের ছাপ ফুটে উঠেছে গলায়।

সে গায়ে একটা পরিষ্কার সাদা শার্ট চাপাল এবং সন্তুষ্টচিত্তে দেখল, উঁচু কলারের কারণে ওর গলার দাগ একেবারে ঢেকে গেছে, যদিও নরম চামড়ায় বারবার কাপড়ের ঘষা খাওয়ায় গলার চামড়ায় কিছুটা যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু ওর যন্ত্রণাকাতর দেহে শুধু এগুলোই একমাত্র বেগুনি-সবুজ ক্ষতচিহ্ন না। কেলি ওর বন্য শক্তি দিয়ে ওকে বেশ কয়েকবার রুমের একপাশ থেকে আরেকপাশের দেয়ালে ছুড়ে মেরেছিল। ওসব জায়গায় স্পর্শ করলেই ব্যথা অনুভূত হয় এবং এই ব্যথা সহসা যাবে বলেও মনে হচ্ছে না।

নিজের ট্রেডমার্ক লিনেন স্যুট গায়ে চাপানোর পর, বেল হোটেল থেকে বের হয়ে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন অফিসে এসে থামল এবং জোসেফ ভ্যান ডর্নকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাল। তাকে জানাল ওকে হত্যাপ্রচেষ্টার কথা। যখন সে ধীর পায়ে অফিসে ঢুকল, অ্যাগনেস মারফি চোখ বড় বড় করে ওর দিকে চেয়ে রইল। মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। ওর চোখে সেই দৃষ্টি, যেভাবে একজন মা তার সন্তানের দিকে উদ্বেগ ভরা চোখে চেয়ে থাকে। "ওহ, মিস্টার বেল। আমি তোমার ওপরে হওয়া হামলার কথা শুনেছি। ওই হামলাতে গুরুতর কোনো আঘাত পাওনি তো? আশা করি তুমি ঠিক আছ।"

"কয়েক জায়গা কেটে গেছে, অ্যাগনেস, এর বেশি কিছু না।"

কার্টিস আর আরভিন-ও ততক্ষণে ওর গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে এসেছে। একটু পরে আলেকজান্ডার-ও যোগ দিল ওদের সাথে। দুই এজেন্টই জোরালোভাবে ওর সাথে হ্যান্ডশেক করল। হ্যান্ডশেক করতে গিয়ে পুরো শরীর জুড়ে ছড়িয়ে যাওয়া যন্ত্রণা সামলাতে বেলকে দারুণভাবে লড়াই করতে হল। বেল ভাবল, এত জোরের সাথে ওরা হ্যান্ডশেক না করলেও পারত।

আলেকজান্ডার স্রেফ ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে রইল, সে যেন জনতার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা একজন সাধারণ দর্শক।

BanglaBook.org

"তুমি বেঁচে আছ দেখে ভালো লাগছে," কার্টিস বলল। "আমরা শুনেছি তোমাদের দুজনের মধ্যে ভালো একটা লড়াই হয়েছিল।"

"সে আর বলতে!" বেল বলল।

"ফোনে তোমার সাথে কথা বলার পরে," কার্টিস বলল, "রেড কেলিকে শনাক্ত করার যেই চিহ্নগুলোর কথা তুমি বলেছিলে, সেগুলো আমি আমাদের সান ফ্রান্সিসকো অফিসে টেলিগ্রাফে করে পাঠিয়ে দিয়েছি। ওরা কেলির ব্যাপারটা চেক করে দেখবে, বুঝতে চাইবে ওর কোনো ক্লায়েন্ট তোমাকে খুন করতে চায় কি-না।"

"ভয়াবহ ব্যাপার," আলেকজান্ডার আবেগহীন কণ্ঠে বলল। "চিন্তাই করা যায় না, যে কেউ একজন ভ্যান ডর্ন এজেন্টকে খুন করার চেষ্টা চালাতে পারে।"

বেল দীর্ঘ সময় আলেকজান্ডারের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। "আমি শুধু ভাবছি কেলি জানল কিভাবে আমি কোথায় থাকছি।"

"সান ফ্রান্সিসকোর বারবারি কোস্টে কেলি একজন সুপরিচিত ক্রাইম বস," আরভিন বলল। "কেলির কোনো পুরনো বন্ধুকে কি তুমি জেলের ভাত খাইয়েছ অথবা ওর বন্ধু বা পরিবারের কেউ কি তোমার কারণে ফাঁসীতে ঝুলেছে?"

"জানি না। আমার চেনা তেমন কেউ নেই," বেল উত্তর দিল। "যদি আন্দাজ করতে বলো, আমি বলব এর পেছনে আছে ওই বুচার ব্যান্ডিট।"

"বুচার ব্যান্ডিট যেহেতু জানে, আমরা ওর কেস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি," আরভিন বলল, "নিশ্চিতভাবেই এই কাজে বুচার ব্যান্ডিটের একটা মোটিভ আছে।"

আলেকজান্ডার বলল, "এই রহস্যের কিনারা না হওয়া পর্যন্ত আমরা কেউ বিশ্রাম নেব না।" বেল-এর কাছে এই কথাটা ফাঁপা বুলির মতো শোনাল। "আমি বলে বুঝাতে পারব না আপনাকে জীবিত দেখতে পেয়ে আমি কতটা আনন্দিত।" এরপর সে ঘুরে অফিসে চলে গেল।

সে দৃষ্টিসীমা থেকে সরে যেতেই, বেল বলল, "কফিনে আরেকটা পেরেক, জেন্টলম্যান। নিশ্চিত ধরে নেয়া যায়, সান ফ্রান্সিসকোতে গেলেই ওই ডাকাতকে আমরা খুঁজে পাব।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ১৮

বেল, অরভিন আর কার্টিস যখন অকল্যান্ড থেকে আসা ফেরি থেকে নেমে বিশাল ফেরি বিল্ডিঙে পা রাখল, ওরা নিজেদেরকে খুঁজে পেল একটি তিন-তলা উঁচু হলের মাঝে। ওরা বাইরে বেরিয়ে এল। আরভিন আর কার্টিস গেল মোটর ক্যাব ডাকতে, বেল মুখ ঘুরিয়ে ২৪০ ফুট উঁচু ক্লক টাওয়ারের দিকে তাকাল। এতে সময় দেখাচ্ছে চারটা বেজে এগারো মিনিট।

বেল ওর নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময়টা একবার পরখ করে নিল। খেয়াল করল, ফেরি বিল্ডিঙের ঘড়ি এক মিনিট ফাস্ট।

বন্দরে একই সময়ে চারটি ফেরি ভিড়েছে। তাই মানুষের প্রচণ্ড ভিড়। এত ভিড় ঠেলে দুই এজেন্ট খালি ক্যাব পেতে সমর্থ হল না। বেল একটা ঘোড়ার গাড়ি থামাল। ভাড়ার ব্যাপারে আলোচনা করে চালককে বলল মন্টোগোমারি স্ট্রিটের প্যালেস হোটেলে নিয়ে যেতে। গাড়িতে আরাম করে বসতেই, কার্টিস বেলকে বলল। "ভ্যান ডনের সান ফ্রান্সিসকো অফিসকে সামাল দেয়ার ব্যাপারে কিছু ভেবেছ?"

"আমরা ডিস্ট্রিক্ট ডাইরেক্টরের সাথে ডিনার সারব। তার নাম হোরাস ব্রনসন। আমি একবার তার সাথে নিউ অরলিন্সে কাজ করেছিলাম। সে মানুষ হিসেবে দারুণ এবং খুব দক্ষ। যখন ওকে টেলিগ্রাম পাঠালাম, সেও ফিরতি টেলিগ্রাম পাঠাল এবং জানাল যে সে তার সাধ্যমতো সহায়তা করবে। সে কথা দিয়েছে, তার এজেন্টদেরকে নির্দেশ দেবে যেন তারা অস্ত্র-ডিলারদের সাথে সাক্ষাৎ করে জেনে নেয় কারা কারা আটত্রিশ-ক্যালিবারের কোল্ট অটোমেটিক কিনেছে।"

আরভিন দুই আঙুল দিয়ে একটা সিগারেট পেঁচিয়ে ধরল। "আমার দিক থেকে, আমি ক্রমওয়েল আর ক্রোকার ব্যাংকে গিয়ে চেক করে দেখব ওরা চুরি হওয়া টাকার সিরিয়াল নম্বরের সন্ধান দেয়ার ব্যাপারে কোনো সাহায্য করতে পারে কি-না।"

বেল আরভিনকে বলল, "তোমাকে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংক-ও চেক করতে হবে। যেমন ধরো ওয়েলস ফারগো এবং দ্য ব্যাংক অভ ইটালি।

BanglaBook.org

হয়তো চুরি হওয়া নোটের কোনোটা ওদের জিম্মায় আছে। ওই ডাকাত সান ফ্রান্সিসকোতেই থাকলে, খুব ভালো সম্ভাবনা আছে যে সে ওই টাকাগুলো শহরের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে খরচ করেছে।"

"আমি আমাদের কাজ ভাগ-ভাগ করে ফেলেছি," কার্টিস বলল। "আমি দেখব ও'ব্রায়ান ফার্নিচার কোম্পানি বক্স-কারের কোনো খোঁজ বের করা যায় কিনা।"

বেল ক্যারিজের মধ্যে ওর পা-দুটোকে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল, "ব্রনসনের সাথে আমাদের দেখা হওয়ার পর, আমি টাকা চালানের ভুয়া গল্প ছাপানোর ব্যাপারে টেলুরাইডের সান মিগুয়েল ভ্যালি ব্যাংক বরাবর নিউজ রিলিজ লেখব এবং শহরের গুরুত্বপূর্ণ সব সংবাদপত্রের সম্পাদককে রাজী করাব যাতে তারা এই গল্পটা তাদের পত্রিকায় ছাপান।"

ক্যারিজটি প্যালেস হোটেলে পৌঁছে গার্ডেন কোর্টের ভেতর দিয়ে ঘুরল। হোটেলটি সাততলা। এর ব্যালকনি উজ্জ্বল সাদা মার্বেল পাথর দিয়ে নির্মিত। সেই সাথে আছে একশর ওপরে অলঙ্কৃত কলাম। ওপরদিককার আলো ফিল্টার হয়ে রঙিন কাচ দিয়ে বানানো স্কাইলাইটের মাঝ দিয়ে প্রবেশ করছে।

বেল গাড়োয়ানকে তার পাওনা বুঝিয়ে দিল, অন্যদিকে একজন পোর্টার লাগেজ নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। ভ্যান ডনের তিন গোয়েন্দা বিশাল-রাজকীয় লবিতে পা রাখল। খাতায় নাম নিবন্ধনের পর, ওরা লালচে কাঠের প্যানেল করা হাইড্রলিক লিফটে ওদের রুমে পৌঁছাল। বেল রুমগুলোকে একত্রে সংযুক্ত করার ব্যবস্থা করেছে যাতে এটি একটি বড়সড় স্যুটে রূপান্তরিত হয়।

"তোমাদের একটা কথা বলি," আরভিন এবং কার্টিসকে বলল বেল। "এখন প্রায় ৫টা বাজে, তাই আজকে আর কাজ করার মতো সময় নেই। আসো গোসল করে ফ্রেশ হয়ে নিই। এরপর আমরা বাইরে গিয়ে জবরদস্ত একটা খানা খাব, রাতে ভালো একটা ঘুম দেব, আর সকালে উঠেই কাজ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ব।"

"আমার কাছে তো শুনতে ভালোই লাগছে," আরভিন বলল, ওর পেট থেকে গুড়-গুড় আওয়াজ বেরুচ্ছে, যেহেতু গত আট ঘণ্টা যাবত ওদের পেটে দানা-পানি কিছু পড়েনি।

"কোন রেস্টুরেন্টটি তোমার মনে ধরেছে?" কার্টিস জিজ্ঞেস করল।

"ব্রনসন বোহেমিয়ান ক্লাবের একজন সদস্য। সে ওদের ডাইনিং রুমে আমাদের খাবারের আয়োজন করেছে।"

"স্পেশাল কিছু মনে হচ্ছে।"

বেল হাসল। "কতটা স্পেশাল সে ব্যাপারে তোমার কোনো ধারণা নেই।"

BanglaBook.org

বোহেমিয়ান ক্লাব হচ্ছে ক্ষমতাবান এবং অভিজাত লোকদের ক্লাব। এটি প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৮৭২ সালে। মূলত পত্রিকার সাংবাদিক এবং শিল্প-সাহিত্যের লোকদের মিলিত হওয়ার জায়গা ছিল এটি। এর সদস্যদের মাঝে ছিলেন মার্ক টোয়েন, ব্রেট হার্ট, এমব্রোস বিয়ের্স এবং জ্যাক লন্ডন। মধ্যবর্তী বছরগুলোতে, ব্যবসায়ীক ক্ষেত্রের ক্ষমতাশালী এবং প্রভাবশালী মানুষরা এখানে সদস্যপদ নেয় এবং শীঘ্রই শিল্পী-সাহিত্যিকদের হটিয়ে ক্লাবের শাসক-গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। কোনো মহিলার এখানে সদস্য হওয়ার অনুমতি নেই, এবং সদস্যদের স্ত্রী ও অবিবাহিত অতিথিদের পেছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে হয়।

এই সন্ধ্যায়, মহিলাদের ডাইনিং রুমে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়েছে কারণ এনরিকো কারুসোকে সম্মাননা প্রদান করা হবে এবং তিনি জোর দিয়ে বলেছেন তার স্ত্রীকেও উপস্থিত রাখতে হবে। ক্লাব ডাইরেক্টরেরা আজকের দিনটিকে বিশেষ এক উপলক্ষ হিসেবে বিবেচনা করছেন, তাই তারা নিয়মের ব্যতিক্রম করেছেন।

আরভিন আর কার্টিস বেলকে অনুসরণ করে প্রধান অভ্যর্থনা-কক্ষে প্রবেশ করল। কিছুক্ষণ সেখানেই দাঁড়িয়েই রইল যতক্ষণ না তরুণ চেহারার একজন লম্বা, পেশিবহুল পুরুষ ওদের সামনে এগিয়ে এসে দারুণ উৎসাহ নিয়ে বেল-এর সাথে হ্যান্ডশেক করল। "আইজ্যাক, তোমাকে দেখে কী যে ভালো লাগছে।"

"আমারও খুব ভালো লাগছে," পুরনো বন্ধুর দেখা পেয়ে বেল-ও আনন্দিত। "তোমার স্বাস্থ্য দেখছি একদম অটুট।"

"এটা নিয়ে আমি এখনও কাজ করে যাচ্ছি।" সে আরভিন আর কার্টিসের উদ্দেশ্য নড করে হাসল। "হ্যালো, আমি হোরাস ব্রনসন।"

তার কণ্ঠস্বর কিছুটা কর্কশ প্রকৃতির এবং কাঁধ এত চওড়া যে মনে হয় ওর পরনের ধূসর স্যুটটি যেকোনো সময় মাঝখান থেকে দু টুকরো হয়ে যেতে পারে। তার চেহারায় একটা লাবণ্য খেলা করছে, যা দেখে তাকে স্কুল-বালক বলে ভ্রম হয়।

বেল ওর এজেন্টদের সাথে ব্রনসনকে পরিচয় করিয়ে দিল। ব্রনসন হ্যান্ড-শেক করার জন্য ওর বিশাল থাবাটা বাড়িয়ে দিতেই ওরা সংকুচিত হয়ে গেল। বেল ওর এজেন্টদের দ্বিধান্বিত চেহারা দেখে মজা পেল। যদিও ব্রনসন বড় একটা শহরে অফিস চালায় এবং ওর অধীনে কাজ করে দশজন এজেন্ট, তবুও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় ব্রনসন বেল-এর ওপরে নির্ভর করে। এছাড়া পদমর্যাদার দিক দিয়েও এজেন্সিতে ব্রনসনের চেয়ে উঁচু অবস্থানে আছে বেল। সেই সাথে সে বেলকে দারুণভাবে সম্মান করে ওর অভিজ্ঞতা এবং অপরাধীদের গ্রেফতারের ব্যাপারে ওর ঈর্ষণীয় খ্যাতির কারণে। আর, এই

BanglaBook.org

জিনিয়াস গোয়েন্দাটির প্রতি সে ঋণী-ও বটে, কারণ সান ফ্রান্সিসকোর ওই পোস্ট ব্রনসনকে দেয়ার জন্য সে-ই ভ্যান ডনের কাছে সুপারিশ করেছিল।

"আসো এই পথ দিয়ে ডাইনিং রুমে যাই," সে কণ্ঠস্বরে উষ্ণতা ফুটিয়ে বলল। "এই ক্লাব সুস্বাদু খাবার এবং উন্নত মানের ওয়াইন পরিবেশনের জন্য বিখ্যাত।"

ব্রনসন ওদেরকে পথ দেখিয়ে ডাইনিং রুমে নিয়ে এল। ডাইনিং রুমটির চেহারা রাজকীয়। এর মেঝে, দেয়াল, সিলিং মেহগনি কাঠ দিয়ে নির্মিত। সে ক্লাব ম্যানেজারের সাথে কিছু কথা সেরে নিল।

ব্রনসন বেল-এর কাঁধে ওর হাত রাখল। "আমি ওকে বলেছি আমাদেরকে এমন একটা টেবিল দিতে যেটি সাধারণত ব্যবসায়িক আলোচনা করার জন্য বরাদ্দ থাকে। এটা ডাইনিং রুমের এক কোনায় অবস্থিত, ওখানে বসলে আমাদের কথা কেউ আড়ি পেতে শুনতে পারবে না।"

ক্লাবের ম্যানেজার ওদেরকে এমন একটা টেবিল দেখাল যেখান থেকে ডিনার সারতে আসা অন্য অতিথিদের ওপরেও চোখ বুলানো যায়। একজন ওয়েটার ওদের কোলে ন্যাপকিন বিছিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল যতক্ষণ না ওয়াইনের লিস্টে চোখ বুলিয়ে ব্রনসন কিছু একটা বেছে নেয়। ওই ওয়েটার অর্ডার নিয়ে ওদের কাছ থেকে চলে যেতেই, ব্রনসন রিল্যাক্স হয়ে বসে বেল-এর দিকে তাকাল।

"বাজারে আসার পরে যেই সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আটত্রিশ-ক্যালিবার কোল্ট অটোমেটিক বিক্রি করেছে তাদের ব্যাপারে খোঁজ করেছি। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পুরো সংখ্যাটা হচ্ছে ৬৭। আমি চারজন এজেন্টকে এই ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার কাজে লাগিয়ে দিয়েছি। ওরা দুই বা তিন দিনের মাঝে একটা উত্তর দিতে পারবে। আর ভাগ্য ভালো হলে, এর আগেই খবর পেয়ে যাব।"

"তোমাকে ধন্যবাদ, হোরাস," বেল বলল। "এতে করে আমাদের বেশ কিছু সময় বেঁচে যাবে।"

"এটুকু কাজ আমার সাধ্যের মধ্যেই পড়ে," ব্রনসন চওড়া হাসি দিয়ে বলল। "তাছাড়া, মিস্টার ভ্যান ডর্ন আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন তোমাদেরকে আমার পক্ষ হতে পূর্ণ সহযোগিতা দিই।"

"যত রকম সাহায্য পাওয়া সম্ভব তার সব আমাদের দরকার পড়বে।"

"বুচার ব্যান্ডিটের খোঁজ পাওয়ার ব্যাপারে তোমাদের হাতে কি কোনো সূত্র আছে?"

"তোমাকে বলতে বাধা নেই। তবে, তোমাকে কথা গোপন রাখার শপথ নিতে হবে। আমি দেখেছি যে আমাদের এজেন্সির ভেতরে ওই ডাকাতের স্পাই আছে।"

BanglaBook.org

"তুমি নিশ্চিন্তে আমাকে বিশ্বাস করতে পার," ব্রনসনের কণ্ঠে উদ্বেগ। "কিন্তু এমন অবৈধ অনুপ্রবেশের ঘটনা বিশ্বাস করা কঠিন। ভ্যান ডর্ন কি এই ব্যাপারে জানেন?"

বেল সায় দিল। "তিনি জানেন।"

এরপর বেল ব্রনসনকে সেই-সব তথ্য-প্রমাণের ব্যাপারটা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলল, যা ওদেরকে সান ফ্রান্সিসকোতে টেনে এনেছে। সে ব্যাখ্যা করে বলল, আরভিন টাকার নোটের সিরিয়াল নম্বরের খোঁজ বের করেছে, কার্টিস আবিষ্কার করেছে যে ওই ডাকাত মালবাহী-গাড়িতে করে পালায়, আর বেল নিজে জানতে পেরেছে যে ওই ডাকাতের চুলের রং লাল এবং তার হাতের একটা আঙুল উধাও। সে সাবধানতার সাথে হোরাসকে সব কথা বলল। খুঁটিনাটি কিছু বাদ না দিলেও, বাহুল্য কিছু বলল না। আরভিন আর কার্টিস কিছু কিছু মন্তব্য করে যোগ করল তারা তদন্তের সময় কী কী তথ্য বের করেছে। বেল ওর রিপোর্ট দেয়া শেষ করতেই, ব্রনসন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে রইল।

অবশেষে সে বলল, "তোমার তদন্ত বেশ ভালোই এগিয়েছে, আইজ্যাক। তুমি দৃশ্যমান কিছু উদ্ধার করতে পেরেছ, যেখানে কয়েক সপ্তাহ আগেও হাতে কোনো তথ্যই ছিল না। কিন্তু, দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, ওই ডাকাতকে শনাক্ত করতে এই তথ্য একেবারেই যথেষ্ট না।"

"সেটা আমিও বুঝি," বেল একমত, "কিন্তু এই সুতা ধরে টান দিলে একপর্যায়ে দড়ির সন্ধান মিলতে পারে।"

ব্রনসন যে ওয়াইনটি বেছে নিয়েছিল, সেটা আনা হয়েছে নাপা ভ্যালীর সবচে পুরনো ওয়াইন কারখানা থেকে। সেটা পৌঁছানোর পরে গ্লাসে ঢালা হল। ওরা এরপর খাবারের মেন্যু পর্যবেক্ষণে করতে লাগল। ব্যাংক ডাকাতকে নিয়ে সকল আলোচনা আপাতত বন্ধ রেখে ওয়াইন উপভোগ করতে করতে মেন্যু থেকে খাবার বাছাইয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওরা।

"কোন খাবারের ব্যাপারে তুমি আগ্রহী?" ব্রনসন বেলকে জিজ্ঞেস করল।

"এই কিচেনে আছে বেকামেল সসের সুইটব্রেডস। আমি ওগুলোর স্বাদ চেখে দেখতে চাই, কারণ সুইটব্রেডস খেতে আমি দারুণ ভালোবাসি।"

"ওগুলো না ষাঁড়ের অণ্ডকোষ?" বলল কার্টিস।

"তুমি রকি মাউন্টেন অয়েস্টারসের কথা ভাবছ," ব্রনসন হাসতে হাসতে বলল।

"রসনা-বিলাসীদের কাছে ওই খাবার দারুণ প্রিয়," বেল ব্যাখ্যা করল, "দুই ধরনের গ্রন্থি আছে, একটা হচ্ছে গলায় এবং অন্যটি হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি। শেফদেরর মতে হৃৎপিণ্ডের সুইটব্রেডসটি সবচেয়ে সুস্বাদু..."

BanglaBook.org

আচমকা, কথার মাঝপথে থেমে গেল বেল। এবং স্থির-চোখে মনোযোগ দিয়ে ডাইনিং রুমের অপর পাশের দিকে তাকাল। ওর বেগুনি চোখজোড়া এমনভাবে সরু হয়ে গেল, যেন সে দূরের কোনো দৃশ্য ভালো করে দেখতে চাইছে। ও এতক্ষণ আরাম করে বসেছিল, কিন্তু ওর শরীর আচমকা শক্ত হয়ে গেল। বসা অবস্থাতেই ওর দেহ টানটান হয়ে গিয়েছে।

"কী ব্যাপার, আইজ্যাক?" আরভিন জানতে চাইল। "এমনভাবে তাকিয়ে আছ যেন তুমি কেয়ামতের আলামত দেখতে পাচ্ছ।"

"ব্যাপার অনেকটা সেরকমই," বেল বিড়বিড় করল, ওর চোখ দুজন মানুষের ওপরে নিবদ্ধ। একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা। ওরা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে ক্লাব ম্যানেজারের সাথে কথা বলায় ব্যস্ত। ওদের ব্যক্তিত্ব এমনই আকর্ষণীয় যে ডাইনিং রুমের প্রতিটি লোক মাথা ঘুরিয়ে ওদের দেখতে লাগল। দুজনের মাথায়ই একই রকম আগুনের শিখার মতো লালচে চুল। মেয়েটি লম্বা, অন্যদিকে পুরুষটির দৈহিক উচ্চতা কিছুটা কম।

মেয়েটির পরে আছে এম্পায়ার স্টাইলে বানানো একটা হলুদ টু-পিস ড্রেস স্যুট। ব্লাউজটিতে ফিতা ছোট ছোট করে এমব্রয়ডারি করা হয়েছে। এর ওপর দিয়ে সে একটা খাটো জ্যাকেট পরেছে। মেয়েটি গলায় পরে আছে একটি হীরার নেকলেস।

পুরুষটির পরনে ভেস্ট-সহ একটি দামী ব্ল্যাক স্যুট। স্বর্ণের চেইনের সাথে সংযুক্ত একটা পকেট ঘড়ি তার পোশাকের সাথে লাগানো আছে। তার চোখে একটা আত্মবিশ্বাসী দৃষ্টি খেলা করছে, যা কোনোকিছুকেই মিস করছে না। সে পুরো রুমে এমনভাবে নজর বুলালো যেন সে এটার মালিক। কয়েকজন চেনা লোককে দেখতে পেয়ে সে হাসল এবং সৌজন্যতা দেখিয়ে মাথাটা বাউ করল। ওদের দুজনকে ডাইনিং রুমের মাঝখানে থাকা একটি টেবিল দেখানো হল। যেটা ডাইনিং রুমের অন্যসব অতিথিদের কাছে প্রকটভাবে দৃশ্যমান।

"রাজকীয় ভঙ্গিতে প্রবেশ করা এই মানুষ দুটো কে?" বেল ব্রনসনের কাছে জানতে চাইল।

"ওর নাম জ্যাকব ক্রমওয়েল, সে-ই ক্রমওয়েল ন্যাশনাল ব্যাংকের মালিক। সে বোহেমিয়ান ক্লাবের একজন সদস্যও বটে। আর ওর পাশে বসে থাকা সুন্দরী মেয়েটি তার বোন।"

"বোন?"

"হ্যাঁ, ওর নাম হচ্ছে মার্গারেট, অভিজাত সমাজের একজন সদস্য। দাতব্য কাজে ব্যস্ত থাকে। ওই মেয়ে আর ওর ভাই খুব ধনী এবং প্রভাবশালী। ওরা থাকে নব-হিলে।"

BanglaBook.org

"তো তাহলে ওর নাম হচ্ছে মার্গারেট ক্রমওয়েল," বেল শান্ত ভঙ্গিতে বলল। "ডেনভারে থাকতে আমি ওকে রোজ মানটেকা নামে চিনতাম।"

আরভিন বেল-এর দিকে তাকাল। "এই কি সেই মেয়ে, যার কথা তুমি বলেছিলে, যে কি-না কাজ করছে বুচার ব্যান্ডিটের স্পাই হিসেবে?"

"যদি-না ওর কোনো যমজ বোন থেকে থাকে," বেল উত্তর দিল, "এটাই সেই মেয়ে।"

"অসম্ভব," ব্রনসন উপহাসের সুরে বলল। "এই ধারণাটি একেবারে হাস্যকর। ওই মেয়ে আর তার ভাই সান ফ্রান্সিসকোর জন্য যা করেছে তা এই শহরের অর্ধেক ধনবান লোক একত্রে যা করেছে তার চেয়েও বেশি হবে। ওরা এতিমখানায় অর্থ-সাহায্য দেয়। এছাড়া নিঃস্ব, সহায়-সম্বলহীন লোকদেরও টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করে। নগরীর সৌন্দর্যবর্ধনে ওদের দেয়া টাকার অবদান আছে। উপযুক্ত কারণ দেখাতে পারলে ওরা বড় অঙ্কের ডোনেশন দেয়। ওরা অত্যন্ত সম্মানিত এবং শ্রদ্ধেয় নাগরিক।"

"এটা আমার কাছে খুব অদ্ভুত ঠেকছে," কার্টিস বলল। "যদি ক্রমওয়েলরা সান ফ্রান্সিসকোতে বিশাল এক ব্যাংকের মালিক এবং ইতোমধ্যে বিরাট ধনী হয়, তাহলে খুন-ডাকাতি করে ওদের লাভটা কী?"

"মিস ক্রমওয়েল কি বিবাহিত?" বেল ব্রনসনের কাছে জানতে চাইল।

"না, মেয়েটা সিঙ্গেল, এবং সুদর্শন পুরুষদের সাথে প্রেম করার ব্যাপারে ওর খ্যাতি আছে।"

"এই মেয়ে যে ওই ডাকাতের হয়ে স্পাই-গিরি করছে, তোমার এই ধারণায় কি ভুল হতে পারে না?" আরভিন বলল।

বেল মনোযোগের সাথে মার্গারেট ক্রমওয়েলের দিকে তাকাল, ওর চেহারার প্রতিটি খুঁটিনাটি নিজের মনে গেঁথে নিচ্ছে। মেয়েটি মনে হচ্ছে ওর ভাইয়ের সাথে গভীর আলোচনায় মত্ত এবং ওদের দিকে ঘুরছে না। "আমার ভুলও হতে পারে," ওর গলায় আত্ম-বিশ্বাসহীনতা ফুটে উঠল। "এই মেয়ে আর ডেনভারে যার সাথে দেখা হয়েছিল, দুজনের চেহারায় অদ্ভুত মিল।"

"আমি ক্রমওয়েলকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি," ব্রনসন বলল। "ব্যাংক জোচ্চুরির একটা কেসে সে ভ্যান ডর্ন এজেন্সিকে সহায়তা করেছিল, যেখানে প্রতারকদের একটা সংঘবদ্ধ দল স্থানীয় ব্যবসায়ীদের ঠকাচ্ছিল। আমার সাথে আসো। আমি তোমাকে ওদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।"

বেল মাথা নেড়ে ওর পায়ের ওপরে খাড়া হল। "তোমাকে এ-নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। আমি নিজেই ওদের কাছে নিজের পরিচয় দেব।"

সে দাঁড়াল, ভোজনকারীদের কয়েকটা চেয়ারকে পাশ কাটিয়ে ক্রমওয়েলের টেবিল পর্যন্ত যাওয়ার জন্য নিজের পথ করে নিল। বেল ইচ্ছে

BanglaBook.org

করে পেছন থেকে এল এবং একপাশে কিছুটা সরে গেল যাতে মার্গারেট ওর কাছাকাছি হওয়াকে খেয়াল না করতে পারে। সে ক্রমওয়েলকে উপেক্ষা করল। চেহারায় ক্ষমাপ্রার্থনামূলক হাসি ফুটিয়ে মাথা নিচু করে মেয়েটির দিকে তাকাল, মনে মনে ভাবছে মেয়েটি কিভাবে এর প্রতিক্রিয়া দেখাবে। "আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি, মিস ক্রমওয়েল, কিন্তু আমার দৃঢ়-বিশ্বাস ডেনভারে আমাদের দেখা হয়েছিল। আমার নাম আইজ্যাক বেল।"

মেয়েটির শরীর কাঠ-কাঠ হয়ে গেল। সে মাথা ঘুরিয়ে বেল-এর দিকে তাকানো থেকে নিজেকে বিরত রাখল, চেহারায় অবিশ্বাস ফুটিয়ে টেবিলের অপর প্রান্তে থাকা ওর ভাইয়ের দিকে চেয়ে রইল স্থির ভঙ্গিতে। মেয়েটির চেহারায় আরও কিছু অনুভূতি ফুটে উঠল... বিস্ময়, আতঙ্ক, হতবুদ্ধি অবস্থা। এক মুহূর্তের জন্য, সে বুঝতে পারছিল না কিভাবে এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া দেখানো যায়। এবং এরপর চোখের পলকে নিজেকে সামলে নিল ও।

"আমি দুঃখিত, কিন্তু মিস্টার আইজ্যাক বেল নামে কাউকে আমি চিনি না।" ওর কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা, গলা একটুও কাঁপল না। মেয়েটি বেল-এর দিকে না তাকিয়েই কথাগুলো বলল। সে ভালো করেই জানে বেল-এর দিকে তাকালে ব্যাপারটা ওর পেটে ঘুসি মারার মতো হবে। মেয়েটি মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল যে ও পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় নেই। অমনটা হলে ওর পা রাবারের মতো হয়ে যেত, আর ও হয়তো কার্পেটে পড়ে যাওয়া থেকে নিজেকে সামলে রাখতে পারত না।

"ক্ষমা করবেন," বেল বলল, ওর প্রতিক্রিয়া দেখে নিশ্চিত বুঝতে পারছে এই মেয়েই রোজ মানটেকা। "আমি খুব সম্ভবত মানুষ চিনতে ভুল করে ফেলেছি।"

ক্রমওয়েল ততক্ষণে সৌজন্যতা দেখানোর ভঙ্গিতে পায়ের ওপরে খাড়া হয়ে গিয়েছে, তার হাতে ন্যাপকিন ধরে রাখা। সে বেল-এর দিকে এমন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, যেভাবে একজন পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা ফার্স্ট রাউন্ডের ঘণ্টা পড়ার আগে তার প্রতিপক্ষকে সূক্ষ্মভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। ক্রমওয়েল তার হাত বাড়িয়ে দিল। "জ্যাকব ক্রমওয়েল, মিস্টার বেল। আপনি কি এই ক্লাবের একজন সদস্য?"

"না, ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভ এজেন্সির হোরাস ব্রনসনের একজন অতিথি আমি।"

বেল ক্রমওয়েলের সাথে হ্যান্ডশেক করল, এই দেখে ওর কাছে অদ্ভুত লাগল যে ওই ব্যাংক মালিক খাবার খাওয়ার সময়েও কেন হাতে গ্লাভস পরে থাকেন। গোয়েন্দা হিসেবে এতগুলো বছর কাজ করায় সে অভ্যাসবশত ক্রমওয়েলের গ্লাভস পরিহিত বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুলের দিকে তাকাল।

BanglaBook.org

আঙুলটা দেখে তো নিরেট বলেই মনে হচ্ছে। যদিও সে জানে ক্রমওয়েলের বুচার ব্যান্ডিট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। ওটা একটা পাগুলে আইডিয়া।

ক্রমওয়েল নড করল। "আমি হোরাসকে চিনি। দারুণ একজন মানুষ। আপনাদের এজেন্সির সম্পদ।"

বেল খেয়াল করল ক্রমওয়েলের লাল চুল সুন্দর করে ছাঁটা এবং মাথার পেছনের দিকে চুলের স্তর ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে। ব্যাংকারটি খাটো এবং চিকন দেহের অধিকারী। জ্যাকব ক্রমওয়েলের চলাফেরায় পুরুষ মানুষের স্বভাবসুলভ রুক্ষতার চেয়ে মেয়েলি কমনীয়তাই বেশি ফুটে উঠে। বেল ওই চোখে সেই একই অভিব্যক্তি লক্ষ করল, যেটা সে কলোরাডোতে গিয়ে শিকার করার সময় একটা পাহাড়ি সিংহের চোখে দেখেছিল। ওর তাকানোর ভঙ্গিমা একদম শীতল, প্রায় মৃত মানুষের মতো।

"হ্যাঁ, এটা সত্য।"

"বেল? আমার মনে হয় না এই নাম আগে কোথাও শুনেছি।" ক্রমওয়েল এমনভাবে বলল যেন সে একে কোনো কিছুর সাথে মেলানোর চেষ্টা করছে। এরপর সে এই ভাবনাকে এমন করে উড়িয়ে দিল যেন এটা মোটেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। "আপনি কি সান ফ্রান্সিসকোতে থাকেন?"

"না, শিকাগো।"

মার্গারেট এখনও বেল-এর দিকে তাকানোর মতো সাহস করে উঠতে পারছে না। সে অনুভব করল, একটা অদম্য আগুন ওর দেহের গভীর থেকে উঠে আসছে। এই অস্বস্তিকর অনুভূতি ওর মনে জ্বালা ধরিয়ে দিল। এবং বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে ওর চেহারা চেরিফলের মতো লাল হয়ে গেল। এরপর সে রাগান্বিত ভঙ্গিতে বেল-এর দিকে ঘুরল। এই রাগ যত না বেল-এর প্রতি তারচেয়ে নিজের ওপরেই বেশি কারণ সে নিজের আবেগ লুকিয়ে রাখতে পারছে না। "মিস্টার বেল, আমাদেরকে ক্ষমা করবেন। তবে আমার ভাই আর আমি এখন আরাম করে খাবারটা উপভোগ করতে চাইছিলাম।"

সে দেখল মেয়েটির গলা লালচে রূপ ধারণ করেছে। এটি দেখে বেল তৃপ্তি-লাভ করল। "এই অনধিকার প্রবেশের জন্য আমি খুবই দুঃখিত।" সে ক্রমওয়েলের দিকে ফিরে নড করল। "মিস্টার ক্রমওয়েল।" বেল এরপরে ঘুরে নিজের টেবিলে ফিরে গেল।

বেল নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতেই, ক্রমওয়েল বিরক্ত সুরে বলল। "এই লোক সান ফ্রান্সিসকোতে কী করছে? আমি ভেবেছিলাম রেড কেলি ওকে শায়েস্তা করেছে।"

"অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, কেলি ব্যর্থ," মার্গারেট বলল, মনে মনে কিছুটা সন্তুষ্টি অনুভব করছে।

BanglaBook.org

"তুমি যে এখানে আছ সেটা ও জানল কী করে?"

"আমার দিকে অমন করে তাকাবে না," মার্গারেট রাগান্বিত স্বরে বলল। "আমি রোজ মানটেকা নাম নিয়ে ডেনভার থেকে লস এঞ্জেলেসের ট্রেনে উঠি। এরপর সেখান থেকে অন্য আরেকটা নামে একটা ঘোড়া খরিদ করি। তারপর ওই ঘোড়ায় চড়ে আমি সান্তা বারবারা যাই, সেখানে আমি আরেকটা নাম ব্যবহার করে সান ফ্রান্সিসকোর ট্রেনে চড়ি। আমার পদচিহ্ন অনুসরণ করা ওর পক্ষে অসম্ভব।"

"এটাকে কি তাহলে কো-ইনসিডেন্স হিসেবেই ধরে নেব?"

মেয়েটি হারিয়ে যাওয়া পোষা কুকুরের দৃষ্টিতে তাকাল। "আমার জানা নেই। ব্যাপারটা একেবারেই আমার মাথায় ঢুকছে না।"

"সে যে কারণেই সান ফ্রান্সিসকোতে আসুক না কেন, ওর উপস্থিতি মানেই সমস্যা," ক্রমওয়েল বলল, মুখে একটা কৃত্রিম হাসি মেখে টেবিল ঘিরে বসে থাকা চার এজেন্টের দিকে স্থির চেয়ে আছে। "আমার মনে হয় না সে এরিমাঝে দুই আর দুই মিলিয়ে ফেলেছে। কিন্তু তোমাকে দেখার পর, সে হয়তো সন্দেহ করতে পারে বুচার ব্যান্ডিটের সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক আছে। আর যখন জানবে তুমি আমার বোন, সে আমার চারপাশে নাক গলাতে শুরু করবে।"

"হয়তো এবারে ছুটি নিয়ে আমার কোথাও থেকে ঘুরে আসা উচিত।"

"বুদ্ধিটা খারাপ না।"

"আমি আগামীকাল সকালেই আলাস্কার জূনোর উদ্দেশ্যে একটা টিকিট বুক করে ফেলব।"

"জূনোতেই যেতে হবে কেন?" জিজ্ঞেস করল ক্রমওয়েল। "ওই জায়গা তো এখানকার চেয়ে অনেক ঠাণ্ডা।"

"কারণ ওখানে গেলে বেল আমাকে আর খুঁজে পাবে না।" মেয়েটি থামল, ওর চোখে ফুটে উঠল কুটিল দৃষ্টি। "এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ইউজিনের বাবা, স্যাম বাটলার, জূনোর বাইরে তার খনির কার্যক্রম দেখাশোনা করেন।" মার্গারেট হাসল। "ওখানে গেলে আমার ভবিষ্যত আর্থিক অবস্থা কেমন হতে পারে তা দেখে নেয়ার একটা সুযোগ পাব।"

"প্রিয় বোন," ক্রমওয়েল অমায়িক ভঙ্গিতে বলল, "তুমি বিস্ময়ের এক অফুরান উৎস, তোমার প্রশংসা করতে গেলে কাগজ ফুরিয়ে যাবে।" এরপর সে উদ্ধত ভঙ্গিতে ডাইনিং রুমের অপর প্রান্তে থাকা বেল-এর দিকে তাকাল। "আমি ভাবছি," সে অস্ফুট স্বরে বলল, "রেড কেলির ভাগ্যে কী ঘটল।"

"হয়তো বেল ওকে খুন করেছে।"

BanglaBook.org

"হয়তো," ক্রমওয়েল বলল। "যদি ব্যাপার আসলেই সেরকম হয়, আমি যা ভেবেছিলাম বেল তারচেয়েও বিপজ্জনক। পরের বার, আমি নিজে ওকে সামলাব।"

বেল যখন টেবিলে ফিরে এল, ওর সুইটব্রেডস ততক্ষণে পৌঁছে গেছে। সে একটা চামচ তুলে নিল, এই সুখাদ্যটির স্বাদ চেখে নিতে ওর তর সইছে না। কিন্তু, টেবিলের সবাই একযোগে প্রশ্ন শুরু করায় ওকে বাধ্য হয়ে খাওয়া থামাতে হল।

"এই কি সেই মেয়ে যার সাথে তোমার ডেনভারে দেখা হয়েছিল?" ব্রনসন জানতে চাইল।

বেল এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া থেকে বিরত থাকল, এরকম স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে ব্রনসনের সাথে কথা বলতে চাচ্ছে না। "আমি মেনে নিচ্ছি। আমার হয়ত ভুল হয়েছে। কিন্তু চেহারার মিলটা সত্যিই মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মতো।"

"সৌন্দর্য দেখার জন্য ঈশ্বর তোমাকে বিশেষ ক্ষমতা দান করেছেন," মৃদু হেসে ব্রনসন বলল।

"ক্রমওয়েলকে কেমন মনে হল?" জিজ্ঞেস করল আরভিন। "তোমার কি মনে হয় আমরা যদি ওর সাথে এপয়েন্টমেন্ট করি আর চুরি যাওয়া টাকা যা ওর ব্যাংকের মাঝ দিয়ে গেছে সেটা নিয়ে আলোচনা করি সে আমাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে?"

"এ-কথা হোরাসকে জিজ্ঞেস কর। আমি আমাদের তদন্তের কথা তাকে উল্লেখ করিনি। ক্রমওয়েলকে বেশ ভদ্র মনে হয়েছে, যদিও কিছুটা নাক-উঁচু।"

"দাম্ভিক ব্যক্তিত্বের জন্য ওর খ্যাতি আছে," বলল ব্রনসন। "কিন্তু, এমনিতে লোক ভালো, এবং আমি নিশ্চিত সে তোমাদের তদন্তে বেশ ভালোই সহায়তা করবে।"

"সেটা সময় হলেই দেখা যাবে," বেল বলল, অবশেষে সুইটব্রেডস খাওয়ার ফুরসত পেল। খাবার গিলে ফেলার পর সে আরভিনের দিকে তাকিয়ে নড করল। "আমার মনে হয় ক্রমওয়েল ন্যাশনাল ব্যাংকে আমি তোমার সাথে যাচ্ছি।"

"তুমি আবারও ওর সাথে দেখা করতে চাও?" জিজ্ঞেস করল ব্রনসন।

বেল ওর মাথা নাড়ল। "গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। তবে ওর ব্যাংকের চারপাশটা একটু খুঁচিয়ে দেখতে চাচ্ছি।"

"তুমি কি কিছু খুঁজে পাওয়ার প্রত্যাশা করছ?" ক্লাটিস বিস্মিত।

বেল শ্রাগ করল, কিন্তু ওর চোখে একটা দুর্বল আভা খেলা করছে। "কী জানি! আমার একেবারেই কোনো ধারণা নেই।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৯

দুই ভ্যান ডর্ন এজেন্ট অফিসে পা রাখল।

ম্যারিওন তখন তার ডেস্কে বসে একটা চিঠি টাইপ করছে। মেয়েটি তার টাইপরাইটার থেকে চোখ তুলতেই দেখল বাদামী চুলের একজন লোক চেহারায় বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি মেখে তার দিকে চেয়ে আছে। লোকটা চিকন শরীরের অধিকারী, এবং চেহারা রোদেপোড়া না হলে তাকে দেখে রোগাটে ও দুর্বল মনে হত। অন্যজন লম্বা, সোনালি চুল। মেয়েটি তার চেহারা দেখতে পেল না কারণ লোকটি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে অফিসের বিলাসবহুল সাজসজ্জা দেখায় ব্যস্ত। "মিস মরগান?"

"হ্যাঁ, কিন্তু কিভাবে আমি আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারি?"

"আমার নাম আরভিন।" সে তার এজেন্সি কার্ড বের করল। "আমার সাথের এজেন্টের নাম আইজ্যাক বেল। আমরা ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভ এজেন্সি থেকে এসেছি। আমাদের সাথে মিস্টার ক্রমওয়েলের একটা এপয়েন্টমেন্ট আছে।"

মেয়েটি পায়ের ওপরে খাড়া হল, তবে মুখে হাসি ফুটল না। "আপনাদের এপয়েন্টমেন্ট নয়টা ত্রিশে। আপনারা পাঁচ মিনিট আগেই এসে পড়েছেন।"

আরভিন ওর হাতটা দুদিকে ছড়িয়ে দিল। "আপনি নিশ্চয়ই সেই প্রবাদটি জানেন..."

"আগেভাগে চলে আসা পাখিটিকে নিয়ে সেই প্রবাদটি তো? যেখানে সেই পাখিটি কীট ধরতে পেরেছিল?" মেয়েটি এমনভাবে বলল যেন সে মজা পেয়েছে।

লম্বা-সোনালি চুলের পুরুষটি তার মুখোমুখি হল। "কিন্তু দ্বিতীয় হওয়া ইঁদুরটি পনির পেয়েছিল।"

"খুবই বুদ্ধিমানের মতো উত্তর দিয়েছেন, মিস্টার বেল।" ম্যারিওন বলল, ওর গলার স্বর দুর্বল হয়ে এসেছে।

ওদের চোখ পরস্পরের সাথে মিলিত হল। ওই নীলচে-বেগুনি চোখজোড়ার দিকে তাকিয়ে ম্যারিওনের মনে আচমকা এমন এক অনুভূতি সৃষ্টি হল যা এর আগে কখনও হয়নি। মেয়েটি এখন বুঝতে পারছে এই মানুষটি

BanglaBook.org

লম্বায় ৬ ফুটের ওপরে, পেশিবহুল শরীর, পরনে সাদা লিনেন স্যুট। হালকা হলুদ রঙের একটি গোঁফ তার নাকের নিচে শোভা পাচ্ছে। চুল সুন্দরভাবে আঁচড়ানো। একে নায়ক টাইপের সুদর্শন বলা না গেলেও, এর দৈহিক গড়নে পুরুষালি বৈশিষ্ট্য আছে। ওর চেহারার মাঝে একটা রুক্ষতা আছে, এই লোক পশ্চিমের বুনো এলাকাতেও নিজেকে স্বচ্ছন্দে মানিয়ে নিতে পারবে, আবার শহরের আরামদায়ক জীবনেও তাকে খাপছাড়া লাগবে না। মেয়েটি এমনিতে তার আবেগ সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখে, কিন্তু এবারে সেটিকে বাগ মানানো যাচ্ছে না। এর আগে কোনো পুরুষ ওর মনকে এমনভাবে নাড়া দিতে পারেনি, প্রথম দেখায় তো একেবারেই না।

ম্যারিওনের রূপ আর সৌন্দর্যের আভা দেখে বেল-ও কাত হয়ে গেছে। মেয়েটির দিকে তাকাতেই যেন ওর পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠল। এই সুন্দরী মেয়েটিকে দেখতে দুর্বল লাগলেও সে সেগুন গাছের কাঠের মতো শক্তিশালী। এই মেয়েটার আচরণে এমনভাবে আত্মবিশ্বাস ঠিকরে বেরুচ্ছে যাতে ধারনা করা যায়, যেকোনো জটিল সমস্যা সে অনায়াসে সমাধান করে ফেলতে সক্ষম। মেয়েটি কমনীয় দেহের অধিকারী এবং ওর সরু কোমর থেকে নিচে নেমে যাওয়া সুদীর্ঘ স্কার্টের দিকে তাকালে বুঝা যায়, ওর পা-জোড়াও বেশ লম্বা। ঘন, চকচকে চুল ওর মাথার ওপরে স্তূপ করে রাখা। তবে মাত্র একখানা দীর্ঘ, সরু চুল প্রায় ওর কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে। বেল অনুমান করল এই মেয়েটির বয়স ওর সমানই হবে, বড়জোর এক কী দুই বছর কম-বেশি হতে পারে।

"মিস্টার ক্রমওয়েল কি ব্যস্ত?" সে জানতে চাইল, এখানে আসার উদ্দেশ্য মনে পড়ে গেছে।

"হ্যাঁ..." মেয়েটি কিছুটা তোতলাতে তোতলাতে বলল। "কিন্তু তিনি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।"

মেয়েটি ক্রমওয়েলের দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল এবং তাকে বেল আর আরভিনের আসার কথা জানাল। এরপর সে একপাশে সরে গিয়ে ওদেরকে ভেতরে যাওয়ার ইশারা করল। অন্যদিকে ওদেরকে অভিবাদন জানানোর জন্য ক্রমওয়েল তার ডেস্ক থেকে উঠে এসেছেন। ওরা যখন দরজা পার হচ্ছিল, বেল উদ্দশ্যমূলকভাবে তার হাতের সাথে ম্যারিওনের হাতের ঘষা লাগাল। দরজা লাগিয়ে দেয়ার আগে, যেন বৈদ্যুতিক শক বয়ে গেল মেয়েটির দেহের মাঝ দিয়ে।

"দয়া করে বসুন, জেন্টলম্যান," ক্রমওয়েল বলল। "হোরাস ব্রনসন আমাকে বলেছে আপনারা এসেছেন আমার ব্যাংকের মাঝ দিয়ে যেই চুরি হওয়া টাকা প্রবাহিত হয়েছে সেটার ব্যাপারে প্রশ্ন করার জন্য।"

BanglaBook.org

আরভিন মনে হল খেয়াল করেনি, কিন্তু বেল-এর কাছে অদ্ভুত ঠেকল যে ক্রমওয়েলের হাতে তখনও গ্লাভস লাগানো।

"সেটা ঠিক," আরভিন বলল, বেল নিজেই তাকে আলোচনা সামলানোর জন্য এগিয়ে দিয়েছে। "একটা নোট, যার সিরিয়াল নম্বর ২১৪৭৯৯, আপনাদের ব্যাংকে জমা পড়ার রিপোর্ট পাওয়া গেছে।"

"এমনটা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে," ক্রমওয়েল বলল, আঙুল দিয়ে সিগারেট নিয়ে খেলছে। "আমার ধারণা সেটা পঞ্চাশ অথবা একশ ডলারের নোট হবে, কারণ এর নিচের কিছু আমরা খাতায় লিপিবদ্ধ করি না।"

ওর নোটবুকে টুকে রাখা নোট একবার চেক করে নিল আরভিন। "সত্যি বলতে, এটি গেয়ারি স্ট্রিটের একজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে এসেছে, ওটা একটা ফুল-বিক্রির দোকান। এর ম্যানেজার, যার নাম হচ্ছে রিন্সলার, ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভ এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করেন, কারণ তিনি ভেবেছিলেন ওই ডলার হয়তো জাল। এটা প্রমাণিত যে ওই ডলার আসল। তিনি বলেছেন, তিনি ওই ডলার ক্রমওয়েল ন্যাশনাল ব্যাংক থেকে পেয়েছিলেন।"

"রিন্সলারের কথা কিছুটা ধোঁয়াটে," বেল যোগ করল। "কিন্তু সে যদি আইন লঙ্ঘন করে, সেটা স্থানীয় পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সমস্যা।"

"আমার ব্যাংকের মাঝ দিয়ে প্রতি বছর মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার প্রবাহিত হয়," ক্রমওয়েল বলল। "আমি বুঝলাম না এই একটি ডলার নোট এত গুরুত্বপূর্ণ কেন।"

"কারণ সিরিয়াল নম্বর চেক করে আমরা জানতে পেরেছি এটা মন্টানার এল্কহর্নে হওয়া ব্যাংক ডাকাতি থেকে এসেছে, ওই ডাকাত সেখানে চারজন লোককে খুন করে," বেল ব্যাখ্যা করল।

ক্রমওয়েল আরও কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করছে, কিন্তু বেল আর আরভিন নিশ্চুপ রইল। আরভিন ওর হাতের নোট পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত, কিন্তু বেল মনোযোগের সাথে ক্রমওয়েলকে দেখছে। ব্যাংক মালিক তার চোখ না সরিয়ে বেল-এর দিকে স্থির চেয়ে রইল। তাকে যে ভ্যান ডনের সেরা এজেন্টের সাথে খেলতে হচ্ছে, এটা বুঝতে পেরে ক্রমওয়েলের অহংবোধ উদ্দীপ্ত হল।

"আমি দুঃখিত, জেন্টলম্যান," বলল ক্রমওয়েল, বেল-এর দিক থেকে নজর সরিয়ে হাতে ধরা সিগারেটের দিকে তাকাল। "আমি বুঝতে পারছি না কিভাবে আপনাদের সাহায্য করব। যদি ডাকাতির সময় লুট হওয়া কোনো নোট ক্রমওয়েল ব্যাংকের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়, ওটা বহু আগেই সাধারণ মানুষের হাতে চলে গিয়েছে এবং ওগুলোর খোঁজ বের করার এখন আর কোনো উপায় নেই, কে ওগুলোকে ব্যাংকে জমা করেছিল সেটা জানা এক-কথায় অসম্ভব।"

BanglaBook.org

"তা ঠিক," বেল বলল। "কিন্তু আমাদেরকে প্রতিটি সূত্র পরখ করে দেখা লাগবে, সেটা যতই দূরবর্তী হোক না কেন।"

"এই নোটগুলো নতুন এবং সিরিয়াল নম্বরগুলো ধারাবাহিক," আরভিন ব্যাখ্যা করল। "এটা কি সম্ভব যে বাজারে ছাড়ার আগে নোটগুলোর নম্বর আপনি লিপিবদ্ধ করেছেন?"

"এমনটা হওয়া খুবই সম্ভব। যেহেতু আমি আগেই বলেছি, আমরা পঞ্চাশ এবং একশ ডলারের নোট হিসাব-ভুক্ত করি।"

"আপনি কি আপনার হিসাবরক্ষককে ডাকবেন হিসাববইটি চেক করার জন্য?" বেল জানতে চাইল।

"নিশ্চয়ই।" ক্রমওয়েল তার ডেস্কের তলায় থাকা একটা কলিং-বেল টিপতেই মুহূর্তের মধ্যে, ম্যারিওন মরগান দরজার কাছে হাজির হয়ে গেল। "মিস মরগান, আপনি কি মিস্টার হপকিন্সকে আমার অফিসে পাঠিয়ে দিতে পারবেন?"

মেয়েটি সায় দিল। "অবশ্যই।"

একটু পরেই হপকিন্স দেখা দিল। বেল যা আশা করছিল এই লোক দেখতে মোটেও সেরকম নয়। বেল আশা করেছিল সে এমন একজন লোককে দেখবে যার চোখে থাকবে পুরু লেন্সের চশমা, কানের পেছনে গুঁজে রাখবে পেন্সিল। সে হবে বর্ণহীন, নিষ্প্রভ ব্যক্তিত্বের একজন লোক, যাকে কিনা দিনের বেশির ভাগ সময় খতিয়ান বইয়ে নম্বর হিসাব-ভুক্ত করায় ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু সেরকম একজন মানুষের বদলে, হপকিন্সকে দেখাচ্ছে একজন তারকা এথলেটের মতো। বিশাল-দেহী, পেশিবহুল শরীর এবং চলাফেরায় ক্ষিপ্রতা আছে। বেল এবং আরভিনকে ওর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার সময় লোকটা ওদের দিকে ফিরে নড করল।

"মিস্টার বেল এবং মিস্টার আরভিন ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভ এজেন্সি থেকে এসেছেন। মন্টানার ব্যাংক ডাকাতিতে লুট হওয়া টাকার সিরিয়াল নম্বর চেক করার জন্য উনারা এখানে এসেছে। একজন কাস্টমার চেকের মাধ্যমে নগদ টাকায় রূপান্তর করার আগে পঞ্চাশ ডলারের একটি নোট আমাদের ব্যাংকে ডিপোজিট করা হয়েছিল। এই দুই ভদ্রলোকের ধারণা লুট হওয়া অন্য সব নোট-ও হয়তো ব্যাংকের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়েছে। ওরা চাচ্ছেন আমাদের হিসাবের খাতায় রেকর্ড করা সিরিয়াল নম্বর চেক করে দেখতে।"

হপকিন্স অমায়িক ভঙ্গিতে হেসে বলল। "আমার ওই নোটের সিরিয়াল নম্বরটা লাগবে।"

"২১৪৭৯৯ এর ওপর আর নিচের নোটের নম্বরগুলো ধারাবাহিকভাবে চেক করে দেখো," স্মৃতির ওপরে ভরসা করে উত্তর দিল ক্রমওয়েল।

BanglaBook.org

"এখুনি দেখছি, স্যার," হপকিন্স নির্দেশ গ্রহণ করল। এরপর সে বেল আর আরভিনের উদ্দেশ্যে আলতো করে মাথা নোয়াল। "আমি দেখছি নম্বরগুলো পাওয়া যায় কি-না। যদি থাকে, অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পেয়ে যাব।"

"আমি কৃতজ্ঞ," বেল বলল।

"আর কিছু, জেন্টলম্যান?" বলল ক্রমওয়েল, সাক্ষাৎ-পর্ব শেষ ঘোষণা করছে।

"না, আর কিছু না। আর, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি অনেক সাহায্য করলেন।"

আরভিনকে লিফটের দিকে যেতে দিয়ে বেল ইচ্ছে করেই পিছিয়ে পড়ল। ম্যারিওনের ডেস্কের সামনে গিয়ে ওর চোখের দিকে তাকাল। "মিস মরগান?"

মেয়েটি টাইপরাইটার থেকে চোখ সরিয়ে ওর দিকে ঘুরল, কিন্তু সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকাল না।

"আমার বেয়াদবি ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখবেন, কিন্তু আপনাকে দেখলেই মনে হয় আপনি বেশ এডভেঞ্চারাস মহিলা। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে নিয়ে দিনরাত এডভেঞ্চারে ব্যস্ত থাকেন। আপনি কি নিজের ব্যস্ততা সামলে একটু সময় বের করতে পারবেন? আপনি যদি আমার সাথে ডিনারে যেতে রাজি হন, খুব খুশি হব।"

মেয়েটির প্রথমেই মনে হল একে এক-কথায় না করে দিই, কিন্তু কোনো একটা নিষিদ্ধ দরজা ততক্ষণে খুলে গিয়েছে এবং ওকে নিজের নীতি-বোধ আর এই পুরুষের সাথে ঘুরতে যাওয়ার বাসনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হল। "ব্যাংকের কাস্টমারদের সাথে ডেটিং-এ যাওয়ার অনুমতি আমার নেই। তাছাড়া, একজন পুরোপুরি অচেনা লোককে আমি কিভাবে বিশ্বাস করব?"

বেল এই কথায় হাসল। "প্রথমত, আমি ব্যাংক কাস্টমার নই। আর দ্বিতীয়ত, আপনি যদি একজন চুক্তি-ভুক্ত গোয়েন্দাকে বিশ্বাস করতে না পারেন, আর কাকে বিশ্বাস করবেন?" বেল সামনে এগিয়ে এসে মেয়েটির হাত ধরে বসল।

একটা আতংকের ঢেউ ম্যারিওনের মেরুদণ্ডের মাঝ দিয়ে বয়ে গেল, মেয়েটি যেন আগে থেকেই হেরে যাওয়া যুদ্ধে লড়াই করে টিকে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। ওর সর্বশেষ বাধা-ও শেষ পর্যন্ত দুমড়ে মুচড়ে গেল। এবং সেই সাথে, পরিস্থিতির ওপরে তার যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ, সকল আত্মসংযম বাতাসে মিলিয়ে গেল।

"ঠিক আছে," কোনো এক অদৃশ্য শক্তি যেন ওকে দিয়ে বলিয়ে নিল। "আমার কাজ শেষ হবে বিকাল পাঁচটায়।"

BanglaBook.org

"দারুণ," সে বলল, বেল-এর কাছে মনে হল ওর কণ্ঠে একটু বেশিই আগ্রহ ফুটে উঠেছে। "আমি সামনের দরজায় আপনার অপেক্ষায় থাকব।"

মেয়েটি দেখল বেল হেঁটে লিফটের দিকে যাচ্ছে। "হায় খোদা," সে নিজের মনেই বিড়বিড় করল। "আমার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নাহলে পুরোপুরি অচেনা একজনের সাথে ডিনারে যাওয়ার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলাম কিভাবে!"

যদিও, ম্যারিওন নিজেই নিজেকে তীব্র তিরস্কার করল, কিন্তু ওর চোখজোড়া তখন আনন্দে ঝিকমিক করছিল।

লিফটে বেল-এর জন্য অপেক্ষা করছিল অরভিন। "কী নিয়ে কথা হচ্ছিল?"

"আমি ক্রমওয়েলের পার্সোনাল সেক্রেটারির সাথে ডিনারের ডেটিং ঠিক করে এলাম।"

"তোমার কাজ খুব দ্রুত এগোচ্ছে," আরভিন প্রশংসার সুরে বলল।

বেল হাসল। "ব্যাপারটা কিভাবে যেন খাপে খাপে মিলে গেল।"

"আমি তোমাকে যতটুকু চিনি, তাতে বাজি ধরে বলতে পারি এতে তোমার একটা গোপন মোটিভ আছে।"

"তুমি হয়তো বলবে বিজনেসের সাথে আমি প্লেজার মিশিয়ে ফেলছি।"

"তুমি হয়তো আগুন নিয়ে খেলছ," আরভিন গম্ভীর সুরে বলল। "যদি ওই মেয়ে বুদ্ধিমতীর মতো ধরে ফেলে যে তুমি তাকে ক্রমওয়েলের কাজ-কারবার সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার জন্য ব্যবহার করছ, তখন কিন্তু ভীষণ বিপদে পড়ে যাবে। সাবধান করে দিলাম।"

"সময় এলে তখন ওটা নিয়ে ভাবা যাবে," বেল সহজ ভঙ্গিতে বলল।

গাড়িতে করে হোটেলে ফিরে আসার সময়, বেল-এর ভাবনায় আগামী সন্ধ্যার বিজনেস সংক্রান্ত অংশটা থাকল না, বরং সেটা অধিকার করে রাখল কিভাবে মেয়েটার সাথে আনন্দ করে সময় কাটাবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ২০

ম্যারিওন ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারবে না। তবে এর আগেও একবার ওর এই অনুভূতি হয়েছিল। স্কুলে পড়ার সময় একটা ছেলে ওর দিকে তাকিয়ে একদিন হেসেছিল। সেই ছেলেটাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতো ও। কিন্তু ঘটনা বলতে গেলে এটুকুই। ওই ছেলে কখনও ওর কাছ পর্যন্ত এগিয়ে আসেনি বা ওর সাথে কথাও বলেনি। এখন, বেলকে সাথে নিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে একটি টেবিলে বসে আছে ম্যারিওন। তারপরেও, ওর এখনও সেই স্কুলে যাওয়া মেয়েটির মতোই লাজুক লাজুক লাগছে।

বেল ওকে ঠিক পাঁচটার সময় ক্রমওয়েল ব্যাংকের সামনে থেকে একটা মোটর ক্যাবে তুলে নিয়েছিল। ড্রাইভার তাদেরকে সেখান থেকে সরাসরি একটি সাত তলা বিল্ডিঙে নিয়ে যায় যেখানে শহরের সবচেয়ে বিখ্যাত ফরাসী রেস্টুরেন্ট, দেলমনিকোস অবস্থিত। লিফটে করে ওরা টপ ফ্লোরে প্রবেশ করল, সেখানে রেস্টুরেন্ট ওয়েটার ওদেরকে পথ দেখিয়ে একটা প্রাইভেট ডাইনিং রুমে নিয়ে গেল। ওখানে একটি বড়সড় জানালা আছে, যেটি দিয়ে বাইরের শহর এবং উপসাগর দেখতে পাওয়া যায়।

যেসব লোকের এইসব জায়গায় আসার সামর্থ্য আছে তারা দশ-পদের খাবারের অর্ডার দিতে দুবার ভাবে না। বেল অর্ডার দিল অয়েস্টার রকফেলার, সাথে ট্যাঙ্গি কারি সস। এরপরে এল সুস্বাদু ব্রথ, গ্রেট লেক স্টার্জন, ফ্রগস লেগস, পোর্ক চপস, চিকেন কিয়েভ, রোস্ট করা হরেক রকমের পাখির মাংস, বয়েলড পটেটো এবং ক্রিমড পি।

ম্যারিওন ওর জীবনে এর আগে কখনও এত জমকালো জায়গায় ডিনার করেনি। এটা সত্যি, সে শহরের বহু পয়সাওয়ালা ব্যাচেলরের সাথে ডিনারে গিয়েছে, কিন্তু তাদের কেউই তাকে এই পরিমাণে খাতির-যত্ন করেনি। ডেজার্টের জন্য, বেল ক্রেপস সুজেটে অর্ডার করল। ওয়েটার যখন দক্ষ হাতে ওদেরকে খাবার পরিবেশন করছে, ম্যারিওন নিজের ওপরে জোর খাটিয়ে সরাসরি বেল-এর চোখের দিকে তাকাল।

"আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি, মিস্টার বেল?"

BanglaBook.org

বেল মনোরম ভঙ্গিতে হাসল। "মনে হয় আমরা পরস্পরকে যথেষ্ট পরিমাণে চিনি যে আপনি আমাকে আইজ্যাক নামে ডাকতে পারেন।"

"যদি কিছু মনে না করেন, মিস্টার বেল বলে ডাকতেই আমি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করব," মেয়েটি বলল, তার কাছে এটিই যথাযথ আচরণ বলে মনে হচ্ছে।

বেল-এর হাসি এতটুকু ম্লান হল না। "ঠিক আছে তাহলে। আপনি যা ভালো বুঝেন।"

"একজন গোয়েন্দা হিসেবে চাকরি করার পরেও এত খরচ করার সামর্থ্য হয় কী করে?"

সে হাসল। "যদি বলি আমি সারা মাসের বেতন জমিয়েছি শুধু আজকের দিনটিতে ভালো জায়গায় খাব বলে, বিশ্বাস করবেন?"

"এই মুহূর্তের জন্যও না," মেয়েটি বলল।

"ক্রমওয়েল কি সান ফ্রান্সিসকোর সবচেয়ে বড় ব্যাংক?"

ওর প্রশ্নের উত্তরে পালটা প্রশ্ন শুনে মেয়েটি কিছুটা অবাক হল। "না, এরচেয়েও বড় দুটো ব্যাংক আছে, যার একটি হচ্ছে ওয়েলস ফারগো। কেন জানতে চাচ্ছেন?"

"আমার পরিবার নিউ ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বড় ব্যাংকের মালিক।"

মেয়েটি এই তথ্য হজম করার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। "আপনি কি কষ্ট পাবেন যদি বলি যে আপনার কথা আমার একবিন্দুও বিশ্বাস হচ্ছে না?"

"আপনার বসকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন। তিনি আমার কথার সত্যতা নিশ্চিত করবেন।"

মেয়েটি বিভ্রান্ত হয়ে ভ্রু কুঁচকে তাকাল। "তাহলে গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করার কী দরকার, যেখানে ইচ্ছে করলেন আপনি ওই ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হতে পারেন?"

"কী কারণে যেন ব্যাংকিং সেক্টরে কাজ করার চেয়ে ক্রাইম ইনভেস্টিগেট করতেই আমার কাছে বেশি ভালো লাগে। সারাদিন ডেস্কে বসে বসে কাজ করাটা খুবই বিরক্তিকর। তাছাড়া একজন ক্রিমিনাল মাইন্ডের সাথে বুদ্ধির খেলা খেলাটাও একটা চ্যালেঞ্জ।"

"আপনি কি গোয়েন্দাগিরিতে সফল?" মেয়েটি বেলকে খেপানোর জন্য জিজ্ঞেস করল।

"কেস সমাধানে পরাজয়ের চেয়ে আমার জয়ের সংখ্যাই বেশি," সে সততার সাথে উত্তর দিল।

"আমাকেই কেন বেছে নিলেন?" সে জানতে চাইল। "কেন সামান্য একজন সেক্রেটারির সাথে ডিনার করছেন? যেখানে ইচ্ছে করলেই আপনার সমাজের সমপর্যায়ের কোনো মেয়েকে বেছে নিতে পারতেন।"

BanglaBook.org

বেল এই কথায় দমল না। "কারণ আপনি একজন আকর্ষণীয়, বুদ্ধিমতী মহিলা আর আমি আপনাকে দেখে বিমোহিত।"

"কিন্তু আপনি তো আমাকে একেবারেই চেনেন না।"

"আশা করি চেনা-জানা হতে সময় লাগবে না," সে বলল, ওর চোখের সম্মোহনী দৃষ্টি দিয়ে মেয়েটিকে আবারও কাবু করে ফেলছে। "এখন, যথেষ্ট কথা হয়েছে। আসুন ক্রেপসটা উপভোগ করি।"

সুস্বাদু মিষ্টান্ন খাওয়া শেষ হতেই, বেল ওয়েটারকে বলল পঞ্চাশ-বছর-পুরনো দুই গ্লাস ওয়াইন নিয়ে আসতে। এরপর সে চেয়ারে আরাম করে হেলান দিল। "আমাকে জ্যাকব ক্রমওয়েল সম্পর্কে বলুন।"

খাবার এবং ওয়াইন ভালোই কাজ করেছে। ম্যারিওন এতটাই পটে গিয়েছিল যে সে বুঝতে পারল না কোন ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছে। "আপনি তার সম্পর্কে ঠিক কী জানতে চাচ্ছেন?"

"সে কোথা থেকে এল, কিভাবে ব্যাংকটা চালু করল, সে বিয়ে করেছে কি-না। তার সাথে সাক্ষাতের পরে, আমার মনে হয়েছে তিনি মানুষ হিসেবে ইন্টারেস্টিং। আমি শুনলাম তিনি আর তার বোন মার্গারেট দাতব্য কাজে শহরের যে কারুর চেয়ে বেশি টাকা খরচ করেন।"

"আমি নয় বছর ধরে মিস্টার ক্রমওয়েলের হয়ে কাজ করছি এবং আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি তিনি একজন স্মার্ট আর সুক্ষ্ম অনুভূতির মানুষ এবং নিশ্চিতভাবেই অবিবাহিত। তিনি খুব সামান্য পরিমাণ সম্পদ নিয়ে ১৮৯২ সালে এই ব্যাংক চালু করেন এবং নব্বইয়ের দশকের অর্থনৈতিক মন্দার সময়টা নিরাপদে কাটিয়ে দেন। সবচেয়ে খারাপ সময়েও তিনি টাকা কামিয়েছেন। অর্থনীতির কঠিন সময়ে শহরের বেশির ভাগ ব্যাংকের পথে বসার জোগাড় হয়েছিল। কিন্তু ক্রমওয়েল ন্যাশনাল ব্যাংকের সেরকম কিছু হয়নি। বিচক্ষণতার সাথে কাজকর্ম পরিচালনা এবং নিখুঁত ভাবে ব্যাংকিং নীতি মেনে চলার কারণে তিনি এমন একটি আর্থিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন যার সম্পদের পরিমাণ মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার।"

"একজন সম্পদশালী ব্যক্তি," বেল শ্রদ্ধার সাথে বলল। "নিঃসন্দেহে কঠোর পরিশ্রম করে আজকে এই জায়গায় আসতে হয়েছে তাকে।"

মেয়েটি সায় দিল। "ক্রমওয়েল ন্যাশনাল ব্যাংকের ক্রমোন্নতিকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চিন্তা করলে একটা অলৌকিক ঘটনা বলা যেতে পারে।"

"ব্যাংক চালু করার জন্যে এত টাকা তিনি পেলেন কোথায়?"

"এটা একটা রহস্য। মার্কেট স্ট্রিটে ছোট পরিসরে একটা ব্যাংক চালু করেছিলেন তিনি। কিন্তু এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার আগের সময় সম্পর্কে তিনি কিছু বলতে চান না। গুজব আছে যে, তিনি পঞ্চাশ হাজার ডলার মূলধন নিয়ে

BanglaBook.org

ব্যবসা শুরু করেছিলেন। আর আমি যখন কাজে ঢুকি, তখন ব্যাংকের সম্পদ ছিল প্রায় এক মিলিয়ন ডলারের ওপরে।"

"এই ধন সম্পত্তি দিয়ে তিনি কী ধরনের বিনিয়োগ করেন?"

মেয়েটি অসহায় ভঙ্গিতে হাত উঁচু করল। "সত্যি বলতে, আমার জানা নেই। তিনি তার ব্যক্তিগত অর্থায়ন নিয়ে কখনও কিছু বলেন না, আর আমি কোনো প্রকার ডকুমেন্ট বা চিঠিপত্রও দেখিনি। আমার ধারনা, লাভের টাকা তিনি আবারও ব্যাংকে মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করেন।"

"আর তার পরিবার? তিনি আর তার বোন কোথা থেকে এসেছেন?"

আবারও, ম্যারিওনকে দেখে মনে হল সে কথা খুঁজে পাচ্ছে না। "তিনি কখনও তার অতীত নিয়ে কথা বলেন না। একবার, তিনি বলেছিলেন যে তার বাবার নর্থ ডাকোটায় একটা খামার ছিল। এই তথ্য ছাড়া, তার পরিবার সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না।"

"আমি নিশ্চিত এর উপযুক্ত কারণ আছে," বেল বলল। সে ম্যারিওনকে খুব বেশি চাপ দিতে চাচ্ছে না, তাই সে ওদের আলোচনার মোড় নিজের শৈশবের দিকে টেনে আনল। কিভাবে সে বোস্টনের এক অভিজাত পরিবারে বেড়ে উঠল। ওর ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া, এবং ওর বাবার চরম অসন্তোষ, যখন তিনি জানতে পারলেন যে তার ছেলে পারিবারিক ব্যাংকের হয়ে কাজ না করে ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভ এজেন্সিতে ছোটখাটো একটা চাকরি করতে চায়। সে কথা ঘুরিয়ে ক্রমওয়েলের প্রসঙ্গে ফেরত এল। "ক্রমওয়েলকে দেখে মনে হল সে একজন শিক্ষিত মানুষ। আমি ভাবছিলাম সে কোথা থেকে বিদ্যালাভ করল।"

"মার্গারেট একবার বলেছিল ওরা মিনেসোটার একটা কলেজে পড়াশোনা করেছে," ম্যারিওন বলল, ক্রেপস খাওয়া শেষ করার পর ন্যাপকিন দিয়ে ঠোঁট মুছছে।

"মার্গারেট একজন সুন্দরী মহিলা," বেল বলল, মেয়েটির প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য চেয়ে আছে।

ক্রমওয়েলের বোনকে অপছন্দের ব্যাপারটা ম্যারিওন চেপে রাখল না। "আমি জানি ওই মেয়ে বেশ কিছু চ্যারিটি কাজের সাথে জড়িত। কিন্তু নিজের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হিসেবে আমি ওকে কখনও বেছে নেব না।"

"কেন? তাকে কি বান্ধবী হিসেবে বিশ্বাস করা যায় না?" বেল অনুমান করল।

"সে সবসময় সত্যি বলে না এবং ওর ব্যাপারে নানান কেলেঙ্কারির গুজব সবসময় বাতাসে ভাসে, তবে মিস্টার ক্রমওয়েল কিভাবে কিভাবে যেন ওইসব গুজব গোপন রাখার ব্যবস্থা করে ফেলেন। অদ্ভুত ব্যাপার হল, তিনি নিজের

BanglaBook.org

বোনের এসব বেলেল্লাপনাতে তেমন একটা বিরক্তও হন না। আমার তো মনে হয়, তিনি যেন এসব উপভোগই করেন।"

"ক্রমওয়েল কি প্রচুর পরিমাণে ভ্রমণ করেন?"

"ওহ, হ্যাঁ, তিনি মাঝে মাঝেই মাছ ধরার জন্য ওরেগনে বা বোহেমিয়ান ক্লাবের বাংলোতে ঘুরতে যান অথবা আলাস্কাতে শিকার করতে যান। তিনি সেই সাথে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত হওয়া অন্তত তিনটি ব্যাংকিং কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন। বছরে একবার, তিনি আর মার্গারেট একত্রে ইউরোপ ভ্রমণে বের হন।"

"তার মানে তিনি ব্যাংক ব্যবসার দৈনন্দিন কার্যাবলী তদারকি করেন না।"

মেয়েটি তার মাথা নাড়ল। "না, না, মিস্টার ক্রমওয়েল বাইরে বেড়াতে গেলেও প্রতি সপ্তাহে একবার করে ব্যাংকিং কার্যক্রমের ব্যাপারে খোঁজ নেন। সেই সাথে তার অধীনে কাজ করা একদল বোর্ড অফ ডাইরেক্টর আছে, এবং তারা এই ব্যবসায়ের সেরা মস্তিষ্কের অধিকারী।"

একটি রুপালি ট্রেতে করে ওদের জন্য দুই গ্লাস পোর্ট নিয়ে এলো ওয়েটার। ওরা কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে গ্লাসে চুমুক দিয়ে পানীয় পান করল। এরপর ম্যারিওন আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করে ফেলল। "কেন আপনি মিস্টার ক্রমওয়েলের ব্যাপারে আমাকে এত এত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন?"

"আমি একজন গোয়েন্দা। স্বাভাবিকভাবেই আমার কৌতূহল বেশি।"

মেয়েটি ওর কপালের ওপর থেকে কোঁকড়ানো চুল পেছনে সরিয়ে দিয়ে বলল। "আমার নিজেকে প্রত্যাখ্যাত মনে হচ্ছে।"

বেল সতর্ক চোখে ওর দিকে তাকাল। "প্রত্যাখ্যাত?"

"হ্যাঁ, আপনি আমার বসকে নিয়েই সব প্রশ্ন করেছেন, কিন্তু আমার ব্যাপারে কিছু জানতে চাননি। বেশির ভাগ পুরুষ প্রথমবার ডেটিং-এ এলে আমার অতীত জীবন নিয়ে জানতে চায়।"

"সেই দুঃসাহস দেখানো কি ঠিক হবে?" সে জিজ্ঞেস করল, ওকে ক্ষেপানোর চেষ্টা করছে।

"আমার অতীত কিন্তু অশ্লীল কিছু না," মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল। "সত্যি বলতে, আমার জীবনটা একেবারেই ডালভাত, মোটেও ইন্টারেস্টিং না। আমি একজন ক্যালিফোর্নিয়া নেটিভ, সাওসালিতোর উপসাগরের ধারে আমার জন্ম। ছোট থাকতেই আমার মা মারা যায়, আর আমার বাবা, যিনি ছিলেন ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিক রেলরোডের একজন ইঞ্জিনিয়ার, তিনি আমার জন্য একজন গৃহশিক্ষক রাখেন যতদিন না আমি শহরের প্রথম সেক্রেটারিয়াল স্কুলে যাওয়ার মতো যথেষ্ট বয়স্ক হই। স্নাতক পাস করার পরে, জ্যাকব

BanglaBook.org

ক্রমওয়েল আমাকে নিয়োগ দিলেন। আমি সেই থেকে তার হয়ে কাজ করছি। শুরুতে ছিলাম তার অফিসের টাইপিস্ট, এখন তার ব্যক্তিগত সেক্রেটারি।"

"কখনও বিয়ে করেছেন?"

মেয়েটি লাজুক ভঙ্গিতে হাসল। "দুজন পুরুষ আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল, তবে বিয়েটা আর শেষ পর্যন্ত করা হয়নি।"

বেল টেবিলের অপর পাশে থাকা মেয়েটির হাত ধরল। "আশা করি, কোনো একদিন তুমি নিজের জীবনে মনোমুগ্ধকর এক প্রিন্সের দেখা পাবে, যে তোমার মন জয় করে নেবে।"

মেয়েটি টান দিয়ে ওর হাত সরিয়ে নিল, ওকে উপেক্ষা করার চেয়ে কর্তৃত্ব ফলানোটাই ছিল এই কাজের মুল উদ্দেশ্য। "সেরকম সুদর্শন আর বুদ্ধিমান প্রিন্সের সংখ্যা খুব কম, নেই বললেই চলে। অন্তত সান ফ্রান্সিসকোতে এখনও ওরকম কারুর দেখা পাইনি।"

বেল ঠিক করল এ-নিয়ে আর কথা বাড়াবে না। সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যে সে এই মেয়েটিকে আবারও ঘুরতে বের হওয়ার আমন্ত্রণ জানাবে। বেল দেখতে চায়, ওদের পারস্পরিক আকর্ষণের স্রোত শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকে। "সন্ধ্যাটা আমি উপভোগ করেছি। এত সুন্দরী মহিলার সঙ্গ তো আর রোজ রোজ পাওয়া যায় না।"

"আপনি খুব ভালো তোষামোদ করতে পারেন।"

বেল ওর চোখ থেকে নিজের দৃষ্টি সরিয়ে নিল, সে মেয়েটিকে বেশি চাপাচাপি করতে চাচ্ছে না। কিন্তু একটা রহস্য তখনও বাকি রয়ে গেছে যার উত্তর ওর জানা দরকার। "ক্রমওয়েলের একটা ব্যাপার আমার কাছে অদ্ভুত লেগেছে।"

বেল দেখতে পাচ্ছিল যে ম্যারিওনের চেহারা থেকে হতাশা ফুটে বেরুচ্ছে। ম্যারিওন চাইছিল আরেকদিন ডিনারে আসার ব্যাপারে বেল কিছু একটা বলুক। এবং বেল অনুভব করতে পারছিল যে ম্যারিওন ইতোমধ্যে সন্দেহ করা শুরু করে দিয়েছে যে বেল আদৌ ওর প্রতি ইন্টারেস্টেড কি-না।

"কী সেটা?" ওর কণ্ঠস্বর আচমকা হিমশীতলে পরিণত হয়েছে।

"মিস্টার ক্রমওয়েলকে প্রথম দেখি বোহেমিয়ান ক্লাবের ডাইনিং রুমে, আর আজকে দেখলাম তার নিজের অফিসে। দুই দিনই দেখলাম তিনি হাতে গ্লাভস পরে আছেন। তিনি কি খাবার খাওয়া বা ডেস্কে কাজ করার সময়ও সর্বদা ওগুলো পরে থাকেন?"

মেয়েটি ন্যাপকিন ভাঁজ করে টেবিলের ওপরে রেখে বুঝিয়ে দিল এই সন্ধ্যায় সে আর সময় দিতে পারছে না। "ছোটবেলায় সে একবার আগুনে

BanglaBook.org

পড়ে গিয়েছিল। তার দুটো হাতই তখন সাংঘাতিক-ভাবে পুড়ে যায়, তাই ওই ক্ষতস্থান ঢেকে রাখার জন্য তিনি গ্লাভস পরে থাকেন।"

তথ্য সংগ্রহের জন্য ম্যারিওনকে ব্যবহার করায় বেল অপরাধ-বোধে ভুগছে। মেয়েটি অত্যন্ত সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী মহিলা।

বেল উঠে দাড়িয়ে টেবিলটা ওপাশ থেকে ঘুরে মেয়েটির বের হওয়ার সুবিধার্থে চেয়ারটা টেনে পেছনে নিয়ে এল। "আমি খুবই দুঃখিত। গোয়েন্দা-সুলভ অতিরিক্ত কৌতূহলী মনোভাব দেখানো আমার একেবারেই উচিত হয়নি। আশা করি আপনি আমায় এবারের মতো ক্ষমা করবেন। এই ভুল শোধরানোর জন্য আরেকটা সুযোগ কি দেয়া যায়?"

ম্যারিওন বুঝতে পারছে বেল আন্তরিক। সে ওর মনে সামান্য উত্তেজনা অনুভব করল। ওর প্রত্যাশা আবারও উথলে উঠেছে, বেল হয়তো সত্যিই ওর প্রতি আগ্রহী। "ঠিক আছে, আইজ্যাক, আমি আপনার সাথে আবারও বের হব। কিন্তু এবার কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা যাবে না।"

"কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে না," সে বলল, মেয়েটির মুখে নিজের নামের প্রথম অংশ শুনতে পেরে ওর মনে তখন আনন্দের বান বয়ে যাচ্ছে। "এবং এটা একটা প্রমিজ।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ২১

দুই দিন পরে, মার্কেট স্ট্রিটের কল বিল্ডিঙের পঞ্চম তলায় ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভ এজেন্সির চার এজেন্ট মিলিত হল। ওরা অর্ধবৃত্তাকার ভঙ্গিতে একটা গোলাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে এবং পরস্পরের টুকে রাখা নোট নিজেদের মধ্যে শেয়ার করছে। ওদের সবার পরনে শার্টস্লিভ, কোটগুলো চেয়ারের পেছনে ঝোলানো। তিনজন চুমুক দিচ্ছে কফি কাপে, অন্যজন পান করছে চা। লুজ-পেপার এবং বাঁধাই করা রিপোর্ট টেবিলের ওপরটাকে ঢেকে রেখেছে।

"আমি একটা কাহিনী লিখেছি, যেখানে বলা হয়েছে সান ফ্রান্সিসকোর টাকশাল থেকে এযাবতকালের সবচেয়ে বড় অংকের টাকার চালান কড়া প্রহরায় কলোরাডোর টেলুরাইডের খনি শহরে যাবে। ওই টাকা দিয়ে ১০ হাজার খনি শ্রমিককে বেতন এবং বোনাসের টাকা দেয়া হবে।" বেল ওদেরকে বলল। "আমি টাকার সঠিক পরিমাণটা খোলাসা করব না, তবে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেব যে এটি ৫ লাখ ডলারের আশেপাশে কিছু একটা হবে।"

"আমি পত্রিকার সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করেছি," ব্রনসন বলল। "এই সংবাদটা আগামীকালের পত্রিকায় ছাপা হবে।"

আরভিন ওর কফির কাপটা ধীরে ধীরে পিরিচের ওপরে ঘোরাচ্ছে। "যদি ওই ডাকাত সান ফ্রান্সিসকোতে থাকে, এবং পত্রিকায় ছাপা হওয়া নিউজটা পড়ে, সে অবশ্যই এই টাকা লুট করার জন্য প্রলুব্ধ হবে।"

"যদি সে সান ফ্রান্সিসকোতে থাকে," কার্টিস কথাটা আবারও বলল। "সম্ভাবনা আছে। আমাদেরকে হয়তো আবারও কানাগলিতে মাথা ঠুকতে হবে।"

"আমরা ওই বক্স-কার চিনি এবং চুরি যাওয়া কয়েকটা নোট এখানে এসে তরী ভিড়িয়েছে," বেল বলল। "আমার মনে হয় ওই ডাকাত উপসাগর এলাকার কাছাকাছি কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে।"

"আগে আমাদেরকে এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে," ব্রনসন ক্লান্ত ভঙ্গিতে বলল। সে এরপরে তাকাল আরভিনের দিকে। "তুমি বললে ওই সিরিয়াল নম্বর অনুসন্ধানের কাজ পুরোপুরি ব্যর্থ।"

BanglaBook.org

"পুরোপুরি ব্যর্থ," আরভিন ব্যর্থতা স্বীকার করল। "ওগুলোকে আবারও বাজারে ছাড়া না হলে নোটগুলোর সন্ধান বের করা অসম্ভব।"

"কে ওগুলোকে ভেতরে ঢুকিয়েছে এ-ব্যাপারে ব্যাংকের কাছে কোনো রেকর্ড নেই?" জানতে চাইল ব্রনসন।

আরভিন তার মাথা নাড়ল। "টেলারের পক্ষে এটা জানা অসম্ভব, কারণ সে সিরিয়াল নম্বর তালিকাভুক্ত করে না। এটা পরে ব্যাংকের হিসাবরক্ষককে দিয়ে করানো হয়। আমাদের হাতে যতক্ষণে সূত্র এসে পৌঁছাবে, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যাবে। যেই লোকই ওই নোট লেনদেন করুক সে বহু আগেই লাপাত্তা হয়ে গেছে।"

ব্রনসন কার্টিসের দিকে ঘুরল। "আর বক্স-কার অনুসন্ধানের কী খবর?"

কার্টিস এমনভাবে তাকাল যেন সে মাত্র নিজের প্রিয় কুকুরছানাটিকে হারিয়ে ফেলেছে। "এটা উধাও," সে অসহায়ভাবে বলল। "রেলইয়ার্ডে অনুসন্ধান চালিয়েও আমি ওটার কোনো সন্ধান বের করতে পারিনি।"

"হয়তো এটাকে শহর ত্যাগ করা কোনো মালবাহী ট্রেনের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে," বেল সমাধান বাতলে দিল।

"গত সপ্তাহে চলাচল করা সাউদার্ন প্যাসিফিকের মালবাহী ট্রেনগুলোর ম্যানিফেস্ট চেক করে দেখতে পেলাম, ও'ব্রায়ান ফার্নিচার কোম্পানির মালিকানায় থাকা কোনো বক্স-কার সেখানে নেই।"

"তুমি বলতে চাইছ এটা কখনও রেলইয়ার্ড ত্যাগ করেনি?"

"ঠিক তাই।"

"তাহলে ওটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না কেন?" ব্রনসন প্রশ্ন করল। "এটা তো বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না।"

কার্টিস ওর হাত দুটো উঁচু করল। "আমি কী করে বলব? তোমার দুইজন এজেন্ট আর আমি মিলে রেলইয়ার্ডের এ-মাথা থেকে ও-মাথা খুঁজে দেখেছি। ওই বক্স-কার ওখানে নেই।"

"সাউদার্ন প্যাসিফিকের ডিসপ্যাচাররা কি জানে, ট্রেন পৌঁছানোর পরে একে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে?" জিজ্ঞেস করল বেল।

"এটাকে একটা পরিত্যক্ত গুদাম-ঘরের পাশের সাইডিঙে রাখা হয়েছিল। আমরা পরে চেক করতে ওখানে যাই। কিন্তু গিয়ে দেখি ওটা ওখানে নেই।"

আরভিন একটা সিগারেট ধরিয়ে মুখ ভর্তি করে ধোঁয়া ছাড়ল। "ডিসপ্যাচারের অগোচরে এটাকে কি কোনো ট্রেনের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে?"

"এমনটা হতেই পারে না," কার্টিস বলল। "কোনো বক্স-কার যদি গোপনে ট্রেনের সাথে জুড়ে দেয়া হয় ওরা সেটা জানবেই। ট্রেনের সাথে

BanglaBook.org

যতগুলো বক্স-কার জুড়ে দেয়া হয়েছে, তার সবকয়টার সিরিয়াল নম্বর একজন ব্রেকম্যান ধারাবাহিকভাবে তার ফর্মে টুকে রাখে। যাতে যখনই কোনো বক্স-কার তাদের পূর্ব-নির্ধারিত গন্তব্যে এসে পৌঁছায়, ওটাকে যেন সহজেই ট্রেনের পেছন থেকে আলাদা করে ফেলা যায়।"

"হয়তো ওই ডাকাত বুঝে ফেলেছে যে ওই বক্স-কারটার প্রয়োজনীয়তা তার ফুরিয়েছে। তাই সে এটাকে ভেঙে-চুরে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে," ব্রনসন বলল।

"আমার তা মনে হয় না," বেল চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল। "আমার ধারণা সে এটাকে স্রেফ নতুন একটা সিরিয়াল নম্বর দিয়ে রং করিয়েছে এবং অন্য আরেকটা অস্তিত্বহীন কোম্পানির নামে পালটে ফেলেছে।"

"যদিও এতে করে পরিস্থিতির কোনো তারতম্য হবে না," কার্টিস বলল। "কারণ সে এটাকে এমনিতেও ব্যবহার করতে পারছে না।"

"তুমি কী বুঝাতে চাচ্ছ?" বেল প্রশ্ন করল।

"শুধু রিও গ্রান্ডে সাউদার্ন রেল-রোডের ট্রেন চলে টেলুরাইডে।"

"তাহলে কী কারণে সে বক্স-কার থেকে সাউদার্ন প্যাসিফিক কথাটা মুছে ফেলে নতুন করে রং করাবে না?"

"তেমন কোনো কারণ নেই। তবে অমনটা করলে স্রেফ সময়টাই ফালতু অপচয় করা হবে। রিও গ্রান্ডে সাউদার্ন চলে ন্যারো-গেজ রেললাইনে। আর সাউদার্ন প্যাসিফিক ট্রেন চলে স্ট্যান্ডার্ড-গেজে, প্রায় এক ফুট চওড়া। ওই রেললাইনে ডাকাতটার বক্স-কার কোনোভাবেই আঁটবে না।"

"আমি কী বোকা," বেল অস্ফুট-স্বরে বলল। "আমি ভুলে গেছিলাম যে রকি মাউন্টেইনসের মাঝ দিয়ে শুধু ন্যারো-গেজ ট্রেন চলে।"

"মন খারাপ কোরো না," ব্রনসন বলল। "আমি নিজেও এটার কথা ভাবিনি।"

আরভিন হতাশ হয়ে টেবিলে জোরসে এক ঘুসি মারল। "সে কোনোভাবেই এই ফাঁদে পা দেবে না। সে ভালো করেই জানে ওর ওই ব্যক্তিগত বক্স-কারে করে সে পালাতে পারবে না।"

বেল বলল। "ওর কিছু শক্তিশালী দিক আছে, তবে সেইসাথে আছে দুর্বলতাও। আমি ওর লোভ আর ওর অহংকারী মনোভাবের ওপরে ভিত্তি করে আমার পরিকল্পনা সাজিয়েছি। আমি নিশ্চিত সে এই টোপ গিলবে এবং টেলুরাইডে ব্যাংক ডাকাতির চেষ্টা চালাবে। এই চ্যালেঞ্জ সে উপেক্ষা করতে পারবে না।"

"আমি প্রার্থনা করি তুমি যেন সফল হও," ব্রনসন বলল। "যদি এই বুচারকে কেউ ধরতে পারে, সে হচ্ছ তুমি।"

BanglaBook.org

"তোমার অবস্থা কী, হোরাস? ওই দস্যুর অস্ত্রের ব্যাপারে কিছু জানতে পারলে?"

"উৎসাহজনক কিছু না," ব্রনসন গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল। "নতুন অস্ত্র বিক্রির সময় এখন আর নিবন্ধন করা হয় না। ক্রেতা শুধু টাকা দেয়, এরপর অস্ত্র নিয়ে বাইরে হাঁটা দেয়। ডিলারদের কাছ থেকে আমরা কিছুই জানতে পারিনি। এমনকি ওরা যদি মনে করতেও পারে কাদের কাছে কোল্ট .৩৮ অটোমেটিক বিক্রি করেছে, ওদের নাম আমাদেরকে বলবে না।"

আরভিন শূন্য চোখে দেয়ালের দিকে চেয়ে রইল। "দেখা যাচ্ছে, আমাদের সংগ্রহ করা সব সূত্র কানা গলিতে গিয়ে মাথা ঠুকে মরছে।"

"হ্যাঁ," বেল বিড়বিড় করল। "কিন্তু এই খেলা শেষ হয়নি...অন্তত এখনও না। এখনও আমাদের সুযোগ আছে চূড়ান্ত লড়াইয়ে জয়ী হওয়ার।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ২২

ক্রমওয়েল টেবিলে বসে সকালের নাস্তা সারছে, হাতে পত্রিকা। সে সামনের পাতার আর্টিকেলের প্রথম অংশটা ভাঁজ করল এবং কোনোরকম মন্তব্য না করে এটিকে টেবিলের অপর পাশে থাকা মার্গারেটের কাছে পার করে দিল।

মেয়েটি এটি পড়ল, কাহিনীটা পড়তেই ওর চোখ কুঁচকে গেল, এরপর চোখে প্রশ্ন নিয়ে সে মুখ তুলে তাকাল। "তুমি কি ওখানে যেতে চাও?"

"এটা খুব লোভনীয় একটা অফার," সে জবাব দিল। "মনে হচ্ছে যেন একটা চ্যালেঞ্জ আমার দিকে ছুড়ে দেয়া হয়েছে।"

"টেলুরাইডের ব্যাপারে কতটুকু জানো?"

"শুধু যেটুকু আমি পড়েছি। এই জায়গাটা একটা বক্স-ক্যানিয়নে অবস্থিত। এবং বুচ ক্যাসিডি ১৮৮৯ সালে এখানকার সান মিগুয়েল ভ্যালি ব্যাংক লুট করেছিল।"

"সে কি সফল হতে পেরেছিল?"

ক্রমওয়েল সায় দিল। "সে আর ওর গ্যাং বিশ হাজার ডলার নিয়ে পালিয়ে যায়।"

"আমার মনে হয় তুমি ভাবছ সে যদি করতে পারে, তুমিও পারবে।"

"ক্যাসিডি অপেশাদারদের মতো সশস্ত্র ডাকাতি করেছিল আর সে পালিয়ে যাওয়ার সময় ব্যবহার করেছিল ঘোড়া," ক্রমওয়েল উদ্ধত ভঙ্গিতে বলল। "আমার কাজের পদ্ধতি আরও বিজ্ঞানভিত্তিক।"

"টেলুরাইড জায়গাটা যেহেতু একটা বক্স-ক্যানিয়নের ভেতরে, সুতরাং ঢোকা আর বের হওয়ার জন্য এতে শুধু একটাই পথ আছে। পুলিশ বাহিনী ট্রেন থামিয়ে বক্স-কার চেক করার জন্য যথেষ্ট সময় পাবে।"

"এছাড়া আমি আমার বক্স-কারটাও ওখানে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করতে পারছি না। একটা সমস্যার কারণে একে এখানে ফেলেই আমাকে এগিয়ে যেতে হবে।"

"আমি বুঝলাম না।"

BanglaBook.org

"রিও গ্রান্ডে সাউদার্ন টেলুরাইডে রেললাইন বসিয়েছে। এর রেললাইন ন্যারো-গেজ, ওখানে আমার সাউদার্ন প্যাসিফিক বক্স-কার নিয়ে যাওয়া যাবে না। গ্রেফতারের হুমকি এড়িয়ে শহর ত্যাগ করার জন্য আমাকে অন্য কোনো উপায় খুঁজে বের করতে হবে।"

মার্গারেট এই তথ্যটি সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করল। "আমার মন বলছে ওখানে খারাপ কিছু ঘটতে পারে।"

"আমি মনের অনুভূতি বিবেচনা করে পথ চলি না। আমার কাজ-কারবার তথ্য নিয়ে, এবং নিজেকে নিরাপদ রাখার জন্য আমি প্রতিটি সম্ভাবনাকে সাবধানতার সাথে খতিয়ে দেখি, তা সেটা যত তুচ্ছই হোক না কেন।"

ক্রমওয়েল আরেক কাপ কফি ঢালছে। মার্গারেট টেবিলের ওপাশ থেকে ওর দিকে চেয়ে রইল। "এই কাজে তোমার বাইরে থেকে সাহায্য লাগবে।"

সে বলল। "তোমার মনে কী চিন্তা চলছে?"

"আমি তোমার সাথে আসব।"

"তোমার আলাস্কায় যাওয়ার কী হবে?"

"ওটা এখনকার মতো মুলতবি রাখলাম।"

ক্রমওয়েল কিছুক্ষণ ভাবল। "আমি তোমাকে এই ঝুঁকির মধ্যে টেনে আনতে পারি না।"

"এটা ঠিক যে, তুমি এখনও কোনো ডাকাতির কাজে ব্যর্থ হওনি," মার্গারেট তাকে সাবধান করল। "কিন্তু এই বার, আমার সাহায্য তোমার লাগবে।"

ক্রমওয়েল এই কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। এরপর হাসি ফুটল তার মুখে। "আমি বিশ্বাস করি তোমাকে না আসার হুকুম করলেও তুমি ঠিকই আসবে।"

সে হাসল। "আমি কি কখনও তোমার হুকুমের সামনে মাথা-নত করেছি?"

"নাহ। এমনকি আমরা যখন ছোট বাচ্চা ছিলাম তখনও আমি তোমাকে দিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করিয়ে নিতে পারিনি," সে বলল, অতীত স্মৃতি স্মরণ করছে। "যদিও তুমি আমার চেয়ে মাত্র দুই বছর ছোট।"

মেয়েটি ন্যাপকিন দিয়ে ওর লালচে ঠোঁট মুছল। "তাহলে ওই কথাই রইল। এই কাজ আমরা একত্রে করছি।"

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "তুমিই জিতলে। তবে আশা করি তোমাকে আলাস্কার জাহাজে তুলে দিতে পারিনি বলে আমাকে অনুশোচনায় ভুগতে হবে না।"

"এখন তুমি আমাকে কী করতে বলো?"

BanglaBook.org

সে একদৃষ্টিতে টেবিলের দিকে এমন করে চেয়ে রইল, যেন সেই টেবিলের উপরিভাগে বিমূর্ত একটা ছবি ফুটে উঠেছে। সে কাঁটাচামচ দিয়ে টেবিলক্লথে বৃত্ত আঁকল। "একটা ট্রেন নিয়ে আগামীকাল কলোরাডো চলে যাও, এরপর সেখান থেকে যাবে টেলুরাইডে।"

মেয়েটি স্থির চোখে তার দিকে চেয়ে রইল। "তুমি চাও তোমার আগেই আমি যাত্রা করি?"

সে সায় দিল। "আমি ঠিক করেছি এমনিতে যেই রুটিন মোতাবেক কাজ করি এবার সেভাবে করব না। স্থানীয় লোকদের সাথে মেলামেশা আর ব্যাংকিং কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করার কাজটা তোমাকে দিয়েই করিয়ে নেব। একজন মেয়ে হিসেবে, তুমি কারও মনে সন্দেহ না জাগিয়ে সুন্দরভাবে তদন্ত করতে পারবে।"

"টেলুরাইডে একজন মহিলা?" ও যেন মজা পেল। "আমাকে একজন বেশ্যা হিসেবে সবার কাছে নিজেকে তুলে ধরতে হবে।"

"এরচেয়েও ভালো হয়, যদি তুমি দাবি কর যে তুমি একজন পরিত্যক্তা স্ত্রী, যার স্বামী ধনী হওয়ার জন্য খনিতে কাজ করতে গিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছে। এই কৌশল অবলম্বন করলে কেউ সন্দেহ-পরায়ণ হয়ে তোমাকে প্রশ্ন করবে না বা তোমার আশেপাশে ঘুরঘুরও করবে না।"

"কিন্তু থাকা আর খাওয়ার জন্য, আমাকে বোর্ডেলোতে (বেশ্যালয়) কাজ খুঁজতে হবে।"

"তোমার নিজস্ব বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ উদ্ধার কর," সে জানে, ওর বোন কোনো একটা অভিনব বুদ্ধি বের করে ঠিকই নিজেই নিজের পথ বের করে নেবে।

"আর তুমি?"

"আমি কয়েকদিন পরে আসব, আমাকে আগে টাকার চালান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। এছাড়া, ডাকাতির পরিকল্পনা এবং আমাদের পালানোর পথ ঠিক করার জন্যও কিছুটা সময় দরকার।" সে কিছুক্ষণের জন্য কথা থামিয়ে ভ্রাতৃ-সুলভ ভালোবাসায় বোনের দিকে তাকাল। "আমার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে, নাহলে তোমাকে এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে জড়াতাম না।"

"আমার নিজেরও মাথা খারাপ হয়ে গেছে।" মেয়েটি সুরেলা ছন্দে হেসে উঠল। "এডভেঞ্চারে যাওয়ার তীব্র আবেগ এবং উত্তেজনায় পাগল হয়ে গেছি।" মার্গারেট মজা করে তার ভাইয়ের উদ্দেশ্যে এমন একটা ভঙ্গি করল যেভাবে একটি বিড়াল ইঁদুরের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। "অবশ্য, বেশ্যার ভূমিকায় অভিনয় করার একটা আকর্ষণ-ও আছে, যেটা আমার কাছে খুব মুখরোচক ঠেকছে।"

BanglaBook.org

"থাকুক। এটা নিয়ে আর বিস্তারিত কিছু না বললেই ভালো হয়।"

এরপর সে হঠাৎ করেই সিরিয়াস হয়ে গেল। "আইজ্যাক বেল-এর কী হবে?"

ক্রমওয়েল শ্রাগ করল। "ওর ব্যাপারে আবার কী হবে?"

"সে তো সব জায়গায় দেখা দেয়া শুরু করেছে, এমনকি টেলুরাইডেও হয়তো ওর দেখা পেয়ে যেতে পারি।"

"এই ভাবনা আমার মাথাতেও এসেছে, কিন্তু একবার যদি বেতনের টাকার চালান যাওয়ার সত্যতা যাচাই করতে পারি, তখন ওকে আর আমাদের বিবেচনা না করলেও চলবে। সে সান ফ্রান্সিসকোতে ভূত ধাওয়া করার কাজে এতটাই ব্যস্ত থাকবে যে টেলুরাইডে তার দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।"

"আমি ওকে একেবারেই বিশ্বাস করি না।"

সে হাসল। "ওকে নিয়ে চিন্তা মাথা থেকে সরাও, প্রিয় বোন। তুমি দেখবে, ডাকাতির কাজটা এমনভাবে সারব যে তোমার কাছে মনে হবে বিকেলবেলা স্রেফ কিছুক্ষণের জন্য পার্কে হাঁটতে গিয়েছিলাম।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ২৩

বসন্তের দিনটি ছিল শীতল এবং প্রাণবন্ত।

বেল ট্রেন থেকে নেমে এসপেন স্ট্রিট এবং কলোরাডো এভিনিউয়ের কোনায় গেল। সেখানে সে তিন তলা একটি কাঠ-নির্মিত বিল্ডিং খুঁজে পেল যার ওপরে টাঙানো সাইনবোর্ডে লেখা আছে "মামি টাবস বোর্ডিং হাউজ"। সে একহাতে বহন করছিল বহু ব্যবহারে ক্ষয়ে যাওয়া একটি ভ্যালিস। ওর পরনে নোংরা হয়ে যাওয়া উলের কোট, সাথে আছে একটা ভেস্ট এবং এর নিচে আছে পশমি শার্ট। সে হেভি কটনের একটা প্যান্ট পরে আছে যা ক্যানভাসের কাপড়ের মতো পুরু। বুট-জোড়া দেখে মনে হচ্ছে সে যেন এটি পরে ৫ হাজার মাইল হেঁটেছে। ওর মাথায় কুঁচকে যাওয়া একটি হ্যাট। প্রতারণাপূর্ণ চিত্রটি আরও পোক্ত করার জন্য সে দাঁতের মাঝখানে ডাবলিন স্টাইলে একটি পাইপ ধরে রেখেছে। বেল সেই সাথে ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গিতে এমনভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে যেন ওর বাম পা অচল।

সে বোর্ডিং হাউজের বৈঠকখানায় পা রাখতেই মামি টাবস ওকে অভ্যর্থনা জানাল। মামি টাবস মহিলাটি হাসিখুশি ধরনের। তার দেহটা এত গোলগাল যেন একটা বড়সড় সাইজের নাশপাতি। তার ধূসর চুলে দুটো খোঁপা করে সেটিকে পিঠের ওপরে ফেলে রাখা হয়েছে। তার চেহারাটি দেখতে অনেকটা পিরিচের মতো, যাতে একটি নাক বসিয়ে দেয়া হয়েছে।

"অভিবাদন, আগন্তুক," মহিলার কণ্ঠস্বর পুরুষদের মতোই ভরাট এবং গভীর। "থাকার জন্য একটা জায়গা খুঁজছ?"

"হ্যাঁ, ম্যাম," বেল ভদ্রতার সাথে বলল। "আমি শহরে নতুন।"

"সপ্তাহে সাত ডলার। যার মাঝে খাবারও অন্তর্ভুক্ত আছে।"

সে পকেটে হাত ঢুকিয়ে ভাঁজ করা অল্প কয়েকটা নোট বের করে সেখান থেকে সাত ডলার গুনল। "এই হচ্ছে আপনার টাকা, অগ্রিম। আমার কাছে খুব বেশি নেই, তবে যা আছে তা কিছুদিন থাকার মতো যথেষ্ট।"

বৈঠকখানায় ঢোকার সময় মহিলাটি খেয়াল করেছিলেন যে বেল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। "তুমি খনিতে কাজ খুঁজতে যাওয়ার কথা ভাবছ না-কি?"

BanglaBook.org

বেল ওর পায়ে হাত দিয়ে চাপড় দিল। "আমার পক্ষে খনিতে কাজ করা সম্ভব না। ডিনামাইটের স্টিক বসাতে গিয়ে আমি গুরুতর-ভাবে আহত হয়েছি।"

মহিলার চোখে সন্দেহ, এখনই ভাবতে শুরু করে দিয়েছে যে এই লোক ভবিষ্যতে ভাড়ার টাকা দিবে কোথা থেকে। "তাহলে কোথায় কাজ খুঁজে পাওয়ার আশা করছ?"

"আমার এক বন্ধু আমার জন্য নিউ শেরিডান হোটেলে ক্লিনারের জব খুঁজে দিয়েছে।"

মহিলা হাসল। "ওরা তোমার জন্য বেজমেন্টে কোনো রুম খুঁজে দিতে পারল না?"

"বেজমেন্টের সব রুম খনি-শ্রমিকদের দখলে," বেল মিথ্যা বলল। খনি-শ্রমিকরা যে বেজমেন্টে ঘুমায় এ-ব্যাপারে বেল-এর কোনো ধারণাই নেই।

ল্যাংড়া খনি-শ্রমিক হিসেবে নিজের পরিচয় তার কাছে তুলে ধরাতে, বেল জানতো, মামি টাবস তার নতুন ভাড়াটেকে, মানে ওকে নিয়ে গসিপিং করবেন না। ওই মহিলা বেলকে তার ঘর দেখিয়ে দিল। বেল ওই ঘরে ঢুকেই ভ্যালিসের মুখ খুলল। এর ভেতর থেকে সে তোয়ালে দিয়ে মুড়িয়ে রাখা একটা কোল্ট ব্রাউনিং মডেল ১৯০৫ বের করল। ওটা .৪৫ ক্যালিবারের অটোমেটিক পিস্তল, যার ম্যাগাজিনে ২০টি বুলেট ধরে। সে অস্ত্রটি বিছানার তলায় গলিয়ে দিল, কিন্তু বিশ্বস্ত রেমিংটন ডেরিঙ্গারটি ওর টুপির ভেতরে রাখল। সে হাঁটুর চারপাশে মুড়িয়ে রাখা র‍্যাপিংটি আরও মজবুত করে বাঁধল, যাতে এটি ওর স্বাভাবিক নড়াচড়া ব্যাহত করতে না পারে।

মামিজ ডাইনিং রুমে ডিনার হিসেবে বীফ স্টু খাওয়ার পরে, সে বোর্ডিং-হাউজে থাকা আর সব মানুষের সাথে পরিচিত হল। বেশির ভাগই খনি-শ্রমিক, কিন্তু অল্প কয়েকজন আছে স্টোর-ক্লার্ক এবং এক স্বামী-স্ত্রী যারা রেস্টুরেন্ট খুলতে যাচ্ছে। ডিনারের পরে, বেল অলস পায়ে প্যাসিফিক এভিনিউ-এ গিয়ে শহরের বাহ্যিক-রূপ দেখতে লাগল।

সান মিগুয়েল নদীতে স্বর্ণ আবিষ্কারের পর টেলুরাইড শহরটি গড়ে ওঠে। সান হুয়ান পর্বতমালায় প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ, সেই সাথে রুপা ধারণ করা আকরিকের খোঁজ পাওয়া যায়। এবং পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে স্বর্ণ-সন্ধানী মানুষ এবং খনি-শ্রমিক এখানে বসত গড়ে। ১৯০৬ সালের মাঝে এমন অবস্থার সৃষ্টি হল যে, নিউ ইয়র্ক সিটিতে মাথাপিছু যত মিলিয়নেয়ার থাকে, টেলুরাইডে থাকে তার চেয়ে বেশি।

এই খনি-শ্রমিকরা এক পর্যায়ে ৩৫০ মাইল দীর্ঘ টানেল খনন করে যা চারপাশের পর্বতমালা পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে, কোনো কোনোটা এত উঁচু যে তা সমুদ্রপৃষ্ঠের ১২ হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। এই এলাকার জনসংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। এখানে তিন ডজন স্যালুন এবং ১৮০ জন পতিতা আছে। এই

BanglaBook.org

পতিতারা ৩ ডলারে দৈনিক ১২ ঘণ্টা পরিশ্রম করা বিপুল পরিমাণ খনি-শ্রমিকদের মন-মেজাজ ভালো রাখাতে সাহায্য করে।

যখন পাহাড়ের পেছনে সূর্য ডুবে গিয়ে অন্ধকার নেমে আসে, রাস্তার এমাথা-ওমাথায় জ্বলে ওঠে এক ঝাঁক বাতি। ১৮৯২ সালে, খনি-মালিক এল. এল. নান দুনিয়ার প্রথম অলটারনেটিং-কারেন্ট পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চালু করার জন্য বিদ্যুতের জাদুকর নিকোলা টেসলাকে নিয়োগ দেন, যাতে এই বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহার করে তিনি ক্যাবলে করে খনিজ আকরিক পাহাড় থেকে নিচে নামাতে এবং এবং খনি-শ্রমিকদেরকে শহর থেকে ওপরে তুলে নিয়ে যেতে পারেন। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের লাইন শহর পর্যন্ত পৌঁছানোর পর টেলুরাইড পরিণত হয় ইতিহাসের প্রথম শহরে, যেখানকার রাস্তাকে বৈদ্যুতিক বাতি আলোকিত করে রেখেছে।

বেল ওই এলাকার কুখ্যাত ক্রিবের (বেশ্যালয়) পাশ দিয়ে হেঁটে গেল, সেখানে টকটকে লাল চেহারার মেয়েরা তাদের রূপের পসরা সাজিয়ে বসেছে। উচ্চ-শ্রেণীর হাউজগুলোকে বলা হয় "সিনেট" এবং "সিলভার-বেলে"। রাস্তায় দাঁড়ালে ওখানকার রুমের ভেতর থেকে পিয়ানো প্লেয়ার থেকে আসা সঙ্গীত শুনা যায়। এই রাস্তার নাম দেয়া হয়েছে পপ-কর্ন গলি। কারণ সারারাত জুড়ে এই গলির দরজাগুলো ক্রমাগত খোলে আর বন্ধ হয়।

সে কলোরাডো এভিনিউতে গিয়ে শহরের প্রধান অংশে গেল। এরপর টেলুরাইড ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাংকের জানালার মাঝ দিয়ে এর ভেতরে তাকাল। আগামীকাল, সে শহরের শেরিফ এবং ব্যাংক ম্যানেজারের সাথে দেখা করবে যাবে বুচার ব্যান্ডিটকে অভ্যর্থনা জানানোর যাবতীয় পরিকল্পনা সেরে ফেলে যায়। ওই লোককে অবশ্যই টোপটা গেলাতে হবে যাতে সে ব্যাংক ডাকাতি করার চেষ্টা চালায়। সে সান মিগুয়েল ভ্যালি ব্যাংক পেরিয়ে গেল যেটা বুচ ক্যাসিডি ১৭ বছর আগে লুট করেছিল।

সন্ধ্যার বাতাসে শীত শীত আমেজ। বেল খেয়াল করল সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৯,০০০ হাজার ফুট অধিক উচ্চতায় থাকায় ওকে তুলনামূলক গভীরভাবে শ্বাস নিতে হচ্ছে। সে মেইন রাস্তার স্যালুনকে পাত্তা না দিয়ে নিউ শেরিডান হোটেলের দিকে হাঁটা ধরল।

বেল লবিতে পা রেখে ডেস্ক ক্লার্ককে বলল সে ম্যানেজারের সাথে দেখা করতে চায়। এক মিনিটের মধ্যে, ফর্সা চেহারার এবং টাক মাথার বেঁটে একজন লোক দ্রুততার সাথে অফিস থেকে বেরিয়ে এল। মনে হল যেন দেয়ালের গর্ত থেকে বের হয়ে একটা ইঁদুর দৌড়ে বেরিয়ে আসছে। তার চেহারায় কৃত্রিম একটা হাসি, সে হাসিতে তেমন উষ্ণতা নেই, সম্ভবত বেল-এর পোশাকের আলুথালু অবস্থাই তার এমন আচরণের কারণ।

"আমি দুঃখিত, আমাদের সব রুম মানুষে ভর্তি হয়ে আছে। শেরিডানে কোনো জায়গা খালি নেই।"

BanglaBook.org

"আমি কোনো রুম চাচ্ছি না," বেল বলল। "আপনিই কি মিস্টার মার্শাল বাকম্যান?"

তার হাসি কিছুটা মিইয়ে গেল এবং তিনি সরু চোখে তাকালেন। "হ্যাঁ, আমিই বাকম্যান।"

"আমি আইজ্যাক বেল, ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভ এজেন্সি থেকে আসছি।"

বাকম্যানের চোখজোড়া আবারও চওড়া হল এবং সে বাও করল। "আহ, মিস্টার বেল! আপনার টেলিগ্রামটা আমি পেয়েছি। আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি শেরিডান আপনাকে সবরকম সহায়তা দিতে প্রস্তুত।"

"সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে," বেল ব্যাখ্যা করল, "কেউ যদি আমার ব্যাপারে জানতে চায়, তাকে বলতে হবে যে আমি এখানে দারোয়ান হিসেবে কাজ করি।"

"হ্যাঁ, অবশ্যই," বাকম্যান উৎসাহী ভঙ্গিতে বলল। "আপনি আমার ওপরে ভরসা রাখতে পারেন।"

"আপনাকে ধন্যবাদ, মিস্টার বাকম্যান। এখন, যদি কিছু মনে না করেন, আমি আপনার বার-এর সেরা হুইস্কি চেখে দেখব।"

"শুধু সেরা মদ্য-প্রস্তুতকারী কোম্পানির কাছ থেকেই আমরা উঁচুমানের হুইস্কি রাখি। ফালতু টাইপের স্থানীয় মদ শেরিডানে পাবেন না।"

বেল নড করে শরীর ঘুরিয়ে বাকম্যানের দিকে তার পিঠ ফেরাল এবং বারে যাওয়ার জন্য হাঁটা ধরল। সে হাঁটা থামিয়ে একটা ফলক পড়তে শুরু করল যাতে হোটেল কাস্টমারদের জন্য কয়েকটি নিয়ম লেখা আছে।

দয়া করে পিয়ানোবাদককে গুলি করবেন না, সে বাদ্য বাজিয়ে আপনাকে খুশি করার জন্য তার সর্বোচ্চ চেষ্টাটাই করছে।

একতলার ওপরে কোনো ঘোড়া আনা যাবে না।

এক বিছানায় ৫ জনের বেশি না।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কাজটা বাড়িতেই সারতে হবে।

বিছানা ৫০ সেন্ট, চাদর-সহ ৭৫ সেন্ট।

দরজার কাছে পৌঁছাতেই, সে একপাশে সরে গেল যাতে একজন স্বর্ণকেশী মহিলা ভেতরে পা রাখতে পারে। মহিলাটির চেহারা চওড়া-প্রান্ত ওয়ালা হ্যাট দিয়ে আড়াল করা। বেল শুধু এতটুকু দেখল যে মহিলার ফিগার বেশ সুন্দর।

একইভাবে, ওই মহিলাও ল্যাংড়া মানুষটির দিকে কোনো মনোযোগ দিল না।

আরও অনেক সময় পরে, বেল নিজেকে অভিশাপ দেবে কেন সে ওই স্বর্ণকেশীকে চিনল না, ঠিক যেভাবে মার্গারেট ও নিজেকে গালাগাল করবে কেন সে খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটা ওই মানুষটির চেহারার দিকে ভালো করে তাকাল না।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৪

শেরিফ হেনরি পার্দি এবং ব্যাংক ম্যানেজার, মুরে অক্সনার্ডের কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল বেল। ওরা তিনজন একটা গোলাকার টেবিলের চারপাশ ঘিরে বসে সকালের নাস্তা সারছিল। পার্দির বাড়ি তার অফিস এবং জেলের ঠিক পেছনেই অবস্থিত। তিনি দরজার কাছে গিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিলেন ওটা লক করা, এরপর পর্দা টেনে দিলেন যাতে ভেতরে কেউ উঁকি দিতে না পারে।

শেরিফকে দেখে বেল বিস্মিত। তার দেয়াল-সংলগ্ন বুকশেলফে বই উপচে পড়ছে। মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত বই। কী বই নেই সেখানে! শেকসপিয়ার, প্লেটো, ভলতেয়ার, বেকন, এমারসন। সেই সাথে আছে লাতিন ভাষায় লেখা কয়েক সেট ভলিউম। এত ছোট একটা শহরে এত পড়ুয়া অফিসার বেল এর আগে কখনও দেখেনি।

পার্দি তার হাতটিকে নিজের সিংহের কেশরের মতো ধূসর চুলের মাঝে গলিয়ে দিলেন এবং রোমশ গোঁফ ধরে টানাটানি করতে লাগলেন। "মিস্টার বেল, আপনার ধারণা ওই বুচার ব্যান্ডিট আমাদের শহরের ব্যাংকে হামলা চালাবে?"

"আমি নিশ্চিত বলতে পারছি না," বেল জবাব দিল। "কিন্তু ওর স্বভাব যতটুকু বুঝতে পেরেছি, সে অবশ্যই ডেনভারের ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাংক থেকে বেতনের টাকার চালান আসার কথা শুনে এখানকার ব্যাংক লুট করতে প্রলুব্ধ হবে।"

"অমন কোনো বেতনের টাকার চালান আসার কথা আমার জানা নেই," মুরে অক্সনার্ডে বললেন।

মুরে অক্সনার্ডে মানুষটা লম্বা, চুপচাপ ধরনের মানুষ। তাঁর কাঁধ-জোড়া চওড়া এবং নিতম্ব সরু। তিনি হাসেন খুব কম এবং চেহারায় সবসময় কাঠিন্য ধরে রাখেন।

বেল বুঝিয়ে বলল, "জাহাজে করে অমন কোনো চালান আসছেও না। আমরা চাচ্ছি ওই ডাকাতকে গর্ত থেকে বের করে আনতে। আর সেই জন্যই আমরা এই ফন্দি বের করেছি।"

BanglaBook.org

পার্দি আঙুল দিয়ে টেবিলে টক টক শব্দ করলেন। "পত্রিকায় তার অপরাধের কাহিনী পড়ে মনে হয়েছে সে বেশ স্মার্ট প্রকৃতির লোক। সে অবশ্যই প্রকৃত ঘটনা যাচাই করে দেখবে আর বুঝতে পারবে যে পুরো ব্যাপারটাই ফাঁকি।"

বেল তার মাথা নাড়ল। "না, স্যার। সেরকমটা হবে না। ডেনভারের ব্যাংকের ডাইরেক্টরদের ভালোমতো শিখিয়ে-পড়িয়ে দেয়া হয়েছে যে, কিভাবে এই কাহিনী নিখুঁতভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে।"

"একটা প্রশ্ন মনের মাঝে উঁকি দিচ্ছে, না করে পারছি না," পার্দি বললেন, "আপনি কেন টেলুরাইডকেই বেছে নিলেন? আরও তো শহর ছিল।"

"কারণ এই জায়গাটা একটা বক্স-ক্যানিয়নে অবস্থিত। আসা-যাওয়ার জন্য এখানে রাস্তা শুধু একটাই। এরকমটা হওয়ায় আমরা একটা সুবিধা পাচ্ছি। ডাকাতির প্রচেষ্টা চালানোর সময় ওকে যদি ধরতে না-ও পারি, আমরা তখন ওর পালানোর পথটা আটকে দিতে পারব।"

"দেখুন, আমার এটা পছন্দ হচ্ছে না," অক্সনার্ডে বলল। "এই ডাকাত এমন ধরনের লোক যার খুন করতে একটুও চোখ কাঁপে না। আমি আমার কর্মীদের ঝুঁকির মাঝে ফেলতে পারব না। আমি চাই না ওদের রক্ত আমার হাতে লেগে থাকুক।"

"আমারও ইচ্ছে না যদি ডাকাতি হয়, তখন আপনি বা আপনার কোনো লোক ব্যাংকে অবস্থান করুক। আমি এবং ভ্যান ডনের অন্য আরেকজন এজেন্ট সেই সময় ব্যাংকে থাকবে। যেহেতু আমরা জানি ওই ডাকাত অপরাধ করে পালানোর সময় রেল-রোডের বক্স-কা ব্যবহার করে, তাই অন্য একজন এজেন্ট ট্রেনের আসা-যাওয়া লক্ষ করবে।"

"কিন্তু আমার কাস্টমারদের কী হবে?" অক্সনার্ডে চাপ সরিয়ে নিলেন না। "কে তাদের লেনদেনের কাজ পরিচালনা করবে?"

"ওই এজেন্ট আর আমার ব্যাংকের দৈনন্দিন কাজকর্ম চালানোর মতো পূর্ণ অভিজ্ঞতা আছে। ওই ডাকাত টেলারের রুমের দিকে পা বাড়ালেই আমরা ওর জন্য প্রস্তুত থাকব।"

"আপনি কি জানেন তার চেহারা দেখতে কেমন?" পার্দি জানতে চাইল।

"শুধু এটুকু জানি যে তার বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুলটি নেই এবং তার চুলের রঙ লাল। এ-ছাড়া তার চেহারার ব্যাপারে আমাদের হাতে আর কোনো তথ্য নেই।"

"এর কারণ তার চেহারা শনাক্ত করতে পারে এমন প্রতিটি মানুষকে সে খুন করেছে। তোমাদের হাতে এগিয়ে যাওয়ার মতো তাই তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো সূত্র নেই।"

BanglaBook.org

"কিন্তু আমি এখনও এই কাজে পুরোপুরি সায় দিতে পারছি না," অক্সনার্ডে বলল। "আমার কোনো একজন কাস্টমার ভুল সময়ে ভুল জায়গায় উপস্থিত হয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে যেতে পারে।"

"আমরা সবরকম সাবধানতা অবলম্বন করব," বেল বলল। "কিছুটা ঝুঁকি তারপরেও রয়ে যাবে। কিন্তু দেখুন, এই ডাকাতকে যে করেই হোক থামাতেই হবে। সে ইতোমধ্যে ত্রিশের অধিক মানুষকে খুন করেছে। আর ওকে গ্রেফতার না করলে, এই সংখ্যাটা যে কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না।"

"সাহায্যের জন্য আমি কী করতে পারি?" অক্সনার্ডের দিকে শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে পার্দি বলল।

"আপনার ডেপুটিদের নিয়ে ব্যাংকের আশেপাশে টহল দেবেন না। কারণ এতে করে ওই ডাকাত আতঙ্কিত হয়ে যাবে এবং ধারেকাছে ঘেঁষবে না," বেল উত্তর দিল। "কাছাকাছি থাকবেন--যদি সম্ভব হয়, দৃষ্টিসীমার বাইরে আড়ালে কোথাও...কিন্তু সে যদি দেখা দেয় তো ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত থাকবেন। সে যদি ব্যাংকে প্রবেশ করে তো আমরা একটা সিগন্যাল দেব।"

শেরিফ পার্দির মনে একটা প্রশ্নের উদয় হল। "টাকার চালান কখন আসার কথা?"

"আগামীকাল," বেল তাকে বলল।

অক্সেনার্ডে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে বেল-এর দিকে তাকাল। "সত্যিকারের বেতনের টাকা হিসেবে যেই ডলার ইতোমধ্যে সিন্দুকে রাখা আছে সেটার কী হবে?"

"এটাকে সেফটি ডিপোজিটেই ফেলে রাখুন। আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, ওই ডাকাত এটা স্পর্শও করতে পারবে না।"

পার্দি তার গোঁফের একপ্রান্তে মোচড় দিল। "বেতনের টাকা দেয়ার দিন কখনও খনি-শহরে থেকেছেন, মিস্টার বেল?"

"ওই অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি, তবে আমি শুনেছি জনতা ভীষণ খ্যাপাটে হয়ে যায়।"

"এটা সত্যি," অক্সনার্ডে দেঁতো হাসি হেসে বলল। "বেতন দেয়ার দিন, শহরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত পুরো এলাকায় যেন জাহান্নাম আছড়ে পড়ার মতো অবস্থা হয়।"

পার্দির চেহারায়ও একই রকম দেঁতো হাসি। "হ্যাঁ, ত্রিশগুলো ব্যস্ত থাকবে যতক্ষণ না খনি-শ্রমিকেরা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ হুইস্কি আর জুয়া খেলার পেছনে খরচ করে ফেলছে।" তিনি এক মুহূর্ত থেমে বেল-এর দিকে তাকালেন। "আপনি কোথায় থাকছেন? ধরুন আপনার সাথে যোগাযোগ করার দরকার পড়তে পারে।"

BanglaBook.org

"আমি মামি টাবস বোর্ডিং-হাউজে আছি।"

"মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না চাইলে ওখানে থাকাই ভালো," অক্সনার্ডে বলল। "মামি মহিলা হিসেবে বেশ ভালো এবং রাঁধুনি হিসেবেও চমৎকার।"

"তার রান্না করা স্টু যে অসাধারণ, এ-কথা আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি," বেল মজা করে বলল। সকালের নাশতার পরে, ওদের মিটিং শেষ হয়ে গেল। বেল এবং অক্সনার্ডে দুজনেই সুস্বাদু খাবারের জন্য মিসেস পার্দিকে ধন্যবাদ দিল। এরপরে ওরা তিনজন বাইরে বেরিয়ে শহরের দিকে হাঁটা ধরল। অফিসে যাওয়ার জন্য পার্দিকে ওদের সঙ্গ-ত্যাগ করতে হল। বেল অক্সনার্ডের সাথে ব্যাংকে গেল এর ভেতরকার সাজসজ্জা পর্যবেক্ষণ করতে।

অন্যান্য হাজারো ব্যাংকের মতো এই ব্যাংকের ফ্লোর প্ল্যান-ও আলাদা কিছু না। ব্যাংক ম্যানেজারের অফিস রাখা আছে টেলারের খাঁচার পেছনে, যেটা কিনা কাচ দিয়ে ঘেরাও করা, শুধু ক্যাশ ড্রয়ারের সামনের অংশটুকু ঘেরাও করা হয়নি। কাউন্টারের অংশটি সরু গরাদের মাঝ দিয়ে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। ভল্টটিকে আসলে বড়সড় আকারের একটি সিন্দুক বললেই ভালো হয়। বেল জানতে পেরেছে যে ব্যবসা চলাকালীন সময়ে এটাকে বন্ধ রাখা হয়। শুধু টাকা উত্তোলন করার সময় অথবা ব্যাংক বন্ধ হওয়ার পরে যখন নগদ টাকা এবং কয়েন ফিরিয়ে নেওয়া হয় তখন এটি খোলা হয়।

"আপনাদের কোনো ভল্ট নেই?" অক্সনার্ডেকে বলল বেল।

"দরকার নেই। পে-রোলের টাকা সাধারণত শিপমেন্ট আসার দ্বিতীয় দিনে অত্যন্ত কড়া প্রহরায় সরাসরি খনিতে নিয়ে যাওয়া হয়।"

"দ্বিতীয় দিন কেন?"

"ডেনভারের ব্যাংকের যেই পরিমাণ টাকা পাঠানোর কথা, ঠিক সেই পরিমাণ টাকাই পাঠিয়েছে কি-না, সেটা চেক করতে আমাদের ওই সময়টা দরকার হয়।"

"তার মানে ওই ডাকাত তার কাজ সারার জন্য খুব বেশি সময় পাবে না।"

অক্সনার্ডে সায় দিলেন। "যদি সে ওর খেল দেখাতে চায়, তাকে আগামীকালই কাজটা সারতে হবে।"

"আপনার সাথে কি কোনো নতুন আমানতকারী বা সাধারণ কোনো মানুষের সাক্ষাৎ হয়েছে যে স্রেফ ব্যাংকে ঢুকে কিছুক্ষণ থেকে আবার ব্যাংক থেকে বেরিয়ে গেছে?"

"লিবার্টি বেল খনিতে কাজ করা নতুন একজন সুপারিন্টেনডেন্ট একটা চেকিং অ্যাকাউন্ট খুলেছেন।" তিনি কথা থামিয়ে সিলিংয়ের দিকে চেয়ে এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন। "এরপর খুবই আকর্ষণীয় একজন মহিলা একটা অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। অ্যাকাউন্টটা খুব ছোট। আর ওই মহিলার জীবন কাহিনী বড়ই দুঃখের।"

BanglaBook.org

"দুঃখ?"

"মহিলার স্বামী আইওয়ায় থাকতে তাকে ছেড়ে দিয়ে ধনী হওয়ার বাসনায় কলোরাডো চলে যায়। মহিলার এরপরে আর তার কোনো খোঁজ জানে না, এবং সম্প্রতি সে তার বন্ধু, একজন রেলওয়ের কন্ডাক্টরের কাছ থেকে জানতে পেরেছে যে তার স্বামী না-কি টেলুরাইডের খনিতে কাজ করতে এসেছে। তিনি এখানে এসেছেন স্বামীকে খুঁজে পাওয়ার আশায়। বেচারা! জানেন তো, খনিতে কাজ করার সময় বহু মানুষ মারা যায়। মনে হয় মহিলার স্বামীকেও ওভাবেই দুনিয়া ত্যাগ করতে হয়েছে।"

"আমি ওই সুপারিন্টেনডেন্টের নাম জানতে চাই," বেল বলল, "যাতে ওর পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি।"

"আমি আপনার জন্য ওই নাম নিয়ে আসছি।" অক্সনার্ডে অফিসে ঢুকে এক মিনিটের মাঝে ফিরে এলেন। "তার নাম হচ্ছে অস্কার রেনল্ডস।"

"আপনাকে ধন্যবাদ।"

অক্সনার্ডে স্থির দৃষ্টিতে বেল-এর দিকে তাকাল। "আপনি ওই মহিলার পরিচয় চেক করবেন না?"

"ওই ডাকাত কখনও একটা মহিলাকে সাথে নিয়ে কাজ করে না। সত্যি বলতে, সে কোনোরকম সঙ্গী ছাড়াই কাজ করে। ওর সব অপরাধ সে সবসময় একলাই একলাই সম্পন্ন করেছে।"

"ওই মহিলার কথা মনে হলেই খারাপ লাগে," অক্সনার্ডে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "বেচারা! মহিলা মাত্র দুই ডলারের অ্যাকাউন্ট খুলেছে। খাওয়ার খরচ জোগাড়ের ওই মহিলাকে সম্ভবত বোর্ডেলোতে কাজ করতে হবে। যেহেতু টেলুরাইডে মেয়েদের জন্য জব খুব সীমিত। যেগুলো আছে সেগুলোও খনি-শ্রমিকের স্ত্রীরা ইতোমধ্যে নিয়ে নিয়েছে।"

"শুধু একটু নিশ্চিত হওয়ার জন্য, আমি ওই মহিলার নামটাও জানতে চাই।"

"র‍্যাচেল জর্ডান।"

বেল মুচকি হাসল। "আপনি দেখছি ওই নাম মনে রেখেছেন।"

অক্সনার্ডে হাসল। "সুন্দর চেহারার একজন মহিলার নাম মনে রাখা খুবই সহজ একটা কাজ।"

"মহিলাটি কি বলেছে সে কোথায় থাকছে?"

"না, কিন্তু আমি ধরে নিতে পারি তিনি বেশ্যালয়ে থাকবেন।" সে বেল-এর দিকে ধূর্ত চোখে তাকাল। "আপনি কি একবার সেদিকে গিয়ে দেখে আসবেন না-কি?"

"না," বেল চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল। "একজন মহিলার বুচার ব্যান্ডিট হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৫

মার্গারেট কিন্তু প্যাসিফিক এভিনিউয়ের ক্রিবে থেকে পতিতাবৃত্তি বেছে নেয়নি। সে নিউ শেরিডান হোটেল আরাম-আয়েশের সাথে দিন-যাপন করছে।

সে শহরের ব্যাংকে ছোট অংকের একটি অ্যাকাউন্ট খুলতে গিয়েছিল। অ্যাকাউন্ট খোলার সময় সে মনোযোগ দিয়ে ব্যাংকের ফ্লোর প্ল্যান, কর্মচারীর সংখ্যা, কর্মচারীরা কোথায় কোথায় বসে, সিন্দুকের ধরণ, এগুলো সব নিজের চোখে দেখে নিয়েছে। এরপর সে খনি এলাকা ওখান থেকে ঘুরে এসেছে। খনি এলাকায় গিয়ে দীর্ঘদিন যাবত নিখোঁজ থাকা স্বামীর খোঁজ করেছে, যেই স্বামীর আসলে কোনো অস্তিত্বই নেই। এহেন প্রচেষ্টার কারণে, ওর গল্পটা একটা ভিত্তি পেয়েছে এবং সে শহরের লোকদের কাছে মুখরোচক আলোচনার অংশে পরিণত হয়েছে।

মেয়েটি তার ভুয়া গল্প নিয়ে শেরিফ পার্দির কাছেও গিয়েছিল। মার্গারেট আসলে বুঝতে চাইছিল সামনাসামনি সাক্ষাতে এই লোকটা কেমন ধরনের মানুষ। মার্গারেট যখন শেরিফের কাছে আর্তি জানাচ্ছিল তার স্বামীকে খুঁজে এনে দেয়ার জন্য, মিসেস এলিস পার্দি তখন অফিসে প্রবেশ করলেন। সস্তা রঙ-জ্বলা পোশাক পরা মেয়েটির প্রতি এলিস ভীষণ দুঃখ অনুভব করলেন। মার্গারেট তার সহানুভূতি আদায়ের জন্য চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলে যেতে লাগল যে সে একজন স্বামী পরিত্যক্তা স্ত্রী, মরিয়া হয়ে স্বামীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, যেই স্বামী তাকে পরিত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। এলিস ধারনা করে নিলেন, র‍্যাচেল জর্ডান আধপেটা অবস্থায় ঘুরছে। তাই তিনি তাকে নিজের বাসায় ডিনারের আমন্ত্রণ জানালেন। মার্গারেট সেই প্রস্তাব গ্রহণ করল এবং আগের মতোই সস্তা পোশাকে শেরিফের বাসায় হাজির হল। এই পোশাক সে সান ফ্রান্সিসকোতে দরিদ্রদের জন্য চালু হওয়া ব্যবহৃত-পোশাকের দোকান থেকে কিনেছে।

ওই সন্ধ্যায়, মার্গারেট কিচেনে গিয়ে এলিস পার্দিকে সাহায্য করার লোক-দেখানো চেষ্টা করলো। কিন্তু শেরিফের স্ত্রীর কাছে এটা কিছুক্ষণের মাঝেই সুস্পষ্টভাবে ধরা দিল যে, তাদের অতিথি গরম চুলার সামনে একেবারেই

BanglaBook.org

স্বচ্ছন্দ না। এলিস ওদেরকে ঘরে প্রস্তুতকৃত খাবার পরিবেশন করল। যার মাঝে অন্তর্ভুক্ত আছে মাটন চপ, সেদ্ধ আলু এবং শাকসবজি। এছাড়াও ডেজার্ট হিসেবে আছে আপেল পাই। ডিনারের পরে, সবাইকে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে চা পরিবেশন করা হল। এলিস সেখানে রাখা পিয়ানোতে সুর তুলে ওদেরকে শুনালেন।

"আমাকে বলুন, মিসেস জর্ডান," মিউজিকের শিট উল্টানোর বিরতি নিতে গিয়ে এলিস জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি থাকছেন কোথায়?"

"একজন ভদ্রমহিলা, মিস বিলি ম্যাগুয়ার তার লেডিস বোর্ডিং হাউজের ওয়েট্রেস হিসেবে আমাকে নিয়োগ দিয়েছেন।"

পার্দি এবং তার স্ত্রী যন্ত্রণা-কাতর ভঙ্গিতে দৃষ্টি বিনিময় করলো। এলিস নিঃশ্বাস চেপে রেখে বললেন। "বিগ বিলি হচ্ছে সিলভার বেলে বোর্ডেলোর মাদাম," তিনি বললেন। "এই তথ্য কি আপনার অজানা?"

মার্গারেট হতভম্ব হওয়ায় ভান করল। "আমার এই ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই।"

এলিস মার্গারেটের মিথ্যা কথাকে বিশ্বাস করল, কিন্তু পার্দি করলেন না। তিনি জানেন একজন মহিলার কোনোভাবেই বোর্ডিং-হাউজ আর বোর্ডেলোর পার্থক্য বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা না। পার্দির মনে সন্দেহের বীজ বেড়ে উঠতে শুরু করল, কিন্তু তার স্ত্রীর চেহারা সমবেদনায় আর্দ্র হয়ে উঠেছে।

"আহারে! কী হতভাগা মেয়ে তুমি," সহানুভূতির ভঙ্গিতে মার্গারেটকে একহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললেন তিনি। "তুমি আর এক মিনিটও সিলভার বেলেতে থাকতে পারবে না। স্বামীকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তুমি এখানে হেনরি আর আমার সাথে থাকবে।"

"কিন্তু আমার স্বামী হয়তো টেলুরাইডে নেই," মার্গারেট এমনভাবে বলল যেন সে এখুনি কেঁদে ফেলবে। "এরপর আমাকে আবার অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে, আর আমি আপনাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চাই না।"

"ফালতু কথা," এলিস বলল। "তুমি এখুনি বিগ বিলির ওখানে গিয়ে তোমার জিনিসপাতি সব নিয়ে আসবে। আমি তোমার জন্য বিছানা সাজিয়ে রাখছি।"

মার্গারেট ওর অভিনয় চালিয়ে গিয়ে চোখ দিয়ে আরও কয়েক ফোঁটা পানি ফেলল। "কিভাবে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব? কিভাবে এই পাওনা পরিশোধ করব?"

"এসব নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। বিপদে পড়া হতভাগ্য একজন নারীকে সাহায্য করতে পেরে আমি আর হেনরি আনন্দিত। আর খ্রিষ্টান হিসেবে এটা করা আমাদের দায়িত্ব-ও।"

BanglaBook.org

কফি ভর্তি কাপে চুমুক দিতে দিতে, আলোচনার প্রসঙ্গ শেরিফ হিসেবে পার্দির চাকরির দিকে নিয়ে গেল মার্গারেট।

"আপনার জীবনটা নিশ্চয় দারুণ উত্তেজনাময়।" সে বলল। "বাইরে থেকে টেলুরাইডকে মনে হয় সংস্কারমুক্ত একটি শহর। আপনি নিশ্চয়ই এখানে মোটামুটি ব্যস্ত সময় কাটান।

"খনি-শ্রমিকরা মাঝে মাঝে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে," পার্দি একমত, "কিন্তু, খুনের মতো সিরিয়াস ধরনের অপরাধ সারা বছরে একটা কী দুটো ঘটে। খনি শ্রমিকেরা দুই বছর আগে আন্দোলন করার আগ পর্যন্ত এটা শান্তি পূর্ণ শহর ছিল। জানেন নিশ্চয়ই, আন্দোলন দমন করার জন্য গভর্নর সেবার আর্মি পাঠিয়েছিলেন।"

পার্দি একপর্যায়ে মার্গারেটকে তার নিখোঁজ স্বামীর ব্যাপারে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। মেয়েটি খুব ধীরে এবং সুচিন্তিত ভাবে সেগুলোর জবাব দিয়ে যেতে লাগল। এরপরে মার্গারেটের পালা এল শহর এবং খনি এলাকার ব্যাপারে সাধারণ কিছু প্রশ্ন করার। "ব্যাংকের মাধ্যমে সাইনিং কোম্পানিগুলোর কাছে নিশ্চয় অনেক টাকা যায়, " মেয়েটি নিতান্তই উদ্দেশ্যহীন ভঙ্গিতে বলল।

পার্দি সায় দিলেন। "খনি কোম্পানির বেতনের টাকা যথেষ্ট বড় অংকের।"

"আপনাদের কি কখনো চোর-ডাকাতের আক্রমণের ভয় হয় না?" মেয়েটি নিরীহ ভঙ্গিতে জানতে চাইল।

"খনি শ্রমিকেরা মানুষ হিসেবে খারাপ না। তারা খুব কমই অপরাধ কার্যে লিপ্ত হয়। স্যালুনে মাঝেমাঝে মারামারি-হাতাহাতি হয়, অথবা দুই পক্ষের শত্রুতা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গেলে একটা দুটো খুন। এসব বাদ দিলে আমাদের শহর মোটামুটি শান্ত।"

"ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে গিয়ে দেখলাম ওখানকার, সিন্দুকটা খুব শক্তিশালী এবং শক্ত করে এঁটে রাখা।"

"ওটা যে শক্তিশালী এতে কোনো সন্দেহ নেই।" পার্দি বললেন, পাইপে আগুন ধরাচ্ছেন। "ডিনামাইটের পাঁচটা স্টিক ব্যবহার করেও এটাকে খোলা যাবে না।"

"আর ব্যাংক ম্যানেজার হচ্ছেন এক মাত্র লোক যিনি ওই সিন্দুকের কম্বিনেশন নম্বর জানেন?" পার্দির মনে হল একজন মহিলার কাছ থেকে এমনতর প্রশ্ন আসা কিছুটা অদ্ভুত, কিন্তু তার পরেও তিনি কোনোরকম দ্বিধা না করে এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন। "সত্যি বলতে কী, এর লকিং বোল্ট এমনভাবে সেট করা যেন এটি প্রতিদিন সকাল ১০ টায় খুলে যায়। দুপুর ৩টা বাজে ম্যানেজার দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘড়িটা সেট করে দেন।"

BanglaBook.org

"সিলভার বেল-এর একজন আমাকে বলেছিল বুচ ক্যাসিডি একবার স্থানীয় একটা ব্যাংক ডাকাতি করেছিল।"

পার্দি হাসলেন। "সেটা বহুদিন আগের কথা। এর পর থেকে আমাদের এখানে আর ব্যাংক ডাকাতি হয়নি।"

মার্গারেট এ-ব্যাপারে খুব সতর্ক যে অতিরিক্ত প্রশ্ন করে শেরিফের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করা যাবে না, কিন্তু ওর ভাইয়ের সফলভাবে ডাকাতি করার স্বার্থে ওকে কিছু তথ্য জানতেই হবে। "খনি-শ্রমিকদের বেতনের টাকা। এটা কি এখানে পৌঁছেই সরাসরি খনি-এলাকাতে চলে যাবে?"

পার্দি তার মাথা ঝাঁকিয়ে বেল-এর বানানো গল্প বলে গেলেন। "এটা আজকে এসে পৌঁছাবে এবং সরাসরি ব্যাংকে চলে যাবে। আগামীকাল এটি গুনে দেখা হবে এবং তার পরের দিন খনিতে পাঠিয়ে দেয়া হবে।"

"এই টাকার নিরাপত্তা দেয়ার জন্য ব্যাংকে কি অতিরিক্ত গার্ড মোতায়েন করা হবে?"

"কোনো দরকার নেই," বলল পার্দি। "যদি কেউ ব্যাংক ডাকাতির চেষ্টা করে সে বেশিদূর যেতে পারবে না। রেললাইনের পাশ দিয়ে টেলিগ্রাফের লাইন চলে গেছে। কাউন্টির চারপাশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অফিসারদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হবে, যেন ডাকাতকে ধরার জন্য ওরা সবাই প্রস্তুত থাকে।"

"তাহলে এমন একটা অপরাধ সাফল্যের সাথে সম্পাদন করা অসম্ভব।"

"আপনি এটা নির্দ্বিধায় বলতে পারেন," পার্দি আত্মবিশ্বাসের সাথে জবাব দিলেন। "সফল হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।"

মার্গারেট পার্দির বাড়ি ত্যাগ করে সিলভার বেল-এর দিকে হাঁটা ধরল। দৃষ্টিসীমানার বাইরে চলে আসতেই, সে দৌড়ে একটা গলির ভেতরে ঢুকে নিউ শেরিডান হোটেলে এসে ওর কাপড়-চোপড় প্যাক করে ফেলল।

মার্গারেট নিজের কাজে সন্তুষ্ট। নিজের ভাগ্যকেও বিশ্বাস করতে পারছে না সে। শেরিফ এবং তার স্ত্রীর সাথে থাকার কারণে সে শহরের বেশির ভাগ জায়গায় অনায়াসে যাতায়াত করতে পেরেছে। ওর ভাই যখন এসে পৌঁছাবে, ওর হাতে নিখুঁত পরিকল্পনা সাজানোর মতো যথেষ্ট তথ্য থাকবে।

একমাত্র সমস্যা, ওর ভাই কোথায় আছে, কেমন আছে সেটা ওর অজানা। তবে এতটুকু জানে, সে এখনও শহরে এসে পৌঁছায়নি। এবং লুট করার জন্য হাতে শুধু আগামীকাল পর্যন্ত সময়ই আছে। এরপর ওই টাকা খনি-শ্রমিকদের কাছে চলে যাবে। এটা ভেবে মার্গারেটের খুব অস্বস্তি হতে লাগল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৬

পরদিন সকাল। টেলুরাইডের রাস্তায় স্মার্ট চেহারার একটি বগী-গাড়ি চালাচ্ছিলেন একজন মহিলা। মহিলার চুলের রঙ কালো। বগী-গাড়িটি টানছিল ধূসর রঙের একটি ঘোড়া। মহিলা এসেছেন ডেনভার থেকে, স্থানীয় একটি আস্তাবল থেকে ঘোড়া এবং রিগ ভাড়া নিয়েছেন। তার পরনে হরিণের চামড়ার স্কার্ট, পায়ে এক জোড়া লেদার বুট। তার শরীরের ওপরের অংশ আবৃত করে রেখেছে সবুজ সোয়েটার। মেয়েলি স্টাইলের একটি কাউবয় হ্যাট তার মাথায় চাপানো। তিনি পশ্চিমের সাথে মানানসই ফ্যাশনেবল পোশাক পরেছেন, তবে তার পোশাক অতোটা জাঁকালো না।

মহিলাটি কলোরাডো এভিনিউতে এসে সান মিগুয়েল কাউন্টি আদালত পার হয়ে গেল, এবং ঘোড়াটির লাগাম ধরে টেনে সেটিকে শহরের আস্তাবলের সামনে এনে দাঁড় করাল। মহিলা ওই বগী-গাড়ী থেকে নেমে ঘোড়াটিকে খুঁটির সাথে বাঁধল। আস্তাবলের মালিক বেরিয়ে এসে তার হ্যাট উঁচু করল।

"শুভ অপরাহ্ন, ম্যাম। আপনাকে কি কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি?"

"হ্যাঁ, আপনি যদি আমার ঘোড়াকে খাবার আর পানি দেন তো ভালো হয়। আমাকে এই দুপুরেই মনট্রোজের উদ্দেশ্যে ফিরে যেতে হবে।"

"হ্যাঁ, ম্যাম," আস্তাবল মালিক ভদ্রতার সাথে বলল, মহিলার কণ্ঠস্বরে কিছুটা কর্কশ সুর থাকায় সে সামান্য হতচকিত। "আমি এর যত্ন নেয়ার ব্যবস্থা নিচ্ছি। সেই সাথে আমি আপনার বগী-গাড়ীর সামনের চাকাদুটো আরও টাইট করে দিচ্ছি। ওগুলো দেখে আমার কাছে কিছুটা ঢিল বলে মনে হচ্ছে।"

"আপনি খুব সদয় প্রকৃতির মানুষ, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ওহ, ভালো কথা, আমার বোন এই বগী-গাড়ীর জন্য এসে আপনার পাওনা টাকা প্রদান করবে।"

"ঠিক আছে, ম্যাম।"

মহিলাটি আস্তাবল ত্যাগ করে নিউ শেরিডান হোটেলের দিকে হাঁটা ধরল। সে ডেস্ক ক্লার্কের কাছে গিয়ে জানতে চাইল, "এখানে কি মিস র‍্যাচেল জর্ডান নামে কেউ আছে?"

BanglaBook.org

ক্লার্ক তার মাথা নাড়ল, তার কাছে এই মহিলাকে বেশ আকর্ষণীয় লাগছে। সে বলল, "না, ম্যাম, তিনি তো গত রাতে হোটেল ত্যাগ করেছেন।" সে কথা থামিয়ে ঘুরল এবং একটি খাম বের করল। "কিন্তু তিনি বলেছেন যদি কেউ তার খোঁজ করে তাকে এটা দিতে।"

মহিলাটি ক্লার্ককে ধন্যবাদ দিয়ে ফুটপাথের দিকে হাঁটা ধরল। এরপর খামটা খুলে এর ভেতরের নোটটি পড়ল। সে এটিকে পার্সের ভেতরে ঢুকিয়ে শহরের মাঝ দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। অল্প কিছু সময় হাঁটার পর, লোন ট্রি কবরস্থানের সামনে এসে উপস্থিত হল ও। সে গেট পেরিয়ে সমাধিফলকের মাঝ দিয়ে হাঁটতে লাগল। লক্ষ করল, বেশির ভাগ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে খনি দুর্ঘটনা, তুষার-ধ্বস এবং ক্ষয়রোগের কারণে।

সোনালি চুলের একজন সুন্দরী মহিলা কবরের পাশে রাখা বেঞ্চে বসা। বেঞ্চের গায়ে হেলান দিয়ে রোদ পোহাচ্ছে সে। চোখে কোনা দিয়ে সে দেখতে পেল, একজন মহিলা তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে অনুপ্রবেশকারীর দিকে চেয়ে রইল, যে ততক্ষণে হাঁটা থামিয়ে তার দিকে মাথা নিচু করে চেয়ে আছে। মার্গারেট হাসতে শুরু করল।

"হায় ঈশ্বর, জ্যাকব," সে অবশেষে বহুকষ্টে শ্বাস নিল। "এটা তোমার নেয়া সবচেয়ে নিখুঁত ছদ্মবেশ।"

ক্রমওয়েল হাসল। "আমি জানতাম তুমি এ-কথাই বলবে।"

"খাটো এবং চিকন হওয়ায় তোমার জন্য ভালোই হয়েছে।"

"আমার জানা নেই, এমন ছদ্মবেশ নেয়ার কথা আগে কখনও কেন আমার মাথায় আসেনি।" সে আনাড়ির ভঙ্গিতে তার স্কার্টটি উঁচু করে মার্গারেটের পাশে বসল। "প্রিয় বোন, আমাকে বলো, এখানে থেকে তুমি কী কী জানতে পারলে?"

মার্গারেট তাকে বলল কিভাবে সে শেরিফ আর তার স্ত্রীর সাথে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিল। টেলুরাইড ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাংকের অভ্যন্তরভাগের একটি স্কেচ এবং ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীর বর্ণনা সম্বলিত কয়েক পৃষ্ঠা কাগজ সে তার ভাইয়ের হাতে তুলে দিলে। ওর রিপোর্টে ডেনভারের ব্যাংক থেকে আসা টাকার চালান এবং আগামীকাল খনিতে পাঠানোর আগে ওই টাকা আজকে যে গুনে দেখা হবে সে কথা-ও উল্লেখ আছে।

ক্রমওয়েল তার ঘড়ির দিকে তাকাল। "তাহলে ব্যাংক বন্ধ হওয়ার আগে আমাদের হাতে আর এক ঘণ্টা সময় আছে।"

"রেলওয়ে স্টেশনের চারপাশে ঘোরাফেরা করতে থাকা একজন লোককে দেখলাম। আমি নিশ্চিত না, তবে আমার সন্দেহ সে একজন ভ্যান ডর্ন এজেন্ট, যে তোমাকে ধরার ধান্ধায় আছে।"

BanglaBook.org

ক্রমওয়েলকে চিন্তিত দেখাল। "এমনকি খনি-শ্রমিকদের বেতনের টাকা আনা-নেয়া করা ট্রেনের ওপর নজর রাখার জন্য ভ্যান ডর্ন যদি কোনো এজেন্ট পাঠায়ও, ওরা স্রেফ একটা ভূতকে তাড়া করবে। কারণ এরপর কোথায় হামলা করা হবে সেটা জানা ওদের পক্ষে অসম্ভব।"

"যদি ওরা বক্স-কারের ব্যাপারে কিছু জেনেও থাকে, ওটা আবারও রঙ করিয়ে তুমি খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছ।" মেয়েটি তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। "ব্যাংক লুট করার পরে কিভাবে পালাবে সে-ব্যাপারে কিছু ভেবে রেখেছ তো?"

ক্রমওয়েল ধূর্ত ভঙ্গিতে হাসল। "ঘোড়া আর বগী-গাড়ীতে করে ধীরে ধীরে শহরের বাইরে চলে যাওয়া একজোড়া আকর্ষণীয় মহিলাকে কে সন্দেহ করবে?"

মার্গারেট তার হাত ভাইয়ের কাঁধে রাখল। "সবচেয়ে সহজ-সরল পরিকল্পনাই হচ্ছে সেরা পরিকল্পনা। ভাই, তুমি আসলেই একজন ব্রিলিয়ান্ট। তোমার কাজ করার স্টাইল আমাকে সবসময়ই মুগ্ধ করে।"

"তোমার প্রশংসা পেয়ে ভালো লাগছে," সে বলল, পায়ের ওপর খাড়া হচ্ছে। "আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই।"

"তুমি আমাকে কী করতে বলো?"

"আস্তাবলে গিয়ে আমার ঘোড়া আর বগী-গাড়ী তুলে নাও। আমি আস্তাবল-মালিককে তোমার কথা বলে রেখেছি। এরপর পেছনের দরজায় আমার জন্য অপেক্ষা কর।"

অরভিন একদিকে ট্রেন স্টেশন আর শহরের রেলপথের ওপর নজর রাখছে, অন্যদিকে বেল আর কার্টিস টেলুরাইড ব্যাংকের লোকজন সামলাচ্ছে। মুরে অক্সনার্ডের অফিস বসে আছে ওরা, বেল ইতোমধ্যে ভাবতে শুরু করে দিয়েছে যে সে ভুল ঘোড়ার পেছনে বাজি ধরেছে। আর দশ মিনিট পরেই ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাবে, এখনও ওই ডাকাতের কোনো পাত্তা নেই। টেলারের ভূমিকায় অভিনয় করা আরভিন ক্যাশ বাক্স বন্ধ করার জন্য রেডি হচ্ছে।

বেল মাথা নিচু করে ডেস্কের খুলে রাখার ড্রয়ারের ভেতরের ৪৫ কোল্ট অটোমেটিকের দিকে তাকাল। ওর ভাবতে খারাপ লাগছে এটা বেচার ব্যান্ডিটের ওপর প্রয়োগ করার কোনো সুযোগ সে পাবে না। শয়তানটার মাথা উড়িয়ে দিলেও ওর ওইসব নৃশংস অপরাধের কোনো শাস্তি হয় না, বেল মনে মনে ভাবল। এতগুলো নিরীহ মানুষকে হত্যার পরে তাকে শাস্তির মুখোমুখি করা উচিত। তবে সে যদি আজকেই মারা যায়, তাহলে করদাতাদের টাকায় করা বিচারের খরচ বেঁচে যাবে।

BanglaBook.org

বেল এখন পরাজয় স্বীকার করার মুখে। সে আবার গোড়া থেকে ভাবতে শুরু করেছে। যেই যৎসামান্য ক্লু ওরা এতদিন যাবত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে জোগাড় করেছে সেগুলো দিয়ে কিভাবে সামনে এগোনো যাবে?

আরভিন অফিস-দরজা পর্যন্ত হেঁটে এসে দরজার ফ্রেমে কাঁধ ঠেকিয়ে হেলান দিল। "আমি না বলে পারছি না যে চেষ্টাটা ভালো ছিল।"

"মনে হচ্ছে বুচার ব্যান্ডিট এই টোপটা গিলতে ব্যর্থ হয়েছে," বেল বলল।

"হয়তো সে পত্রিকার ওই খবরটি পড়েনি, কারণ সে সান ফ্রান্সিসকোতে থাকে না।"

"ব্যাপারটা এখন সেরকমই মনে হচ্ছে।"

ঠিক তখনই দরজা খুলে গেল এবং হরিণের চামড়ার স্কার্ট পরা একজন মহিলা হেঁটে ব্যাংকে প্রবেশ করল, হ্যাট টেনে নিচে নামিয়ে রাখার কারণে তার চোখজোড়া দেখা যাচ্ছে না। বেল আরভিনের সাথে দৃষ্টি-বিনিময় করল, কিন্তু মার্জিত পোশাক পরা মহিলাকে দেখতে পেয়ে শরীর ঢিল করে দিল। সে আরভিনের দিকে তাকিয়ে নড করতেই, অরভিন টেলারের কাউন্টারে ফিরে গিয়ে মহিলাকে বলল, "কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি, ম্যাম?"

ক্রমওয়েল ওর মাথা সামান্য উঁচু করল যাতে সে আরভিনের চেহারা দেখতে পারে। এরপর এরপর আচমকা ওর মনে বিপদসংকেত বেজে উঠল, সাথে সাথে মনে পড়ে গেল এই লোকটা হচ্ছে সেই ভ্যান ডর্ন এজেন্ট যাকে সে কয়েকদিন আগে বোহেমিয়ান ক্লাবের ডাইনিং রুমে বেল এবং ব্রনসনের সাথে দেখেছিল। সে অরভিনের প্রশ্নের উত্তর দিল না, ভয় পাচ্ছে ওর কণ্ঠ শুনলেই এজেন্টদের কাছে তার পরিচয় প্রকাশ পেয়ে যাবে। ক্রমওয়েল কিছুটা টেনশন অনুভব করল। বুঝতে পারছে, এটা একটা ফাঁদ। সে কথা না বলে মাথা নিচু করে ফেলল, ওর মন ক্রমাগত বিকল্প পরিকল্পনা তৈরি করে যাচ্ছে। একদিক দিয়ে সে সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। মহিলার ছদ্মবেশ নেয়ায় এই এজেন্ট তাকে চিনতে পারেনি এবং এই তথ্যও জানে না যে বুচার ব্যান্ডিট তার থেকে মাত্র চার ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্রমওয়েল দুটো বিকল্প পরিকল্পনা বিবেচনা করল। সে ইচ্ছে করলে এই দুই এজেন্টকে গুলি করে সিন্দুকে যা টাকা আছে তা বস্তায় নিয়ে নিতে পারে অথবা সে স্রেফ মুখ ঘুরিয়ে ব্যাংক থেকে হেঁটে বেরিয়ে যেতে পারে। সে পরের বিকল্পটাই বেছে নিল এবং দ্রুতগতিতে পিছিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু বেল তখন অফিস থেকে বেরিয়ে আসছিল। ক্রমওয়েল তৎক্ষণাৎ বেলকে চিনতে পারল। এতদিনের অপরাধের ক্যারিয়ারে এই প্রথমবারের মতো, সে মেরুদণ্ড বেয়ে নামতে থাকা আতংকের স্রোত অনুভব করল।

BanglaBook.org

"কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি, ম্যাম?" আরভিন আবার বলল, অবাক হয়ে ভাবছে কেন এই মহিলা প্রথমবারেই উত্তর দিল না।

ইতোমধ্যে, চেহারায় জিজ্ঞাসু অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলে বেল তার দিকে এমনভাবে তাকাল, যেন এই মহিলা কাস্টমারটিকে সে খুব ভালো করে চেনে। বেল চেহারা শনাক্ত করায় খুব দক্ষ এবং ওর স্মৃতিশক্তিও অসাধারণ। কিন্তু ওর চোখ প্রকৃত সত্যটা চেপে রাখছে। সে স্মরণ করার চেষ্টা করল এই মহিলাকে সে কোথায় দেখেছে। এরপর সে চোখ নামিয়ে ক্রমওয়েলের হাতের দিকে তাকাল, যেটা লেদারের গ্লাভস দিয়ে ঢেকে রাখা। আচমকা... ভূত দেখার মতো চমকে উঠল ও। বুঝতে পারছে বুচার ব্যান্ডিট সরাসরি ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বেল-এর মাথায় কেউ যেন হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি দিয়েছে, সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল : "তুমি!"

ক্রমওয়েল এক মুহূর্ত সময়ও অপচয় করল না। সে ওর পার্সে হাত দিয়ে .৩৮ কোল্ট বের করল, যার মাজলের চারপাশে ভারী কাপড় প্যাঁচানো আছে। বিন্দুমাত্রও দ্বিধায় না ভুগে, সে ওই কোল্ট আরভিনের বুকে তাক করে ট্রিগার টিপে দিল। ব্যাংকের লবিতে 'ধাপ' করে একটা জোরালো আওয়াজ হল। এরপর আরভিন মেঝেতে লুটিয়ে পড়ার আগেই সে দ্রুততার সাথে মাজল ঘুরিয়ে বেল-কে গুলি করল।

বেল যদি প্রবৃত্তির বশে শরীরটিকে ঘুরিয়ে ডেস্কের ওপর ঝাঁপ দিয়ে এর পেছনের মেঝেতে আছড়ে না পড়তো, ওই বুলেট সরাসরি ওর পাকস্থলী ভেদ করে চলে যেতো। ওর বুদ্ধি ওকে এ যাত্রা প্রাণে বাঁচিয়ে দিল, কিন্তু ওই বুলেট তবুও ওর উরুর মাংসল অংশে গিয়ে আঘাত হানল। শরীর বিদ্ধকারী ওই আঘাতটি ও বলতে গেলে টেরই পেল না। সে দ্রুত গতিতে উঠে দাঁড়াল এবং ডেস্কের ড্রয়ারে রাখা কোল্টটি ছিনিয়ে নিল। সময় স্বল্পতা থাকায়, সে লক্ষ্য-স্থির না করেই ক্রমওয়েলের দিকে গুলি ছুড়ল। ওই বুলেট মাত্র আধা ইঞ্চির জন্য বুচার বান্ডিটের গলায় কামড় বসালো না।

এরপর, বজ্রপাত আঘাত হানার চেয়েও দ্রুতগতিতে, ওরা দুজন আবারও গুলি করল। বুলেট দুটো এত কাছাকাছি সময়ে পিস্তল থেকে বের হল যে আওয়াজ শুনে মনে হল গুলি আসলে একবারই চালানো হয়েছে। বুলেট বেল-এর মাথার এক পাশে ছোট একটা কাটা দাগ সৃষ্টি করল। চামড়া এতে সামান্যই বিদ্ধ হল, কিন্তু মাথার খুলিতে ভাঁজ পড়ে গেল।

বেল-এর দৃষ্টিশক্তি অস্পষ্ট কুয়াশায় পরিণত হল এবং সে জ্ঞান হারিয়ে গভীর কুয়ার ভেতরের অন্ধকারে পতিত হল। আহত জায়গা থেকে দ্রুতবেগে রক্ত চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। মাথার একপাশকে রক্ত ঢেকে ফেলল। এই ক্ষতস্থান দেখে ধোঁকা খাওয়া অস্বাভাবিক, কিন্তু ক্রমওয়েলের কাছে (যে কি-না তখনও

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে আছে) মনে হল সে গুলি করে বেল-এর মাথার অর্ধেকটা উড়িয়ে দিয়েছে।

এই বন্দুক-যুদ্ধে বুচার ব্যান্ডিট-ও যে অক্ষত আছে তা নয়। বেল-এর বুলেট ক্রমওয়েলের কোমরের মাঝ দিয়ে চলে গেছে। যদিও ওই বুলেট ওর দেহের ভেতরকার কোনো অঙ্গে ক্ষতিসাধন করেনি। সে দুলতে লাগল। শুধু হাত বাড়িয়ে টেলারের কাউন্টার ধরে ফেলার কারণেই সে মেঝেতে আছড়ে পড়ল না। সে কয়েক মুহূর্ত ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল, ব্যথা সহ্য করার জন্য তাকে লড়াই করতে হচ্ছে। এরপরে সে শরীর ঘুরিয়ে পেছনের দরজা খুলল। দরজা খোলার সাথে সাথে ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকল মার্গারেট।

"আমি শুনলাম ভেতরে গোলাগুলি হচ্ছে," মেয়েটি আতংকিত হয়ে চিৎকার করে কথা বলতে লাগল। "সমস্যাটা কী হয়েছিল?"

"আমার জন্য ফাঁদ পাঁতা হয়েছিল," সে বিড়বিড় করে বলল, ওর রাগ ততক্ষণে আতঙ্কে পরিণত হয়েছে। ক্ষতস্থানে হাত চেপে ধরে রেখেছে, সে পিস্তলের মাজল দিয়ে অফিস ফ্লোর ইশারা করল। "আমি আইজ্যাক বেলকে খুন করেছি।"

মার্গারেট অফিসে পা রেখে মাথা নিচু করে রক্তাক্ত ভ্যান ডর্ন এজেন্টের দিকে তাকাল। যদিও বেল-এর চেহারার বেশির ভাগ রক্তে ঢাকা তবুও ওকে চিনতে পেরে মেয়েটির চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি ফুটে উঠল। "ওহ, ঈশ্বর!" ওর মনে হল ওর যেন বমি হয়ে যাবে, কিন্তু ভাইয়ের শরীর থেকে দ্রুত রক্ত বেরুতে দেখে এই অবস্থা ও দ্রুত কাটিয়ে উঠল। "তুমি আহত!" মেয়েটির যেন নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে।

"যতটা খারাপ দেখাচ্ছে অবস্থা আসলে ততটা খারাপ না," সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল।

"আমাদেরকে দ্রুত এখান থেকে পালাতে হবে। গোলাগুলির আওয়াজ পেয়ে শীঘ্রই শেরিফ আর শহরের অর্ধেক মানুষ এখানে এসে হাজির হবে।"

মার্গারেট ওর আহত ভাইকে অর্ধেক টেনে, অর্ধেক বহন করে ব্যাংকের পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে নিয়ে এল। বাইরে, ঘোড়া এবং বগী-গাড়ী অপেক্ষা করছে। ক্রমওয়েলকে সিটের ওপরে বসানোর চেষ্টা করতে গিয়ে নিজের শরীরের পূর্ণ-শক্তি ব্যবহার করতে হল মার্গারেটকে। এরপরে সে বেড়ার খুঁটি থেকে ঘোড়াটিকে বন্ধনমুক্ত করল এবং বগী-গাড়িতে চড়ে বসল।

মেয়েটি চাবুক উঁচিয়ে ধরল, যাতে ঘোড়াকে সর্বোচ্চ গতিতে ছুটতে বাধ্য করা যায়, কিন্তু ক্রমওয়েল বোনের কব্জি আঁকড়ে ধরল। "এভাবে না। ধীরে ধীরে যাও, মানুষ যেন ভাবে দুজন মহিলা বগী-গাড়ীতে চড়ে ঘুরতে বেড়িয়েছে। আমরা যদি দ্রুতগতিতে শহর থেকে বেরোতে যাই এটা মানুষের মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলবে।"

BanglaBook.org

"শেরিফ খুব স্মার্ট একজন মানুষ। আমি তাকে চিনি। তাকে সহজে বোকা বানানো যাবে না।"

"এমনকি একজন স্মার্ট মানুষের মনেও এই ভাবনা উঁকি দেবে না যে একজন মহিলা ব্যাংক ডাকাতি করতে এসে দুইজনকে খুন করেছে," ক্রমওয়েল অস্ফুট স্বরে বলল।

গলির শেষ প্রান্তে, মার্গারেট বন্দী-গাড়ীটিকে একটি পার্শ্ব-রাস্তার দিকে ঘুরাল এবং এরপরে পশ্চিমে শহরের প্রান্ত-সীমানার দিকে রওনা হল। ক্রমওয়েল ওর কোট খুলে কোলের ওপরে রাখল যাতে ওর রক্তে ভিজে থাকা সোয়েটারকে আড়াল করা যায়। সে ওর রিভলবারটিকে কাউবয় বুটের মধ্যে চালান করে দিয়ে পিঠের ওপরে হেলান দিয়ে বসল, শরীরের একপাশে ধুপধুপ করতে থাকা যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে পরিষ্কার মাথায় চিন্তা করার প্রয়াস পাচ্ছে।

বেল শেরিফ পার্দিকে বলে রেখেছিল যে ডাকাত যদি দেখা দেয় সে সিগন্যাল হিসেবে একবার গুলি ছুড়বে। কিন্তু পাঁচটা গুলির শব্দ শুনার পর পার্দি বুঝতে পারল যে কোনো একটা বিপদ হয়েছে, এর কয়েকটার আওয়াজ এমন জোরালো ধরনের যেন আশেপাশের কোনো খনিতে ডিনামাইট চার্জ করা হয়েছে। পুরোটা সময় সে হার্ডওয়ারের দোকানে ঘাপটি মেরে ছিল। সে তড়িঘড়ি করে রাস্তায় নামল, ভয় পাচ্ছে একটু আগে যেই মহিলাকে হেঁটে গিয়ে ব্যাংকে ঢুকতে দেখেছিল তার গায়ে হয়তো ডাকাতের গুলি লেগেছে।

তাকে ব্যাংকের দিকে দৌড়াতে দেখে, তার অধীনে থাকা চারজন ডেপুটি লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে লাফ দিয়ে খাড়া হল এবং তড়িঘড়ি করে তাকে অনুসরণ করল। অন্যদিকে কার্টিসকে ঘটনা সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য পঞ্চম ডেপুটি রেলওয়ে ডিপোর দিকে ছুটল। হাতের স্মিথ এন্ড ওয়েসনকে গুলি করার জন্য প্রস্তুত রেখে, ব্যাংকের দরজায় জোরালো থাবা মেরে ভেতরে প্রবেশ করলেন শেরিফ পার্দি। প্রথমে, তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। আরভিনের দেহ চোখের আড়ালে, টেলারের কাউন্টারের পেছনে। ডেস্কের অন্যপাশে পড়ে আছে বেল। এরপরে তিনি কাউন্টারের পাশ ঘুরে আসতেই দেখলেন দুই জন ভ্যান ডর্ন এজেন্ট হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেতে পড়ে আছে, ওদের পাশে জমে আছে রক্তের পুকুর। আরভিনকে পরখ করতেই নিশ্চিত বুঝতে পারলেন যে সে মারা গেছে। এরপর তিনি গেলেন বেল-এর কাছে।

"সে কি মারা গেছে?" ডেপুটিদের একজন জানতে চাইল।

"বুলেট তার খুলিতে সামান্য আঁচড় দিয়ে গেছে," পার্দি উত্তর দিল। "কিন্তু বেল এখনও জীবিত।"

"আর ওই মহিলাটির কী অবস্থা?"

BanglaBook.org

পার্দি এক মুহূর্তের জন্য বুঝতে পারলেন না কার কথা বলা হচ্ছে। এরপর এটা তার মনে আঘাত করল। "গোলাগুলির আগে যেই মহিলাটি ব্যাংকে প্রবেশ করেছিল তার কথা বলছ?"

"হ্যাঁ, সেই মহিলা।"

"তাকে নিশ্চয়ই ওই ডাকাত অপহরণ করেছে।"

"কিন্তু আমরা তো এর আগে-পরে কাউকেই ব্যাংকে ঢুকতে দেখিনি।"

পার্দি চেহারায় বিভ্রান্তি মেখে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন। বুচার ব্যান্ডিট যে একজন মহিলা, এটা বিশ্বাস করতে তার কল্পনাশক্তির পুরোটা খরচ হয়ে যাচ্ছে।

"ওই ডাকাত নিশ্চয়ই পেছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছে।"

"আমি জানি না, শেরিফ," ডেপুটি বলল, থুতনি চুলকাতে চুলকাতে বলল। "সবসময় ওই দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকে।"

পার্দি এক দৌড়ে পেছনের দরজার কাছে গিয়ে দেখলেন এটাতে তালা আটকানো নেই। তিনি এক টানে এটা খুলে গলির এ-মাথা থেকে ও-মাথায় তাকালেন কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। "নরক আছড়ে পড়বে," তিনি বিড়বিড় করলেন। "ওই মেয়ে পালিয়েছে।"

"সে বেশিদূর যেতে পারবে না," ওই ডেপুটি বলল।

"সব লোকদের জড়ো কর!" পার্দি চড়া গলায় বললেন। আরেকজন ডেপুটির উদ্দেশ্যে হাত দিয়ে ইশারা করলেন তিনি, সে তখন ব্যাংকের প্রবেশপথের পাশে দাঁড়ানো ছিল। "ডাক্তার ম্যাডিসনকে খবর দাও। তাকে বলবে ভ্যান ডনের এক এজেন্টের মাথায় গুলি লেগেছে এবং সে যেন যত তাড়াতাড়ি পারে ব্যাংকে চলে আসে।" পার্দি হাঁটু গেড়ে বসে বেলকে আবারও পরীক্ষা করে দেখল। "তাকে এটাও বলবে যে মনে হচ্ছে এজেন্টের পায়েও বুলেটের আঘাত লেগেছে।"

তার ডেপুটি দরজা দিয়ে বেরিয়েছে কী বেরোয়নি পার্দি ততক্ষণে পায়ের ওপরে খাড়া হয়ে গেছেন। অফিসের সামনে বেঁধে রাখা ঘোড়ার দিকে ছুটলেন তিনি। ব্যাপারটা কেমন যেন অসম্ভব মনে হচ্ছে, তিনি ভাবলেন, সবকিছু কেমন করে এত দ্রুত ভয়ানক-ভাবে বাজে দিকে মোড় নিল। শুধু তখনই তার মনে একটা ধারণার উদয় হল যে ওই ডাকাত হচ্ছে মহিলার ছদ্মবেশ ধারণ করা পুরুষ এবং যেই গরীব বিধবাকে তিনি আর তাঁর স্ত্রী বাসায় এনে আপ্যায়ন করেছিলেন সে হচ্ছে তার সঙ্গী।

টেলুরাইড শহরের সীমানা পার হতেই, মার্গারেট ঘোড়ার গায়ে চাবুক কষিয়ে একে গিরিসংকটের মাঝ দিয়ে যাওয়ার জন্য তাড়া দিল। ওই পথ ধরে পশ্চিমে গেলে মনট্রোজে যাওয়া যাবে। ব্যাংক ত্যাগ করার পরে এখনও পর্যন্ত

BanglaBook.org

১০ মিনিট সময় পার হয়েছে। ক্রমওয়েল তাই চিন্তা-ভাবনা করার মতো কিছু সময় পেয়েছে। সে গাছপালার মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া একটা রাস্তার দিকে আঙুল তাক করল যেটি সান মিগুয়েল নদীর ওপরে থাকা সেতুর দিকে চলে গেছে। এটি একটি সংযোগ সড়ক যা রেলওয়ের মেইনট্যানেন্স ক্রুরা রেললাইন মেরামতের সময় ব্যবহার করে থাকে। "মেইন রাস্তা থেকে সরে যাও," জ্যাকব মার্গারেটকে বলল। "সেতুর দিকে গিয়ে ট্র্যাক-বেড ধরে নামতে থাকো।"

মেয়েটি মাথা ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল। "তুমিই না বলেছিলে ওরা কখনই বগী-গাড়ীতে চড়া দুই মহিলাকে সন্দেহের চোখে দেখবে না?"

"তখনও বুঝিনি কিন্তু এখন বুঝতে পারছি যে শেরিফ এবং তার ডেপুটিরা ব্যাংকের ওপরে নজর রাখছিল।"

"তোমার কথার সাথে আমি একমত। কিন্তু এর সাথে আমাদের পালানোর সম্পর্ক কী?"

"প্রিয় বোন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না? সর্বশেষ ব্যক্তি হিসেবে আমিই ব্যাংকে ঢুকেছিলাম এবং এরপরে আর কখনও বেরিয়ে আসিনি। যদি তুমি যা বলেছ তা সত্যি হয়, পার্দি মোটেও কোনো বোকা লোক না। সে নিশ্চয়ই এতক্ষণে দুই আর দুই মিলিয়ে ফেলেছে এবং আমাদের দুজনের খোঁজে লোক লাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সে আন্দাজও করতে পারবে না যে আমি ট্র্যাক-বেড ধরে যাবো। সে নিশ্চিত থাকবে যে আমরা রাস্তা ধরে এগোবো।"

"আর সে যদি আমাদের খুঁজে না পায়, তখন সে কী করবে বলে মনে হয়?"

"সে পিছিয়ে এসে আবারও অনুসন্ধান চালাবে। সে ভাববে, আমরা গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে আছি। সে আর তার পুলিশ বাহিনী আমাদেরকে খুঁজে পাবে না। কারণ, আমরা ততক্ষণে ট্রেনে করে মনট্রোজ চলে যাব। আমাদের দুজনের পরনে থাকবে পুরুষের পোশাক।"

সবসময়কার মতোই, বুদ্ধির খেলায় তার ধাওয়াকারীদের তুলনায় ক্রমওয়েল দশ ধাপ এগিয়ে। যদিও ওর মনোবল কিছুটা কমে গেছে এটা বুঝে যে, সুন্দরভাবে ফাঁদ পেতে বেল তাকে বোকা বানিয়েছে। কিন্তু বিখ্যাত ভ্যান ডর্ন এজেন্টকে খুন করেছে এই বিশ্বাস মনের মাঝে আস্তানা গাড়ায় সে কিছুটা তৃপ্তিও অনুভব করছে।

ঠিক যেভাবে সে আন্দাজ করেছিল, শেরিফ এবং তার পুলিশ বাহিনী গাছের আড়ালে পড়ে থাকা রাস্তাটিতে পৌঁছাল, কিন্তু ওদের কাঙ্ক্ষিত শিকারের কোনো চিহ্ন খুঁজে পেল না ওরা। ওদেরকে আবারও ট্রেসুরাইডের পথ ধরতে হল। রেললাইনের ওপর দিয়ে আসায় বেশ ঝাঁকুনি সহ্য করতে হল ওদেরকে। এই কষ্টের ভ্রমণ শেষ করতে পারার পুলিশ বাহিনী জানতে পারল, পার্দিকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে। শেরিফ ফিরে এসেছেন খালি হাতে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৭

বেলকে টেলুরাইড হাসপাতালে নিয়ে আসা হল। সেখানকার ডাক্তার ওর চিকিৎসা করলেন। ক্রমওয়েলের কোল্ট থেকে বের হওয়া প্রথম বুলেট ওর উরু দিয়ে বেরিয়ে গেছে, এর ফলে টিস্যুতে সামান্য ক্ষতি হয়েছে। ডাক্তার বলল এই ক্ষত এক মাসের মাঝে সেরে যাবে। ডাক্তার এরপর মাথার খুলির আহত স্থানে স্টিচ করে দিলেন। কেটে যাওয়া জায়গাটি এত দক্ষ হাতে সেলাই করলেন যেন একজন দরজি স্যুটের ছিঁড়ে যাওয়া পকেট সারাই করে দিল।

ডাক্তার বেলকে আরও কিছুদিন হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকার জন্য জোরাজুরি করেছিলেন, কিন্তু বেল তার কথা কানে নিল না। সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে স্টেশনে গিয়ে, পরের ট্রেনেই ডেনভারে চলে গেল। মাথার চারপাশে প্যাঁচিয়ে রাখা ব্যান্ডেজ আড়াল করার জন্য হ্যাট পরা অবস্থায়, সে কার্টিসকে সাথে নিয়ে বিমর্ষ দৃষ্টিতে দেখল শেরিফ পার্দির ডেপুটিরা আরভিনকে বহনকারী কফিনটি ব্যাগেজ-কারে তুলছে। এরপর সে কাঁধ ঘুরিয়ে পার্দির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। "শেরিফ, আপনার সহযোগিতার জন্য কিভাবে যে ধন্যবাদ জানাই। আমি ভীষণ কৃতজ্ঞ।"

পার্দি বেল-এর সাথে হ্যান্ড-শেক করলেন। "আপনার বন্ধুর ব্যাপারে আমি দুঃখিত," তিনি আন্তরিকতার সাথে বললেন। "তার কি কোনো পরিবার আছে?"

"সৌভাগ্যবশত, ওর স্ত্রী বা সন্তান এই, কিন্তু সে ওর বৃদ্ধ মায়ের সাথে থাকত।"

"বেচারা। আমার মনে হয় কাউন্টির অনাথ-আশ্রমে তার জায়গা হবে।"

"যত্ন নেয়ার জন্য উনাকে ভালো একটা নার্সিং হোমে পাঠানো হবে।"

"ভালো নার্সিং হোমে পাঠাতে অনেক টাকা লাগে। আরভিনের কি সেই টাকা আছে?"

"না," বেল জবাব দিল, "কিন্তু আমার আছে।"

পার্দি আর কোনো প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকলেন। "যদি সবকিছু আমাদের প্ল্যান-মাফিক ঘটত।"

BanglaBook.org

"আমাদের এত কষ্টের পরিকল্পনা চরম ব্যর্থতায় পরিণত হল," বেল বলল, ভেতরে কফিন থাকা অবস্থায় ব্যাগেজ কারের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া দেখছে। "ডাকাতটি আমায় সবার সামনে বোকা বানাল।"

"তোমার দোষ না," পার্দি বলল। "সে আমাদের সবাইকে বোকা বানিয়েছে, আর আমি হচ্ছি সবচেয়ে বড় বোকা। এখন আমি নিশ্চিত... ওই নিঃস্ব বিধবা, যাকে আমার স্ত্রী আর আমি নিজের বাসায় ঢুকিয়েছিলাম, সে ওই ডাকাতের সাথে চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। আমার তখনই সন্দেহ করা উচিত ছিল যখন ওই মেয়ে আমাকে ঠকিয়ে ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য হাতিয়ে নেয়।"

"কিন্তু, আপনি ওই মেয়েকে বলেননি যে ওখানে একটা ফাঁদ পাতা হয়েছে। ক্রমওয়েল কখনই ব্যাংকে প্রবেশ করত না যদি সে আগেভাগেই একে ফাঁদ হিসেবে সন্দেহ করত।"

পার্দি তার মাথা নাড়ল। "ওরা তোমার বানানো কাহিনী বিশ্বাস করেছিল। যদি আমরা কেবল জানতাম, সে মেয়েদের পোশাক পরবে, ওকে কুকুরের মতো গুলি করে মারতে আমি দুবার চিন্তা করতাম না।"

"ওর অন্যসব ডাকাতির রিপোর্ট ঘাঁটলে দেখা যায়, সে এর আগে কখনও মেয়েদের পোশাক পরে ডাকাতি করতে যায়নি।"

"এমনকি যদিও ওই ফাঁদ কাজে লাগেনি, আমার আর আমার পুলিশ-বাহিনীর ওদেরকে গ্রেফতার করতে পারে উচিত ছিল। গাধার মতো, আমি ভেবেছিলাম ওরা রাস্তায়ই থাকবে। শুরুতেই এটা আমার মনে রেখাপাত করেনি যে ওরা পালানোর পথ হিসেবে রেলপথের ট্র্যাক-বেড ব্যবহার করবে। কিন্তু যতক্ষণে বুঝতে পেরেছি কিভাবে ধোঁকা খেয়েছি, ওরা আমার নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে।"

"মনট্রোজের ট্রেন যাত্রী-তালিকা কি পরখ করে দেখা হয়েছিল?"

"আমি স্টেশনমাস্টারকে তারবার্তা পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু ওরা ততক্ষণে গ্র্যান্ড জংশনের উদ্দেশ্যে ট্রেনে করে করে চলে গেছে," কার্টিস উত্তর দিল। "দুই মহিলাকে ট্রেনে তোলার কথা সে মনে করতে পারেনি, তবে সে দুইজন পুরুষকে লক্ষ করেছিল। সে বলল যে ওদের একজনকে অসুস্থ দেখাচ্ছিল।"

"ব্যাংকের পেছনের সিঁড়িতে রক্তের দাগ লেগে ছিল," পার্দি কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল। "তুমি নিশ্চয়ই ওর গায়ে গুলি লাগাতে পেরেছিলে।"

"ওকে থামানোর জন্য সেটা একেবারেই যথেষ্ট ছিল না," বেল বিড়বিড় করে বলল।

"আমি ওই এলাকার মার্শালকে টেলিগ্রাফ করেছিলাম। সে গ্র্যান্ড জংশনে তার ডেপুটিকে পাঠিয়েছিল। ওরা পূর্ব আর পশ্চিমে যাওয়া সকল ট্রেনে

BanglaBook.org

অনুসন্ধান চালিয়েছে কিন্তু দুজন নারী একসাথে ভ্রমণ করছে এমন কোনো চিহ্ন খুঁজে পায়নি।"

বেল পার্দির দেয়া ছড়িটির ওপরে ঝুঁকে এল। "ওই ডাকাতের মন কিভাবে কাজ করে সেটা আমি বুঝতে শুরু করেছি। সে আবারও পুরুষের পোশাক পরে এবং তার বোনকেও পুরুষের পোশাক পরায়। মার্শাল দুজন মহিলা খুঁজছিলেন, তাই ওদেরকে সন্দেহ করেননি।"

"এই ক্রমওয়েল খুব চতুর একজন মানুষ।"

"হ্যাঁ," বেল স্বীকার করল, "কথা সত্যি।"

"তুমি এখানে থেকে কোথায় যাবে?" জানতে চাইলেন পার্দি।

"ডেনভারে ফিরে গিয়ে সবকিছু আবার গোঁড়া থেকে শুরু করব।"

"কিন্তু এখন তুমি ওই ডাকাতের নাম এবং তার অভ্যাস জানো।"

"হ্যাঁ, কিন্তু ওর বিরুদ্ধে এখনও মামলা করা অসম্ভব। এত ঠুনকো প্রমাণ নিয়ে কোনো ফেডেরাল উকিল অভিযোগ-পত্র গঠনে সময় নষ্ট করবে না।"

"আমি নিশ্চিত, তুমি ওকে পাকড়াও করবেই," পার্দি আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল।

"এখন আমরা আরও কঠোর পরিশ্রম করব, কারণ ওকে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত আক্রোশ কাজ করবে," বেল বলল।

যখন বেল এবং কার্টিস সন্ধ্যার শেষের দিকে ডেনভারে পৌঁছাল, আরভিনকে স্থানীয় কবরস্থানে নেয়ার জন্য একটি শবযান অপেক্ষা করছিল।

"সে ছিল আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু," কার্টিস বলল। "আমি ওর মাকে সান্ত্না দেব এবং ওর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার যাবতীয় ব্যবস্থা নেব।"

"তোমাকে ধন্যবাদ," বেল বলল। "আর আমি খরচের ব্যাপারটা দেখভাল করব।"

বেল ব্রাউন প্যালেস হোটেলে যাওয়ার জন্য একটি ট্যাক্সি নিল। স্যুট প্রবেশ করে, সে ওর জামাকাপড় সব খুলে বাথটাবের গরম পানিতে নিজেকে ডুবিয়ে দিল। ওর আহত পাকে ঠেকনো দিয়ে বাথটাবের কোনায় রাখল যাতে এটি পানিতে ভিজে না যায়। সে চোখ বন্ধ করে গত কয়েকদিনের ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী নিয়ে ভাবতে লাগল। বেল এখন জানে নিউ শেরিডান হোটেলে যেই মহিলা ওর পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিল সে-ই হচ্ছে মার্গারেট ক্রমওয়েল। যখন ওর ভাই সামনের দরজা দিয়ে ব্যাংকে ঢোকে, সে তখন ঘোড়া আর বগী-গাড়ী নিয়ে ব্যাংকের পেছনে অপেক্ষা ছিল। ক্রমওয়েলের মহিলার ছদ্মবেশ নেয়ার চেহারার কথা মনে হতেই ওর মনে বিতৃষ্ণা জেগে উঠল, তবুও বুচার ব্যান্ডিটের তীক্ষ্ম বুদ্ধির তারিফ না করে পারল না। শেরিফ পার্দির বাহিনীকে ধোঁকা দেয়ার জন্য রেলপথের ট্র্যাক-বেড ব্যবহার করার বুদ্ধি তার দুর্দান্ত প্রতিভারই স্বাক্ষর দেয়।

BanglaBook.org

প্রথমে, বেল ভেবেছিল ক্রমওয়েল আরেকটা ডাকাতি করতে গিয়ে নিজের ভাগ্য যাচাইয়ের ঝুঁকি নেবে না। এই সম্ভাবনাকে মনে হয়েছিল খুব দূরবর্তী, কিন্তু, এর আগে যত অপরাধীকে সে জেলের ভাত খাইয়েছে তাদের মতোই, বেল ক্রমওয়েলের অপরাধী মন বুঝতে শুরু করেছে। সে নিজেকে প্রশিক্ষিত করে তুলছে কিভাবে ওই ডাকাতের মতো চিন্তা-ভাবনা করা যায়। বেল যতই এ-নিয়ে ভাবছে, ততই সে নিশ্চিত হচ্ছে যে ক্রমওয়েল বিশ্বাস করে সে অপরাজেয় এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্মকর্তারা তার টিকিটিও স্পর্শ করতে পারবে না, বিশেষ করে ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভ এজেন্সির এজেন্ট।

পরবর্তী পদক্ষেপ সতর্কতার সাথে ভেবেচিন্তে নিতে হবে। ওর মন বিভিন্ন বিকল্প পরিকল্পনা বিবেচনা করছিল যে কিভাবে ক্রমওয়েলকে গ্রেফতার করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়। তখনই ওর দরজায় কে যেন টোকা দিল। সুস্থ পায়ের ওপরে ভর দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। আঘাতের কারণে মাথা কিছুটা ঘোরাচ্ছে ওর। বেল অদ্ভুত ভঙ্গিতে বাথটাব থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গায়ে একটা রোব পরল, এবং খোঁড়াতে খোঁড়াতে দরজার কাছে গেল। ওটাকে টান দিয়ে খোলার পরে, সে করিডরে জোসেফ ভ্যান ডর্নকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেল।

ভ্যান ডর্ন মুখ তুলে বেল-এর মাথার চারপাশে প্যাঁচিয়ে রাখা ব্যান্ডেজের দিকে তাকালেন। রক্ত চুইয়ে চুইয়ে ব্যান্ডেজটির রঙ লাল হয়ে গেছে। তিনি কোনোরকমে চেহারায় একটি হাসি ফুটিয়ে ফুটিয়ে বললেন, "তোমাকে দেখে তো অবস্থা খুব একটা ভালো মনে হচ্ছে না।"

"ভেতরে আসুন, স্যার। নিজের বাড়ির মতো স্বাচ্ছন্দ্য চলাফেরা করুন।"

ভ্যান ডর্ন আহত এজেন্টকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলেন। তিনি ভেতরে ভেতরে উদ্বিগ্ন-বোধ করছেন, কিন্তু বাইরে দিয়ে তিনি নিজেকে শান্ত দেখানোর চেষ্টা করলেন। "ওখানে কি অনেক ব্যথা?"

"এমন না যা অ্যাসপিরিন নিরাময় করতে পারবে না।"

ভ্যান ডর্ন স্যুটে পা রেখে চারপাশে তাকালেন। "আমি সেই সব এজেন্টদের পছন্দ করি যারা আমার পকেট থেকে টাকা না খসিয়ে নিজের খরচে স্টাইলের সাথে ভ্রমণ করে।"

"আমি কি রুম সার্ভিসকে কল করব? ওরা আপনার খাওয়া বা ড্রিংকের জন্য কিছু নিয়ে আসতে পারে।"

ভ্যান ডর্ন হাতের ইশারা করে কথাটাকে উড়িয়ে দিলেন। "না, ধন্যবাদ, ডেনভারে পৌঁছানোর আগে আমি শিকাগোর প্লেনে খেয়ে নিয়েছি। এখন এক গ্লাস পোর্ট হলেই আমার শরীর-মন চাঙ্গা হয়ে উঠবে।"

BanglaBook.org

বেল ফোন মারফত রুম সার্ভিসের কাছে ভ্যান ডনের অনুরোধ পৌঁছে দিয়ে এরপর তাকে বলল। "আমি আশা করিনি যে এজেন্সি-প্রধান হাজার মাইলের ওপরে ভ্রমণ করে শুধু আমাকে দেখার জন্য ছুটে আসবে।"

"আমাদের মধ্যকার একটি সাক্ষাৎ তদন্ত-কার্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।" ভ্যান ডর্ন তুলোয় ঠাসা একটি চেয়ারে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। "টেলিগ্রামে করে অল্প কয়েকটি কথা জানার চেয়ে আমি বিস্তারিতভাবে রিপোর্ট পেতেই আমি পছন্দ করব। এখন আমাকে বলো সেদিন টেলুরাইডে কী ঘটেছিল। কোনো কথা গোপন করবে না।"

"আমার বেশির ভাগ কথাই আপনাকে জানাবে ঘটনা কিভাবে বাজে দিকে মোড় নিল," বেল তিক্ত-স্বরে বলল।

"নিজেকে দোষারোপ কোরো না," ভ্যান ডর্ন তাকে সান্ত্বনা দিলেন। "আমার জীবনে যে কত পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।"

একজন ওয়েটার এসে এক গ্লাস পোর্ট দিয়ে গেল, এবং এরপর বেল পরবর্তী ৪০ মিনিট ধরে ব্যাখ্যা করল কিভাবে সে বুচার ব্যান্ডিটকে ধরার জন্য ফাঁদ পেতেছিল এবং কিভাবে ক্রমওয়েল ওকে আর শেরিফ পার্দিকে ধোঁকা দিয়ে সেই ফাঁদ কেটে বেরিয়ে গেল। সে আরভিনের খুন, নিজের আহত হওয়ার কথা এবং টেলুরাইড হাসপাতালে জেগে উঠার কথাও বলল।

বেল-এর কথা শেষ হতেই ভ্যান ডর্ন জানতে চাইলেন, "তুমি নিশ্চিত, জ্যাকব ক্রমওয়েলই আসলে বুচার ব্যান্ডিট?"

"ছদ্মবেশ নেয়ায় সে প্রতিভার ঝলক দেখিয়েছে, এবং আরভিন আর আমি একদম হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই যে ক্রমওয়েলই হচ্ছে সেই লোক যাকে আমি মেয়েদের পোশাক পরনে ব্যাংকের ভেতরে দেখেছি। পার্দি আর আমি দুজনেই ওর বোন মার্গারেটকে শনাক্ত করতে পেরেছি। মেয়েটি তখন শহরে অবস্থান করছিল, যাতে ব্যাংক ডাকাতির কাজে ভাইকে সাহায্য করতে পারে।"

ভ্যান ডর্ন তার বুক পকেট থেকে সিগারেটের একটা কেস বের করে সেখান থেকে সিগারেট ধরালেন। "ব্যাপারটা কিছুতেই আমার মাথা ঢুকছে না। ক্রমওয়েল যদি এতই ধনী হয়, মিলিয়ন-মিলিয়ন ডলার সম্পত্তির একটা ব্যাংকের মালিক হয়, এবং সান ফ্রান্সিসকোর নব হিলে থাকে, সে কেন ডাকাতি আর খুনোখুনি করে ওর সব অর্জন ঝুঁকির মাঝে ফেলে দেবে?"

"আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি ওই চুরি করা টাকা দিয়ে সে নিজের ব্যাংকের সম্পত্তি নির্মাণ করেছে।"

"কিন্তু এখন কেন? এখন তো ওর আর্থিক নিরাপত্তা আছে এবং ওর ব্যাংক-ও সুপ্রতিষ্ঠিত। পাগলের মতো অপরাধ চালিয়ে যাওয়ার দরকারটা কী?"

BanglaBook.org

বেল জানালা দিয়ে বাইরের শহরে নীল আকাশের দিকে চেয়ে রইল। "সহজ-সরল উত্তর হচ্ছে এই লোক আসলেও একটা পাগল। আমি মনে মনে ওর একটা চেহারা অংকন করেছি। আমি নিশ্চিত সে শুধু মজা পায় বলেই এসব লুটপাট আর খুন করে। টাকা লুট করা এখন আর ওর আসল উদ্দেশ্য না। টাকার প্রয়োজনীয়তা ওর ফুরিয়েছে। ওর কাছে এই ব্যাপারটা অনেকটা আফিম বা হুইস্কির নেশার মতো। ওর বিশ্বাস, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ওকে কোনোভাবেই স্পর্শ করতে পারবে না। সে নিজেকে অপরাজেয় ভাবে। এবং এই অপরাধ-কার্যকে সে আইনের লোকদের বোকা বানানোর একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে মনে করে।"

"তবে তোমাকে স্বীকার করতেই হবে," ভ্যান ডর্ন বললেন, রুমে মধ্যে নীল রঙের বিশাল একটা ধোঁয়ার রিং ছুড়ে দিচ্ছেন, "এখনও পর্যন্ত, সে আমাদের এবং পশ্চিমের প্রতিটি পুলিশ অফিসারকে আনাড়ি প্রমাণ করায় বেশ ভালো মুনশিয়ানা দেখিয়েছে।"

"ক্রমওয়েল নিখুঁত না। সে একজন মানুষ এবং মানুষ ভুল করে। যখন ওর ভুল করার সময়টা আসবে, তখন আমি সেখানে উপস্থিত থাকতে চাই।"

"তুমি এখান থেকে কোথায় যাবে বলে ঠিক করেছ?"

বেল-এর চেহারা গম্ভীর হয়ে গেল। "সবার মুখে এক কথা। এই কথাটা জিজ্ঞেস করা বন্ধ করে দিলেই আমি খুশি হতাম।"

"তো?"

বেল ভ্যান্ ডনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে শান্ত ভঙ্গিতে চেয়ে রইল। "ক্রমওয়েলের বিরুদ্ধে কেস দাঁড় করানোর জন্য আমি সান ফ্রান্সিসকোতে ফেরত যাব।"

"তুমি আমাকে যা বললে, তাতে এটা মোটেও সহজ হবে না। ওকে গ্রেফতার করার মতো তেমন প্রমাণ তোমার হাতে নেই। সাক্ষীর কাঠগড়ায় যখন তুমি দাঁড়াবে, ক্রমওয়েলের উকিল তোমাকে চরমভাবে নাজেহাল করে ছাড়বে। তুমি যখন বলবে, মেয়েদের পোশাক পরনে থাকা অবস্থায় তুমি বুচার ব্যান্ডিটকে শনাক্ত করতে পেরেছ, ওই উকিল তখন হেসেই লুটোপুটি খাবে। আর যেহেতু অন্য কোনো প্রত্যক্ষদর্শী বা ক্রমওয়েলের আঙুলের ছাপ নেই, আমাকে বলতেই হচ্ছে এই লড়াইয়ে তোমার কপালে পরাজয় অনিবার্য।"

বেল ভ্যান ডনের দিকে শীতল দৃষ্টিতে তাকালো। "আপনি কি ইঙ্গিতে বলতে চাচ্ছেন আমার এই তদন্ত থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত?"

ভ্যান ডর্ন বেল-এর দিকে তাকিয়ে চোখ রাঙালেন। "আমি তোমাকে ওরকম কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছি না। আমি শুধু প্রকৃত অবস্থাটা তোমার কাছে তুলে ধরছি। তুমি ভালো করেই জানো এই কেসটিকে এজেন্সি আর-সব কেসের তুলনায় বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। ক্রমওয়েলকে কারাগারে না ঢোকানো পর্যন্ত আমরা বিশ্রাম নিচ্ছি না।"

BanglaBook.org

বেল আলতোভাবে মাথার একপাশ স্পর্শ করল, যেন বুঝতে চাইছে ক্ষতস্থানটি এখনও জায়গা-মতো আছে কি-না। "ডেনভারে আমাকে কিছু কাজ সারতে হবে, কাজ শেষেই আমি সান ফ্রান্সিসকোতে ফেরত যাব।"

"তোমাকে সাহায্য করার জন্য আমি এক দল এজেন্টের ব্যবস্থা করতে পারি। তোমাকে শুধু একবার মুখ ফুটে বলতে হবে।"

বেল তার মাথা নাড়ল। "লাগবে না। কার্টারকে আমি আমার ডান হাত হিসেবে ব্যবহার করছি। এছাড়া আছে ব্রনসন এবং ওর এজেন্টরা। যতটুকু লোকবল দরকার, তা আমার আছে। আমি এদেরকে নিয়ে আন্ডার-কভার সিস্টেমে কাজ করব। পুরো এক আর্মি এজেন্ট নিয়ে কাজ করার চেয়ে এভাবে কাজ করাটাই কম ঝুঁকিপূর্ণ। এতে জটিলতাও কমবে।"

"কর্নেল ড্যানজেলার এবং ওয়াশিংটনে অবস্থিত অপরাধ তদন্ত বিভাগের কী খবর? সরকার কি আমাদেরকে এই ব্যাপারে কোনো সাহায্য করতে পারে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু শুধু উপযুক্ত মুহূর্ত উপস্থিত হলে তখনই। সান ফ্রান্সিসকোর ধনী এবং অভিজাত সমাজে ক্রমওয়েলের মারাত্মক পরিমাণে রাজনৈতিক প্রভাব আছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রচুর দান-খয়রাত করে করে সে এই প্রভাব-প্রতিপত্তি কামিয়েছে। যদি ওকে এই মামলায় অভিযুক্ত করার জন্য আমরা যথেষ্ট পরিমাণ প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারি, ওর বন্ধুরা আমাদের ওয়াগনকে ঘিরে ধরবে এবং প্রতি পদক্ষেপে লড়াই করবে। সেই সময়ে, আমেরিকার সরকারের যাবতীয় সাহায্য আমাদের প্রয়োজন হবে।"

"তোমার পরিকল্পনা কি??"

"এ মুহূর্তে, আমার কোনো পরিকল্পনা ঠিক করা নেই। ক্রমওয়েল এই মুহূর্তে বোকার স্বর্গে বাস করছে। সে জানে না, প্রতিটি দিন পার হওয়ার সাথে সাথে, আমরা আরও বেশি করে ওর কাছাকাছি হচ্ছি।"

"কিন্তু অবস্থার তো উন্নতি হয়নি। ওকে গ্রেফতার করার ব্যাপারে তিন সপ্তাহ আগেও তোমরা যেই অবস্থানে ছিলে, এখনও সেই অবস্থানেই আছে।"

"হ্যাঁ, কিন্তু এখন আমি একটা ব্যাপারে সুবিধাজনক অবস্থানে আছি।"

ভ্যান ডনের ভ্রু কৌতূহলী ভঙ্গিতে উঁচু হয়ে গেল এবং তিনি চোখে সন্দেহ নিয়ে বললেন, "কী সেটা?"

"ক্রমওয়েল জানে না যে আমি এখনও বেঁচে আছি।"

"যখন সে দেখবে তুমি বেঁচে ফিরেছ, ওটা ওর অহংবোধে চরমভাবে আঘাত করবে।"

বেল দুর্বল ভঙ্গিতে হাসল। "আমার-ও সেরকমই ধারণা।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৮

বেল-এর বুলেটের কারণে হওয়া ক্রমওয়েলের দেহে যে ক্ষত হয়েছে সেটা তেমন গুরুতর কিছু না। মার্গারেটকে নিয়ে সান ফ্রান্সিসকোতে ফিরে না আসা পর্যন্ত সে ওই ব্যথা সহ্য করে গেল। এরপরে সেখানকার ডাক্তার তার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে সেখানে সেলাই করে দিল। ওই ডাক্তার, একজন পুরানো বন্ধু, কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল না, কিন্তু ক্রমওয়েল তবুও তাকে মিথ্যা বলে জানাল সে বন্দুক পরিষ্কার করতে গিয়ে দুর্ঘটনাক্রমে নিজের গায়ে গুলি লাগিয়ে ফেলেছিল। ক্রমওয়েল ওই ডাক্তারের স্ত্রীর একটা ব্যবসায় বড় অংকের টাকা দান করেছে, সান ফ্রান্সিসকোর একটা ব্যালে কোম্পানি, তাই ওই ডাক্তার আর পুলিশে রিপোর্ট করল না এবং প্রতিজ্ঞা করল এই ঘটনা গোপন রাখা হবে।

ক্রমওয়েল ওর ব্যাংকের অফিসে ফিরে এল এবং দ্রুততার সাথে ওর তার আর্থিক সাম্রাজ্য পরিচালনার রুটিন কাজ করতে লাগল। তার দিনের প্রথম প্রজেক্ট হচ্ছে একটি স্বাস্থ্যনিবাসের উদ্বোধন উপলক্ষে বক্তৃতা দেয়া। স্বাস্থ্যনিবাসটি নির্মাণ করা হয়েছে বৃদ্ধলোকদের থাকার জন্য। এবং এটি বানানোর জন্য যেই অর্থ লেগেছে তা ক্রমওয়েলের ফান্ড থেকে ব্যয় করা হয়েছে। বিনয় করা ক্রমওয়েলের গুণাবলীর তালিকায় পড়ে না। সে স্বাস্থ্যনিবাসের নাম রাখল "জ্যাকব ক্রমওয়েল স্যানিটারিয়াম"। সে বক্তৃতার নোট টুকে নেয়ার জন্য ম্যারিওন মরগানকে ডাকল।

মেয়েটি তার টেবিলের বিপরীত পাশের চেয়ারে বসে তার দিকে অবাক চোখে তাকাল। "একটা প্রশ্ন না করে পারছি না, মিস্টার ক্রমওয়েল। আপনার শরীরটা কি সুস্থ? আপনাকে কিছুটা ফ্যাঁকাসে দেখাচ্ছে।"

ক্রমওয়েল। জোর করে চেহারায় একটা হাসি এনে বলল। "রাতের বেলা মাছ ধরতে গিয়ে ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছিল। তবে এখন এটা প্রায় সেরে গেছে।"

ক্রমওয়েল নিজের হাতে লেখা নোটটি ম্যারিওনের হাতে ধরিয়ে দিল। এরপর চেয়ারের মুখ ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের শহর দেখতে লাগল। "স্বাস্থ্যনিবাস উদ্বোধন উপলক্ষে এই বক্তৃতা দেয়া হবে। এটা এডিট কর। যদি কোনো সাজেশন দেয়া প্রাসঙ্গিক মনে কর, বিনা দ্বিধায় করতে পার।"

BanglaBook.org

"অবশ্যই, স্যার।"

ম্যারিওন ক্রমওয়েলের অফিস ত্যাগ করার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠলেও দরজার সামনে গিয়ে দ্বিধায় ভুগতে লাগল। "এক্সকিউজ মি, কিন্তু একটা কথা মনের মধ্যে খচখচ করছে। ভ্যান ডর্ন এজেন্সির ওই গোয়েন্দার ব্যাপারে আর কিছু শুনেছেন কী?"

ক্রমওয়েল ঝট করে জানালার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে মেয়েটির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো। "আইজ্যাক বেল?"

"মনে হয় এটাই তার নাম।"

এ-কথা বলার সময় ক্রমওয়েল নিজের হাসি আটকে রাখতে পারল না, "সে মারা গেছে। আমি শুনেছি সে কলোরাডোর একটা ব্যাংক ডাকাতিতে গুলি খেয়েছে।"

ম্যারিওনের মনে হল ওর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছে। সে ক্রমওয়েলের কথা বিশ্বাস করতে পারছিল না। ওর ঠোঁট কেঁপে উঠল। সে দ্রুত ক্রমওয়েলের দিক থেকে ওর মুখ ঘুরিয়ে নিল, যাতে সে তার চেহারায় ফুটে ওঠা অনুভূতি দেখতে না পায়। সে কোনোমতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখল। মেয়েটি কিছু না বলে অফিস থেকে বেরিয়ে এল এবং দরজা বন্ধ করে দিল।

ম্যারিওন এমনভাবে ওর ডেস্কে বসল যেন সে একটা ঘোরের মাঝে আছে। সে বুঝতে পারছিল না যে তার মনে কেন এতটা দুঃখের অনুভূতি হচ্ছে, ওই লোকটার সম্পর্কে তো সে তেমন কিছুই জানে না। ওই ব্যক্তির সাথে সে মাত্র একদিন ডিনারে গিয়েছিল। তবুও ওই লোকটার মুখ তার মনের মাঝে এমনভাবে ফুটে উঠছিল যেন মানুষটা তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। ওদের মধ্যকার স্বল্প-সময়ের এই বন্ধনটি নিষ্ঠুরভাবে কেটে ফেলা হয়েছে। সে বুঝিয়ে বলতে পারবে না ওর মনে কতটা দুঃখ হচ্ছে এবং সে ওই চেষ্টা করল-ও না। ওর এমন অনুভূতি হল যেন ওর প্রিয় একজন বন্ধু হারিয়ে গিয়েছে।

কাঁপাকাঁপা হাত নিয়ে, মেয়েটি টাইপরাইটারে এক তোড়া কাগজ প্রবেশ করাল এবং ক্রমওয়েলের বক্তৃতার জন্য নোট লেখা শুরু করল।

পাঁচটার দিকে, লাল ইট দিয়ে নির্মিত, নতুন, তিন-তলা দালানের সিঁড়িতে পা রাখল ক্রমওয়েল। ওর কানে এল শহরের মেয়র ইউজিন ইশমিজ উৎফুল্ল ভঙ্গিতে লম্বা সময় ধরে সূচনা বক্তব্য পেশ করছে। মেয়র ইউজিন হচ্ছে ক্রমওয়েলের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ক্রমওয়েল তাকে বেশ বড় অংকের টাকা ডোনেশন দিয়েছে এবং ওই টাকা গোপনে ক্রমওয়েলের ব্যাংকে রাখা মেয়রের পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে গিয়ে জমা হয়েছে। ৫০০-জন মানুষ স্বাস্থ্যনিবাসের

BanglaBook.org

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছে, সেই সাথে আছে শহরের ফায়ার এবং পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সদস্য, রাজনৈতিক নেতা ও ৫০-এর ও অধিক রোগী উদাস ভঙ্গিতে তাদের হুইলচেয়ারে বসে আছে।

নিজের সম্পর্কে ক্রমওয়েলের মন্তব্য ছিল সংক্ষিপ্ত এবং "বাহুল্যবর্জিত"। সে বিনয়ী ভঙ্গিতে নিজেকে "ঈশ্বর প্রেরিত সামান্য এক বার্তাবাহক" হিসেবে উল্লেখ করল, যাকে পাঠানো হয়েছে সেই সব লোককে সাহায্য করতে যারা নিজেদের সাহায্য করতে অক্ষম। ওর কথা শেষ হতেই, ক্রমাগত হাততালি পড়তে লাগল। এরপরে প্রবেশপথের সামনে একটি ফিতা কাটা হল এবং ক্রমওয়েলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানানো হল। তার দিকে বাড়িয়ে দেয়া প্রতিটি হাতের সাথে সে হ্যান্ডশেক করল। বিল্ডিঙে প্রবেশ করার অপেক্ষায় থাকা সব রোগীদের সে নাটকীয়ভাবে আলিঙ্গন করল। ক্রমওয়েলের দানশীল মনোভাবের কারণে মেয়র ইউজিন পুরস্কার হিসেবে তাকে একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি দিলেন। এরপরে ঘোষণা দিলেন, এপ্রিল মাসের ১২ তারিখ এখন থেকে জ্যাকব ক্রমওয়েল দিবস হিসেবে পালিত হবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী এবং প্রশংসাকারী জনতার ভিড়ের মাঝ দিয়ে পথ করে নিতে নিতে, ক্রমওয়েল পার্কিং প্লেসে পৌঁছাল, সেখানে আগে থেকেই রাখা আছে মার্সেডিজ সিমপ্লেক্স। মার্গারেট তখন হুইলের পেছনে বসা, উল দিয়ে বানানো সবুজ পোশাকে তাকে খুব সুন্দর লাগছিল।

"সাবাস, ভাই, সাবাস। ক্রমওয়েল ব্র্যান্ডের অধীনে আরও একটি ভাল কাজ করা হল।"

"উচ্চ পর্যায়ের মানুষদের বন্ধু হিসেবে পাওয়াটা দারুণ। সেই সাথে শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়া লোকদের কাছ থেকে সম্মান পাওয়াটাও।"

"আমরা না মানবতাবাদী মানুষ, আমাদের কি এভাবে কথা বলা মানায়?" মেয়েটি ব্যঙ্গ করে বলল।

"তোমার ওই জনহিতৈষী প্রজেক্টের কী অবস্থা, যেটা কিভাবে কিভাবে যেন পত্রিকার সোসাইটি পেজে প্রকাশিত হয়ে গেছে?" সে চালাকি করে উত্তর দিল।

"তোমার এই কথায় দিলে বড় চোট পেলাম।"

ক্রমওয়েল ফ্রন্ট সিটে বসতেই মার্গারেট ইঞ্জিন চালু করল। মার্গারেট গিয়ার পরিবর্তন করে থ্রটলটিকে সামনে এগিয়ে নিল। মার্সিডিজ সিমপ্লেক্সটি জোরালো গতিতে একটি ক্যাবল-কার এবং বিয়ার বহন করা ট্রাকের মাঝখান দিয়ে রাস্তায় ঢুকে পড়ল।

ক্রমওয়েল এতদিনে ওর বোনের উন্মত্তের মতো গাড়ি চালানোর সাথে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। সে রিল্যাক্স ভঙ্গিতে সিটে বসল, তবে নিজেকে প্রস্তুত রাখল যাতে বিপর্যয় ঘটার কোনো সম্ভাবনা দেখলেই লাফ দিয়ে গাড়ির বাইরে

BanglaBook.org

চলে যেতে পারে। "প্যাসিফিক হাইটসের দিকে গিয়ে লাফায়েত্তে পার্কে গাড়ি থামাও।"

"বিশেষ কোনো কারণ আছে না-কি?"

"পার্কে হাঁটতে হাঁটতে আমরা দুজনে কথা বলব।"

মেয়েটি ওকে এরপরে আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল না। মার্সেডিজ সিমপ্লেক্সটি সহজেই প্যাসিফিক হাইটসে চলে এল। মার্গারেট ফিলমোর স্ট্রিটে মোড় নিয়ে সাক্রামেনতো স্ট্রিট ঘুরে পার্কে পৌঁছাল। এরপর পার্কের গাছপালার দিকে চলে যাওয়া পায়ে হাঁটা রাস্তার সামনে এসে গাড়ি থামাল। ৫ মিনিট হেঁটেই ওরা পার্কের চূড়াতে উপস্থিত হল। ওখান থেকে শহরের অপূর্ব সুন্দর নৈসর্গিক দৃশ্য চোখের সামনে ফুটে উঠে।

"তুমি কী নিয়ে কথা বলতে চাইছ?" মার্গারেট জানতে চাইল।

"আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আরেকটা ব্যাংকে ডাকাতি করব।"

মেয়েটি আচমকা হাঁটা থামিয়ে দিল এবং চেহারায় বেদনা ফুটিয়ে স্থির চোখে ভাইয়ের দিকে তাকাল। "তুমি নিশ্চয়ই মজা করছ।"

"আমি খুবই সিরিয়াস।"

"কিন্তু কেন?" সে জানতে চাইল। "এতে কী লাভ? টেলুরাইডে আর একটু হলে ধরা পড়ে যেতে। কেন আবার বিনা কারণে ভাগ্য পরীক্ষার ঝুঁকি নিতে চাচ্ছ?"

"কারণ আমি চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসি।"

মেয়েটি হতভম্ব চোখে ওর দিকে তাকাল। "কী সব বোকার মতো কথা বলছ।"

"ও তুমি বুঝবে না," সে বলল।

"অন্তত এটুকু বুঝতে পারছি, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। একদিন দেখবে যে তোমার ভাগ্য ফুরিয়ে গেছে। আর তখন ওরা তোমাকে ফাঁসীর দড়িতে ঝুলিয়ে দেবে।"

"পারবে না," সে বলল। "যেহেতু ওদের সেরা এজেন্ট কবরস্থানে শুয়ে আছে।"

মার্গারেটের মনে পড়ে গেল সেই অবিশ্বাস্য রকম সুন্দর নীল-ধূসর একজোড়া চোখ। ওরা ব্রাউন প্যালেসে ড্যান্স করছে আর বেল হাত দিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ধরেছে। "বেল মারা গেছে, এটা বিশ্বাস করা কঠিন।"

সে হাস্যকর ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকাল। "তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি যেন ওই এজেন্টের ওপরে ক্রাশ খেয়েছ।"

মেয়েটি শ্রাগ করল, চেহারায় উদাসীনতা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। "ওহ, ওর চেহারা মোটামুটি সুন্দর। তবে অতটাও না। আমার মনে হয়, অন্য মেয়েদের কাছে ওকে আকর্ষণীয় লাগতে পারে।"

BanglaBook.org

"যা-হোক। আইজ্যাক বেল এখন অতীত ইতিহাস।" ক্রমওয়েল থেমে গিয়ে ওর বোনকে গাড়ি পর্যন্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া শুরু করল। "আমাকে ফাঁসীতে ঝোলাতে চাওয়া ওই ভ্যান ডর্ন এজেন্সি এবং আর সব পুলিশ অফিসারকে আমি বোকা প্রমাণিত করব। ওরা কোনোভাবেই সন্দেহ করতে পারবে না যে আমি এত তাড়াতাড়ি আরেকটা ক্রাইম করব, তাও এমন একটা শহরে যার কথা ওদের মাথাতেও আসবে না। আরও একবার, ওরা দেখবে ওদের প্যান্টের জিপার টেনে নিচে নামানো।"

চোখে এক ফোঁটা অশ্রু চলে আসায় মার্গারেট রুমাল বের করে সেটা চট করে মুছে ফেলল। সে নিশ্চিত না বেল-এর মৃত্যু না-কি ওর ভাইয়ের পাগলামো, কোন কারণে ওর মন এমন আবেগে ভারাক্রান্ত হল। "এবারে কোথায় ডাকাতি করবে?"

"এবারে কোনো খনি-শহরের পে-রোল ডাকাতি করব না," সে বলল, দাঁত কেলিয়ে হাসছে। "আমি ওদেরকে হতবুদ্ধি করে এমন একটা শহরে আঘাত হানবো, যেটা ওদের একেবারেই প্রত্যাশার বাইরে। এবং ওদেরকে আরও একবার হতাশার চোরাবালিতে ডুবিয়ে মারব।"

"কোন শহর?"

"সান ডিয়েগো, এই ক্যালিফোর্নিয়াতেই।"

"এটা একদম আমাদের বাড়ির কাছে।"

"এতে তো আরও ভালো হল," ক্রমওয়েল বলল। "পালিয়ে আসার কাজটা সহজেই সেরে ফেলা যাবে।"

"কোন ব্যাপারটা সান ডিয়েগোকে এত স্পেশাল করে তুলল?"

"কারণ ওই শহরের ওয়েলস ফারগোর ভল্ট ব্যবসায়ীদের ডিপোজিটে ভর্তি হয়ে আছে। আরেকটা কারণ, আমার সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষের ঝোলায় গর্ত করতে পারলে আমার খুব আনন্দ হবে।"

"তুমি পাগল।"

"আমাকে পাগল বলবে না!" সে মেজাজ খারাপ করে বলল।

"তোমাকে এছাড়া আর কী বলা যায়? তুমি যদি ধরা পড়ো, যা কিছু আমরা গড়ে তুলেছি সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।"

"আমাকে ধরা অসম্ভব। আমি একজন মাস্টারমাইন্ড," ক্রমওয়েল উদ্ধত কণ্ঠে বলল।

"তুমি কি কখনও এসব থামাবে?" মার্গারেট রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করল।

"ক্রমওয়েল ব্যাংক যখন ওয়েলস ফারগো ব্যাংকের মতো বিশাল হবে আর আমাকে সান ফ্রান্সিসকোর রাজার মুকুট পরানো হবে," এ-কথা বলার সময় ক্রমওয়েলের চোখ কদর্যভাবে জ্বলজ্বল করছিল।

BanglaBook.org

মার্গারেট বুঝতে পারছিল ওর ভাইয়ের সাথে তর্ক করা মানে বৃথা সময় নষ্ট। ভাইয়ের অজান্তে, মার্গারেট এতগুলো বছর ধরে গোপনে-গোপনে একটু একটু করে সম্পত্তি সরিয়ে ওয়েলস ফারগো ব্যাংকে রেখেছে, যার খোঁজ ওর ভাইয়ের কখনই পাওয়ার কথা না। ওর ক্রয় করা দামী গহনা একটা সেফ-ডিপোজিট বক্সে রাখা আছে। যদি খুব খারাপ কিছু ঘটে আর ওর ভাইকে ধরে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দেয়, মার্গারেট তখন সান ফ্রান্সিসকো ত্যাগ করে ইউরোপে চলে যাবে এবং একজন ধনী ও নামজাদা স্বামী না পাওয়া পর্যন্ত বিলাসবহুল জীবন-যাপন করবে।

ওরা গাড়ির কাছাকাছি পৌঁছাল এবং জ্যাকব ওর বোনকে ড্রাইভিং সিটে বসতে সাহায্য করল। সে ইঞ্জিনকে জ্যান্ত করে তুলল। ক্রমওয়েলের নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস তখন তুঙ্গে। সে যেন একটা জাহাজের ক্যাপ্টেন। এবং গভীর সমুদ্রে যাওয়ার জন্য ওই জাহাজের সবকয়টা পাল তুলে দেয়া হয়েছে।

বিপদের মুখোমুখি হওয়াটা ক্রমওয়েলের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। এবং এই চ্যালেঞ্জ ওকে নেশাদ্রব্যের মতো চাঙ্গা করে তোলে।

বুদ্ধির খেলায় আরও একবার সব বড় বড় পুলিশ অফিসারকে হারিয়ে দেবে, এমন ভাবনাতে ওর চোখ এমনভাবে জ্বলজ্বল করে উঠল, যেন একজন ধর্মান্ধ উন্মাদ এইমাত্র অলৌকিক কিছু একটা প্রত্যক্ষ করেছে।

ওদের দুজনের কেউই গাড়ির কাছের একটা বেঞ্চে বসে থাকা শ্রমিকের পোশাক পরা লোকটির দিকে মনোযোগ দিল না। লোকটা তখন কোলের ওপর টুলবক্স রেখে মাঝে মাঝে পাইপে টান দিচ্ছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ২৯

বেল-এর ট্রেন ওকে সকাল ৮-টায় সান ফ্রান্সিসকো পৌঁছে দিল। ৯-টার মধ্যে, সে কার্টার, ব্রনসন, এবং ওর ৫ জন এজেন্টের সাথে দেখা করল। ওরা প্রত্যেকে একটি বড়সড় কনফারেন্স টেবিল ঘিরে বসে আছে। কনফারেন্স টেবিলটির আকৃতি ডেনভারের অফিসে থাকা কনফারেন্স টেবিলের-ও দ্বিগুণ।

বেল দারুণ ক্লান্ত, ওর ক্ষতস্থান এখনও ওকে ক্রমাগত যন্ত্রণা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারপরেও সে ওই ব্যথা অগ্রাহ্য করল, যেমনটা সে এর আগে হওয়া ইনজুরিগুলোর ক্ষেত্রেও করেছে। সে ওর অধীনস্থ এজেন্টদের উদ্দীপ্ত করা শুরু করল। "হ্যালো জেন্টলম্যান," সে শুরু করল, "বুচার ব্যান্ডিট হিসেবে এখন আমাদের এক নম্বর সন্দেহভাজন ব্যক্তি হচ্ছে জ্যাকব ক্রমওয়েল, আমরা এবার তাকে এবং তার বোন, মার্গারেটকে, চব্বিশ-ঘণ্টা নজরদাড়ির আওতায় নিয়ে আসব।"

"এর মানে ওদের নব হিল প্রাসাদের বাইরের প্রতিটা নড়াচড়া প্রত্যক্ষ করা হবে," ব্রনসন যোগ করল।

একজন এজেন্ট তার হাত উঁচু করে ধরল। "স্যার, ওদের চেহারা চেনার জন্য আমাদের ফটো দরকার হবে। যেহেতু, ওরা দেখতে কেমন সে-ব্যাপারে আমাদের বেশির ভাগেরই তেমন কোনো ধারণা নেই।"

ব্রনসন টেবিলের ওপরে রাখা একটা পেটমোটা ফাইল তুলে নিল। "শহরের বাইরে এবং ভেতরে ঘোরাঘুরি করার সময় এই ছবিগুলো তোলা হয়েছে।"

"কে তুলেছে ওগুলো?" বেল জিজ্ঞেস করল।

ব্রনসন হেসে টেবিলের একপ্রান্তে বসা একজন এজেন্টের দিকে ইশারা করল। "এখানে বসে থাকা ডিক ক্রফোর্ড। সে খুবই দক্ষ একজন ফটোগ্রাফার।"

"ক্রমওয়েল কি সন্দেহ করেনি যে একজন ফটোগ্রাফার তাকে অনুসরণ করছে, তার ছবি তুলছে?" কার্টার জিজ্ঞেস করল।

BanglaBook.org

ব্রনসন ক্রফোর্ডের দিকে নড করল। "ডিক, ওদের সবাইকে বলো, কিভাবে ক্রমওয়েলকে কিছু বুঝতে না দিয়ে তুমি কাজটা সমাধা করেছ।"

ক্রফোর্ডের চেহারা সরু, গুরুগম্ভীর, ওর চোয়ালটা ছোট এবং টাকমাথার নিচে ঝোপের ন্যায় ঘন ভ্রু আছে। সে সিরিয়ার টাইপের মানুষ, কোনো রসাত্মক অঙ্গভঙ্গির ধার দিয়ে গেল না। "আমি কভারঅল পরে হাতে একটা টুলবক্স বহন করছিলাম। ওই টুলবক্সের একপ্রান্তে ক্যামেরার লেন্সের জন্য ছোট একটা গর্ত করা আছে। আমাকে শুধু বাক্সের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ফোকাসটা সমন্বয় করে নিতে হয়েছিল। এরপরে জাস্ট ছবি শুট করেছি। ওরা কিছুই আন্দাজ করতে পারেনি। এবং পারার কথাও না।" এরপর সে টেবিলের ওপরে ছোট একটা ক্যামেরা বসাল এবং এর ব্যবহারিক দিক বুঝিয়ে বলতে শুরু করল। "আপনারা এখানে একটি কোডাক কুইক ফোকাস বক্স ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছেন। এটি পোস্টকার্ড আকৃতির ছবি তুলতে পারে।"

ক্রফোর্ড একদিকে কথা বলছিল, ব্রনসন অন্যদিকে জ্যাকব এবং মার্গারেট ক্রমওয়েলের ছবিগুলো অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে লাগল।

"আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন ছবিগুলো দারুণ শার্প এবং স্পষ্ট," ক্রফোর্ড বলে চলল। "এই ক্যামেরার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, অন্যসব ক্যামেরায় যেমন ফোকাস সেট করা থাকে, এই ক্যামেরার ফোকাস আমি ক্যামেরার এক প্রান্তে থাকা একটি ছোট হুইল দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। এরপরে আমাকে শুধু একটা বাটনে চাপ দিতে হবে, এবং তাতেই ছবি উঠে যাবে।"

প্রত্যেকে মনোযোগ দিয়ে ছবিগুলো দেখতে লাগল। ওগুলোতে ক্রমওয়েলকে দেখানো হয়েছে। একা অথবা অন্য মানুষের সাথে একত্রে, রাস্তা ধরে হাঁটছে বা দোকান থেকে বেরিয়ে আসছে। কয়েকটা ফটোতে দেখাচ্ছে জ্যাকব ক্রমওয়েল ওর ব্যাংক থেকে ঢুকছে বা বেরুচ্ছে। দুটো ছবিতে দেখাচ্ছে, স্বাস্থ্যনিবাসের উদ্বোধন উপলক্ষে বৃদ্ধ মানুষদের সাথে কথা বলছে সে। ক্রফোর্ড এমনকি ওদেরকে অনুসরণ করে লাফায়েত্তে পার্ক পর্যন্ত চলে গিয়েছিল এবং পার্কের পায়ে হাঁটা পথ ধরে চলার সময় ওদের ছবিও তুলেছে। বেল বিশেষভাবে আগ্রহ প্রকাশ করল এমন একটি ছবির প্রতি যেখানে দেখাচ্ছে মার্গারেট বিদেশ থেকে আমদানি করা একটি গাড়ির হুইলের পেছনে বসে আছে।

"ওটা একটা মার্সেডিজ সিমপ্লেক্স," সে প্রশংসার ভঙ্গিতে বলল। "গাড়ি কেনার ব্যাপারে ক্রমওয়েলদের রুচি আছে বলতে হবে।"

সেই ছবিটি ব্রনসনেরও চোখে পড়েছিল। "একে দেখে খুব দামী বলে মনে হচ্ছে। তা এটা কত দ্রুত যেতে পারে?"

BanglaBook.org

"ঘণ্টায় অন্তত সত্তর মাইল, আশিও হতে পারে," বেল জবাব দিল।

"ধাওয়া দিলে একে ধরতে পারবে এমন কোনো গাড়ি সান ফ্রান্সিসকোতে আছে কি-না সে-ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে," টেবিলের শেষ প্রান্তে বসে থাকা ঘন-চুলের একজন এজেন্ট বলল।

"আছে ছিল না, এখন আছে," বেল বলল, হাসিতে ওর সবকয়টা দন্ত বিকশিত। "এটা আজ সকালেই একটা বক্স-কার থেকে নামানো হয়েছে।" সে কার্টিসের দিকে তাকাল। "আমি কি ঠিক বলেছি, আর্থার?"

কার্টিস সায় দিল। "তোমার গাড়িটি সাউদার্ন প্যাসিফিকের গুদাম-ঘরে রাখা আছে। রেলওয়েতে কাজ করা একটি ছেলের হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে ওকে বলেছি তোমার গাড়িটা যেন ধুয়ে-মুছে রাখে।"

"তুমি একটা আস্ত গাড়ি এনেছ..."

"সেই শিকাগো থেকে," বেল কথাটা শেষ করল।

"আমি কৌতূহল অনুভব করছি," ব্রনসন বলল। "এই গাড়ির বিশেষত্বটা কী যে একে শিকাগো থেকে পুরোটা পথ এখানে নিয়ে আসতে হল?"

"একটা দ্রুতগতির মোটরগাড়ি নানান উপকারে আসতে পারে। তাছাড়া, ধাওয়া করলে দেখবে ক্রমওয়েলের মার্সেডিজ সিমপ্লেক্সের তুলনায় এটি অনেক দ্রুতগতির।"

"কোন ধরনের ইঞ্জিন এটি?" ক্রফোর্ড জানতে চাইল।

"একটা লোকোমোবিল," বেল উত্তর দিল। "জো ট্রেসি এটি ড্রাইভ করেছিল। এটি ড্রাইভ করেই সে ভ্যান্ডারবিল্ট কাপ রোড রেসিং প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে।"

"এটা কত জোরে ছুটতে পারে?" ব্রনসন প্রশ্ন করল।

"বাঁক-বিহীন রাস্তায় এটি ঘণ্টায় ১০৫ মাইল বেগে ছুটতে পারে।"

ঘরের মাঝে একটা নীরবতা নেমে এল। টেবিল ঘিরে বসে থাকা প্রত্যেকে স্তম্ভিত, ওদের চেহারায় খেলা করছে অবিশ্বাস।

এত দ্রুতগতির কিছুর কথা ওরা এর আগে কখনও শুনেনি। পেশাদার গাড়ি রেসিং এখনও ওয়েস্ট কোস্ট পর্যন্ত পৌঁছায়নি।

"অসাধারণ," ব্রনসন সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের সাথে বলল। "ঘণ্টায় একশ মাইলের ওপরে ছুটতে পারে এমন কিছুর কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না।"

"এটা কি রাস্তায় চালানোর উপযোগী?" কার্টিস জানতে চাইল।

বেল সায় দিল। "একে রাস্তায় চলাচলের উপযোগী করার জন্য আমি বাম্পার এবং হেডলাইট লাগিয়েছি।"

"আমাকে একদিন অবশ্যই এতে চড়াতে হবে," ব্রনসন বলল।

বেল হেসে উঠল। "আমার মনে হয় সেই ব্যবস্থা করা যাবে।"

BanglaBook.org

ব্রনসন ওর আগ্রহ এবার ক্রমওয়েলের ফটোর দিকে ফেরত আনল। "ওই ডাকাত এরপর কী করতে পারে সে ব্যাপারে কারও নিজস্ব কোনো আইডিয়া আছে?"

"টেলুরাইডের ঘটনার পরে," কার্টিস বলল, "আমি বাজি ধরে বলতে পারি সে ডাকাতি করা ছেড়ে সাধু-পুরুষ হয়ে যাবে।"

"কথাটায় যুক্তি আছে, যেহেতু সে এখন জানে আমরা ওর পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে দিয়েছি," ব্রনসন একমত।

"আমি এই ব্যাপারে নিশ্চিত না। সে হয়তো এখনও বিশ্বাস করে টেলুরাইডের সেই বিপর্যয়ে ডাকাতির ঘটনার সব সাক্ষী মারা গেছে, যার মাঝে আমিও অন্তর্ভুক্ত," বেল বলল। "সে মানুষ হিসেবে উন্মাদ শ্রেণীর এবং লুটপাট আর খুন-খারাবি করে মজা পায়। আমার মনে হয় না সে কখনও থামবে। ক্রমওয়েল বিশ্বাস করে আমরা কোনোদিনও ওর অপরাধের হদিশ বের করতে পারব না। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, ওর মনের গঠন প্রকৃতির সাথে ব্ল্যাক বার্ট, দ্য জেমস গ্যাং, দ্য ডাল্টনস, অথবা বুচ ক্যাসিডি একেবারেই খাপ খায় না। ক্রমওয়েলের সাথে তুলনা করলে ওরা নিতান্তই এমেচার খেলোয়াড়।"

এজেন্টদের একজন চোখে ক্রমবর্ধমান শ্রদ্ধা নিয়ে বেল-এর দিকে তাকাল। "তাহলে আপনার ধারণা সে আবারও হামলা করবে।"

"আমার সে-রকমই ধারণা।"

"তুমি হয়তো টেলুরাইডের গল্পটা দিয়ে ওকে একবার ধোঁকা দিতে পেরেছ," ব্রনসন বলল। "কিন্তু তুমি যেমনটা বললে সে যদি ততটা স্মার্ট হয়, ক্রমওয়েল একই ভুল দুই বার করে আবারও একটা ফাঁদে পা দেবে না।"

বেল ওর মাথা নাড়ল। "সেটা আমিও বুঝি, অমনটা হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। এই মুহূর্তে, আমরা যা করতে পারি তা হচ্ছে ওকে বুদ্ধির খেলায় হারানোর ধান্ধা করতে পারি। আর এতেও যদি ব্যর্থ হই, আমাদেরকে তখন ওকে অভিযুক্ত করার মতো যথেষ্ট পরিমাণ প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে।"

"অন্তত আমরা এখন জানি যে সে মানুষ হিসেবে নিখুঁত না।"

ব্রনসন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করল। "কিন্তু সে নিখুঁতের একদম কাছাকাছি।"

বেল নিজের জন্য কফি-পট থেকে এক কাপ কফি ঢালল। "আমাদের সুবিধার দিক হচ্ছে সে জানে না যে আমরা ওর প্রতিটা পদক্ষেপের ওপরে নজর রাখছি। তোমাদেরকে খুব সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে, যাতে সে বা ওর বোন তোমাদের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন না হয়ে যায়। এরপরের বার ডাকাতির উদ্দেশ্যে শহর ছাড়ার আগে যদি আমরা ওর লেজের ডগায় ঝুলে থাকতে পারি, আমরা হয়তো ওকে গ্রেফতার করার একটা সুযোগ পাব।"

BanglaBook.org

ব্রনসন টেবিলের চারপাশে থাকা সব এজেন্টের দিকে চোখ বুলিয়ে নিল। "তাহলে সে-কথাই রইল, জেন্টলম্যান। নজরদাড়ির কাজে কে কোন শিফটে কাজ করবে তার লিস্ট একটু পরেই তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি। আর আমি মিস্টার ভ্যান ডনের কাছ থেকে একটি টেলিগ্রাম পেয়েছি। তিনি বললেন, যা যা করা দরকার তার সব করতে। যেভাবেই হোক, ওই বুচার ব্যান্ডিটকে তিনি ফাঁসী-কাষ্ঠে দেখতে চান, আর এর-জন্য যেই মূল্য দেয়াই লাগুক না কেন, তা তিনি দিতে প্রস্তুত।"

বেল ব্রনসনকে বলল, "ভাবছিলাম তুমি আমার একটা উপকার করতে পারবে কি-না।"

"তোমাকে শুধু কথাটা মুখ ফুটে বলতে হবে।"

"ক্রমওয়েলের অফিসে ফোন দিয়ে ম্যারিওন মরগানের সাথে কথা বলবে। ওকে বলবে তুমি ওকে কঠোর গোপনীয়তার নিয়ম মেনে ফোন দিয়েছ এবং এর কথা সে কাউকেই বলতে পারবে না, তার বসকে তো নয়-ই। ওকে বলবে লাঞ্চ-টাইমে মন্টোগোমারি এবং সাটার স্ট্রিটের উত্তর-দক্ষিণ কোনায় তোমার সাথে দেখা করতে।"

"আর সে যদি দেখা করার উদ্দেশ্য জানতে চায়, তখন?"

বেল-এর চেহারায় কুটিল হাসি ফুটে উঠল। "পরিষ্কার করে কিছু বলবে না, শুধু বলবে ব্যাপারটা জরুরী।"

ব্রনসন হেসে উঠল। "কণ্ঠস্বরে ফরমালিটি ফুটিয়ে তুলতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"

আলোচনা শেষ হওয়ার পরে, বেল এবং কার্টার সাউদার্ন প্যাসিফিক ফ্রেইট ওয়্যারহাউজের উদ্দেশ্যে ক্যাব নিল। ওরা সুপারিন্টেনডেন্টকে সাথে নিয়ে চেক করল গাড়িতে কোনো ড্যামেজ হয়েছে কি-না। কোনো ড্যামেজ পাওয়া গেল না। এরপরে ওরা দরকারি ট্রান্সপোর্ট পেপারওয়ার্কে সই করে দিল।

"গাড়িটা দারুণ সুন্দর," কার্টিস প্রশংসার সুরে বলল, উজ্জ্বল লাল রঙে রাঙানো গাড়িটি তখন আলোর বিপরীতে ঝিলমিল করছে। সিলিন্ডার আকৃতির একটা বড়সড় ফুয়েল ট্যাংক দুই সিটের পেছনে উঁচু হয়ে বসে আছে। সরু টায়ারগুলো স্পোক হুইলের সাথে লাগিয়ে রাখা।

বেল স্টিয়ারিং হুইলের পেছনের সিটে চড়ে বসল। এরপরে ড্যাশবোর্ডের ওপরে রাখা ইগনিশন সুইচ ঘোরাল। স্টিয়ারিং হুইলের ওপরের থ্রটল লিভার সেট করল। এবং স্পার্ক লিভারকে রিটার্ডের দিকে নিয়ে গেল। এরপরে সে হ্যান্ড পাম্পে হাত বাড়িয়ে ফুয়েল ট্যাংকে চাপ প্রয়োগ করল, জোর করে কার্বুরেটরে গ্যাস পাঠাচ্ছে। শুধু এরপরেই সে হেঁটে গিয়ে গাড়ির সামনে গেল

BanglaBook.org

এবং ডান হাত দিয়ে ক্র্যাংকটিকে শক্ত করে ধরে সবলে টানতে লাগল। দ্বিতীয় প্রচেষ্টাতেই ইঞ্জিনটি কেশে উঠল এবং একজস্ট পাইপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বজ্রগম্ভীর গর্জন।

বেল এরপর কার্টারকে সাথে নিয়ে লাল রঙের লেদার ড্রাইভারস সিটে বসল এবং স্পার্ক লিভারকে সামনে এগিয়ে এনে থ্রটলটিকে স্থির অবস্থায় রাখল। হ্যান্ড ব্রেক ছেড়ে দেয়ার পরে, সে ক্লাচে চাপ দিল এবং শিফট লিভারকে টান দিয়ে ফার্স্ট গিয়ারে নিয়ে এল। এরপর, সে থ্রটল লিভারকে নাড়িয়ে ক্লাচ ছেড়ে দিল। ওর এই কাণ্ড-কারখানা দেখে গুদাম-ঘরের শ্রমিকেরা চারপাশে ভিড় জমিয়ে হৈ-হুল্লোড় করতে লাগল। গাড়িটি ততক্ষণে গড়িয়ে গড়িয়ে সামনে এগোতে শুরু করে দিয়েছে।

লোকোমোবিলটি এরপরে দুরন্ত গতিতে রেললাইন সংলগ্ন রাস্তা ধরে ছুটতে লাগল। কার্টার জোরালো গলায় জিজ্ঞেস করল, "আমরা কি অফিসের দিকে যাচ্ছি?"

বেল তার মাথা নাড়ল। "আমাকে সেই গুদাম-ঘরটা দেখিয়ে দাও যেখানে ও'ব্রায়ান ফার্নিচারের বক্স-কারটা পার্ক করা আছে।"

"তাহলে পরের ক্রসিং-এ গিয়ে বামে মোড় নাও," কার্টার নির্দেশনা দিল।

অল্প কয়েক মিনিট পরে, বেল ওর লোকোমোবিলটিকে একটি শূন্য গুদাম-ঘরের পেছনে পার্ক করাল। কার্টার সামনে থেকে বেলকে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। একটু পরেই ওরা লোডিং ডকে পৌঁছাল। একটি বক্স কার সেখানে একাকী অবস্থায় সাইডিঙের ওপরে বসে আছে।

"তুমি কি এখানেই ক্রমওয়েলের ভুয়া ফার্নিচার কোম্পানির বক্স-কারটিকে খুঁজে পেয়েছিলে?" জানতে চাইল বেল।

"সাউদার্ন প্যাসিফিকের মালবাহী গাড়ি চলাচলের শিডিউল হাতে নিয়ে আমি কোম্পানির মালবাহী-গাড়ির ব্যাপারটা চেক করেছিলাম," কার্টিস বলল। "১৬১৭৩ নম্বর গাড়ি এখন আর সাউদার্ন প্যাসিফিকের ফ্রেইট রেকর্ডসে নেই। এর ভাগ্যে যে কী হয়েছে সেটা কেউ জানে না। এটা যেন রাতারাতি হাওয়া হয়ে গেছে।"

বেল ওই বক্স কারের একপাশ ভালো করে পর্যবেক্ষণ করল। "হয়তো এটা নতুনভাবে রঙ করা হয়েছে এবং একে নতুন একটা সিরিয়াল নম্বর দেয়া হয়েছে।"

"এমনটা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।" কার্টিস ওই নম্বরের দিকে কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে এরপরে নড করল। "১৬৪৫৫ নম্বর বক্স-কার। আমি এটার ব্যাপারটা চেক করে দেখব।"

BanglaBook.org

"এই বক্স-কারটি কিছুদিনের মাঝে রঙ করা হয়েছে," বলল বেল। "এতে একটা আঁচড়ের দাগও নেই।"

"তুমি ঠিক বলেছ," কার্টিস চিন্তিত ভঙ্গিতে বিড়বিড় করল। "এটাকে দেখে এত নতুন লাগছে যেন এটি মাত্র কারখানা থেকে ছাড়া পেয়েছে।"

বেল হেঁটে গিয়ে বক্স-কারের লোডিং-ডোরের কাছে গেল এবং ওর আঙুলগুলো ব্রোঞ্জের তালার ওপরে স্থাপন করল। এই তালার কারণেই বাইরের লোক ভেতরে প্রবেশ করতে পারছে না। "একটা শূন্য বক্স-কারকে তালা মেরে রাখার দরকার পড়ল কেন?"

"হয়তো এটি মালপত্র দিয়ে ভর্তি এবং ট্রেনের সাথে জোড়া লাগানোর জন্য অপেক্ষা করছে।"

"এর ভেতরে কী আছে সেটা জানার খুব ইচ্ছে হচ্ছে," বেল মজা করে বলল।

"আমরা কি তালা ভেঙে এটার ভেতরে ঢুকব?" চেহারায় উত্তেজনা নিয়ে কার্টিস জিজ্ঞেস করল।

বেল আলতো করে ওর মাথা নাড়ল। "আগে আমাদেরকে সিরিয়াল নম্বরটা চেক করতে হবে। এখন এটা এভাবেই পড়ে থাকুক। আমরা এখনও এই বক্স-কারের পেছনের ইতিহাস জানি না। আর ক্রমওয়েল যদি সত্যিই এর মালিক হয়ে থাকে, আর আমরা যদি এই তালার কোনো ক্ষতিসাধন করি তা ওর অজানা থাকবে না।"

"আমরা যদি প্রমাণ করতে পারি যে এটাই সেই বক্স-কার যেটায় চড়ে সে ব্যাংক ডাকাতি করে পালিয়ে যেত, আমরা ওকে গ্রেফতার করতে পারব।"

"এটা অত সহজ-সরল না। এটা হয়তো সিম্পলি একটা শূন্য বক্স-কার, যেটাকে সাময়িকভাবে সাইডিং-এ ফেলে রাখা হয়েছে। ক্রমওয়েলকে আর যাই হোক, বোকা লোক বলা যায় না। সে আমাদের জন্য এভাবে চোখের সামনে তথ্য-প্রমাণ ফেলে রাখবে না।"

কার্টিস ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শ্রাগ করল। "তবুও আমরা এর ওপর তীক্ষ্ম নজর রাখব, কিন্তু সে এটা শিগগিরই ব্যবহার করবে কি-না সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে।"

"আর আগে হোক বা পরে হোক, সে জেনে যাবে যে আমি এখনও জীবিত এবং ওর পরিচয় আমার জানা," বেল চওড়া হাসি হেসে বলল। "এরপর ঘটনা সত্যিই ইন্টারেস্টিং দিকে মোড় নেবে।"

ম্যারিওন ফোনটা নামিয়ে রেখে ক্রমওয়েলের অফিসে ঢোকার দরজার দিকে তাকাল। সবসময়কার মতোই, এটা ভেতর থেকে লক করে রাখা।

BanglaBook.org

ক্রমওয়েল প্রায় সবসময় একলা একলা কাজ করে। দৈনন্দিন ব্যবসায়িক কাজ সারে টেলিফোন বা ব্যাংকের চারপাশে স্থাপন করা স্পিকার সিস্টেম দিয়ে।

মেয়েটি এক পলকে দেয়ালে ঝোলানো ঘড়িটির দিকে চোখ বুলিয়ে নিল, এটার সাথে লাগানো পেন্ডুলামটি সামনে পেছনে দুলছে। এটি দেখাচ্ছে এখন বাজে তিনটা বারো মিনিট। ব্রনসনের নির্দেশনা শুনে সে যখন ফোনটা রেখে দিচ্ছিল, দুটো ভাবনা ওর মনকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। প্রথমত, ক্রমওয়েলের প্রতি ওর বিশ্বস্ততা--এই ফোনকলের ব্যাপারে তাকে কিছু জানাবে কি-না। এবং দ্বিতীয়ত, গোপনীয়তা মেনে একটা কাজ সম্পাদন করতে হবে, এই ভেবে দেহের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া উত্তেজনার ঢেউ।

গত কয়েক বছরে ওর আর ক্রমওয়েলের মাঝে একটা চওড়া ফাটল সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষ করে বারবারি কোস্টের সেই রাতে, যখন ক্রমওয়েল আর মার্গারেট খুব অদ্ভুত আচরণ করছিল। সেদিনই এই লোকটার প্রতি ওর বিশ্বস্ত তা এবং শ্রদ্ধা অনেকখানি কমে যায়। ইনি সেই একই লোক না, যাকে সে এতগুলো বছর ধরে বিশ্বাস করে এসেছে। সে অনেক দূরবর্তী, উদাসীন প্রকৃতির হয়ে গেছে। বেশির ভাগ সময়েই সে ওর সাথে শীতল এবং রূঢ় আচরণ করে।

যখন সে পার্স এবং হ্যাট নিয়ে অফিস ত্যাগ করার উদ্দেশ্যে হাঁটা দিল, মিনিটের কাঁটা ক্লিক আওয়াজ তুলে ঘণ্টার কাঁটার সাথে মিলে গেল। দুটো কাঁটাই তখন বারো সংখ্যার দিকে তাক করা। পুরোটা সময় সে ক্রমওয়েলের অফিসের বন্ধ দরজার দিকে নজর রেখেছিল। মেয়েটি লিফটের ভেতরে না ঢুকে প্রায় ঝড়ের বেগে সিঁড়ি দিয়ে লবিতে নেমে এল। প্রবেশপথের দরজা পেরিয়ে সে ঝড়ো বেগে সাটার স্ট্রিট থেকে মন্টোগোমারিতে এল। লাঞ্চের সময় হওয়ায় রাস্তা এবং ফুটপাতে তখন ব্যস্ত মানুষের ভিড়। মানুষের এই ভিড় এড়িয়ে পথ করে নেয়ার জন্য ওর প্রায় ১০ মিনিট সময় খরচা হল। রাস্তার একটা কর্নার বেছে নিয়ে, সে ওখানে দাঁড়িয়ে চারপাশ উৎসুক দৃষ্টিতে দেখতে লাগল, কিন্তু এমন কাউকে চোখে পড়ল না যে ওর দিকে চেয়ে আছে বা ওকে উদ্দেশ্য করে হেঁটে আসছে। ব্রনসনের সাথে এর আগে কখনও দেখা হয়নি ওর, তাই ব্রনসনের চেহারা যে কেমন সে-ব্যাপারে ওর কোনো ধারনা নেই।

এক মিনিট পরে, ওর এবং সেই সাথে রাস্তা ধরে চলতে থাকা বহু মানুষের মনোযোগ লাল রঙের বড়সড় একটা গাড়ির দিকে ছুটে গেল। লালচে গাড়িটি অনায়াস ভঙ্গিতে অন্যান্য যানবাহনের মাঝ দিয়ে নিজের পথ করে নিচ্ছে। এর বাহ্যিক অবয়বে একটি পশুসুলভ শক্তিমত্তা আছে, যাতে মনে হয় এটি যেন আশেপাশের সবাইকে শাসন করছে। এমনকি যদিও এটি ঘণ্টায়

BanglaBook.org

মাত্র বিশ মাইল বেগে চলছে। এটি উজ্জ্বল লাল রঙে রাঙানো। হাত দিয়ে ঘষে ঘষে এই লাল রংকে আরও চকচকে ঝকঝকে করে তোলা হয়েছে। এর সবকিছুতেই একটা জবরদস্ত আভিজাত্য প্রকাশ পাচ্ছে।

মনোযোগ গাড়ির দিকে থাকায় মেয়েটি গাড়ির হুইলের পেছনের বসে থাকা মানুষটিকে লক্ষ করেনি। কিন্তু গাড়িটি যখন ঠিক ওর সামন এসে থামল এবং এর চালক তাকে একটা অনুরোধ করল, মেয়েটিকে বাধ্য হয়েই নজর দিতে হল, "দয়া করে গাড়িতে উঠে পড়ো, ম্যারিওন।"

মেয়েটির চেহারা থেকে রঙ সরে গেল, একটা হাত আপনা আপনি উঠে গেল মুখের কাছে, অবাক হয়ে লক্ষ করল সে আইজ্যাক বেল-এর বেগুনি চোখজোড়ার দিকে চেয়ে আছে। "আইজ্যাক," সে বিস্মিত ভঙ্গিতে বিড়বিড় করল। "জ্যাকব বলেছিল তুমি না-কি মারা গেছ।"

বেল ওর হাত বাড়িয়ে দিয়ে ম্যারিওনের হাত ধরল এবং ওকে টানতে টানতে লেদারের প্যাসেঞ্জার সিটে বসাল। "এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, যা শুনবে তার সবটাই বিশ্বাস করতে নেই।"

গাড়ির চারপাশে ভিড় করা মানুষদের কথা ভুলে গিয়ে, ম্যারিওনের কোমর প্যাঁচিয়ে ধরল বেল। এরপর সে ওকে নিজের কাছে টেনে এনে চুমু খেল।

"আইজ্যাক!" মেয়েটি আঁতকে উঠল। ওর আচরণে প্রতিবাদ জানালেও, যতটা না বিব্রত হয়েছে তারচেয়ে বেশি ব্যাপারটা উপভোগ করছে। "এত লোকের সামনে এমন কোরো না।"

ততক্ষণে, যেসব লোক নতুন মডেলের গাড়ি দেখার জন্য জড়ো হয়েছিল, তারা ফ্রন্ট সিটে বসা নারী-পুরুষের কাণ্ড-কারখানায় বিনোদনের উপাদান খুঁজে পেয়েছে। ওরা হাততালির সাথে সাথে হর্ষ-ধ্বনি দিতে শুরু করল।

বেল পিঠটা পেছন দিকে নিয়ে ধূর্ত ভঙ্গিতে হাসল। "এমন সুন্দরী মেয়েকে হাতের কাছে পেয়েই কিভাবে নিজেকে সামলে রাখতে হয়, সেটা আমার জানা নেই।"

ম্যারিওন ওর কথায় খুশি হল, কিন্তু একদম গলে গেল না। "দয়া করে আমাদেরকে এখান থেকে সরিয়ে নেবে কি?" মেয়েটি জোর গলায় বলল।

বেল হাসল, ওদেরকে ঘিরে উল্লাস করা মানুষদের উদ্দেশ্যে হাতটা একটু টিপে দিল।এরপর, লোকোমোবিলটিকে ফার্স্ট গিয়ারে শিফট করল। সে আলতো করে গ্যাস প্যাডালে চাপ দিল এবং রাস্তায় থাকা যানবাহনের প্রবাহের মাঝ দিয়ে গাড়িটি ড্রাইভ করে নিয়ে যেতে লাগল। সে মন্টোগোমারি পেরিয়ে চায়নাটাউনে এল। সে সাই করে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে একটা গলিতে ঢুকল, এরপরে একটা চাইনিজ স্টাইল রেস্টুরেন্টের পেছন দিকটায় গাড়ি থামাল। রেস্টুরেন্টটি লাল এবং সোনালি রঙে চিত্রায়িত, ছাদ দেখতে প্যাগোডার

BanglaBook.org

মতো। ক্রেতার অপেক্ষায় থাকা একজন পরিচারক ওদের উদ্দেশ্যে বাও করল।

"আমি আপনার গাড়ি দেখে রাখব, স্যার।"

বেল এরপর তাকে যেই পরিমাণ টাকা বকশিশ দিল তা দেখে ওই পরিচারকের চোখ কপালে উঠে গেল। "তোমার ওপরে আমার ভরসা আছে।" তারপর সে ম্যারিওনকে সিট থেকে নামতে সাহায্য করল।

"দি এমপ্রেস অফ সাংহাই," মেয়েটি বলল, সুসজ্জিত প্রবেশপথের দিকে চেয়ে আছে। "এখানে খাওয়ার ইচ্ছে আমার বহুদিনের।"

লম্বা করিডরে প্রবেশ করার পর, লম্বা, চকচকে কালো চুলের একজন সুন্দরী মহিলা ওদেরকে অভিবাদন জানাল। মহিলাটির পরনে চাইনিজ স্টাইলের সিল্ক ড্রেস। সে ওদেরকে পথ দেখিয়ে ওপরতলার ছোট একটি প্রাইভেট ডাইনিং রুমে নিয়ে চেয়ারে বসাল। ওরা যখন খাবারের মেন্যুতে চোখ বুলচ্ছিল, এক পট চা নিয়ে আসা হল এবং সেটা কাপে ঢালা হল।

"তুমি দেখছি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছ," মেয়েটি বলল।

"টেলুরাইড থেকে বয়ে আনা একটা ছোটখাটো স্মারক-চিহ্ন।"

বেল হ্যাট সরাতেই এই প্রথমবারের মতো মেয়েটি ওর মাথায় লাগিয়ে রাখা ব্যান্ডেজটি খেয়াল করল। সে কপাল কুঁচকে ওর ভুরু উঁচু করল। "আরেকটা স্মারক-চিহ্ন?"

বেল ওর প্রশ্নে সায় দিয়ে মুচকি হাসল।

ম্যারিওন আর্দ্র চোখে বেল-এর দিকে তাকাল। "তুমি বেঁচে আছ জেনে যে কী খুশি লাগছে তা আমার পক্ষে বলে বোঝানো অসম্ভব।"

"তোমার বস অবশ্য আমাকে মারার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি।"

"মিস্টার ক্রমওয়েল তোমাকে মারার চেষ্টা করেছিল?" মেয়েটি আঁতকে উঠল। "আমি বুঝতে পারছি না।"

"সে-ই হচ্ছে ওই লোক যে আমার দিকে গুলি ছুড়েছিল। এবং সে অন্য আরেকজন ভ্যান ডর্ন এজেন্টকেও খুন করেছে। আর ওই এজেন্টটি ছিল আমার খুব ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধু।"

"তুমি নিশ্চয়ই সিরিয়াসলি এ-কথা বলছ না।"

"তোমার ভালো লাগুক বা না লাগুক, জ্যাকব ক্রমওয়েল-ই হচ্ছে কুখ্যাত বুচার ব্যান্ডিট যে কি-না গত এক যুগে বিশটা ব্যাংক লুট করেছে এবং প্রায় ৪০-জন নিরীহ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে।"

"এটা পাগলামো! তুমি একটা উন্মাদ!" ম্যারিওন ওর নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল, ওকে হতভম্ব দেখাচ্ছে। "তুমি যা বলছ তা কিছুতেই সত্যি হতে পারে না।"

BanglaBook.org

"আমি যা বলছি তার এক-বর্ণও মিথ্যে না," বেল আচমকা রেগে গিয়ে বলল। "আমাদের হাতে প্রমাণ আছে, যদিও অভিযোগ গঠনের জন্য এটা যথেষ্ট না, কিন্তু এটা ক্রমওয়েলকেই নির্দেশ করে।"

"কিন্তু তিনি বিপদে পড়া বহু মানুষকে সাহায্য করেছেন," প্রতিবাদ করল ও।

"এটা ওর মুখোশ," বেল শীতল কণ্ঠে বলল। "সে ওর সাম্রাজ্যের চারপাশে একটা দেয়াল গড়ে তুলেছে, আর এই দেয়ালকে ঘিরে রেখেছে সুন্দর মনের নাগরিকদের একটি বাহিনী, যারা বিশ্বাস করে সে আর মার্গারেট হচ্ছে ফেরেশতা টাইপের দুজন মানুষ, যারা পরোপকারিতার মাধ্যমে দরিদ্র লোকদের সাহায্য করতে চায়। কিন্তু এটা একটা অভিনয়। ক্রমওয়েল এসব নিঃস্ব মানুষদের গোনায়ই ধরে না। সে নিজের প্রচারণার জন্য ওদেরকে ব্যবহার করছে। শহরের ধূর্ত রাজনীতিবিদদের চোখে, ওর আচরণে কোনো ভুল-ভ্রান্তি নেই, যতক্ষণ না সে গোপনে ওদের দলকে অনুদানের মাধ্যমে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে।"

বিভ্রান্ত চেহারা নিয়ে, ম্যারিওন ওর চায়ের কাপে চুমুক দিল, ওর হাত কাঁপছে। "সোজাসুজি বলছি, তোমার কথা আমার একেবারেই বিশ্বাস হচ্ছে না," সে অস্ফুট-স্বরে বলল।

টেবিলের ওপাশ থেকে নিজের হাত বাড়িয়ে মেয়েটির হাত স্পর্শ করল বেল। "বিশ্বাস কর, ম্যারিওন, আমি যা বলছি তা সত্য। আমি সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম আর যেই মুহূর্তে সে টেলুরাইডের ব্যাংকে আমাকে লক্ষ্য করে গুলি করে তখনই ওকে চিনতে পেরেছিলাম।"

মেয়েটি টান দিয়ে ওর হাত সরিয়ে নিল। "ওহ, আইজ্যাক, এটা খুব বাড়াবাড়ি রকমের কাল্পনিক হয়ে যাচ্ছে। জ্যাকব কী কারণে ব্যাংক লুট করতে যাবে, যেখানে সে এরিমাঝে সান ফ্রান্সিসকোর দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাংকের মালিক? তোমার কথা এতটাই অবাস্তব যে কল্পনা করাও অসম্ভব।"

"তোমার কথার কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তর আমি দিতে পারছি না, ম্যারিওন। তবে শুরুর দিকে, সে অন্যসব ব্যাংক লুটের টাকা দিয়ে নিজের ব্যাংকের মূলধন গড়ে তুলত। কিন্তু যখন সে ধনী হয়ে যায়, এই ডাকাতি আর খুনোখুনি ওর কাছে দারুণ মজার এক বিষয় হয়ে ওঠে। ক্রমওয়েলের মতো অনেক লোক আমি আমার জীবনে দেখেছি। এই ডাকাতি আর খুনখারাবি ওর কাছে নেশার মতো। সে নিজেকে সামলাতে পারে না, এবং কেউ ওকে না থামানোর আগ পর্যন্ত সে এই খুন-খারাবি চালিয়েই যাবে।"

মেয়েটি মুখ তুলে টেবিলের ওপাশে থাকা একজোড়া বেগুনী চোখের দিকে তাকাল। "তুমি, আইজ্যাক? এই কাজটা কি তোমাকেই করতে হবে?"

BanglaBook.org

"আমি ওকে এভাবে মানুষ খুন করতে দিতে পারি না।" বেল উত্তেজনা আটকে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। "সে আইনের চোখে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাজার হালে ঘুরে বেড়াবে আর ধনবান সান্তা ক্লজের মতোন আয়েশ করে মানুষকে টাকা-পয়সা বিলিয়ে যাবে, এটা হতে দেয়া যায় না।" এরপর সে আরও যোগ করল, "আর একই কথা ওর বোন মার্গারেটের ক্ষেত্রেও খাটে। অপরাধ কার্যে সহায়তার ক্ষেত্রে ওই মেয়েও গলা পর্যন্ত ডুবে আছে।"

ম্যারিওন বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল। "আমি জ্যাকব আর মার্গারেটকে বহু বছর ধরে চিনি, তবে এখন মনে হচ্ছে আসলে ওদেরকে আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি।"

"আমি বুঝি। এটা মেনে নেয়া কঠিন," বেল নরম সুরে বলল, "কিন্তু তোমাকে এটা মেনে নিতেই হবে।"

মেয়েটি ওর সাগরের প্রবালের মতো সবুজ চোখ সরাসরি বেল-এর দিকে তাক করল। "এখন আমি কী করতে পারি?" সে মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল।

"একটা ব্যাপার, তোমাকে এমন ভান ধরে থাকতে হবে যেন তুমি কিচ্ছুটি জানো না। বিশ্বস্ত সেক্রেটারির ভূমিকায় তোমার দায়িত্ব পালন করে যাও। আমাদের এজেন্টরা ওদের ভাই-বোন দুজনকেই ২৪ ঘণ্টা নজরদাড়ির আওতায় রেখেছে। তোমাকে যা করতে হবে তা হচ্ছে জ্যাকব কোনো সন্দেহজনক বা অস্বাভাবিক কিছু করছে কি-না সেই ব্যাপারে রিপোর্ট করা।"

"তুমি নিশ্চয়ই বুঝাতে চাচ্ছ, তোমার কাছে রিপোর্ট করতে হবে।"

সে ওর কথায় সায় দিল। "হ্যাঁ।"

মেয়েটির হঠাৎ এমন অনুভূতি হল যেন ওকে এতদিন যাবত ব্যবহার করা হচ্ছে, যেন ওর প্রতি বেল-এর আগ্রহ স্রেফ একজন ইনফরমার হিসেবে। মেয়েটি নিজের চেহারা ঘুরিয়ে ফেলল যাতে বেল ওর চোখের কোণে জমে ওঠা পানি দেখতে না পায়।

ম্যারিওনের মনে যে কী ভাবনা চলছে তা বেল-এর বুঝতে দেরি হল না। সে চেয়ারটাকে সরিয়ে মেয়েটির খুব কাছাকাছি বসে ওর হাত দুটো নিজের হাতের মুঠোতে পুরে নিল। "আমি জানি তুমি কী ভাবছ, ম্যারিওন। দেখো তোমার ভাবনা মোটেও সত্যি না। আমি জানি, আমি তোমাকে একটা প্রতারণাপূর্ণ কাজ করতে বলছি। কিন্তু মানুষের জীবন সুতার ওপরে ঝুলছে।" বেল কথা থামিয়ে নিজের সাহস সঞ্চয় করল। "আমি তোমাকে ভালোবাসি, ম্যারিওন। কেন এটা এমন হঠাৎ করে ঘটল তা আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না, কিন্তু এটা ঘটেছে। তোমার অবশ্যই আমাকে বিশ্বাস করতে হবে।"

ম্যারিওন ওর চেহারার দিকে তাকাল। বেল-এর চেহারায় খেলা করছে শুধুই ভালোবাসা আর অনুরাগ। ওর আতঙ্ক তৎক্ষণাৎ উধাও হয়ে গেল।

BanglaBook.org

ম্যারিওন সামনে ঝুঁকে বেল-এর ঠোঁটে দৃঢ়ভাবে চুমু খেল। যখন মেয়েটি বেল-এর ঠোঁট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল, ওর চেহারায় খেলা করছিল ধূর্ত হাসি। "তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ আমি একটা নির্লজ্জ-বেহায়া মেয়ে।"

বেল ওর লজ্জা-মাখানো চেহারার দিকে তাকিয়ে হাসল। "একেবারেই না। আমি এই চুমু উপভোগ করেছি।"

এরপর ওর চোখের দৃষ্টি নরম হয়ে এল। "আমাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে যখন আমি তোমাকে অফিসের সামনে দেখেছিলাম, তখনই আমি কিছু একটা অনুভব করতে পারছিলাম।"

এই বার, বেল ওকে চুমু খেল।

লম্বা এক মুহূর্ত পরে, সে ওর ঠোট থেকে ঠোট সরিয়ে দাঁত কেলিয়ে হাসল। "আমার মনে হয়, আমাদের এবার খাবারের অর্ডার দেয়া উচিত, তা নাহলে আমাদের এমন উলটাপালটা আচরণ দেখে ওরা হয়তো আমাদেরকে তাড়িয়ে দিতে চাইবে।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৩০

বেল-এর সাথে লাঞ্চ সেরে অফিসে ঢুকে মাত্রই টাইপ-রাইটার মেশিনে টাইপ করতে বসেছে, তখনই ক্রমওয়েল ম্যারিওনকে তার অফিসে ডাকল। মেয়েটি নিজের নার্ভাসনেস লুকানোর জন্য সরাসরি তার চোখের দিকে তাকাল না। "ম্যারিওন, আমি ন্যাশনাল কনফারেন্স ফর কম্যুনিটি ব্যাংকে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছি। এটা লস এঞ্জেলেসে এই বছরের আটাশ মার্চ থেকে ত্রিশ মার্চের মাঝে অনুষ্ঠিত হবে। তুমি কি এই ভ্রমণের জন্য দরকারি ব্যবস্থা নিতে পারবে? আর ফ্রেমন্ট হোটেলে আমার জন্য একটা রুম-ও রিজার্ভ করে রেখো।"

"আটাশ তারিখের মধ্যে লস এঞ্জেলেস পৌঁছাতে হলে আপনাকে আগামীকালই এখান থেকে রওনা হতে হবে," ম্যারিওন বলল। "এত অল্প সময়ের মধ্যে ওখানে পৌঁছানো কঠিন হবে।"

"আমি জানি," ক্রমওয়েল শ্রাগ করে বলল। "প্রথমে ভেবেছিলাম যাব না, পরে মত পাল্টেছি।"

"আপনি কি ব্যক্তিগত কার ভাড়া করবেন?"

"না, আমি ব্যক্তিগত কার ক্রোকার এবং ওয়েলস ফারগো ব্যাংকের প্রেসিডেন্টের জন্য ছেড়ে দিচ্ছি। আমি যখন ব্যাংকের কাজে বাইরে যাই, আমি একজন সাধারণ যাত্রী হিসেবে যাই যাতে আমার আমানতকারীরা বুঝে তাদের স্বার্থ আমি নিজের হৃদয়ে ধারণ করেছি এবং তাদের টাকা নিয়ে আমি কোনো ছলা-কলা করব না।"

ম্যারিওন তার স্কার্টে দোলা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। "আমি ব্যাপারটা দেখছি।"

ডেস্কে ফিরে আসতেই, মেয়েটি টেলিফোন তুলে নিল এবং নিচু-স্বরে ফিসফিসিয়ে অপারেটরকে বলল ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভ এজেন্সির সাথে সংযোগ করিয়ে দিতে। ম্যারিওন যখন রিসেপশনিস্টের কাছে নিজের নাম বলল, তাকে তৎক্ষণাৎ বেল-এর সাথে সংযোগ করিয়ে দেয়া হল।

"আইজ্যাক?"

"ম্যারিওন? আমি তোমাকে এখনই কল করে জানতে চাচ্ছিলাম তুমি আমার সাথে ডিনার এবং নাটক দেখতে যাবে কি-না।"

BanglaBook.org

মেয়েটির ভালো লাগল জেনে যে বেল তার কণ্ঠস্বর শুনে খুশি হয়েছে। "তোমার কাজে লাগবে এমন কিছু তথ্য আমার কাছে আছে," মেয়েটি সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল। "জ্যাকব শহরের বাইরে যাচ্ছে।"

"কোথায় যাচ্ছে? জানো না-কি?"

"লস এঞ্জেলেস," সে উত্তর দিল। "সে ন্যাশনাল কনফারেন্স ফর ব্যাংক কম্যুনিটিতে যোগ দিতে যাচ্ছে। এটা ব্যাংকারদের একটা ফোরাম, এখানে ব্যাংকিং কার্যক্রমের সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে মত-বিনিময় করা হবে।"

"এই অনুষ্ঠানটা কবে অনুষ্ঠিত হবে?"

"এই মাসের আটাশ থেকে ত্রিশ তারিখের মধ্যে।"

বেল এক মুহূর্ত ভাবল। "সে যদি আটাশ তারিখের মাঝে লস এঞ্জেলেসে পৌঁছাতে চায়, তাকে আগামীকালই ট্রেনে চাপতে হবে।"

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছ," ম্যারিওন বলল। "তোমার সাথে কথা শেষ হলেই আমাকে ট্রেনে সিট রিজার্ভ করতে হবে। সে একজন সাধারণ যাত্রী হিসেবে রেলের কামরায় ভ্রমণ করবে।"

"নিশ্চয়ই তোমার বস টাকা বাঁচানোর চিন্তায় এই কাজ করছে না।"

"তিনি দাবী করছেন এতে ক্রমওয়েল ব্যাংকের আমানতকারীরা মুগ্ধ হবে এটা বুঝে যে তিনি ব্যাংকের টাকা-পয়সা নিয়ে ছলা-কলা করবেন না।"

"তোমার কি মনে হয়, ম্যারিওন? এই যাত্রার আসলেই কি কোনো সারবত্তা আছে?"

মেয়েটি উত্তর দিতে দ্বিধা করল না। "আমি এটা জানি যে ওই তারিখে আসলেই লস এঞ্জেলসে ন্যাশনাল কনফারেন্স ফর কম্যুনিটি ব্যাংক আয়োজন করা হবে।"

"আমি দেখব যেন আমাদের একজন এজেন্ট পুরোটা পথ ওর সাথে থাকে।"

"তার পেছনে গুপ্তচরবৃত্তি করায় আমার খারাপ লাগছে," সে কণ্ঠে অনুতাপ নিয়ে বলল।

"অনুশোচনা ভুগো না, সুইটহার্ট," বেল তাকে সান্ত্বনা দিল। "জ্যাকব ক্রমওয়েল খুবই শয়তান প্রকৃতির লোক।"

"তোমার সাথে কখন দেখা হচ্ছে?" ম্যারিওন জানতে চাইল, ক্রমওয়েলের প্রসঙ্গ থেকে রেহাই পাওয়ায় খুশি।

"আমি তোমাকে ছয়টা বাজে তুলে নেব।"

"আমরা কি তোমার ওই লাল রেসিং কারে করে যাচ্ছি?"

"তোমার কি ওটাতে চড়তে বিরক্ত লাগে?"

"না, গতির উত্তেজনা আমি দারুণ উপভোগ করি।"

BanglaBook.org

বেল হাসল। "আমি জানি তোমার মাঝে এমন কিছু আছে যার জন্য তোমার প্রতি আমি আকর্ষণ অনুভব করি।"

ম্যারিওন ফোনটা রেখে দিল, অবাক হয়ে দেখল ওর হৃৎপিণ্ড দ্রুতবেগে ধুকপুক ধুকপুক করছে।

ভেতরে ভেতরে ক্রমওয়েল ভালোভাবেই বুঝতে পারছে, ওদেরকে খুন করার আগে বেল এবং এজেন্ট আরভিন ওর আশেপাশে নাক শুকে শুকে নানা তথ্য জোগাড় করছিল। ক্রমওয়েল তাই এবার বিশদভাবে পরিকল্পনা সাজিয়েছে, যাতে ওর পদচিহ্ন আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঢেকে রাখা যায়। সে এ-ব্যাপারে নিশ্চিত যে, তার দুজন বিশ্বস্ত এজেন্টকে হারানোর পরে, ভ্যান ডর্ন এই তদন্তকার্যকে সচল করার জন্য এবং আবিষ্কার করা প্রতিটি সূত্র ভালোভাবে খতিয়ে দেখার জন্য আরও বেশি করে জ্বালানি সরবরাহ করবেন। সে প্রত্যাশা করতে পারে যে, আরও বেশি বেশি এজেন্ট ওর ব্যাংক এবং শহরের অন্যান্য ব্যাংকে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে যে চুরি যাওয়া টাকা তাদের ব্যাংকে কিভাবে এল।

শুধু নিরাপদ পার্শ্ব থাকার অন্য, ক্রমওয়েল সাউদার্ন প্যাসিফিকের চীফ ডিসপ্যাচারকে ফোন দিয়ে বলল যে সে ছদ্মবেশধারী বক্স-কারটিকে সরানোর জন্য লিখিত অনুরোধ করল। এখন এর সিরিয়াল নম্বর হচ্ছে ১৬৪৫৫, এটি রাখা আছে একটি পরিত্যক্ত গুদামে, অকল্যান্ডের উপসাগরের পাড়ে নতুন একটি অবস্থানে।

মিনিট-খানেকের মধ্যে, ইয়ার্ড-মাস্টার তার অর্ডার গ্রহণ করল। এবং একটি সুইচ ইঞ্জিন পাঠিয়ে দিল।

ক্রমওয়েল সেই সাথে স্পেশাল ট্রেনের-ও অর্ডার করল, ওটা একটা প্রাইভেট পুলম্যান কার। এর গন্তব্যঃ সান ডিয়েগো। এই নির্দেশ গেল ডেনভারের ও'ব্রায়ান ফার্নিচার কোম্পানি মারফত, যেটি দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে এবং সাউদার্ন প্যাসিফিক রেল-রোড কোম্পানির এক সম্মানিত কাস্টমার।

শুধু এরপরই সে আরাম করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে চড়া-দাম দিয়ে কেনা একটি চুরুট ধরাল। পুরোপুরি নিশ্চিন্ত যে সে আরও একবার ভ্যান ডর্ন বা অন্য যেকোনো আইন প্রয়োগকারী এজেন্সির গর্দভ এজেন্টদের বুদ্ধির তুলনায় দশ ধাপ এগিয়ে।

এটা জানলে সে আরও বেশি তৃপ্তি অনুভব করত যে, প্রিনসন তার একজন এজেন্টকে ওই বক্স-কারটির ওপরে নজরদাড়ি করার জন্য পাঠানোর আগেই, বক্স-কারটিকে ফেরিতে তুলে দেয়া হয়েছে এবং অকল্যান্ডের সাউদার্ন প্যাসিফিক রেলইয়ার্ডের সাইডিঙের উদ্দেশ্যে ওটাকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩১

পরদিন সকালে, মার্গারেটকে শুভ-বিদায় জানিয়ে ক্রমওয়েল তার রোলস-রয়েস লিমোজিনে পা রাখল। অ্যাবনার গাড়ি চালিয়ে তাকে নিয়ে এল সাউদার্ন প্যাসিফিক স্টেশনে। স্টেশনের প্রবেশপথে থামার পর, সে গাড়ির দরজার খুলে ক্রমওয়েলের হাতে ধরিয়ে দিল একটি ভ্যালিস।

রোলস রয়েসটি একদিকে তার মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে, অন্যদিকে ক্রমওয়েল স্বাভাবিক ভঙ্গিতে স্টেশনের ভেতরে ঢুকে তার ট্রেন টিকেটটি গেটকিপারকে দেখাল এবং এরপর প্ল্যাটফর্ম ধরে হাঁটতে থাকা অন্যসব যাত্রীদের সাথে যোগ দিল। সে তিন নম্বর কোচে উঠে ট্রেনে আরোহণ করল।

ভ্যান ডনের একজন এজেন্ট তাকে ট্রেনে উঠতে দেখল। ট্রেন চলতে শুরু না করা পর্যন্ত ওই এজেন্ট ঘোরাফেরা করল ট্রেনের চারপাশে। নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে যে, ক্রমওয়েল যেন আবারও ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে পা না রাখে। এরপরে ওই এজেন্ট ট্রেন ছাড়ার শেষ মুহূর্তে সর্বশেষ কামরায় উঠে পড়ল এবং যাত্রী-ভর্তি কামরা ধরে হাঁটতে লাগল যতক্ষণ না সে ক্রমওয়েলের কামরার সামনে পৌঁছাচ্ছে। কিন্তু সে বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল, ক্রমওয়েলকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। উদভ্রান্ত ভঙ্গিতে, ওই এজেন্ট তাড়াহুড়ো করে বাকি সব কামরা চেক করল, মালপত্র রাখার কামরার তালা দেয়া দরজা সামনে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত সে অনুসন্ধান চালিয়ে গেল। তবুও ক্রমওয়েলের দেখা পেল না সে। এরপর সে তড়িঘড়ি করে ট্রেনের পেছনদিকে ফেরত এল, বুঝতে পারছে ব্যাংক মালিককে সে মিস করে ফেলেছে। এবং এরপর সে বহু চেষ্টা করেও ক্রমওয়েলকে আর খুঁজে পেল না।

সবার চোখ এড়িয়ে, ক্রমওয়েল বিপরীত পাশের দরজা দিয়ে যাত্রীবাহী কামরা থেকে নেমে পড়েছিল। সে মাটিতে পা রেখে রেললাইন পার হয়ে আরেকটি প্ল্যাটফর্মে যায়, সেখানে বিশেষ করে তার জন্যে ভাড়া একটি ট্রেন অপেক্ষা করছিল। সে ওর প্রাইভেট পুলম্যান কারে চেপে বসল। এর ভেতরটা এত বিলাসবহুল এবং চাকচিক্যময় যে একে আক্ষরিক অর্থেই চাকার ওপরে গড়াতে থাকা ইয়ট বলা যায়। সে ওর গায়ের কোট খুলে আরাম করে তুলোয়

BanglaBook.org

ঠাসা মখমলের চেয়ারে রিল্যাক্স ভঙ্গিতে বসল এবং সকালের পত্রিকার ভাঁজ খুলল। একজন ভৃত্য তাকে সকালের নাশতা দিয়ে গেল, যেটা স্পেশালি প্রস্তুত করেছে কারের ব্যক্তিগত শেফ। সে ধীরেসুস্থে সান ফ্রান্সিসকো ক্রনিকলস পত্রিকা পড়তে লাগল, অন্যদিকে ট্রেনটি স্টেশন থেকে বেরিয়ে মেইন ট্র্যাক ধরে লস এঞ্জেলেসের উদ্দেশ্যে ছুটছে। ম্যারিওন তার জন্য যেই প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সিট বুক করেছিল, সেই ট্রেনের চেয়ে সে ঠিক পনেরো মিনিট পিছিয়ে আছে।

"আমার এজেন্টের কাছ থেকে কোনো বার্তা আসেনি, তাই আমি ধরে নিতে পারি ক্রমওয়েল লস এঞ্জেলেসের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে," বলল ব্রনসন।

বেল একটা মানচিত্রের দিকে তাকাল যেটা সান ফ্রান্সিসকো এবং এর আশপাশের বড় শহরকে চিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছে। "ওর ট্রেনের চারটা-ত্রিশে লস এঞ্জেলেস পৌঁছানোর কথা। আমাকে জানানো হয়েছে সে ফ্রেমন্ট হোটেলে থাকবে।"

"আমি নিজেকে ভাগ্যবান অনুভব করছি। কারণ, আকস্মিক বন্যায় দক্ষিণের টেলিগ্রাফ লাইন ভেঙে পড়ার আগেই বব হেরিংটনকে মেসেজ করে দিতে পেরেছি। জানোই তো, সে হচ্ছে সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার ভ্যান ডর্ন অফিসে প্রধান। সে বলেছে, সে ক্যাব ড্রাইভারের ছদ্মবেশে একজন এজেন্টকে স্টেশনে রাখবে। এবং ওই এজেন্ট-ই ক্রমওয়েলকে ক্যাবে করে হোটেলে নিয়ে যাবে। আমার এজেন্টকে ট্রেনে রেখেছি, সে ওকে চিনিয়ে দেয়ার কাজটা করবে। ওখান থেকে, হেরিংটনের এজেন্ট ওর ওপর তীক্ষ্ম নজর রাখতে পারবে।"

"যদিও ওর যাত্রায় এখনও সন্দেহ করার মতো কিছু পাইনি," বেল বলল। "কিন্তু, আমি ওকে বিশ্বাস করি না। সে কিছু একটা করার ধান্ধায় আছে। আমি সেটা অনুভব করতে পারছি।"

"কিছু করার চেষ্টা করলে সে বেশিদূর যেতে পারবে না," ব্রনসন আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল। "সে বোকার মতো যদি এক পা-ও ফেলে, এক ডজন এজেন্ট ওর ওপরে এক টন ইটের মতো চেপে বসবে।"

বেল ফাঁকা অফিসে ফিরে গিয়ে ম্যারিওনকে ফোন দিল। "তুমি কি গত রাতের ঘটনার পরেও বহাল তবিয়তে টিকে আছ?" সে প্রেমময় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

"ওখানে আমার সময়টা দারুণ কেটেছে, বেল। তোমাকে ধন্যবাদ। খাবারের স্বাদ ছিল অপূর্ব আর নাটকটাও ছিল দারুণ উপভোগ্য।"

"এখন যেহেতু বিড়ালটা দূরের একটা জায়গায় বেড়াতে গেছে, ইঁদুরটা যদি গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে খেলাধুলা করে, মানে লাঞ্চ খেতে যায় তাহলে কেমন হয়?"

BanglaBook.org

"আমি খেলতে রাজি আছি।"

"আমি তোমাকে ব্যাংকের সামনে থেকে তুলে নেব।"

"তোমার সাথে যেখানে আগে দেখা হয়েছে সেখানে আমরা সাক্ষাৎ করব," মেয়েটি কোনো দ্বিধা না করেই বলল। "আমি চাই না আমাদের সম্পর্ক সবার কাছে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ুক। যদি কোনো কর্মচারী দেখে ফেলে যে আমি তোমার ওই চোখ ধাঁধানো লাল গাড়িতে উঠছি, সে অবশ্যই এটা নিয়ে গুজব ছড়িয়ে দেবে এবং সেই গুজব অবশ্যই জ্যাকবের কান পর্যন্ত পৌঁছাবে।"

"একই সময়, একই জায়গা," সে ফোন রেখে দেয়ার আগে বলল।

এর একটু পরে, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের একজন বার্তা-বাহক দৌড়ে অফিসে প্রবেশ করল। "আমি মিস্টার হোরাস ব্রনসনের জন্য একটি জরুরী বার্তা নিয়ে এসেছে," সে রিসেপশনিস্টকে বলল, হাফাচ্ছে কারণ ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন অফিস থেকে এতদূর পর্যন্ত তাকে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসতে হয়েছে।

ব্রনসন, যে তখন হলের নিচের বাথরুম থেকে ফিরে আসছে, বলল, "হ্যাঁ। আমিই ব্রনসন, বার্তাটা আমিই নিচ্ছি।" সে বার্তা-বাহককে একটা কয়েন ধরিয়ে দিয়ে খামটা ছিঁড়ে খুলে ফেলল। মেসেজটি পড়তেই ওর ঠোঁট-জোড়া শক্ত হয়ে চেপে বসল এবং কপালে দেখা দিল দুশ্চিন্তার ছাপ। সে তড়িঘড়ি করে অফিসে ছুটল, যতক্ষণ না পৌঁছাল বেল-এর কাছে।

"আমরা বিপদে পড়েছি," সে ঘোষণা করল।

বেল তার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। "কী বিপদ?"

"আমার লোক ক্রমওয়েলকে হারিয়ে ফেলেছে।"

বেল-এর মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। "ট্রেনের ভেতরে ওকে হারিয়ে ফেলল কী করে?"

"ক্রমওয়েল নিশ্চয়ই ট্রেনে ওঠার পরপরই সবার নজর এড়িয়ে বিপরীত পাশের দরজা দিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়েছিল।"

"তোমার এজেন্টের উচিত ছিল আরও আগেই এই খবর জানানো," বেল রাগান্বিত কণ্ঠে বলল।

"ট্রেনটি স্টেশন ছেড়ে চলে যায়। তাই পরের স্টেশনে ওটা থামার আগ পর্যন্ত সে নামার সুযোগ পায়নি," ব্রনসন ব্যাখ্যা করল। "সে ওখান থেকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে।"

"সে টেলিফোন ব্যবহার করলে ত্রিশ মিনিট সময় বাঁচাতে পারত।"

ব্রনসন অসহায়ভাবে শ্রাগ করল। "ফোন লাইনের ওপরে ভরসা করা যায় না। আর এটিতে সারাক্ষণ মেরামত-কাজ চলছেই।"

বেল চেয়ারের ওপরে নিজের শরীরের ওজন চাপিয়ে দিল, প্রচণ্ড রাগে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিতে ইচ্ছে করছে ওর। "সে আবারও লুটপাট আর

BanglaBook.org

খুনোখুনি করবে," সে বলল, ওর চেহারায় হতাশা। "হারামজাদাটা আমাদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছে।"

"যদি আমরা শুধু জানতাম সে কোথায় হামলা চালাতে যাচ্ছে," পরাজয় সামলে নিয়ে ব্রনসন বলল।

বেল জানালার কাছে হেঁটে গিয়ে বাইরের শহুরে স্থাপনার দিকে তাকাল। ওর মনে তখন চিন্তার ঝড় বইছে। অবশেষে, সে ঘুরে দাঁড়াল। "ক্রমওয়েল আমাদেরকে নিয়ে খেলছে," ধীরে ধীরে বলল বেল। "সে আশা করছে, আমরা মাথা কেটে ফেলা মুরগির মতো অন্ধভাবে দৌড়াতে থাকব। বুঝতে পারব না কোথায় যাচ্ছি।"

"নিশ্চিতভাবেই, ওর সেক্রেটারিকে যা বলেছে তার উলটো দিকে যাবে সে।" ব্রনসন বেল-এর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল। "যদি-না ওই মেয়ে আমাদেরকে মিথ্যে কথা বলে।"

বেল ব্রনসনের চোখের দিকে সরাসরি তাকাল না। এমনটা হওয়ার সম্ভাবনার কথা ওর মনেও খেলা করেছে। সে স্রেফ ওর মাথা ঝাঁকাল। "না, আমি নিশ্চিত ম্যারিওন সত্যি কথাটাই বলেছে।"

ব্রনসন হতবিহ্বল ভঙ্গিতে হেঁটে গিয়ে দেয়ালে টাঙানো ইউনাইটেড স্টেটসের একটা ম্যাপের সামনে দাঁড়ালো। "আমার সন্দেহ আছে যে সে উত্তর-দিকে গিয়ে ওরেগন অথবা ওয়াশিংটনে যাবে। সে হয়তো ফেরি বিল্ডিঙে গিয়ে উপসাগর পার হবে এবং পুব-দিকে যাওয়ার ট্রেন ধরবে।" বেল-এর চেহারা ধীরে ধীরে হাস্যোজ্বল হয়ে উঠল। "ক্রমওয়েল যে দক্ষিণ দিকে যাবে এ-ব্যাপারে আমি আমার লোকোমোবিলটা-ও বাজি ধরতে রাজি আছি।"

ব্রনসন ওর দিকে তাকাল। "সে তো আক্ষরিক অর্থেই আমাদেরকে বেলাইনে ছুঁড়ে দিয়েছে। কেন সে দক্ষিণে যাবে?"

"আমি জানি এই লোক কিভাবে চিন্তা করে," বেল বলল। "যদিও সে জানে না ওর প্রতিটি পদক্ষেপের ওপরে নজর রাখা হচ্ছে, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে সে কখনও ঝুঁকি নেয় না, প্রতিটি সম্ভাবনা সে সাবধানতার সাথে যাচাই করে দেখে।"

ব্রনসন ওর পকেট ঘড়ির দিকে তাকাল। "পরের ট্রেন দুপুরের আগে ছাড়বে না।"

"বহু দেরি হয়ে যাবে," বেল একমত। "সে আমাদের থেকে অনেকখানি এগিয়ে আছে।"

"কিন্তু সেটা তুমি কিভাবে বুঝলে?"

"সে ম্যারিওনকে একটা গাঁজাখুরি গল্প শুনিয়েছে যে সে একটা চেয়ার-কোচে চাপবে যাতে ওর আমানতকারীরা ভাবে সে মানুষ হিসেবে অনেক উঁচু

BanglaBook.org

পদের। সে যে একটা প্রাইভেট ট্রেন ভাড়া করেছে এটা দেখেই তুমি অনেক কিছু আন্দাজ করে নিতে পারো।"

ব্রনসনের বুদ্ধি যেন ঘোলাটে হয়ে আসছে। "লস এঞ্জেলেসে পৌঁছানোর পরে, হেরিংটনের এজেন্ট তখনও ওকে অনুসরণ করতে পারবে।"

বেল ওর মাথা নাড়ল। "ওই এজেন্ট ক্রমওয়েলকে দেখলেও চিনতে পারবে না। কারণ, ট্রেনে থাকা তোমার এজেন্ট সান হোসের ট্রেন থেকে নেমে গিয়েছিল, যাতে সে তোমাকে জানাতে পারে যে ক্রমওয়েল ওই ট্রেনে নেই। সে সম্ভবত সান ফ্রান্সিসকোতে আসার পরের ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছে।"

"সেটা একটা সমস্যা," ব্রনসন একমত। "কিন্তু যদি সে ফ্রেমন্ট হোটেলে উঠে, ওরা এখনও ওকে কব্জা করতে পারে।"

"যদি ক্রমওয়েল ফ্রেমন্ট হোটেলে উঠে," বেল চতুরতার সাথে বলল। "আর সে যেহেতু প্যাসেঞ্জার ট্রেন থেকে চোরের মতো নেমে গিয়েছিল, তাই এটা ধরেই নেয়া যায় যে সে মিস মরগানকে যেই গল্প শুনিয়েছে, তা মিথ্যা।"

"যদি লস এঞ্জেলেসে না যায়, তাহলে সে যাচ্ছেটা কোথায়?"

"ক্রমওয়েল ওর ট্রেনকে এখানে-সেখানে যেকোনো জায়গায় থামাতে পারে, তবে আমার ধারণা সে লস এঞ্জেলেসের মাঝ দিয়ে যাবে।"

"মাঝ দিয়ে?" ব্রনসন বিস্মিত। "লস এঞ্জেলেসের মাঝ দিয়ে কোথায় যাবে?"

"ডাকাতি করার জন্য সে এমন একটা জায়গা বেছে নেবে যে জায়গায় ডাকাতি হওয়ার সম্ভাবনার কথা আমরা সবার শেষে বিবেচনা করব।"

"সেটা কোন জায়গা?"

"সান ডিয়েগো।"

ব্রনসন চুপ করে ব্যাপারটা নিয়ে কয়েক মুহূর্ত ভাবল। অবশেষে, সে বলল, "এটা খুব বেশি দূর-কল্পনা হয়ে যায়।"

"হয়তো-বা।" বেল বলল। "কিন্তু সে আমাদেরকে উদাহরণ সহকারে দেখিয়েছে যে সে সবসময় খনি শহরে ডাকাতি করে না। তাহলে কেন সে এমন একটা শহরে যাবে না যেখানকার ব্যাংক ফুলে-ফেঁপে আছে ধনী ব্যবসায়ীদের আমদানি করা পণ্যের লাভের টাকায় আর দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার চারপাশের বড় বড় খামার মালিকদের ডলারে?"

"দূরকল্পনা হোক বা না-হোক, আমরা একে উপেক্ষা করতে পারি না। শুধু আমি যদি হেরিংটনকে জানিয়ে দিতে পারতাম, ওর এজেন্টকে যেন সান ডিয়েগো রেল-রোড টার্মিনালে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং সে যেন একটা ব্যক্তিগত ট্রেনের জন্য সতর্কতার সাথে চারিপাশ পর্যবেক্ষণ করে। কিন্তু সান হোসে

BanglaBook.org

থেকে লস এঞ্জেলেস পর্যন্ত টেলিফোন আর টেলিগ্রাফ লাইন বন্যার কারণে এখনও পানির নিচে ডুবন্ত।"

বেল ওর মাথা ঝাঁকাল। "ক্রমওয়েল যেই পরিমাণ স্মার্ট, আমার মনে হয় না সে ওই ট্রেন সরাসরি শহরের দিকে নিয়ে যাবে। সে এটাকে দূরবর্তী কোনো একটা রেললাইনে পার্ক করাবে, এরপরে শহরে যাওয়ার জন্য সে অন্য আরেকটা বাহনে চাপবে, হয়তো সে ওই মোটরসাইকেলটি চালাবে যেটা সে ডাকাতির সময় ব্যবহার করেছিল।"

"ইশ, যদি হেরিংটনের কাছে ওর চেহারার বর্ণনা থাকত," ব্রনসন বলল।

"ওরা এমনিতেও ওকে শনাক্ত করতে পারত না; সে সম্ভবত ছদ্মবেশ ধারণ করে আছে।"

ব্রনসনের আশাবাদী মনোভাব আচমকা বাতাসে মিলিয়ে গেল। "তাহলে আমাদের আর করার থাকলোটা কী?"

বেল হাসল। "আমাকে সান ডিয়েগো যেতে হবে, যাতে আমি নিজে ওকে মুখোমুখি মোকাবেলা করতে পারি।"

"অসম্ভব," ব্রনসন বলল। "যতক্ষণে আমরা একটা স্পেশাল এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে শহর ত্যাগ করব, ততক্ষণে সে ওর নোংরা কাজ সমাধা করে সান ফ্রান্সিসকো ফিরে আসার পথে অর্ধেক রাস্তা অতিক্রম করে ফেলবে।"

"খুবই সত্য কথা," বেল স্বীকার করল। "কিন্তু, ভাগ্যের কিছুটা ছোঁয়া পেলে, আমি ওর ট্রেন লস এঞ্জেলেসে যাওয়ার আগেই ওখানে পৌঁছে গিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করতে থাকব।"

"লস এঞ্জেলেসে পৌঁছানোর ব্যাপারে ওকে টেক্কা দেবে কিভাবে তুমি, তোমার কি কোনো পোষ মানানো উড়ুক্কু ঘোড়া আছে?" ব্রনসনের কণ্ঠে বিদ্রূপ।

"আমার কোনো পোষ মানানো উড়ুক্কু ঘোড়ার দরকার নেই।" বেল ব্রনসনের দিকে চতুর দৃষ্টিতে তাকাল। "তবে আমার কাছে এমন একটা যন্ত্র আছে যা খুব দ্রুত ছুটতে পারে।" এরপর সে নিরানন্দ ভঙ্গিতে হাসল। "তবে, এ-জন্য আমাকে একজন সুন্দরী মেয়ের সাথে ডেটিং মিস করতে হবে।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৩২

লোকোমোবিলটি ঝড়ো বেগে সান ফ্রান্সিসকোর মাঝ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। লাল রঙের লেদারের সিটে বসে আছে বেল, হাত দুটো দিয়ে শক্ত করে ধরে রেখেছে স্টিয়ারিং হুইল। এই হাতজোড়ার ভেল্কি দেখিয়েই রাস্তার বাঁক এবং কোনা-কাঞ্চিকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে ও।

এখন সময় ৯টা ৪৫। বেল-এর পাশেই বসে আছে ব্রনসন। ওর কাজ হচ্ছে পাম্প দিয়ে ফুয়েল প্রেশারটাকে উঁচুতে বেঁধে রাখা। প্রতি ২-৩ মিনিট অন্তর সে পাম্প হ্যান্ডেলকে টান দিয়ে বাইরে বের করে আনছে, এরপরে আবার ঠেলা দিয়ে সামনের দিকে ধাক্কা মারছে। এর ফলে গ্যাস পৌঁছে যাচ্ছে কার্বুরেটরে। ক্ষুধার্ত ইঞ্জিনে জ্বালানি সরবরাহ ছাড়াও, সে গাইড হিসেবেও কাজ করছে। যেহেতু ক্যালিফোর্নিয়ার গ্রাম-অঞ্চল সম্বন্ধে বেল-এর কোনো ধারণাই নেই।

বেল চাচ্ছে না স্টিয়ারিং হুইল থেকে কোনো হাত সরিয়ে নিতে। তাই হর্ন বাজানোর দায়িত্বটিও ব্রনসনের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে সে। ওই এজেন্টকে দেখে মনে হচ্ছে জোরালো এবং কর্কশ আওয়াজে মানুষ এবং অন্যান্য যানবাহনকে ঘাবড়ে দেয়ার কাজে সে বেশ ভালোই মজা পাচ্ছে।

ব্রনসনের পরনে একটা লম্বা লেদার-কোট, পা দুটোকে আবৃত করে রেখেছে এক জোড়া বুট। মাথায় পরেছে লেদারের হেলমেট। চোখে বড় বড় গগলস। গগলসের কারণে ব্রনসনকে শিকারের সন্ধানে বের হওয়া একটা প্যাঁচার মত দেখাচ্ছে। এই গগলসটা কিন্তু খুব দরকারি, কারণ বেল-এর লোকোমোবিলে কোনো উইন্ড-শিল্ড নেই। ওরা যেই রাস্তা ধরে ছুটছে সেই রাস্তা খুব একটা সুবিধার না। এই রাস্তাটি গাড়ি না, বরং গরু চরে বেড়ানোর জন্যই বেশি উপযোগী।

"ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার এই বিস্ময়কর যন্ত্রটির ব্রেক কেমন কাজ করছে?" ব্রনসন বিদ্রূপের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল।

"বেশি ভালো না," বেল উত্তর দিল।

"তোমাকে কি শহরের মাঝ দিয়ে এত জোরে ছুটতেই হবে?" ব্রনসন প্রতিবাদ করল।

BanglaBook.org

"ক্রমওয়েলের প্রাইভেট ট্রেন আমাদের থেকে এক ঘণ্টা এগিয়ে," এগজস্টের আওয়াজ ছাপিয়ে বেল চিৎকার করল। "আমাদের প্রতিটি সেকেন্ডের দাম আছে।"

যেসব পথচারীরা রাস্তা ধরে হাঁটছে তাদের কানে প্রথমে ঢুকলো এগজস্ট পাইপের কর্কশ গর্জন। এরপরেই ওরা শুনতে পেল গাড়ির হর্ন থেকে আসা অদ্ভুত ধরনের জোরালো আওয়াজ। পথচারীরা একদম বেকুব বনে গেল যখন দেখল লাল রঙের একটা লোকোমোবিল ওদের গায়ের ওপরে হামলে পড়তে যাচ্ছে। চোখে অবিশ্বাস মেখে ওরা এরপর দ্রুততার সাথে লোকোমোবিলটিকে যাওয়ার পথ করে দিয়ে রাস্তা থেকে সরে দাঁড়ালো।

দুজন শ্রমিক রাস্তার এক পাশ ধরে হাঁটতে হাঁটতে জানালার শার্সির কাঁচ বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। গাড়িটা ঝড়ের বেগে ওদেরকে অতিক্রম করে গেল। লোকোমোবিলটির বিস্ফোরক গর্জন ওদের হাতে ধরা কাঁচটিকে ভেঙে চুরমার করে দিল।

বেল বা ব্রনসন ওদের কেউই পিছন ফিরে তাকালো না। ওদের পূর্ণ মনোযোগ তখন সামনে থাকা যানবাহনগুলোর দিকে।

বেল ওর পা দিয়ে একবার এক্সিলারেটর আর একবার ব্রেকে চাপ দিচ্ছে। রাস্তায় বাঁক নেয়ার সময় ওর ওপরে বেশ ধকল যাচ্ছিল। ওই মুহূর্তে বেল-এর মনে হচ্ছিল, একজন ম্যাজিশিয়ান হতে পারলে দারুণ হত। রাস্তার সব যানবাহনগুলোকে তখন নিমিষেই উধাও করে ফেলা যেত।

বেল আর একটু হলেই একটা লন্ড্রি-ট্রাকের সাথে লাগিয়ে দিচ্ছিল। রাস্তায় থাকা অন্যান্য মোটরচালিত যানবাহনের ড্রাইভারেরা শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ের সাথে চেয়ে রইল ওর দুরন্ত গতির গাড়ির দিকে।

ওদের গাড়ি শহরের দক্ষিণ সীমানার কাছাকাছি হতেই, রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা কমে আসতে শুরু করল। গাড়ি এবং ওয়াগনের ঘনত্ব কম দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বেল।

ওরা তখন মেইন রোড ধরে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। ওদের রাস্তার পাশেই সমান্তরালভাবে চলে গেছে রেল লাইন।

বেল-এর গাড়িটি যেন ওর মনের ভাবনা বুঝতে সক্ষম। বেল-এর প্রতিটি ক্রিয়ার বিপরীতে গাড়িটি দারুণভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে যন্ত্রটি।

বেল গাড়ির এক্সিলারেটরে চাপ দিয়ে এটিকে ফ্লোরের এক ইঞ্চির মধ্যে নিয়ে এল। গাড়িটি রকেটের বেগে সামনে ছুটতে লাগল। অল্প কয়েকটা বক্ররেখা বাদ দিলে রাস্তাটি বলতে গেলে সরল-সোজা।

শীঘ্রই রাস্তাটি পল্লী অঞ্চলের মাঝে ঢুকে গেল। দিগন্তে ফুটে উঠল ছবির মতো সুন্দর সুন্দর সব খামারের স্থাপনা।

BanglaBook.org

বেল এই পথ দিয়ে যত জোরে পারে ছুটতে লাগল। লোকোমোবিলটি উন্মত্ত হাতির মতো রাস্তা ধরে গর্জন করতে করতে ছুটে যাচ্ছিল দ্রুত বেগে।

এই যন্ত্রটিকে বেল দারুণ ভালোবাসে। এর ইঞ্জিন যখন মারাত্মক পরিমাণ গতি উৎপন্ন করে, ওর মনে তখন নেশা ধরে যায়। বেল তখন এমনভাবে এটিকে চালায় যেন ওর কাঁধে শয়তান ভর করেছে।

ব্রনসন মুখ তুলে বেল-এর দিকে তাকাল। বেল-এর পরনে শর্ট লেদার জ্যাকেট, পায়ে বুট এবং যোধপুর রাইডিং প্যান্ট। ওর চোখেও গগলস দেয়া, কিন্তু মাথায় কোনো হেলমেট নেই। কারণ, ইঞ্জিনের ধুকপুক আওয়াজ শুনতে পছন্দ করে ও। বেলকে দেখে মনে হচ্ছে সে ওর পূর্ণ মনোযোগ ড্রাইভিং কাজে নিয়োজিত করেছে। যে করেই হোক, ক্রমওয়েলকে সে হাতেনাতে গ্রেফতার করবেই। এ-ব্যাপারে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ব্রনসন এর আগে নিজের চোখে এমন শক্ত মন মানসিকতার কাউকে দেখেনি। সে বেল-এর দিক থেকে চোখ সরিয়ে মানচিত্রটির দিকে তাকাল। এরপর টোকা দিল বেল-এর কাঁধে।

"একটু পরেই আমাদের সামনে একটা শাখা-পথ পড়বে, বামে মোড় নেবে। এই পথটি উপকূলীয় রাস্তার চেয়ে ভালো। এই হারে চলতে থাকলে আর এক ঘণ্টা পরেই সালিনাসে পৌঁছে যাব। আর এরপরে, সোলেদাদ।"

"এখন ক'টা বাজে?" বেল ড্রাইভিং হুইল থেকে হাত সরিয়ে ওর পকেট ঘড়িটা বের করতে চাইছে না। "এগারোটা বেজে দশ," ব্রনসন উত্তর দিল। "আমাদের জানা নেই আমরা কত জোরে ছুটছি। তাই ক্রমওয়েলের ট্রেনের কতটুকু কাছাকাছি হতে পেরেছি, সেটা এখনও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।"

বেল ওর কথা বুঝতে পারার ভঙ্গিতে নড করল। "এই গাড়িটির কোনো স্পিডোমিটার বা টেকোমিটার নেই, কিন্তু আমার অনুমান এটি ঘণ্টায় ৯০ মাইলেরও বেশি গতিতে ছুটছে।"

গাড়িটা রাস্তার ধারের টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলোকে আলোর গতিতে পাশ কেটে চলে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে রাস্তাটি ভয়ানকভাবে রুক্ষ এবং খানা-খন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ব্রনসন শীঘ্রই বুঝতে পারল ঝাঁকুনির চোটে ওর প্রাণ এবার ওষ্ঠাগত হবে। সে এক হাত দিয়ে শক্ত করে ওর সিটের আর্ম আঁকড়ে ধরল এবং অন্য হাত দিয়ে ফুয়েলে পাম্প করে যেতে থাকল।

ওরা খামারের মাঝখানের সরু রাস্তাটি ধরে ছুটে চলল। মনটিবি কাউন্টি পেরিয়ে সালিনাসের কৃষক অধ্যুষিত এলাকায় প্রবেশ করল ওরা। রাস্তার ধারের কৃষিজমিগুলো চোখ জুড়ানো সুন্দর। বসন্তের সূর্যালোক এই জমিকে সবুজ রঙে রাঙিয়ে তুলেছে। সৌভাগ্যবশত, শহরের মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া মেইন রোডটি শান্ত এবং চুপচাপ। একটা-দুটো মোটর চালিত গাড়ি এবং অল্প

BanglaBook.org

কয়েকটি ঘোড়ায় টানা ওয়াগন ফুটপাতের ধারে পার্ক করা। গাড়িটি শহরের সীমানা অতিক্রম করার কালে লোকজনের কানে প্রবেশ করল গাড়ির এগজস্টের কানফাটানো আর্তনাদ। সেদিকে চোখ ফেরাতেই, রাস্তায় চলাচল করা সকল পথচারী বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেল। আগুন-রঙা লালচে যন্ত্রটি শহরের বাণিজ্যিক এলাকার মাঝ দিয়ে বুলেটের বেগে ছুটে চলে গেল। শহরের মানুষদের কৌতূহল মেটানোর কোনো সুযোগ না দিয়ে গাড়িটি খোলা রাস্তা ধরে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে।

"এরপরের শহর কোনটা?" জানতে চাইল বেল।

ব্রনসন মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে বলল। "সোলেদাদ।"

"কতদূর?

"প্রায় পঁচিশ মাইল। ওখান থেকে ট্যাংক ভর্তি করে তেল নিতে হবে, কারণ এরপরের ২০০ মাইলের মধ্যে আর কোনো বড় শহর নেই।" সে মুখ ঘুরিয়ে ওর সিটের পেছনে রাখা পিতলের তৈরি সিলিন্ডার আকৃতির ট্যাংকের দিকে তাকাল। "এতে কতটুকু তেল ভর্তি করা যাবে?"

"৪৫ গ্যালন।"

"সোলেদাদে গেলে নিশ্চয়ই মোটর গাড়ি মেরামত করার একটা গ্যারেজ পাওয়া যাবে।"

ব্রনসনের মুখ দিয়ে এ-কথা বের হয়েছে কী হয়নি, রাস্তায় পড়ে থাকা একটা ধারালো পাথরের আঘাতে গাড়ির পেছনদিকের বাঁপাশের চাকা ফুটো হয়ে গেল। লোকোমোবিলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় ১০০ গজ ইতস্তত ঘুরে বেড়াল। তবে বেল এক পর্যায়ে গাড়ির ওপরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হল। ব্রেক প্যাডেলে চাপ দিয়ে গাড়িটিকে থামাল ও।

"এমনটা ঘটা ছিল স্রেফ সময়ের ব্যাপার," বেল হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল। "রাস্তায় রেসিং করতে গেলে এমন পরিস্থিতিতে পড়া খুবই স্বাভাবিক।"

বেল গাড়ি থেকে বেরিয়ে তিন মিনিটের মধ্যে পেছনের এক্সলে একটা জ্যাক ঢুকিয়ে দিল। অন্যদিকে ব্রনসন ততক্ষণে গাড়ির পেছনে থাকা দুটো অতিরিক্ত টায়ারের একটা বের করে ফেলেছে। আগের চাকা সরিয়ে নতুন চাকা প্রতিস্থাপন করতে বেল-এর ১০ মিনিট সময় খরচ হল। দুরন্ত গতিতে লোকোমোবিল চালানোর কারণে মাঝেসাঝেই গাড়ির চাকা পাংচার হয়ে যায়। তাই গাড়ির চাকা পাল্টানোর বিদ্যা বেল-এর ভালো করেই জানা। বেল এরপর হুইল থেকে টায়ারটা আলাদা করে সেটাকে ব্রনসনের দিকে ছুড়ে মারল।

"তোমার সিটের তলায় একটা প্যাচিং কিট আছে, যেটা দিয়ে টায়ারে তালি মারা যায়। আমি গাড়ি ড্রাইভ করি। আর এর মাঝে না-হয় তুমি ওই

BanglaBook.org

প্যাচিং কিট দিয়ে টায়ারের ফুটোতে তালি মেরে দাও। সালিনাসে পৌঁছালে আমি এটাকে আবারও হুইলের ওপর বসিয়ে দেব।"

এর কিছুক্ষণ পরেই ওরা যথেষ্ট পরিমাণ মসৃণ একটা রাস্তায় এসে উপস্থিত হল। কিন্তু তাতেও ঝঞ্ঝাট পুরোপুরি দূর হল না। একজন কৃষককে দেখা গেল যিনি ঘোড়ায় টানা ওয়াগন চালাচ্ছেন। কৃষকটির নিশ্চয়ই ধারণা হয়ে ছিল যে আশেপাশের এক মাইলের মধ্যে তার ওয়াগন ছাড়া আর কোনো যানবাহন নেই। তাই তিনি রাস্তার একদম মাঝখান দিয়ে রাজার হালে ওয়াগনটি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

বেল ওই ওয়াগনের সাথে সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য নিজের গাড়ির গতিকে ধীর করে দিয়ে সেটিকে রাস্তা থেকে অর্ধেক দূরে সরিয়ে দিল। ওয়াগনের সাথে ওর গাড়ির এক ইঞ্চির জন্য সংঘর্ষ হলো না। কিন্তু বাধাহীন এবং মুক্ত ভঙ্গিতে ছুটে চলার সুখ বেল-এর ভাগ্যে নেই। রাস্তার ধারেই লাগানো ছিল কাঠ-নির্মিত একটি বেড়া। বেল-এর গাড়ি সেই বেড়াকে মাটির গভীর থেকে ৩০-ফুট পর্যন্ত তুলে ফেলল। সৌভাগ্যবশত, এতে করে গাড়িটির গুরুতর কোনো ক্ষয়ক্ষতি হলো না। শুধু সামনের দিকের ডান পাশের ফেন্ডার বাঁকা হয়ে মুচড়ে গেল। বেল যদি পেছনদিকে মুখ ঘোরাতো, সে দেখতে পেত ওই কৃষকটি দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ওর ওপর অভিশাপ বর্ষণ করছে। এছাড়া লোকোমোবিলটির ড্রাইভ হুইল থেকে বের হওয়া ধূলিঝড় কৃষকটির চারপাশকে কিছুক্ষণের জন্য ধোঁয়ার চাদরে ঢেকে ফেলেছিল। এই বিদঘুটে ব্যাপারটাও ওই কৃষকের পছন্দ হল না।

"আমি বুঝলাম না, লোকটা কোন আক্কেলে রাস্তার মাঝখান দিয়ে ওয়াগন চালাচ্ছিল?" ব্রনসন বলল, মুখ ঘুরিয়ে পেছনে দিকে চেয়ে আছে।

"একটু আগে যেই বেড়া ধ্বংস করলাম, সেটা মনে হয় ওই কৃষক নিজ-হাতে লাগিয়েছিল।" বেল মুচকি হাসি দিয়ে বলল।

দশ মাইলের মধ্যে, সোলেদাদ দৃষ্টিসীমায় চলে এল। মিশন নুয়েস্ত্রা সেনোরা ডি লা সোলেদাদের নামে এই শহরটি নামকরণ করা হয়েছে। এ শহরটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টপ। কারণ রেলগাড়ি ব্যবহার করে এখানকার উৎপাদিত শস্য দ্রুততার সাথে মার্কেট পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। শহরে প্রবেশ করতেই বেল ওর গাড়ির গতি ধীর করে দিল।

শীঘ্রই ওরা একটি গ্যারেজ খুঁজে পেল, যেখানে গেলে তেল কিনতে পাওয়া যাবে। গ্যারেজ মালিককে সাথে নিয়ে গাড়িতে তেল ভরার কাজে নেমে পড়ল ব্রনসন। অন্যদিকে, কুঁচকে যাওয়া ফেন্ডারের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল বেল। সে ফেন্ডারটিকে বাঁকা করে সেটিকে টায়ার থেকে দূরে সরিয়ে নিল।

BanglaBook.org

এরপর ব্রনসন যেই টিউবে তালি মেরেছিল সেটি তুলে নিয়ে টায়ারের পেছনে প্রবেশ করাল ও। তারপর বল্টু দিয়ে সেটিকে চাকার সাথে লাগিয়ে দিল।

"এই রাস্তা দিয়ে চলা রেসিং-কার প্রতিযোগিতায় তোমাদের গাড়িটিই বুঝি প্রথম স্থানে আছে?" গ্যারেজ মালিক জানতে চাইল, হাতে পরে আছে একজোড়া তেলচিটচিটে কভার-অল।

বেল হাসল। "আরে না, তা হবে কেন? আমরা একা।"

গ্যারেজ মালিকটি বেল-এর ধূলিমলিন এবং ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটির দিকে তাকিয়ে তার মাথা নেড়ে নেড়ে বলল। "তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই মারাত্মক তাড়াহুড়োর মাঝে আছ।"

"সেটা অবশ্য ঠিক ধরেছেন," বেল বলল, গ্যারেজ মালিকের হাতে কয়েকটা নোট গুঁজে দিল, সেখানে তেলের যতটুকু দাম হওয়ার কথা তার চেয়ে বেশি টাকা দেয়া হয়েছে।

তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে মাথা চুলকালেন। "এই লোকগুলোর নিশ্চয়ই মাথা-খারাপ হয়ে গেছে," তিনি বিড়বিড় করে বললেন। "আশা করি ওরা জানে সোলভাং ক্রিকের ওপরের সেতুটা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"

লোকোমোবিলটি অবশ্য ততক্ষণে গর্জন করতে করতে দূরে সরে যাচ্ছে। একটু পরেই সেটি শহরের মেইন স্ট্রিটের শেষ মাথায় একটা লালচে বিন্দুতে পরিণত হল।

১৫ মিনিট পরে, ওরা ততক্ষণে সোলেদাদের রাস্তা থেকে ২০ মাইল দূরে চলে এসেছে। ঠিক তখন রাস্তার বামদিকে মোড় নেয়া একটা তীক্ষ্ম বাঁক ঝড়ো বেগে ওদের সামনে হাজির হল। রাস্তার পাশে একটা রোড সাইন দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু সেটা চোখের পলকে পেছনে পড়ে গেল।

"ওই রোড সাইনে কী কথা লেখা হয়েছে?" বেল জিজ্ঞেস করল।

"যতটুকু বুঝলাম, সেতু নিয়ে কিছু একটা লেখা," ব্রনসন জবাব দিল।

রেলওয়ে কোম্পানির ব্যবহৃত কর্ড দিয়ে রাস্তার মাঝখানে ব্যারিকেড বসানো হয়েছে। বেল দেখতে পেল সেতুর ওপরের অংশটি মাঝখান থেকে বিচ্ছিন্ন। একদল ক্রু-ম্যান কেন্দ্রবর্তী স্প্যান মেরামত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। অন্যদিকে আরেক গ্রুপ শ্রমিক খুঁটি স্থাপন করে টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন লাইন দড়ি দিয়ে বাঁধছে। আকস্মিক বন্যার কারণে এগুলো জায়গা থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল।

বেল এক্সিলারেটর থেকে পা সরিয়ে নিয়ে হুইলে জোরালো একটা মোচড় দিল। এরপর দুটো পা দিয়েই ব্রেকে শক্ত করে চাপ দিল ও। এতে করে পেছনের চাকা দুটোর ঘূর্ণন থেমে গেল।

BanglaBook.org

বেল ঠিক করল সে সামনে থাকা ঢাল উড়ে গিয়ে পার হয়ে যাবে। বেল ওর গাড়ি নিয়ে দুই ফুট গভীরতার পানিতে ডাইভ দিল। ওজনদার গাড়িটি বিস্ফোরক আওয়াজ তুলে পানিতে আছড়ে পড়ল। পলিমাটিযুক্ত বাদামী জল বিশালাকৃতি ঢেউ সাথে নিয়ে লোকোমোবিলটিকে আবৃত করে ফেলল। ওপর থেকে পতিত হওয়ার ওই প্রচণ্ড আঘাতে বেল এবং ব্রনসনের শরীরের প্রতিটি জয়েন্ট কেঁপে উঠল তীব্র ব্যথায়। গাড়ির ভেতরে পানি ঢুকে পড়ায় তরল কাদা ওদের দুজনকে ভিজিয়ে দিল জব-জব করে। উথাল পাথাল ঢেউ এর ধকল পুরোটা সহ্য করার পর ওদের কাছে এমন মনে হল যেন ওদেরকে সামুদ্রিক সুনামির মাঝ দিয়ে গাড়ি ড্রাইভ করতে হচ্ছে।

এরপরে গাড়িটি পানি থেকে গা ঝাড়া দিয়ে বিপরীত পাড়ে উঠে এল। বেল তৎক্ষণাৎ সর্বশক্তি দিয়ে এক্সিলারেটরে চাপ দিল। আশা করছে পানির কারণে গাড়িটির ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাবে না। অলৌকিকভাবে, স্পার্ক প্লাগ, ম্যাগনিটো এবং কার্বুরেটর তখনও ওদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করার জন্য বেঁচে আছে। বিশ্বস্ত ঘোড়ার মতো ভঙ্গি করে, এটি বিপরীত পাশের ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। এক পর্যায়ে, ওদের গাড়ি সমভূমিতে পৌঁছে রাস্তায় উঠেও এল।

বিপর্যয়ের হাত থেকে অল্পের জন্য বেঁচে যাওয়ায় বেল এবং ব্রনসন দুজনেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল। ওদের গগলস কাদামাটি লেগে নোংরা যাওয়ায় ওরা এরপরে মনোযোগ দিল এর লেন্স পরিষ্কার করার কাজে। "ওই গ্যারাজ মালিক যদি আমাদেরকে আগে থেকেই সতর্ক করে দিত তাহলে ভালো হত," বলল ব্রনসন, ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে ওর দেহ জলে সিক্ত হয়ে গেছে।

"মনে হয় দুনিয়ার এই অংশের লোকেরা মুখে কুলুপ এঁটে রাখে," বেল কৌতুক করল।

"এই কথা সেই সব লোকদের ক্ষেত্রে বলা যায় যেখানে বন্যার কারণে টেলিফোন-টেলিগ্রাফ লাইন বিকল হয়ে গেছে।"

"আবারও তেল নেয়ার জন্য কোনো গ্যারেজে থামলে আমরা লস অ্যাঞ্জেলেস অফিসের প্রধানের সাথে যোগাযোগ করব।"

পরবর্তী ৯০ মাইল রাস্তা ওরা বেশ মসৃণ ভাবেই পার হয়ে গেল। বেল ওর কান খাড়া করে রাখল যাতে ইঞ্জিনে কোনো সমস্যা হলে আগে থেকেই টের পায়।

নুড়িপাথর বিছিয়ে রাখা রাস্তার ওপর দিয়ে যত জোরে পারে লোকোমোবিলটিকে ছোটাল বেল।

সৌভাগ্যবশত, ওই রাস্তায় কোনো তীক্ষ্ণ বাঁক নেই। এবং টায়ার ফুটো না হওয়াতে বেল-ও দারুণ খুশি। কিন্তু, বড় বড় পাথরে পরিপূর্ণ একটা রাস্তায়

BanglaBook.org

পৌছাতেই ভাগ্যদেবী ওকে ত্যাগ করল। টায়ার বাঁচানোর জন্য গাড়ির গতি ধীর করেও কোনো লাভ হলো না। ধারালো একটা পাথরের আঘাতে ওদের টায়ার ফুটো হয়ে গেল। হিস হিস করে বাতাস ছাড়তে ছাড়তে এটা ১০০ মিটার রাস্তার মধ্যে একদম চ্যাপ্টা হয়ে মুচড়ে গেল। এরপর দ্রুততার সাথে একটা টায়ার পরিয়ে দেয়া হল গাড়িটিকে। ব্রনসনকেও আরও একবার টিউবে তালি মারতে হল। এবং বেল আবারও লস এঞ্জেলসের পথে ওর ছুটে চলা অব্যাহত রাখল।

সান লুইস আবিসপো এবং সান্তা মারিয়া এল আবার চলেও গেল। এরপর ওরা প্যাসিফিক কোস্টের পাশ ধরে ছুটে চলল। আকাশের তলায় সাগরের পানি নীলচে রঙে ঝিকমিক করছিল। সাদা বালুময় সৈকতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে প্রচুর পরিমাণে ছোট ছোট কালো পাথর।

সান্তা বারবার বাইরে, ওদের গাড়ি রাস্তার একটা উঁচু অংশের সাথে বাড়ি খেয়ে আকাশপানে উঠে গেল। এরপরে গাড়িটি হুড়মুড় করে মাটিতে নেমে আসতেই, ব্রনসন ওর দেহে এমন জোরালো আঘাত পেল যে ওর মনে হল ওই আঘাতের চোটে ওর পেটে থাকা সব বাতাস হুশ করে বেরিয়ে গেছে। ব্রনসন অবাক হয়ে লক্ষ করল, এতকিছুর পরেও গাড়িটি দিব্যি টিকে আছে। টুকরো টুকরো হয়ে যায়নি।

ওরা সান্তা বারবারায় প্রবেশ করল, সেখানে ওরা আবারও জ্বালানি নিল, রেডিয়েটরে পানি ভরল এবং অতিরিক্ত টায়ার প্রতিস্থাপন করল। এরপর রেলওয়ের ডিপোতে ওরা কিছুক্ষণের জন্য থামল। ব্রনসন সেখানে নেমে দ্রুততার সাথে ওর সহকর্মী এজেন্ট বব হেরিংটনকে তারবার্তা পাঠাল। তাকে বলল, সে যেন লস এঞ্জেলসের রেলওয়ে টার্মিনালে উপস্থিত থাকে।

তেজন পাসের ওপর বিপজ্জনক ভঙ্গিতে বাতাস বয়ে যায়। তাই ব্রনসন বেলকে নির্দেশনা দিল ওই রাস্তায় যাওয়ার বদলে লোকোমোবিলটিকে রেললাইনের পাশের রাস্তা ধরে চালাতে।

এরপরে ওদেরকে ৪১৮৩ ফুট চূড়ার নিচের সরু গিরিপথ ধরে চলতে হল। সেই সময়কার ওই রুক্ষ যাত্রায় মোটরগাড়ির চেসিসকে প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে হল। কিন্তু সান ফার্নাদো ভ্যালি পৌছানো পর্যন্ত এটি চলনসই অবস্থায় থাকলো।

অবশেষে, যাত্রার সবচেয়ে বাজে অংশটি পেছনে ফেলে আসতে সক্ষম হল ওরা। এখন ওরা ধাওয়ার শেষ পর্যায়ে। লোকোমোবিলটির ওপরে জোরালো চাপ প্রয়োগ করা হল। প্রতি মিনিটে ক্রমওয়েলের ট্রেনের আরও কাছাকাছি হচ্ছে ওরা। ব্রনসনের করা সময়ের হিসাব অনুযায়ী, ওরা মাত্র ১৫ মিনিট পিছিয়ে আছে। ভাগ্য যদি সাথে থাকে, ওরা বুচার ব্যান্ডিটের আগেই লস এঞ্জেলসের রেলওয়ে টার্মিনালে পৌছে যাবে।

BanglaBook.org

বহু দূরের উঁচু উঁচু বিল্ডিংগুলো সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন। ওরা যতই শহরের প্রান্তসীমার কাছাকাছি হল, যানবাহনের সংখ্যা ততই বাড়তে লাগল।

বেল-এর শারীরিক সহ্যক্ষমতা দেখে ব্রনসন অবাক হয়ে গেল। ওর নীল চোখ, পলকহীন দৃষ্টিতে সামনে চেয়ে আছে, রাস্তা থেকে কখনও সরে যাচ্ছে না। ব্রনসনের মনে হল, এই লোকের যেন জন্মই হয়েছে রেসিং কারের হুইলের পেছনে বসে থাকার জন্য। সে ওর হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল, চারটা বারো বাজে। ৪০০ মাইলের পথচলায় ওরা ঘণ্টায় গড়ে ৬০ মাইল করে এগিয়েছে।

শহরের প্রধান অংশের কাছাকাছি হতেই যানবাহনের পরিমাণ আগের তুলনায় বেশ খানিকটা বেড়ে গেল। বেল একের পর এক ঘোড়ায় টানা ওয়াগন, বগী-গাড়ি, মোটরগাড়ি পাশ কাটিয়ে যেতে লাগলো।

মেঠো পথ থেকে পাকা রাস্তায় আসতে পেরে বেল বড় করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। রাস্তার মাঝখান দিয়ে লাল রঙের একটি বড়সড় ট্রলি কার যাচ্ছিল। সে ঝড়ের বেগে এটাকে পিছনে ফেলে দিল।

বেল দেখল যে লস এঞ্জেলসের রাস্তাঘাট সান ফ্রান্সিসকোর তুলনায় বেশ চওড়া। সেই কারণে রাস্তার যানবাহনগুলোকে অতিক্রম করতে বেলকে খুব একটা বেগ পেতে হল না। ওরা শহরের কেন্দ্রস্থল পেরিয়ে গেল। লাল রঙের লোকোমোবিলটির স্পিড দেখে রাস্তার মানুষেরা ভীত ভঙ্গিতে মাথা ঘুরিয়ে সেদিকে তাকাতে লাগল। একজন পুলিশ অফিসার হুইসল বাজাল। পুলিশটি রেগে গেল যখন দেখল যে বেল তার বাঁশির আওয়াজকে একেবারেই পাত্তা না দিয়ে গাড়ি চালনা অব্যাহত রেখেছে। ওই পুলিশ এরপরে লাফ দিয়ে তার বাইসাইকেলে উঠে বসল ধাওয়া করবে বলে। কিন্তু শীঘ্রই তাকে পিছিয়ে পড়তে হল। এক পর্যায়ে মোটরগাড়িটি দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যেতেই তাকে বাধ্য হয়ে ধাওয়া করায় ক্ষান্ত দিতে হল।

ওরা এরপর ট্রেন ডিপোতে পৌঁছাল। বাদামী স্যুট এবং চওড়া প্রান্ত-ওয়ালা হ্যাট পরিহিত একজন মানুষ প্রবেশপথের সামনে ফুটপাথের ওপরে দাঁড়িয়ে উন্মত্তের মতো হাত নাড়ছিল। বেল ব্রেক চেপে বব হেরিংটনের সামনে ওর গাড়িটি থামাল। বব হেরিংটন হচ্ছে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার কার্যাবলীর দায়িত্বে থাকা ভ্যান ডর্ন এজেন্ট। হেরিংটন প্রথমে ব্রনসনকে চিনতে পারল না। কাদায় আবৃত লেদার-কোট এবং হেলমেট পরা মানুষটিকে ভূতের মতো লাগছিল, যতক্ষণে না সে চোখের ওপর থেকে গগলসটি সরিয়ে নিল।

"মাই গড, হোরাস, এ-কী হাল হয়েছে তোমার, তোমাকে তো একেবারে চেনাই যাচ্ছে না।" রোদেপোড়া চেহারার শক্তিশালী গড়নের মানুষটি বলল। বব হেরিংটনের উচ্চতা ৬ ফুট ৫ ইঞ্চি, ওর সামনে বেল এবং ব্রনসনকে বেঁটে দেখায়।

BanglaBook.org

ব্রনসন কষ্ট করে কোনোমতে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। "এই অবস্থায় আমার নিজের মা-ও আমাকে চিনতে পারবে কি-না সন্দেহ!" সে মাথা ঘুরিয়ে বেল-এর দিকে আঙুল তাক করল, প্রচণ্ড পরিশ্রমের কারণে ক্লান্তি অনুভব করায় বেল তখনও হুইলের পেছনে বসে আছে। "বব, এ-হচ্ছে আইজ্যাক বেল। আইজ্যাক, বব হেরিংটন।"

বেল ওর ড্রাইভিং গ্লাভস খুলে হেরিংটনের সাথে হ্যান্ডশেক করল। "তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, বব।"

"তোমার কীর্তিকলাপের ব্যাপারে আমি অনেক কিছু শুনেছি, আইজ্যাক। সরাসরি তোমাকে দেখতে পেরে আমি সম্মানিত।"

বেল সৌজন্যতা বিনিময়ে কোনো সময় নষ্ট করল না। "ক্রমওয়েলের ব্যক্তিগত ট্রেনের কী অবস্থা? ওটাকে থামানোর মতো সময় কী আমাদের হাতে আছে?"

হেরিংটন ধীরে ধীরে ওর মাথা নাড়ল। "কথাটা বলতে খারাপ লাগছে, কিন্তু প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি ভেনচুরার সাইডিং হয়ে এসেছিল। যখন এটি লস এঞ্জেলসে পৌঁছায়, এটা ট্রেন ডিপোকে বাইপাস করে দক্ষিণের এক্সপ্রেস ট্র্যাক ধরে সান ডিয়েগো চলে যায়। আর এটা করার ফলে, এই ট্রেন প্রায় আধা ঘণ্টা সময় বাঁচিয়ে ফেলতে সমর্থ হয়েছে।"

"কতক্ষণ আগে?" বেল জানতে চাইল, ওর আশার বেলুন চুপসে গেছে।

"প্রায় বিশ মিনিট।"

"আমরা একে ১০ মিনিট সময়ের ব্যবধানে হারিয়ে দিতে পারতাম," ব্রনসন মন খারাপ করা সুরে বলল।

বেল নিঃশেষিত লোকোমোবিলটির দিকে তাকাল। মনে মনে ভাবছে, আবারও ছুটে চলার মতো যথেষ্ট শক্তি এর মাঝে আছে কি-না। আয়নার দিকে না তাকিয়েও সে বুঝতে পারছে, ওর চেয়ে ওর গাড়িটিকেই বেশি ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে।

হেরিংটন চরমভাবে ক্লান্ত দুজনকে মনোযোগ দিয়ে দেখল। "আমি সান ডিয়েগোর এজেন্টকে বলে দিতে পারি যে ক্রমওয়েলের স্পেশাল ট্রেন যখনই সান ডিয়েগোর ডিপোয় নামবে সে যেন তখনই সাথে সাথে তাকে গ্রেফতার করে।"

"সে এতটাই স্মার্ট যে সে কিছুতেই ওই ডিপোতে নামবে না," বেল বলল। "সে ওই ট্রেন শহরের বাইরে থামাবে এবং ছদ্মবেশ ধারণ করে ওই এলাকায় প্রবেশ করবে।"

"সে কোথায় যেতে পারে বলে তোমার ধারণা?"

"কোনো একটা স্থানীয় ব্যাংকে।"

BanglaBook.org

"কোনটা?" হেরিংটন প্রশ্ন করল। "ওখানে তো অন্তত ১০টা ব্যাংক আছে।"

"যেটাতে সবচেয়ে বেশি সম্পত্তি আছে।"

"তুমি সত্যিই বিশ্বাস কর একজন লুটেরা একলা একলা সান ডিয়েগো ওয়েলস ফারগো ব্যাংকে ডাকাতি করার চেষ্টা করবে?" হেরিংটন সন্দেহের ভঙ্গিতে জানতে চাইল। "দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার যেকোনো ব্যাংকের চেয়ে এটিতে নিরাপত্তা বেশি।"

"এবং হামলা চালানোর এটাই সবচেয়ে বড় কারণ," বেল উত্তর দিল। "ক্রমওয়েল চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে ভালোবাসে।"

আমি টেলিফোন করে আমার এজেন্টদের বলে দেব, তারা যেন প্রবেশপথের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।"

বেল সন্দেহের ভঙ্গিতে ওর মাথা নাড়ল। "সে ওদেরকে দেখলেই যা বুঝার বুঝে ফেলবে এবং এরপর ডাকাতির প্ল্যান থেকে সরে আসবে। যেহেতু আমাদের হাতে ওকে অভিযুক্ত করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ নেই, তাই ওকে অবশ্যই ডাকাতি করার সময় হাতেনাতে ধরতে হবে। আর তাছাড়া, সে দেখতে কেমন সে-ব্যাপারেও তোমার এজেন্টদের কোনো ধারণা নেই। অবশ্য ধারণা থাকলেও লাভ হত না, ওর ছদ্মবেশের মাঝ দিয়ে ওরা ওর আসল চেহারা আন্দাজ করতে পারবে না। সে এই কাজে এতটাই দক্ষ।"

"সে বিনা বাধায় ব্যাংকে ঢুকবে, আর আমরা তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব, এটা হতে পারে না।" ব্রনসন প্রতিবাদ করল। "সে তো ব্যাংকের ভেতরে থাকা সবাইকে খুন করবে।"

হেরিংটনের দিকে ঘুরল বেল। "তোমার এজেন্টদের বলো হোরাস আর আমি ওখানে না পৌঁছানো পর্যন্ত যেন ব্যাংক বন্ধ করে রাখে।"

"তোমরা সান ডিয়েগো পর্যন্ত যাত্রা চালিয়ে যাবে না?" হেরিংটন চোখে অবিশ্বাস নিয়ে জানতে চাইল।

"হ্যাঁ," লোকোমোবিলের হুইলের পেছনে বসতে বসতে বেল সহজ সুরে বলল। "দক্ষিণ দিক দিয়ে শহরের বাইরে যাওয়ার সবচেয়ে দ্রুত রাস্তা কোনটা?"

"স্রেফ রেললাইনের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তার ধার ধরে চলতে থাকো। এটা তোমাদেরকে সোজা দক্ষিণের সান ডিয়েগোতে নিয়ে যাবে।"

"রাস্তার অবস্থা কেমন?"

"পুরো রাস্তাই সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা," হেরিংটন বলল। সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে টায়ার মেশিনের দিকে চেয়ে রইল।

"কিন্তু তোমাদের মোটরগাড়ি অতোদূর টিকে থাকতে পারবে কি-না সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে।"

BanglaBook.org

"এই গাড়ি আমাদেরকে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে এসেছে," বেল কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল। "এটা অবশ্যই আমাদেরকে বাকি পথও নিয়ে যাবে।"

"তোমার এজেন্টদের বোলো আমরা আমাদের পথেই আছি," ব্রনসন ক্লান্ত স্বরে বলল। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন ফাঁসী-কাষ্ঠের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

হেরিংটন কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে লোকোমোবিলটিকে রাস্তা দিয়ে গর্জন করতে করতে চলে যেতে দেখল। এরপর সে ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে নাড়তে সবচেয়ে কাছের টেলিফোনের দিকে হাঁটা ধরল।

দশ মিনিট পরে, বেল শহরের বহির্সীমানায় পৌঁছাল এবং সান ডিয়েগোর পথ ছুটে চলল। এমনকি সান ফ্রান্সিসকো থেকে এত বিরাট একটা পথ ড্রাইভিং করা স্বত্বেও, ব্রনসন অবাক হয়ে দেখতে লাগল বেল কেমন অনায়াস দক্ষতায় লোকোমোবিলটিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সে দক্ষতার সাথে ইঞ্জিনের আরপিএম-এ টাইমিং করছে, ক্লাচে বা লিভারে কখন চাপ দিতে হবে তার সঠিক মুহূর্ত আন্দাজ করে নিচ্ছে।

বেল-এর ক্লান্ত মন দুইদিকে বিভক্ত হয়ে আছে। সে একদিকে সামনের রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়ি ড্রাইভ করাচ্ছে, অন্যদিকে ওর মানস-চোখে ভেসে উঠছে যে, জ্যাকব ক্রমওয়েল আরেকটা ব্যাংকে লুটপাট চালাচ্ছে এবং সেখানে থাকা সব মানুষকে খুন করছে। ওরা যতই গন্তব্যের কাছাকাছি হচ্ছিল, বেল-এর স্নায়ু আরও টান-টান হতে লাগল। ওর রক্তে উত্তেজনা খেলা করছিল। অন্যদিকে ওর গাড়ি ওকে বিশ্বস্ত ঘোড়ার মতো ওদেরকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যস্থলের দিকে নিয়ে যেতে লাগল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৩

খুব দ্রুততার সাথে সময় পার হয়ে যাচ্ছে। লোকোমোবিলটি ১ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের মধ্যে ১২০ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করেছে। সমুদ্রের উপরের পশ্চিমাকাশে দিনের শেষ আলো মিটমিট জ্বলছে। ওরা মাউন্ট সোলেদাদের রাস্তা থেকে নেমে শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকে ছুটে চলল। অস্তগামী সূর্যের রশ্মি বিল্ডিং-এর গায়ে আছড়ে পড়ায় সেখান থেকে সোনালি আভা ঠিকরে বের হচ্ছিল। লোকোমোবিলটি যদিও বিশালাকৃতির দুটো হেডলাইট আছে, তবুও বেল গাড়ি থামিয়ে সেগুলো জ্বালানোর জন্য সময় অপচয় করতে চাইলো না। "গাড়িতে আর কতটুকু তেল আছে?" বেল কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইল, ওর মুখ তখন ধুলায় ভর্তি হয়ে আছে।

ব্রনসন তার সিট থেকে ঘুরল, তেলের ট্যাংকের ক্যাপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এর মুখ খুলল এবং একটা লাঠি একদম তলায় নামিয়ে চুবাল। এরপর সে লাঠিটি উঠিয়ে এর তলায় লেগে থাকা তরল পদার্থের দিকে স্থির চেয়ে রইল।

"ধরো আমাদেরকে এই রেস বাষ্পীভূত তেলের ওপর নির্ভর করে শেষ করতে হবে।"

বেল কোনো কথা না বলে নড করল।

ভয়ানক চাপ নেয়ায় ওর শরীরের ওপর দিয়ে দারুণ ধকল গিয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওকে স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাতে হয়েছে, ওর হাত-জোড়া তাই নিজের কাছেই অনুভূতিহীন ঠেকছে। মনে হচ্ছে যেন ওগুলো আর ওর শরীরের অংশ না। ক্রমাগত ক্লাচ, এক্সিলারেটর এবং ব্রেক প্যাডেলে চাপ দেয়ায় ওর গোড়ালি এবং হাঁটুতে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। এবং ড্রাইভিং গ্লাভসের ভেতরে থাকা ওর দুই হাতেও ফোসকা পড়ে গিয়েছে। তারপর-ও বেল পূর্ণ শক্তিতে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে, লোকোমোবিলটির ওপর জোরালো চাপ প্রয়োগ করছে যাতে এটি দ্রুততার সাথে চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছে যায়।

লোকোমোবিলটির অবস্থাও বেশি সুবিধার না। টায়ারগুলো প্রায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। ভয়াবহ রকম প্রহার সহ্য করতে হওয়ায় চাকাগুলো মাতালের পায়ের মতো টলোমলো করছে। বিশ্বস্ত ইঞ্জিনটির ভেতর থেকে অদ্ভুত রকম

BanglaBook.org

আওয়াজ আসছে। তবে এতকিছুর পরেও, সম্মুখ-পানে ছুটে চলা অব্যাহত রেখেছে গাড়িটি।

"আমি ভাবছি ক্রমওয়েলের মনে এখন কী চলছে," বেল বলল। "ডাকাতি করার জন্য আজকে ওর অনেক দেরি হয়ে গেছে। আগামীকাল সকালের আগে আর ব্যাংক খুলছে না।"

"আজকে শুক্রবার," ব্রনসন উত্তর দিল। "সান ডিয়েগোর ব্যাংক রাত নয়টা পর্যন্ত খোলা থাকে।"

ওরা ঝড়ের বেগে ইন্ডিয়া স্ট্রিট ধরে ছুটছে, রেল লাইনের সমান্তরালে, ট্রেন ডিপো আর মাত্র এক মাইলের মধ্যে। কী মনে হওয়ায় বেল রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে এক পলকের জন্য একটা ট্রেনের দিকে তাকাল। ওই ট্রেন শুধু একটিই রেলগাড়ি টানছিল। আর এখন ওটা ধীরে ধীরে থেমে যাচ্ছে।

প্রাইভেট পুলম্যান কার টানতে থাকা লোকমোটিভটি সাইডিঙের ওপর থেমে গেল। ওই সাইডিং এবং রাস্তার মাঝখানে আরও চারটি রেললাইন আছে। ট্রেনটির চিমনি থেকে অলস ভাবে ধোঁয়া বের হচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ার সিঁড়ি বেয়ে টেন্ডারের ওপরে উঠে গেলেন, কাঠ-নির্মিত ট্যাংক থেকে পানি নেয়ার তোড়জোড় করছেন। অন্ধকার ক্রমেই গাঢ় হচ্ছিল, পুলম্যান কারের ভেতর থেকে আসা আলো জ্বলছিল মিটমিটিয়ে। এই ট্রেনটি ডিপো এবং শহরের বাণিজ্যিক কেন্দ্র থেকে এক মাইল দূরে পার্ক করা হয়েছে। বেল তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারল যে এটিই হচ্ছে ক্রমওয়েলের ব্যক্তিগত ট্রেন।

বেল কোনো রকম দ্বিধায় ভুগল না। সে স্টিয়ারিং হুইলটিকে জোরালোভাবে বামদিকে ঘোরাল এবং লোকোমোবিলটিকে রেললাইনের ওপর এনে তুলল। রেললাইনের ওপরে উঠায় লোকোমোবিলটি উন্মত্তের মতো বাউন্স খেতে লাগল। যতক্ষণে সে তিনটি রেলওয়ে ট্র্যাকের বাধা পেরিয়ে গেল, ততক্ষণে সে গাড়ির চারটি টায়ারের সবকয়টিই উড়িয়ে দিয়েছে। এবং ট্রেন পর্যন্ত বাকি পথটুকু সে চাকার পরিধির ওপর ভর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে চলল, ইস্পাতের রেলিঙের সাথে জোরালো ধাক্কা লাগার আগে এটি উল্কার মতো আগুনের স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করল।

ব্রনসন কিছুই বলল না। সে বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল, যতক্ষণে সে ট্রেনটি ওর চোখে পড়ল এবং বুঝতে পারল বেল-এর মনে কী চলছে। উত্তেজনা পরিণত হল উল্লাসে। বেপরোয়া ভঙ্গিতে ৫০০ মাইল গাড়ি চালানোর পরে, ওরা অবশেষে ওদের লক্ষ্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছুতে পেরেছে।

বেল লোকোমোবিলটিকে রেলওয়ে ট্রাকের পাশে আড়াআড়ি থামাল। এর মোমেন্টাম অবশেষে ফুরিয়ে গেছে। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত মোটরগাড়িটি পরিত্যক্ত অবস্থায় সেখানে পড়ে রইল। এর অতি-উত্তপ্ত ইঞ্জিনে চিড় ধরেছে,

BanglaBook.org

রেডিয়েটর থেকে হিসহিস করে বাষ্প বের হচ্ছে। উন্মত্তের মতো পাগুলে ধাওয়া শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছে লক্ষ্যবস্তুর সামনে এসে।

"আমাদের হয়তো ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়া ঠিক হবে না," ব্রনসন বলল। "সে এখনও ব্যাংক ডাকাতির চেষ্টা করেনি। কোনো অপরাধ না করলে তো আমরা ওকে গ্রেফতার করতে পারি না।"

"হয়তো। কিন্তু সান ফ্রান্সিসকো থেকে এখানে ড্রাইভ করে আসা পর্যন্ত আমি চিন্তা-ভাবনা করার মতো প্রচুর সময় পেয়েছি। আমার ধারনা, কোনো কিছু করার আগে ক্রমওয়েলকে এখনই বস্তায় পুরে ফেললে ভালো হয়। যদি সে আবারও আমাদের ফাঁদ বুঝে ফেলে, আমরা শেষ। আর, অভিযোগ গঠনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ প্রমাণ সংগ্রহের ব্যাপারটা নিয়ে পরেও টেনশন করা যাবে। তাছাড়া, সে এখন ওর হোম গ্রাউন্ডে নেই। সে ইচ্ছে করলেই ওকে জামিনে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য দামী উকিল নিয়োগ দিতে পারবে না।"

ট্রেনটি থামার পরে মাত্র কয়েক মিনিট সময় পার হয়েছে। বেল ভালোভাবেই জানে যে, ওই ট্রেন থেকে এখনও কেউ বের হয়নি। সে গাড়ি থেকে বেরিয়ে অস্থির ভঙ্গিতে পুলম্যান কারের দিকে হেঁটে চলল। ওর দেহের ব্যথা, যন্ত্রণা, ক্লান্তি ধীরে ধীরে থিতিয়ে আসছে। সে আচমকা থেমে গেল, কয়লা টেন্ডার এবং পুলম্যান কারের মধ্যে গলিয়ে দিল নিজেকে। অন্যদিকে দুজন ভৃত্য তখন ধস্তাধস্তি করে একটি মোটরসাইকেলকে রেলগাড়ি থেকে রেললাইনের পাশের ভূমিতে নামিয়ে আনছে।

বেল কয়েক মিনিট ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল। একটু পরেই দেখা গেল, রেলওয়ে কন্ডাক্টরের ইউনিফর্ম পরা একজন মানুষ পুলম্যান কর থেকে বেরিয়ে এসে মোটরসাইকেলের সিটের ওপরে চেপে বসছে। বেল মোটরসাইকেলটিকে হালি-ডেভিডসন হিসেবে চিনতে পারল। লোকটার পিঠ তখন বেল এর দিকে ফেরানো। বেল কোনো রকম আওয়াজ না করে পুলম্যান কারের পাশে গেল এবং শুধু তখনই থামল যখন লোকটা ওর থেকে মাত্র ৫ ফুট সামনে। ওই লোকটা তখন ইঞ্জিন চালু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

"হার্লি মেশিনটা যদিও খুব ভালো," বেল শান্ত সুরে বলল, "কিন্তু তোমার জায়গায় আমি হলে আমি ইন্ডিয়ানটা বেছে নিতাম।"

পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে মোটরসাইকেলে বসা মানুষটির নড়াচড়া একদম বন্ধ হয়ে গেল। সে ধীরে ধীরে ঘুরল এবং দেখল ওর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে একটা প্রেতাত্মা। রেললাইনের পাশের বৈদ্যুতিক বাতি থেকে অতিপ্রাকৃত আলো নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। মানব-মূর্তিটির পরনে খাটো লেদার কোট এবং বুট-জোড়া দেখে মনে হচ্ছে সেগুলোকে যেন জলাভূমির মধ্য দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে আসা হয়েছে। একজোড়া গগলস তার মাথার পেছনে

BanglaBook.org

ঠেলে দেয়া, স্বর্ণালি চুলে শুকনো কাদার আস্তরণ লেগে আছে। কিন্তু এই চেহারা ভুলবার না। সেই একজোড়া অন্তর্ভেদী চোখ, যেন হৃদয়ের গভীরের সব কথা পড়ে ফেলেছে।

"তুমি!"

"এই কথাটা অরিজিনালটার মতো হলো না," বেল তাচ্ছিল্যের সাথে বলল। "কিন্তু যেহেতু টেলুরাইভের ব্যাংকে তোমাকে দেখতে পেয়ে এই একই কথা আমিও বলেছিলাম, আমি সমালোচনা করব না।"

ওদের দুজনের মাঝে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল। কিন্তু এই লোকটা যে ভূত না, ওর সামনে দাঁড়ানো মানুষটি সত্যিই আইজ্যাক বেল, এটা বুঝতে ক্রমওয়েলের কয়েক সেকেন্ড সময় লেগে গেল। ক্রমওয়েল চোখে অবিশ্বাস নিয়ে স্রেফ ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল, ওর চেহারা আচমকা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

"তুমি তো মরে গেছ!" ওর নিঃশ্বাস আটকে গেছে। "আমি তোমাকে গুলি করেছি!"

"সত্যি বলতে, দুবার গুলি করেছ," বেল-এর কণ্ঠে কিছুটা তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পাচ্ছে। ওর ডান হাত ১৯০৫ কোল্ট ০.৪৫ অটোমেটিকটিকে শক্ত করে ধরে রেখেছে, এর মাজল ক্রমওয়েলের দুই চোখের মাঝখানে সরাসরি তাক করা।

জীবনে এই প্রথমবারের মতো, জ্যাকব ক্রমওয়েল পুরোপুরি অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরা খেল। ওর মন অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হয়ে ছিল। সে এটা বিবেচনা করেনি যে যখন ওকে গ্রেফতার করা হবে তখন সে কী রকম আচরণ করবে। এই ব্যাপারটি কখনই ওর মাথায় আসেনি। সে সবসময় নিজেকে একজন অপরাজেয় মানুষ হিসেবে ভেবে এসেছে। এখন সে তার শত্রুর সামনে মুখোমুখি দাড়িয়ে, যার কি-না গুলি খেয়ে মরে যাওয়ার কথা ছিল।

ক্রমওয়েলের কোল্ট .৩৮ ওর কোটের পকেটে রাখা, কিন্তু সে জানে সে যদি ওটার দিকে হাত বাড়ায় বেল ওর মাথার ঘিলু বের করে দেবে। পরাজয় মেনে নিয়ে, সে ধীরে ধীরে মাথার ওপরে হাত দুটো তুলে ধরল।

"কী ঘটবে এখন?" সে প্রশ্ন করল।

"আমি তোমার স্পেশাল ট্রেনটা ধার নেব যাতে তোমাকে সান ফ্রান্সিসকোতে ফিরিয়ে নেয়া যায়। ওখানে, আমি তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেব, যতক্ষণ না সেই সময় এসে উপস্থিত হয়, যখন তোমাকে খুনের দায়ে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দেয়া যাচ্ছে।"

"তুমি দেখছি সব আগেভাগেই পরিকল্পনা করে রেখেছ।"

"এই দিনটা একদিন না একদিন আসতোই, ক্রমওয়েল। যথেষ্ট টাকা লুট করেছ তুমি। তোমার আরও আগেই এসব খুনোখুনি-ডাকাতি বন্ধ করে দেয়া উচিত ছিল।"

BanglaBook.org

"তুমি আমাকে গ্রেফতার করতে পারো না। আমি কোনো অপরাধ করিনি।"

"তাহলে তুমি কেন রেলওয়ে কন্ডাক্টরের ছদ্মবেশ ধারণ করেছ?"

"কেন তুমি আমাকে গুলি করে ব্যাপারটা এখানেই শেষ করে দিচ্ছ না?" ক্রমওয়েল জানতে চাইল, ওর চেহারায় আবারও অহংকার ফুটে উঠতে শুরু করেছে।

"তুমি যেই অপরাধ করেছ তার জন্য এই সাজা অনেক কম হয়ে যায়," বেল বিদ্রূপের সুরে বলল। "তারচেয়ে তোমাকে দীর্ঘদিন যাবত জেলে রাখা হবে, যাতে কল্পনা করার সময় পাও যে, জল্লাদের ফাঁসীর দড়ি ধীরে ধীরে তোমার গলায় শক্ত করে এঁটে বসছে।"

ব্রনসন পুলম্যান কারের পেছন দিক থেকে বেরিয়ে এল, ওর স্মিথ এন্ড ওয়েসন ডাবল একশন .৪৪ রিভলবার ক্রমওয়েলের বুক বরাবর তাক করে রাখা। "দারুণ খেল দেখালে, আইজ্যাক। আরেকটা অপরাধ করার আগেই তুমি আমাদের এই ছোট্ট বন্ধুকে একেবারে হাতে-নাতে আটক করেছ।"

বেল ব্রনসনের হাতে নিকেলের প্রলেপ দেয়া এক-জোড়া ডাবল-লক হাতকড়া তুলে দিল। এবং ওই এজেন্ট-ও বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে সেগুলোকে আটকে দিল ক্রমওয়েলের কব্জিতে। এরপর সে ডাকাতটির শরীর ভালোমতো হাতড়াল এবং .৩৮ কোল্ট অটোমেটিক খুঁজে পেল।

"এই অস্ত্র দিয়েই তো তুমি তিন ডজন মানুষকে খুন করেছিলে। তাই না?" ব্রনসন শীতল কণ্ঠে ক্রমওয়েলকে জিজ্ঞেস করল।

"তোমরা কোথা থেকে এসেছ?" ক্রমওয়েল ব্রনসনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা ছুড়ে দিল, সে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছে সে যদি পালানোর সামান্যতম চেষ্টাও করে এই লোকগুলো তাকে গুলি করতে সামান্যতমও দ্বিধা করবে না।

"আইজ্যাক ওর নিজের গাড়িতে করে আমাদেরকে সান ফ্রান্সিসকো থেকে নিয়ে এসেছে," ব্রনসন এমনভাবে ক্রমওয়েলের প্রশ্নের জবাব দিল যেন এই ঘটনা প্রতিদিনই ঘটে।

"অসম্ভব!" ক্রমওয়েল ঘোঁত ঘোঁত করে বলল।

"যাত্রার আগে আমিও তেমনটাই ভেবেছিলাম," ব্রনসন বলল, ক্রমওয়েলকে পথ দেখিয়ে পুলম্যান কারের সিঁড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে রাখা আছে ওর নিজস্ব হাতকড়া, সেগুলোকে সে ক্রমওয়েলের গোড়ালিতে পরিয়ে দিল, এরপর রুক্ষ ভঙ্গিতে ঠেলা দিয়ে ওকে কাউচে ঢুকিয়ে দিল।

বেল রেললাইনের ওপর দিয়ে হেঁটে গেল এবং দুঃখী দুঃখী ভাব নিয়ে ক্ষতবিক্ষত লোকোমোবিলটির দিকে চেয়ে রইল। তেলের ক্যান নিয়ে হাঁটতে

BanglaBook.org

থাকা, কভারঅল এবং ডেনিম হ্যাট পরিহিত একজন লোকোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ার বেল এর পেছনে দাঁড়িয়ে পড়ল, এরপর হতভম্ব চোখে গাড়িটির দিকে চেয়ে রইল।

"হায় ঈশ্বর, এই লক্কড়-ঝক্কড় জিনিসটা রেললাইনের ওপরে উঠে আমার ইঞ্জিনের সামনে এল কী করে?"

"সে এক লম্বা কাহিনী," বেল ক্লান্ত ভঙ্গিতে বলল।

"তা... এই গাড়িটার ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে?"

বেল বলল, "একে কানেকটিকাটের ব্রিজপোর্টের কারখানায় নিয়ে যাওয়া হবে, সেখানে একে আবারও পুনর্নির্মাণ করা হবে যতক্ষণ না এটি আবারও নতুনের মতো হচ্ছে।"

"এটাকে মেরামত করা হবে?" ইঞ্জিনিয়ারটি মাথা নাড়তে নাড়তে বলল। "এত ঝামেলায় যাওয়ার কী দরকার?"

বেল মমতাভরা চোখে লোকোমোবিলটির দিকে তাকাল, "কারণ এটা ওর প্রাপ্য।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৪

"যদি ভেবে থাকো, আমাকে অপহরণ করে পার পেয়ে যাবে, তুমি একটা বোকা," ক্রমওয়েল কণ্ঠস্বরে ঘৃণা ফুটিয়ে বলল। "বিনা ওয়ারেন্টে আমাকে গ্রেফতার করা আইনত অবৈধ। আর, সান ফ্রান্সিসকোতে পৌঁছালেই, আমার উকিল আমাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য জোর দাবী জানাবে। এরপর আমি ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভ এজেন্সির লোকদের সবার সামনে গাধা প্রমাণ করব, এবং মুক্ত পাখির মতো করে স্বাধীনভাবে রাস্তা ধরে হেঁটে যাব। এবং এরপর আমি তোমাদের নামে একের পর এক মামলা দায়ের করব। তোমাদের ভ্যান ডর্ন এজেন্সি ভেঙে খানখান যাবে এবং কেলেঙ্কারির মহাসাগরে নিমজ্জিত হবে এটি।"

ক্রমওয়েলকে হাতকড়া পরিয়ে পার্লার-কারের মধ্যিখানে থাকা বড়সড় কাউচে বসিয়ে রাখা হয়েছে। তার কব্জি, দুই পা, আর এমনকি তার গলা অবধি ইস্পাতের বন্ধনী দিয়ে বেঁধে রাখা। কোনো ঝুঁকি নেয়া হয়নি।

লস এঞ্জেলেস অফিস থেকে আসা ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত চারজন ভ্যান ডর্ন এজেন্ট, ডাকাতটির দশ ফুট সীমানার মধ্যে কারের ভেতরে বসে আছে। লোড এবং সেফটি ক্যাচ অন করা শটগান ওদের হাঁটুর ওপর শুইয়ে রাখা।

"মাই ফ্রেন্ড, সিটি হলের ভেতরে তুমি হয়তো তোমার বন্ধুদের চোখের সামনে দিয়ে অহংকারী চালে হেলে-দুলে হাঁটতে পারবে," বেল বলল। "কিন্তু তুমি ঠিক ততটাই স্বাধীনতা পাবে, যতটা স্বাধীনতা একটা শুয়োরকে কসাইখানা পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার জন্য দেয়া হয়।"

"আমি একজন নিরপরাধ নাগরিক," ক্রমওয়েল বলল। "আমি প্রমাণ করতে পারব যে ওইসব ব্যাংক ডাকাতির সময় আমি ঘটনাস্থল থেকে বহুদূরে ছিলাম। কিন্তু কোথায় তোমার প্রমাণ? কোথায় তোমার সাক্ষী?"

"আরে, আমি নিজেই তো একজন সাক্ষী," বেল উত্তর দিল। "টেলুরাইডে আমাকে গুলি করার আগে মহিলার ছদ্মবেশে আমি তোমাকে দেখেছিলাম।"

"তুমি, মিস্টার বেল? তোমার কি মনে হয়, সান ফ্রান্সিসকোতে কোনো জুরি তোমার সাক্ষ্যকে সত্যি বলে মেনে নেবে? বিচার তো তখন একটা

BanglaBook.org

প্রহসনে পরিণত হবে। তুমি অভিযোগ দাঁড় করাতেই পারবেই না, অপরাধী সাব্যস্ত করা তো দূরের কথা।"

বেল ক্রমওয়েলের দিকে তাকিয়ে চতুর ভঙ্গিতে হাসল। "আমিই একমাত্র সাক্ষী না। যেসব শহরে তুমি খুনোখুনি চালিয়েছি সেখানকার কিছু মানুষ তোমার চেহারা শনাক্ত করতে পারবে।"

"আসলেই?" ক্রমওয়েল কাউচে এমনভাবে হেলান দিল যেন সে দুনিয়ার কোনো কিছুর পরোয়া করে না। "বুচার ব্যান্ডিটের ব্যাপারে যতটুকু শুনেছি, সে অপরাধের সময় সর্বদা ছদ্মবেশ ধারণ করে থাকত। কিভাবে ওরা তার চেহারা শনাক্ত করবে?"

"তোমাকে সেটা দেখার জন্য স্রেফ কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে।"

"সান ফ্রান্সিসকোতে আমার ভাল প্রভাব আছে," ক্রমওয়েল দারুণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল। "আমি নির্বাচনে অংশ নেয়া প্রত্যেক নেতা এবং বিচারাসনে থাকা ফেডেরাল কোর্ট জাজদের পেছনে প্রচুর টাকা খরচ করেছি। ওরা আমার কাছে ঋণী। একই কথা সান ফ্রান্সিসকোর প্রভাবশালী নাগরিকদের ক্ষেত্রেও খাটে। আমাকে বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করতে পারলেও, কোনো জুরিই আমাকে দোষী সাব্যস্ত করবে না, যেহেতু ওরা জানে ওদের খাতে আমি হাজার হাজার ডলার খরচ করেছিলাম।"

"তুমি আগে থেকেই বেশি তড়পাচ্ছ," বেল বলল। "তোমার মামলার শুনানি করার জন্য ওয়াশিংটন থেকে একজন ফেডেরাল বিচারককে ডেকে পাঠানো হবে এবং বিচারের জায়গা এমন কোনো একটা স্থানে সরিয়ে নেয়া হবে, যেখানে তুমি কোনোরকম প্রভাব খাটাতে পারবে না।"

"আমি ইচ্ছে করলে দেশের সেরা উকিল ভাড়া করতে পারি," ক্রমওয়েল গর্ব সহকারে বলতেই থাকল। "কোনো বিচারক, সে বিচারাসনের যেই প্রান্তেই বসুক না কেন, আমাকে এমন অপরাধে শাস্তি দেবে না যেখানে প্রমাণ নেই বললেই চলে। আর আমার খ্যাতির কথাও মাথায় রাখতে হবে। আমি এমন একজন মানুষ যে কিনা সান ফ্রান্সিসকোর গরীব এবং গৃহহীন মানুষের কাছে ভালোবাসার পাত্র।"

ব্রনসনের চেহারায় নিদারুণ বিতৃষ্ণা। ক্রমওয়েলের চেহারা পিটিয়ে ছাতু করার জন্য তার আর তর সইছে না। "সেই-সব পরিবারকে এসব কথা বোলো যাদের প্রিয়জনকে তুমি ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছ। ওদেরকে বোলো কিভাবে ওদের চুরি করা টাকা দিয়ে তুমি নব হিলের প্রাসাদে বিলাসবহুল জীবনযাপন করেছিলে।"

ক্রমওয়েল ব্রনসনের দিকে চেয়ে নির্লজ্জভাবে হাসল, কিন্তু কিছু বলল না।

BanglaBook.org

ট্রেন ধীর হয়ে যেতে শুরু করল। ব্রনসন জানালার কাছে গিয়ে বাইরে উঁকি দিল। "আমরা সান্তা বারবারায় এসে পৌঁছেছি। ইঞ্জিনিয়ার খুব সম্ভবত পানি নেয়ার জন্য থেমেছে এখানে।"

"আমাকে একবার ডিপোতে যেতে হবে," বেল বলল। "ছোট একটা কাজ আমাকে সমাধা করে আসা দরকার।"

ট্রেন থামতেই, বেল সিঁড়ি থেকে লাফ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামল এবং দ্রুতবেগে ডিপোর মাঝ দিয়ে উধাও হয়ে গেল। দশ মিনিট পরে, ইঞ্জিনিয়ার হুইসেল বাজিয়ে জানান দিল যে সে ড্রাইভ হুইলগুলো যুক্ত করতে যাচ্ছে। ওই আওয়াজ শুনেই বেল আস্তে আস্তে দৌড়ে লাফ দিয়ে পুলম্যান কারের ওপরে উঠে এল।

"ব্যাপারটা কী?" ব্রনসন জানতে চাইল।

ক্রমওয়েল তখনই সন্দেহ করেছে ওর অপছন্দনীয় কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। সে বেল-এর কথা শোনার জন্য সামনে ঝুঁকে এল।

"বন্যা আঘাত হানা এলাকাগুলোর ফোন লাইন মেরামত করা হয়েছে," ব্রনসনকে জবাব দিল বেল। এরপর সে অবজ্ঞা-মিশ্রিত হাসি হেসে ক্রমওয়েলের দিকে তাকাল। "আমি ভ্যান ডনের অফিসে ফোন দিয়ে আমাদের এজেন্টকে নির্দেশ দিয়েছি সে যেন অপরাধ কাজে সহায়তার দায়ে তোমার বোনকে কাস্টডিতে নিয়ে আসে।"

"তুমি একটা উন্মাদ," ক্রমওয়েল চিৎকার করে উঠল।

"আমার মনে হয় আমরা প্রমাণ করতে পারব যে, বুচার ব্যান্ডিট যেসব খুনোখুনি করেছে তাতে ওই মেয়ে জড়িত।"

ক্রমওয়েল তাড়াহুড়ো করে কাউচ থেকে উঠার চেষ্টা করল, তার চেহারায় ঘৃণা, কিন্তু শিকলে আটকা পড়ে যাওয়ায় তাকে মাঝপথে থেমে যেতে গেল। "তুই শুয়োরেরও অধম," সে হিসহিসিয়ে বলল। "এসবের সাথে মার্গারেটের কোনো সম্পর্ক নেই। সে আমার অপরাধের ব্যাপারে..." ভুল করে আর একটু হলেই বেফাঁস কথা বলে ফেঁসে যাচ্ছিল। সে ধীরে ধীরে নিজেকে কাউচের ওপরে বসাল। তার আচরণে আবারও ধীর-স্থিরতা এবং আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। "এই হাস্যকর অভিযোগে একজন মহিলাকে জড়িত করার জন্য তোমাকে চরম মূল্য দিতে হবে। মার্গারেটকে তোমরা আটকে রাখতে পারবে না। সে এক ঘণ্টার মাঝেই ওর বাড়িতে ফিরে যাবে। এবং এটা একটা মিথ্যা অভিযোগ। এই ডাকাতির ব্যাপারে সে কিছুই জানে না।"

সিংহ যেভাবে হরিণের মাংসে এক কামড় দেয়ার আগে তাকায়, বেল সেভাবে ক্রমওয়েলের চোখের দিকে চেয়ে রইল। "মার্গারেট মুখ খুলবেই," বেল বলল। "আমি নিশ্চিত। সে নিজের ভাইকে বাঁচানোর জন্যই মুখ খুলবেই। জানা কথা, মেয়েটা অবশ্যই মিথ্যা বলবে। কিন্তু হাজারো খুঁটিনাটি

BanglaBook.org

প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে করে ওকে ঝাঁঝরা করে ফেলা হবে। মার্গারেটের দেয়া সাক্ষ্য ওর অজান্তেই তোমাকে ফাঁসীর দড়ির দিকে এগিয়ে দেবে।"

"এমনকি আমি যদি দোষী হই-ও, মার্গারেট আমার বিরুদ্ধে একটা কথাও বলবে না," ক্রমওয়েল আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল।

"সে বলবেই। যদি তাকে জানানো হয়, মুখ না খুললে তাকে বাকি জীবন কারাগারে কাটাতে হবে। এটা তো বটেই, এছাড়া তাকে যে বিলাসবহুল জীবন ত্যাগ করতে হবে, সেটা না-হয় নাই-বা বললাম।"

"তুমি মার্গারেটকে খুব ছোট করে দেখছ।"

"আমার তা মনে হয় না," বেল শান্ত কণ্ঠে বলল।

ক্রমওয়েল কাষ্ঠ হাসি হাসি হাসল। "তুমি কোনোভাবে মার্গারেটকে অপরাধের সাথে জড়াতে পারবে না আর বিচারকের কাছে আমাকে অপরাধী প্রমাণ করাও তোমার সাধ্যের বাইরে।"

বেল ব্যাংকারের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। "তুমি কি দোষী?"

ক্রমওয়েল হাসল। "এতগুলো সাক্ষী সামনে রেখে নিজেকে বুচার ব্যান্ডিট হিসেবে স্বীকার করব? কী মনে হয়, বেল? আমি কি এতই বোকা?" এবারে আর কথা বলার সময় "মিস্টার" উচ্চারণ করল না সে। "তুমি পাতলা বরফের ওপর স্কেটিং করছ আর তুমি নিজেও সেটা ভালো করেই জানো।"

এরপর ক্রমওয়েলের বাম হাত টান দিয়ে বেল ওর গ্লাভস খুলে ফেলল এবং দেখা গেল যেখানে আগে আঙুল ছিল সেখানে ধাতুর টিউব লাগানো।

"আমরা দেখব তুমি কী করতে পারো," বেল উচ্চস্বরে বলল। "অবশ্যই আমরা তোমার ব্যাপারটা দেখব।"

বেল কোনো ঝুঁকি নিতে চাচ্ছে না। ওরা সান ফ্রান্সিসকোতে পৌঁছুতেই, বেল ইঞ্জিনিয়ারকে মেইন ডিপো থেকে মুখ ঘুরিয়ে রেলইয়ার্ডের সাইডিং-এর দিকে যেতে নির্দেশ দিল। ব্রনসনের হাতে বেশ কিছু এজেন্ট আছে যারা জ্যাকব ক্রমওয়েলকে পাহারা দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত নিয়ে যাবে, সেখানে তাকে একটা স্ট্রেচারের সাথে বেঁধে রাখা হবে যাতে শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

"আমরা ক্রমওয়েলকে কাউন্টি কারাগারে রাখার ঝুঁকি নিতে পারি না," বেল বলল। "ওর বন্ধুরা ওকে ঠিকই এক ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। ওকে সান কোয়েন্টিনের স্টেট প্রিজনে নিয়ে যাও। আনুষ্ঠানিক অভিযোগ না আনার আগ পর্যন্ত ওকে ওখানেই রাখতে হবে।"

"শহরের প্রতিটি সংবাদপত্রের রিপোর্টার এই ঘটনার প্রতিবেদন জোগাড় করতে হাজির হয়ে যাবে," বলল ব্রনসন।

"ওরা টেলিগ্রাফে করে সারা দেশে এই কাহিনী পৌঁছে দেবে," বেল দেঁতো হাসি হেসে বলল। "এখন আমাদেরকে শুধু ওকে আটকে রাখতে হবে

BanglaBook.org

যাতে সে আঙুল গলে বেরিয়ে যেতে না পারে। ওর কাছাকাছি আসা যেকোনো গার্ডকে ক্রমওয়েল ঘুষ দিতে চেষ্টা করবে।"

"আমি সান কোয়েন্টিনের ওয়ার্ডেন কে চিনি," বলল ব্রনসন। "সে এত সৎ ব্যক্তি যে তাকে বাঁকানো অসম্ভব। ক্রমওয়েল ফালতু সময় অপচয় করবে যদি সে পালানোর জন্য তাকে ঘুষ সাধে।"

"এমনটা ভেবো না যে সে ঘুষ সাধার চেষ্টা করবে না।" ক্রমওয়েলকে তখন রুক্ষ ভঙ্গিতে অ্যাম্বুলেন্সে ঢোকানো হচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে বেল বলল। "হুড দিয়ে ওর চেহারা ঢেকে দাও যাতে কেউ ওকে চিনতে না পারে। ওয়ার্ডেনকে শপথ করাও যেন সে গোপনীয়তা না ভাঙ্গে, এবং তাকে বলবে সে যেন ক্রমওয়েলকে আলাদা করে নির্জন একটা কয়েদখানায় রাখে, অন্যসব কয়েদী থেকে দূরে। সকালবেলায় আমরা ওয়ার্ডেনকে দরকারি ডকুমেন্ট দেব।"

"আর মার্গারেটের কী হবে? আমার সন্দেহ আছে ক্রমওয়েলের পকেটে টাকার জন্য হাত পেতে রাখা ওই সব বিচারকেরা এই মেয়ের জন্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করতে রাজি হবে।"

বেল নির্দেশনা দিল। "ওর ওপরে চাপ প্রয়োগ কর। যখন সে জানবে ওর ভাইকে কাস্টডিতে নেয়া হয়েছে এবং তাকেও ওর সাথে কারাগারে ঢোকানো হবে, আমি বাজি ধরে বলতে পারি মার্গারেট ওর সব নগদ টাকা একত্র করবে, এরপর সেটা নিয়ে পালানোর চেষ্টা করবে। তখন ওই মেয়েকে কব্জা করা আমাদের পক্ষে কোনো সমস্যাই হবে না।"

ব্রনসনের অফিসে যাওয়ার আগে, বেল টেলিগ্রাফ অফিসে থামল এবং তাকে রিপোর্ট করল যে কুখ্যাত বুচার ব্যান্ডিটকে আটক করা হয়েছে। বেল সেই সাথে জানতে চাইল কর্নেল ড্যানজেলার আমেরিকান সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারবেন কি-না।

ক্রমওয়েল একটা ব্যাপারে সঠিক ছিল। মার্গারেট পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে ৩০ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে এল, ভ্যান ডনের দুজন এজেন্ট সেখানে নিয়ে গিয়েছিল ওকে।

সে পৌঁছানোর সাথে সাথেই ক্রমওয়েলের উকিলেরা দরকারি বন্ডের ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। এমনকি তার রোলস-রয়েসের ড্রাইভার পর্যন্ত বাইরে বসে ছিল যাতে তাকে বাসায় নিয়ে যাওয়া যায়, এমন জায়গায় পার্ক করেছিল যেখানে অন্য কোনো যানবাহনের গাড়ি পার্ক করার অনুমতি নেই। দরকারি কাগজে স্বাক্ষর করার জন্য একজন কোর্ট ম্যাজিস্ট্রেট অলৌকিকভাবে হাজির হয়ে গেল। সেখানে উপস্থিত থাকা একজন রিপোর্টারের কাছে মনে হল যে, মার্গারেটের গ্রেফতার এবং প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে রিলিজ হয়ে যাওয়াটা ছিল স্রেফ লোক-দেখানো আনুষ্ঠানিকতা।

অন্যদিকে, ব্রনসন এবং তার এজেন্টরা অ্যাম্বুলেন্সে করে ক্রমওয়েলকে ফেরিতে তুলে দিল যেটা তাকে পরবর্তীতে মেরিন কাউন্টিতে নিয়ে আসে। ঘাট

BanglaBook.org

থেকে নামার পরে, ওরা তাকে সান কোয়েন্টিন কারাগারে পৌঁছে দেয়। ব্রনসন যেমনটা দাবি করেছিল, ওয়ার্ডেন ভদ্রলোক সত্যিই খুব সাহায্য-পরায়ণ এবং বিখ্যাত বুচার ব্যান্ডিটকে নিজের কারাগারে রাখতে পেরে তিনি গর্বিত বোধ করছিলেন। বেল এবং ব্রনসন আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের আগ পর্যন্ত ক্রমওয়েলকে ওই কারাগারেই রাখা হবে।

টেলিগ্রাফ অফিস ত্যাগ করার পরে, বেল ক্রমওয়েলের ব্যাংকে গেল। মেইন অফিসে ঢুকে সরাসরি এসে দাঁড়াল ম্যারিওনের ডেস্কের সামনে। "তোমার হ্যাট তুলে নাও," কোনোরকম ভূমিকা না করেই সে জরুরী ভঙ্গিতে বলল। "তুমি এখন দিনের বাকি সময়টা কাজ থেকে ছুটি নেবে।"

মেয়েটি বুঝতে পারছিল না কী বলবে, তিন দিন পর বেল-এর আচমকা উপস্থিতিতে সে একদম হতবাক। বেল-এর প্রতি তার প্রেমময় অনুভূতি বন্যার জলের মতো ওর দিকে ভেসে এল। মেয়েটি বুঝতে পারল ওর সাথে কোনো তর্কে যাওয়া যাবে না, তবুও সে মুখে বলল, "আমি ইচ্ছে করলেই কাজ থেকে ছুটি নিতে পারি না। অমনটা করলে আমার চাকরি চলে যাবে।"

"তোমার চাকরি এরিমাঝে চলে গেছে। কারণ তোমার বস এখন কারাগারে।" সে ডেস্কের পেছনে গিয়ে ওকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল।

মেয়েটি ধীরে ধীরে উঠল, হতভম্ব চোখে বেল-এর দিকে তাকিয়ে আছে। "কী বলছ তুমি?"

"নাটক শেষ। ওকে গ্রেফতার করার জন্য দরকারি কাগজ না পাওয়া পর্যন্ত আমি ক্রমওয়েলকে কারাগারে ধরে রাখছি।"

মেয়েটি বিভ্রান্ত ভাব নিয়ে চেয়ার থেকে উঠে তার হ্যাট এবং ভ্যানিটি ব্যাগ ডেস্কের পেছনের ক্যাবিনেট থেকে তুলল। এরপর সে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল, বুঝতে পারছে না কী করবে। সে চোখে অবিশ্বাস মেখে মেঝের দিকে চেয়ে রইল। সে কখনও ভাবেনি যে, এত এত জঘন্য অপরাধ করা সত্ত্বেও জ্যাকব ক্রমওয়েলকে কখনও আটক করা যাবে।

বেল ম্যারিওনের এই প্রতিক্রিয়া দেখে অবাক হল না। সে ম্যারিওনের আঙুল থেকে হ্যাট নিয়ে সেটা মজা করে ওর মাথায় পরিয়ে দিল। "হ্যাটটা এভাবে পরলেই তোমাকে সুন্দর লাগে," সে হাসতে হাসতে বলল।

"তোমাকে বলেছে," সে কণ্ঠে মেয়েলি বিরক্তি ফুটিয়ে বলল, হ্যাট আবার ঠিকঠাক জায়গা-মতো বসাচ্ছে। "তুমি আমাকে এখন কোথায় নিয়ে যাবে?"

"সৈকতে... ওখানে আমরা বালুতে হাঁটব আর সাম্প্রতিক ঘটনাবলি নিয়ে কথা বলব।"

"আমরা কি তোমার ওই আকর্ষণীয় গাড়িটাতে করে যাচ্ছি?"

বেল-এর চেহারায় যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে দেখে ম্যারিওনের অবাক হয়ে গেল। "বলতে খারাপ লাগছে শীঘ্রই ওটার দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৫

সান কোয়েন্টিন কারাগারের নির্মাণ-কাজ শুরু হয়েছিল বাস্টিল দিবসে, ১৪ই জুলাই, ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে। অনুমান করা হয় কুখ্যাত খুনি মিগুয়েল কোয়েন্টিনের নামে এই কারাগারের নামকরণ করা হয়। স্প্যানিশ ভাষায় 'সান' কথাটির অর্থ হচ্ছে 'সাধু-পুরুষ'। কোয়েন্টিনকে 'সাধু-পুরুষ' বলা যায় না, কিন্তু তার নাম রয়ে গেছে এবং এখন এই কারাগার সান কোয়েন্টিন নামেই পরিচিত।

এটি ক্যালিফোর্নিয়ার সবচেয়ে পুরনো প্রাদেশিক কারাগার, ১৮৯৩ সালে এখানে প্রথম প্রাণদণ্ড দেয়া হয়, এক বয়স্ক দম্পতিকে হত্যার দায়ে হোসে গ্যাব্রিয়েলকে ফাঁসী দেয়া হয়েছিল। মেয়েদেরকেও এখানে আটক রাখা হয়, আলাদা একটা বিল্ডিঙে। ১৯০৬ সালের মধ্যে, কারাগারের গণ্ডির মধ্যে একশরও বেশি কয়েদি মারা যায়। মৃত্যুর কারণ, অন্য কয়েদির হাতে খুন থেকে আত্মহত্যা, এছাড়া স্বাভাবিক কারণে মৃত্যু তো আছেই। মৃত কয়েদীদেরকে কারাগার প্রাচীরের পেছনের কবরস্থানে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

ওয়ার্ডেন (কারাগারের তত্ত্বাবধায়ক) রিচার্ড ওয়েবার একজন বিশালদেহি মানুষ, জিমন্যাস্টের মতো সাবলীল তার চলাফেরা। কাজ-পাগল হিসেবে তার খ্যাতি আছে। পাথরের মতো শক্তপোক্ত তার দেহ। তার ঠোঁটের কোণায় সবসময় একটা হাসি লেগেই আছে। তিনি অন্যদেরকে কঠোরভাবে নিয়মকানুন মেনে চলতে বাধ্য করেন, নিজেও মেনে চলেন। তিনি কয়েদিদের দিয়ে পণ্য উৎপাদন, বাগানের কাজ করিয়ে নেন। এবং তাদেরকে একাডেমিক শিক্ষাদানের ব্যাপারেও তার আগ্রহ আছে। এই সব কাজ করলে তিনি কয়েদিদের পুরস্কার দেন, যেমন তাদের শাস্তির মেয়াদ কমিয়ে দেয়া। এইসব কারণে কয়েদিরা বলে, তিনি ওয়ার্ডেন হিসেবে কঠিন মনের হলেও লোক খারাপ না।

ব্রনসন দাবী করেছিল যে, ঘুষ দিয়ে ওয়েবারকে কাবু করা সম্ভব না। তিনি এমন একজন মানুষ যার গায়ে দুর্নীতির কলঙ্ক লাগেনি। ওয়েবার একজন ধর্মপরায়ণ ক্যাথলিক। তিনি, তার স্ত্রীকে নিয়ে আট সন্তানের বিশাল পরিবার লালন-পালন করছেন। স্টেটের সবচেয়ে বড় কারাগারের চীফ হিসেবে তার

BanglaBook.org

বেতন যথেষ্ট কিন্তু আর একটু বেশি হলে তার জন্য সুবিধা হত। তার স্বপ্ন, অবসর নেয়ার পরে তিনি সান জোয়াকুইন ভ্যালীতে একটা খামার গড়ে তুলবেন। কিন্তু এটা স্বপ্নই রয়ে গেছে। কারণ খামার করার জন্য অনেক টাকা লাগে। অত টাকা তিনি কোথায় পাবেন? তিনি জানেন না, তার এই স্বপ্ন তিনি কিভাবে বাস্তবে রূপায়িত করবেন।

একটা কথা প্রায়ই বলা হয় যে, প্রতিটি মানুষেরই একটা ক্রয়মূল্য আছে। যারা ওয়ার্ডেন ওয়েবারকে চেনে, তাদের ধারনা তিনি টাকা পয়সার প্রতি নিস্পৃহ টাইপের একজন মানুষ। কিন্তু পরবর্তীতে প্রকাশ পেল, বাইরে দিয়ে সততার মুখোশ পরে থাকলেও, ভেতরে ভেতরে তিনি সাধারণ মানুষের মতোই টাকার কাঙাল।

ক্রমওয়েলকে তার নির্জন কারাবাসে বন্দী করার পর, ওয়েবার লুটেরা/ব্যাংকারকে বন্দী রাখা ছোট সেলের ভেতরে দেখা করতে গেলেন। সেলটি মেইন প্রিজন বিল্ডিং থেকে দুই তলা নিচে। গার্ডকে ইস্পাতের দরজার তালা খুলে দেয়ার ইশারা করার পর, ওয়েবার কারা-কক্ষে প্রবেশ করলেন। তিনি সাথে করে একটা ছোট ফোল্ডিং চেয়ার নিয়ে এসেছিলেন। সেটাতে বসলেন।

"মিস্টার ক্রমওয়েল," তিনি ভদ্রতার সাথে বললেন, "সান কোয়েন্টিনে আপনাকে স্বাগতম।"

ক্রমওয়েল তার বিছানা থেকে উঠে ওয়েবারকে নড করল। "হয়তো আমার বলা উচিত, আপনার আতিথ্য গ্রহণ করতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু সেটা মিথ্যা বলা হবে।"

"আমি যদ্দূর জানি, আপনি এখানে অল্প কিছুদিনের জন্য থাকবেন।"

"যতক্ষণ না আমাকে ফেডেরাল কোর্টে উপস্থিত করা হচ্ছে," ক্রমওয়েল বলল। "ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভ এজেন্সির ব্রনসন তো আপনাকে এই কথাই বলেছে, তাই না?"

ওয়েবার সায় দিলেন। "তিনি বলেছেন, তিনি ওয়াশিংটনের অপরাধ তদন্ত বিভাগের কাছ থেকে নির্দেশনা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

"আপনি জানেন কেন আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে?"

"আমাকে জানানো হয়েছে আপনিই সেই কুখ্যাত বুচার ব্যান্ডিট।"

"সমাজে আমার অবস্থান কোথায় তা কি আপনি জানেন?" ক্রমওয়েল জিজ্ঞেস করল।

"আমি জানি," ওয়েবার উত্তর দিলেন। "আপনি ক্রমওয়েল ব্যাংকের মালিক এবং দান খয়রাত করার ব্যাপারে আপনার খ্যাতি আছে।"

"আপনার কি মনে হয়, আমার মতো একজন মানুষ ব্যাংক ডাকাতি এবং ডজন-ডজন মানুষ হত্যার মতো ঘৃণ্য অপরাধ করতে পারে?"

BanglaBook.org

ওয়েবার তার চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন। "স্বীকার করছি এই ব্যাপারটা আমার নিজের কাছে কিছুটা অস্বাভাবিক ঠেকেছে।"

ক্রমওয়েল শিকারকে ঘায়েল করার জন্য প্রস্তুত হল। "যদি আমি হলফ করে বলি যে এইসব অপরাধ আমি করিনি এবং এগুলো আমেরিকান সরকারের মিথ্যা অভিযোগ যাতে ওরা আমার ব্যাংকের দখল নিতে পারে, আপনি কি আমাকে রিলিজ করে দেবেন?"

ওয়েবার এক মুহূর্ত ভেবে এরপর মাথা নাড়ল। "আমি দুঃখিত, মিস্টার ক্রমওয়েল, আপনাকে রিলিজ করার ক্ষমতা আমার নেই।"

"এমনকি যদি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ না আনা হয়, তারপরেও?"

"আমাকে বলা হয়েছে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ নথিভুক্ত করা হচ্ছে।"

"যদি আমি গ্যারান্টি দেই যে আমি পালিয়ে যাব না, এবং সরাসরি সিটি হলে গিয়ে আমার উকিলের সাথে দেখা করে কোর্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে আমার রিলিজ পেপার নেব, তাহলে কি আপনি আমাকে কারাগার ত্যাগ করার অনুমতি দেবেন?"

"আমি পারলে করতাম," বলল ওয়েবার। "কিন্তু ওয়ার্ডেন হিসেবে, আমার হাতে রিলিজ পেপার না আসা পর্যন্ত আপনাকে কারাগার ত্যাগ করার অনুমতি দেয়ার এখতিয়ার আমার নেই। তাছাড়া ভ্যান ডর্ন এজেন্টরা কারা-প্রাচীরের বাইরে টহল দিচ্ছে যাতে আপনি পালাতে না পারেন।"

ক্রমওয়েল তার চারপাশের নিরেট, জানালা-বিহীন কারা-কক্ষ এবং এর ইস্পাতের দরজার দিকে তাকালেন। "কোনো কয়েদী কি কখনও এই কারাগার থেকে পালাতে পেরেছে?"

"সান কোয়েন্টিনের ইতিহাসে কেউ পারেনি।"

ক্রমওয়েল ওর ফাঁদ পাতার জন্য এক মুহূর্ত থামল। "ধরুন...মানে জাস্ট একবার চিন্তা করুন যে, আপনি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে সান ফ্রান্সিসকোতে নিয়ে গেলেন?"

ওয়েবার আগ্রহ নিয়ে তার দিকে তাকালেন। "আপনার মনে কী চিন্তা চলছে, খুলে বলেন তো?"

"আমাকে শুধু কাউন্টি প্রসিকিউটর হোভার্থের অফিসে পৌঁছে দিন। তাহলেই... ঠিক এক ঘণ্টা পরে নগদ ৫০,০০০ ডলার আপনার পকেটে জমা হবে।"

ক্রমওয়েলের প্রস্তাবটি নিয়ে ওয়ার্ডেন কিছুক্ষণ ভাবলেন। তিনি জানেন এটা ফালতু কোনো প্রস্তাব না। এই ব্যাংকার বহু মিলিয়ন ডলারের মালিক এবং টাকাটা নগদে দেয়া হবে, যার ফলে পুলিশের অফিসারেরা তদন্ত করেও কিছু বের করতে পারবে না। ৫০,০০০ ডলার অনেক বড় অংকের

BanglaBook.org

অর্থ। তিনি অবসরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এই ডলার কোথাও লুকিয়ে রাখতে পারেন। ওয়েবার সেই সাথে হিসেব করে দেখলেন এই ডলার দিয়ে তিনি সহজেই এই প্রদেশের সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চ (পশু খামার) কিনতে পারবেন। এটা এমন এক প্রস্তাব যা যেকোনো সৎ লোকের পক্ষেও প্রত্যাখ্যান করা কঠিন।

অবশেষে, ওয়েবার তার চেয়ার থেকে উঠে, ইস্পাতের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং সেখানে তিনবার জোরালো টোকা দিলেন। দরজা খুলে গিয়ে ইউনিফর্ম পরিহিত একজন গার্ড প্রবেশ করল। "কয়েদীর চেহারায় একটা হুড পরিয়ে আমার অফিসে নিয়ে এসো। আমি ওখানে অপেক্ষা করছি।" এরপর তিনি মুখ ঘুরিয়ে কারা-কক্ষ ত্যাগ করলেন।

দশ মিনিট পরে, গার্ড ক্রমওয়েলকে ঠেলে ওয়েবারের অফিসে নিয়ে এল। "ওর হুড এবং হাতকড়া খুলে ফেলো," ওয়েবার নির্দেশ দিল। হুড এবং ক্রমওয়েলের হাত-পা আটকে রাখা শেকল খুলে ফেলার কাজ শেষ হতেই, গার্ডটিকে চলে যেতে বলা হল।

"আমি কি আপনার কথার ওপরে ভরসা করতে পারি যে, আপনাকে সিটি হলে নিরাপদে পৌঁছে দেয়ার ঠিক এক ঘণ্টা পরে আমার হাতে টাকা চলে আসবে।"

ক্রমওয়েল গম্ভীর ভঙ্গিতে নড করল। "আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, দুপুরের মাঝেই টাকা আপনার হাতে পৌঁছে যাবে।"

"তাহলে তো ভালোই।" ওয়েবার উঠে দাঁড়িয়ে আলমারির কাছে গেল। সে ফিরে এল মহিলাদের পোশাক, হ্যাট, পার্স এবং শাল নিয়ে। "এগুলো পরে নিন। আপনি ছোটখাটো মানুষ আর আপনার দেহের আকার আমার স্ত্রীর সাথে মিলে যায়। মেইন গেট পার হওয়ার জন্য আপনাকে তার মতো করে ছদ্মবেশ নিতে হবে। আর দয়া করে মাথা নিচু করে রাখবেন, এতে করে গার্ড আপনাকে লক্ষ করবে না। গার্ডরা জানে, আমি আর আমার স্ত্রী প্রায়ই গাড়িতে করে গ্রামের দিকে ঘুরতে যাই।"

"বাইরের দেয়ালে টহল দেয়া ভ্যান ডর্ন এজেন্টদের ব্যাপারটা কিভাবে সামাল দেয়া হবে?"

ওয়েবার মুচকি হাসলেন। "ওরা আমাকে একবিন্দুও সন্দেহ করবে না।"

ক্রমওয়েল তার পোশাকের দিকে চেয়ে হেসে উঠলেন।

"মজার কিছু?" ওয়েবার প্রশ্ন করল।

"না," ক্রমওয়েল উত্তর দিল। "একটা স্মৃতি মনে পড়ে গেল আর-কী!"

ওয়ার্ডেনের স্ত্রীর পোশাক গায়ে চাপানোর পর, ক্রমওয়েল শালটিকে ওর গলার চারপাশে মুড়ে নিল এবং টান দিয়ে হ্যাটটা একটু নিচে নামিয়ে দিল,

BanglaBook.org

যাতে এটা ওর দাড়ি ঢেকে রাখে। "এবারে আমি যাত্রার জন্য প্রস্তুত," সে ঘোষণা করল।

ওয়েবার তাকে পথ দেখিয়ে অফিসের সাথে লাগোয়া গ্যারেজে নিয়ে গেল, যেখানে ওয়ার্ডেনের ফোর্ড মডেল টি মোটরগাড়ি রাখা আছে। ক্রমওয়েল অনায়াস ভঙ্গিতে ইঞ্জিনের ওপরে উঠে হুইলের পেছনে চড়ে বসল। গাড়ীটি কাঁকর বিছানো রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে অভ্যন্তরভাগের গেটের দিকে যাওয়া আরম্ভ করল এবং ওয়ার্ডেন হাতের একটা ইশারা দিতেই ওরা সেই গেটের বাধা পেরিয়ে গেল। তবে মেইন গেটের কাহিনী আলাদা। সেখানে, দুজন গার্ড ওয়ার্ডেনের সাথে মুখোমুখি হল। তাকে তখন মেইন গেট খুলতে ব্যক্তিগত প্রভাব খাটাতে হল। "শারি আর আমি ওর বোনের জন্মদিনের উপহার কিনতে শহরে যাচ্ছি," তিনি চেহারায় শান্তভাব বজায় রেখে বললেন।

গাড়ির বাম পাশে দাঁড়ানো গার্ডটি নিষ্ঠার সাথে ওয়ার্ডেনকে একটা স্যালুট দিয়ে তাকে যাওয়ার জন্য ইশারা করল। কিন্তু ডানপাশে দাঁড়ানো গার্ডটি ক্রমওয়েলের দিকে চেয়ে রইল। ক্রমওয়েল তখন ওর হাতে ধরে রাখা পার্সটি ঘাটাঘাটি করার ভান করছিল। ওই গার্ড নিজের পা নিচু করে ওই হ্যাটের তলার চেহারাটি দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু ওই নড়াচড়া ওয়েবারের নজরে পড়ে গেল। তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন, "বোকার মতো তাকিয়ে না থেকে দরজা খোলো।"

প্রহরীটি সিধা হয়ে দাঁড়াল এবং টাওয়ারে থাকা লোকটিকে ইস্পাতনির্মিত বিশালাকৃতি দরজাটি খুলে দেয়ার জন্য ইশারা করল। যেইমাত্র ওরা ফোর্ড চালানোর মতো যথেষ্ট চওড়া রাস্তায় প্রবেশ করল, ওয়েবার চাপ দিয়ে থ্রটল লিভারটিকে নিচে নামিয়ে দিলেন। গাড়িটি লাফ দিয়ে সামনে অগ্রসর হল। এবং ওরা সান ফ্রান্সিসকো যাওয়ার ফেরির দিকে যাত্রা শুরু করল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৬

"সে কী করেছে?" বেল টেলিফোনে গর্জে উঠল।

"কী ব্যাপার, বেল? কী হয়েছে? চেঁচামেচি করছ কেন?" ব্রনসন অফিসে ঢুকে জানতে চাইল, অন্যদিকে বেল তখন ফোন রেখে দিচ্ছে।

বেল ব্রনসনের দিকে তাকাল, রাগে ওর চেহারা বিকৃত হয়ে গিয়েছে। "তোমার বন্ধু, সান কোয়েন্টিনের ধার্মিক এবং সৎ ওয়ার্ডেন, ক্রমওয়েলকে ছেড়ে দিয়েছে।"

"আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি না," ব্রনসন অবিশ্বাসের সুরে বলল।

"তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে, কারণ এটাই ঘটেছে!" বেল রুক্ষ স্বরে বলল। "ক্রমওয়েলের ব্যক্তিগত সেক্রেটারি ম্যারিওন মরগান আমাকে ফোন করে জানাল সে পাঁচ মিনিট আগে অফিসে এসে পৌঁছেছে।"

"ওই মেয়ের নিশ্চয়ই কোনো ভুল হয়েছে।"

"কোনো ভুল হয়নি," দরজার কাছে দাঁড়ানো কার্টিস বলল, ব্রনসনের দিকে তাকিয়ে আছে। "তোমার এজেন্টদের একজন ক্রমওয়েলের বোন, মার্গারেটকে অনুসরণ করছিল। ওই এজেন্ট দেখল ক্রমওয়েল সিটি হলের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে ওর বোনের গাড়িতে চড়ে বসছে।"

"ওয়ার্ডেন ওয়েবার ঘুষ নিয়েছে?" ব্রনসন বিড়বিড় করল। "আমি এটা কল্পনাও করতে পারছি না।"

"ক্রমওয়েল সম্ভবত ওকে বেশ বড় অঙ্কের টাকা অফার করেছিল," বেল বলল।

"কারাগারে থাকা আমার এজেন্ট রিপোর্ট করল যে ওয়েবার ওর স্ত্রীকে নিয়ে গাড়িতে করে শহরে গেছে কেনাকাটা করার জন্যে।"

"ক্রমওয়েল কিন্তু এই প্রথমবার মহিলার ছদ্মবেশ নিচ্ছে না," বেল রাগান্বিত সুরে বলল। "নিঃসন্দেহে সে সান কোয়েন্টিনের মানুষের কাছ থেকে চোখের আড়াল হওয়ার সাথে সাথে ওই ছদ্মবেশ খসিয়ে ফেলেছিল।"

"তাহলে আমাদের বর্তমান অবস্থা কী?" কার্টিস প্রশ্ন করল।

BanglaBook.org

"আমি যুক্তরাষ্ট্রের অপরাধ তদন্ত বিভাগের চীফ কর্নেল ড্যানজেলারকে টেলিগ্রাফ করেছি। তিনি একজন ফেডেরাল বিচারককে দিয়ে ক্রমওয়েলকে গ্রেফতার করার জন্য ওয়ারেন্ট বের করার ব্যবস্থা করছেন। ওই ওয়ারেন্ট শহর বা প্রাদেশিক বিচার-ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করতে পারবে না। এটা একবার শুধু আমাদের হাতে এসে পৌঁছালেই হয়, আমরা তখন ওকে সহজেই নিজেদের জিম্মায় নিয়ে আসতে পারব।"

"রেলপথে এটা আসতে অন্তত চারদিন লাগবে," ব্রনসন বলল। "সে যদি এরমধ্যে দেশ ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করে তখন কী হবে? ওকে থামানোর কোনো আইনগত বৈধতা তো আমাদের নেই।"

"আইন অনুযায়ী ওকে সান ডিয়েগোতে কব্জা করা যাচ্ছে না," বেল চতুরতার সাথে বলল। "আমরা ওকে আবারও ছিনিয়ে আনবো এবং একটা গুপ্ত জায়গায় নিয়ে কড়া পাহারায় রাখবো, যতক্ষণ না দরকারি কাগজপত্র আমাদের হাতে এসে পৌঁছাচ্ছে।"

ব্রনসনকে সন্দিগ্ধ দেখাল। "ক্রমওয়েলের দিকে আবারও হাত বাড়ানোর আগেই, ওর বন্ধুস্থানীয় মেয়র, পুলিশ চীফ, এবং কাউন্টি শেরিফ এক দঙ্গল সশস্ত্র যোদ্ধা সাথে নিয়ে ওকে উদ্ধার করার চেষ্টা করবে। ওকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করলে আমার সাতজন এজেন্টের বিশগুণ সৈনিক নিয়ে হাজির হবে ওরা।"

"ক্রমওয়েলের কি এতই প্রভাব?" কার্টিস জিজ্ঞেস করল।

"সান ফ্রান্সিসকোতে যেই পরিমাণ দুর্নীতি চলে তার কাছে নিউ ইয়র্ক কিছুই না।," ব্রনসন বলল। "শহরের প্রভাবশালী লোকদের পকেট ভারী করার জন্য ক্রমওয়েল প্রচুর টাকা ঢেলেছে।"

বেল ধূর্ত ভঙ্গিতে হাসল। "আমাদেরও নিজস্ব একটা আর্মি থাকবে। আমি যদি অনুরোধ করি, প্রিসিডিওতে অবস্থান করা আর্মি রেজিমেন্টকে ডাক দিয়ে এখানে নিয়ে আসবেন কর্নেল ড্যানজেলার।"

"তুমি যা ভাবছ, ওদেরকে হয়তো আমাদের তারও আগে দরকার পড়তে পারে," ব্রনসন বলল। "যদি ক্রমওয়েল ওর ব্যাংক ফাঁকা করে এবং প্লেন ভাড়া করে মেক্সিকোর সীমান্ত পেরিয়ে যায়। সে পাখির মতো মুক্ত হয়ে হয়ে যাবে। আমরা কোনো আঙুল তোলার সুযোগই পাব না।"

"তা অবশ্য ঠিক," কার্টিস একমত। "বর্তমান অবস্থায় আমরা অসহায়। ড্যানজেলার যতক্ষণে প্রসিডিওর কমান্ডারের সাথে যোগাযোগ করে ওদেরকে এই শহরে নিয়ে আসবেন ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে যাবে। ক্রমওয়েলের কাছ থেকে ঘুষ খাওয়া এইসব লোকেরা ওকে শহরের বাইরে নিয়ে যাবে।"

BanglaBook.org

বেল ওর চেয়ারে হেলান দিয়ে সিলিঙের দিকে মুখ করে স্থির চেয়ে রইল। "অমন অবস্থা না-ও হতে পারে," সে বলল।

"ওই শয়তানটার মনে কী চলছে?" জিজ্ঞেস করল কার্টিস।

"মনে করো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট সাউদার্ন প্যাসিফিক রেল-রোডের প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করল, ক্রমওয়েলকে যেন ট্রেন ভাড়া করতে না দেয়া হয়?"

ব্রনসন ওর দিকে তাকাল। "এটা কি সম্ভব?"

বেল সায় দিল। "ওয়াশিংটনে কর্নেল ড্যানজেলারের বেশ ভালো প্রভাব আছে। ভ্যান ডর্ন আমাকে বলেছিলেন যে তিনি আর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তারা সান হুয়ান হিলের যুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিলেন। আমার মনে হয়, এটা বলা নিরাপদ যে তিনি প্রেসিডেন্টকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমাদের কথামতো কাজ করায় রাজি করাতে পারবেন।"

"আর ক্রমওয়েল যদি জাহাজ ভাড়া করে?" ব্রনসন জানতে চাইল।

"তাহলে ওই জাহাজকে থামানোর জন্য আমেরিকান যুদ্ধজাহাজ পাঠানো হবে। এরপর ওই যুদ্ধজাহাজ ক্রমওয়েলকে সান ফ্রান্সিসকোতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। ততক্ষণে ওকে গ্রেফতার করে বিচারের মুখোমুখি করার জন্য দরকারি ওয়ারেন্ট আমাদের হাতে চলে আসবে।"

"মনে হচ্ছে তুমি সবকিছু আগা-গোড়া ভেবে বসে আছ," ব্রনসন প্রশংসার ভঙ্গিতে বলল।

"ক্রমওয়েল খুব পিচ্ছিল প্রকৃতির লোক," বেল বলল। "সে যদি টের পায় ফাঁদ থেকে বেরোনোর কোনো পথ খোলা আছে, সে অবশ্যই আমাদের হাত গলে বেরিয়ে যাবে।" সে কথা থামিয়ে দেয়ালের ঘড়ির দিকে মুখ তুলে তাকাল। "চারটা পয়ত্রিশ বাজে। সন্ধ্যা ছয়টায় আমার একজনের সাথে ডিনার করার কথা।"

"ম্যারিওন মরগান?" কার্টিস চোখে কৌতুক নিয়ে প্রশ্ন করল। "আমার কাছে মনে হচ্ছে যে, ক্রমওয়েলের ওপরে নজরদাড়ি করা ছাড়াও, তোমাদের দুজনের মাঝে কিছু একটা চলছে।"

বেল সায় দিল। "সে অসাধারণ একজন মহিলা।" বেল ওর পায়ের ওপরে খাড়া হয়ে গায়ের ওপরে কোট চাপাল। "এবং সে আজকে ওর বাসায় আমাকে ডিনারের দাওয়াত দিয়েছে।"

ব্রনসন কার্টিসের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপ মারল। "দেখলে, কার্টিস? আমাদের বন্ধুটার কী ভাগ্য! শুধু আমাদের কপালেই এখনও কিছু জুটল না।"

"আমি সময়ের হিসাব গুলিয়ে ফেলেছি," বেল বলল। "তা আজকে যেন কোন দিন?"

BanglaBook.org

"মঙ্গলবার, ১৭ই এপ্রিল," কার্টিস উত্তর দিল। এরপর সে কৌতুকপূর্ণ ভঙ্গিতে যোগ করল, "আর বছরটা হচ্ছে ১৯০৬।"

"বছরের ব্যাপারটা আমার খেয়াল আছে," দরজার দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে বেল বলল। "সকালে তোমাদের সবার সাথে দেখা হবে।"

দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, রুমে থাকা তিনজন লোকের একজন আর কখনই পরদিনের সকালের দেখা পাবে না।

প্রাসাদের কোর্টইয়ার্ডে ঢোকার পর মার্গারেট মার্সেডিজটিকে গাড়িবারান্দার নিচে রাখল। সিটি হলের সামনে থেকে ওর ভাইকে তুলে নেয়ার পর, মেয়েটি তাকে ব্যাংক পর্যন্ত নিয়ে যায়। ক্রমওয়েল এরপর ব্যাংকে ঢুকে দরজায় তালা লক করে তার নিজস্ব অফিসে ঢুকে ২ ঘণ্টা সময় কাটায়। এরপর যখন সে আবার অফিস থেকে বের হয়, মার্গারেট গাড়ি চালিয়ে ওকে নব হিলের বাসায় নিয়ে আসে। ওদের শোফার ক্যারিজ-হাউজ থেকে বেরিয়ে গাড়িটিকে ড্রাইভ করে ভেতরে নিয়ে যায়।

বাড়ির হলরুমে প্রবেশ করার সাথে সাথে মার্গারেট টান দিয়ে ওর হ্যাটটা খুলে মেঝেতে ছুড়ে মারল, মেয়েটা তখন আগুনঝরা দৃষ্টিতে ওর ভাইয়ের দিকে চেয়ে আছে।

"তুমি আমাদের সব ধন-সম্পত্তি ভয়ানক রকম ঝুঁকির মাঝে ফেলে দিয়েছ। আশা করি তুমি এখন এটা জেনে সন্তুষ্ট।"

ক্রমওয়েল বৃদ্ধ মানুষের মতো ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে সিটিং রুমে গেল এবং ধপ করে চেয়ারে বসে নিজের শরীরটিকে এলিয়ে দিল। "বেল-কে ছোট করে দেখে আমি একটা ভুল করেছিলাম," সে বলল। "সান ডিয়েগোর ব্যাংকে হামলা চালানোর আগেই সে আমাকে ধরে ফেলে।"

মার্গারেটের পায়ের তলার মাটি যেন কেঁপে উঠেছে। ওর চেহারার অভিব্যক্তি পালটে গেল। "আইজ্যাক? সে কি বেঁচে আছে? তুমি তাকে দেখেছ?"

সে ওর বোনের দিকে মনোযোগের সাথে তাকাল। "আমার মনে হয়, ওই লোকটার প্রতি তোমার অস্বাভাবিক রকম আগ্রহ আছে," সে শুকনো কণ্ঠে বলল। "আমাদের শত্রু দুনিয়ার বুকে এখনও হেসে-খেলে বেড়ানোয় তুমি কি আনন্দিত?"

"তুমি বলেছিলে তুমি ওকে টেলুরাইড থাকতে খুন করেছ।"

ক্রমওয়েল এমনভাবে কথাটা বলল যেন ওর কাঁধে কেউ এক ট্রাক কয়লার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। "আমি তো সেরকমই ভেবেছিলাম, কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে সে বেঁচে গেছে। এই বিশ বছরে আমার করা একমাত্র ভুল।"

"তাহলে সে-ই তোমাকে সান ডিয়েগো থেকে নিয়ে এসে সান কোয়েন্টিনে রেখেছে।"

BanglaBook.org

ক্রমওয়েল সায় দিল। "যদিও এই কাজ করার কোনো আইনগত অধিকার ওর নেই। সে আইনের বাইরে গিয়ে এই কাজ করেছে। এখন ওকে পুরো দুনিয়া ওলট পালট করে ফেলতে হবে আমাকে বুচার ব্যান্ডিট হিসেবে প্রমাণ করে ফাঁসীতে ঝোলানোর জন্য।"

"আমাদেরকে শহর থেকে পালাতে হবে। কিন্তু সেটা সহজ হবে না। ভ্যান ডর্ন এজেন্টরা আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ রাখছে।"

"রাতের আঁধারে চোরের মতো পালানোর কোনো ইচ্ছে আমার নেই। এখনই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। যাদেরকে আমরা বিভিন্ন সময়ে নানান উপকার-উপঢৌকন এবং টাকা-পয়সা দিয়েছি, তাদেরকে এবার তাদের দায় পরিশোধ করতে হবে। আমার কাছ থেকে টাকা খাওয়া ওইসব লোকদেরকে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যেন ভ্যান ডর্ন এজেন্টরা আমাদের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে না পারে। ততক্ষণে আমরা নিরাপদ কোনো জায়গায় পালিয়ে যাব।"

মেয়েটি ওর ভাইয়ের দিকে দৃঢ়তা নিয়ে তাকাল। "আমরা নিউ ইয়র্কের সেরা উকিলকে ভাড়া করব। তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করা ওদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা আইজ্যাক বেল আর ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভ এজেন্সিকে পুরো দেশের কাছে হাসির পাত্রে পরিণত করব।"

"আমরা যে আদালতের লড়াইয়ে জিতব এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই," সে শান্ত সুরে বলল, গম্ভীর চেহারা নিয়ে বোনের দিকে চেয়ে আছে। "কিন্তু সান ফ্রান্সিসকোতে আমাদের ব্যাংকের সুনাম ধ্বংস হয়ে যাবে। এই ব্যাংক তখন ভয়ানক রকম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে পড়বে। আমাদের আমানতকারীরা কেলেঙ্কারির ভয়ে আমাদের প্রতিযোগী ব্যাংকের দিকে দৌড়াবে। ক্রমওয়েল ন্যাশনাল ব্যাংকের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।" সে এক সেকেন্ডের জন্য থামল। "যদি-না...

"যদি-না কী?" মেয়েটি জানতে চাইল, ওর নির্মম চোখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

"আমরা চুপেচুপে এবং গোপনে আমাদের সকল সম্পত্তি আরেকটা দেশের আরেকটা শহরে সরিয়ে নিয়ে যাব। ওখানে আমরা অন্য কোনো নামে নতুন কোনো অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য গড়ব।"

মার্গারেট এখন অনেকটা নির্ভার বোধ করছে। যেহেতু সে বুঝতে পারছে সবকিছু এখনও শেষ হয়ে যায়নি। ওর বিলাসবহুল লাইফস্টাইল হয়তো বিসর্জন দেয়া লাগবে না। "কোন দেশের কোন শহরের কথা তোমার মনে ধরেছে? মেক্সিকো, না-কি ব্রাজিল?"

ক্রমওয়েল ধূর্ত ভঙ্গিতে হাসল। "প্রিয় বোন, আমি শুধু প্রার্থনা করতে পারি মিস্টার বেল-ও ঠিক তোমার মতোই এই কথাটা চিন্তা করছে।"

BanglaBook.org

সে নিজের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আত্মতৃপ্তি অনুভব করল। ওর বিশ্বাস, সকালে ওর ব্যাংক থেকে ক্যাশ রিজার্ভের টাকা বিদেশে চালান করার ব্যবস্থা করতে ৩ ঘণ্টার বেশি লাগবে না। ওর কাগুজে সম্পত্তি ইতোমধ্যে টেলিগ্রাফের মাধ্যমে দেশের বাইরে চলে গিয়েছে। যখন ব্যাংকে গিয়েছিল, তখনই এই কাজ সেরে নিয়েছে সে। এখন ওকে আর মার্গারেটকে শুধু কয়েকটা জিনিস সুটকেসে ভরে বাড়িতে তালা লাগিয়ে চলে যেতে হবে। একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে এরপর নিয়োগ দেয়া হবে এটা বিক্রি করে দেয়ার জন্য। এরপরে তো রাস্তা পরিষ্কার। ওদেরকে শুধু সীমান্ত পার হয়ে ইউনাইটেড স্টেটসকে পেছনে ফেলে আসতে হবে।

বেল ফায়ারপ্লেসে জ্বলতে থাকা আগুনের দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে চেয়ে আছে, অন্যদিকে ম্যারিওন তখন কিচেন-রুমে রান্না করায় ব্যস্ত। সে আসার সময় সাথে করে এক বোতল ক্যালিফোর্নিয়া বেরিঞ্জার ১৯০০ এনেছে। গ্লাসে ঢেলে ওটা অর্ধেক পান করেছে, এমন সময় ম্যারিওন ডাইনিং রুমে ঢুকে টেবিল ঠিকঠাক করতে শুরু করলো।

বেল ওর দিকে ফিরে চাইল। ওর খুব ইচ্ছে করছিল মেয়েটির কাছে গিয়ে ওর ঠোঁটের সাথে নিজের ঠোঁট চেপে ধরতে।

ম্যারিওনকে আজ দারুণ লাগছে। ওর পরনে সাটিন কাপড়ের গোলাপি বডিস। এছাড়া ওর স্কার্টটিও গোলাপি রং-এর। এমন পোশাকে ওকে পুষ্প-শোভিত পদ্মফুলের মতো লাগছে। এমনকি ওর শরীরের অর্ধেক অংশ এপ্রন দিয়ে আবৃত থাকার পরেও ওকে চমৎকার দেখাচ্ছে।

টেবিলে থাকা মোমবাতির আলোয় ওর সোনালী চুল চকচক করছিল। ওকে চুমু খাওয়ার ইচ্ছাটা বেল দমিয়ে রাখল। শুধু চোখের দেখা দেখেই সন্তুষ্ট রাখল নিজেকে।

"দেখো, আয়োজন তেমন বিরাট কিছু না," মেয়েটি বলল, একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছে। "আশা করি আমার রান্না করা পট রোস্ট খেতে তোমার কাছে ভালো লাগবে।"

"কী যে বলো না! পট রোস্ট দেখলে আমার তো জিভে জল চলে আসে।" নিজের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সে হ্যাঁচকা টান দিয়ে মেয়েটিকে ওর কোলের উপর এনে বসাল। সেখানে সে লম্বা সময় ধরে ম্যারিওনকে প্রবল আবেগে চুমু খেলো। মেয়েটির শরীর শক্ত হয়ে গেল, ওর দেহ কাঁপতে লাগলো, চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল বেল-এর দিকে। ওরা যখন পরস্পরের কাছ থেকে আলাদা হল, ম্যারিওনের ভাব-ভঙ্গি ততক্ষণে পাল্টে গিয়েছে। ওর চোখে খেলা করছে নির্লজ্জতা এবং আচরণে ফুটে উঠেছে বেহায়াপনা। ওর শ্বাস-প্রশ্বাস এখন আরও দ্রুত। তীব্র আবেগে বেল-এর সাথে

BanglaBook.org

ঠোঁটে ঠোঁট মেলানোটা সে দারুণভাবে উপভোগ করেছে। চুমুর মাধ্যমে এত উত্তেজনাকর অনুভূতি এর আগে অন্য কোনো পুরুষ তাকে দিতে পারেনি। ধীরে ধীরে ওর কোল থেকে নিজেকে সরিয়ে, কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো ম্যারিওন, কপালে আছড়ে পড়া এক গাছি চুল আঁচড়ে পেছনে সরিয়ে দিচ্ছে।

"যথেষ্ট হয়েছ, যদি-না তুমি পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া পট রোস্ট চাও।"

"খালি পেটে থাকার যন্ত্রণা আমার আর সহ্য হচ্ছে না।"

মেয়েটি হাসল। "এইতো আর দশ মিনিট। আলু আরও নরম হওয়ার জন্যে আমি অপেক্ষা করছি।"

বেল দেখল ম্যারিওন কিচেনে ফিরে যাচ্ছে। ওর চলাফেরা চপলা হরিণের মতোই স্বাচ্ছন্দ্য।

ম্যারিওন কিচেন থেকে ফিরে এসে একদিকে টেবিলে প্লেট বসাল, অন্যদিকে বেল গ্লাসে পানীয় পূর্ণ করল। এরপর ওরা দুজনেই চেয়ারে বসল। কয়েক মুহূর্ত নীরবে খেল ওরা। এরপর বেল বলল, "সব খাবারই দারুণ সুস্বাদু। আমি নিশ্চিত, যে পুরুষ তোমাকে বিয়ে করবে, তোমার মতো স্ত্রী পাওয়ায় সে নিঃসন্দেহে দারুণ ভাগ্যবান।"

এই কথা কয়টা যেন ম্যারিওনের ঘাড়ের পেছন দিকে উষ্ণ বাতাস বইয়ে চলে গেল। ওর স্তন-জোড়ায় রক্তপ্রবাহ দ্রুত হয়ে নিপল শক্ত হয়ে উঠল। মনের গভীরে মেয়েটি আশা করছে, বেল-এর মন যেন ওকে বিয়ে করা নিয়ে চিন্তা করতে থাকে। কিন্তু সেই সাথে সে এটা ভেবেও ভয় পাচ্ছে যে বেল-এর ভালোবাসা হয়তো একদিন শুকিয়ে যাবে এবং কোনো এক সন্ধ্যায় সে অন্ধকার পথ ধরে হেঁটে দূরে কোথাও হারিয়ে যাবে। আর কখনও ফিরে আসবে না।

বেল বুঝতে পারল যে, ম্যারিওনের মনে একটা বিভ্রান্তিকর অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তবে সে এটা নিয়ে কথা বলতে ভয় পাচ্ছিল। তাই সে আলোচনার প্রসঙ্গ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল। "ক্রমওয়েল আজকে কতক্ষণ যাবত ব্যাংক অফিসে ছিল?"

মেয়েটির আবেগ দ্রুততার সাথে রাগে পরিণত হলো। নিজের অনুভূতি শান্ত ভঙ্গিতে ওর কাছে ব্যক্ত করতে না পারায় সে নিজের উপর বিরক্ত। কিন্তু তারপরেও সে ওর কথার উত্তর দিল। "বেশির ভাগ সময় সে অফিসে কাটিয়েছে, মনে হল সে কিছু একটা লুকোতে চাচ্ছে। সে নিচতলায় থাকা ভল্টে তিনবার গিয়েছে।"

"সে কী করতে যাচ্ছে এ-ব্যাপারে তোমার কোনো ধারণা আছে?"

মেয়েটি ওর মাথা নাড়ল। "এটা আমার কাছে খুব রহস্যময় লেগেছে।" এরপর সে মাথা উঁচু করল, ওর ঠোঁটের কোনায় একটা হাসি লেগে আছে।

BanglaBook.org

"কিন্তু যখন সে ভল্টে যায়, আমি তার অফিসে চোরের মতো ঢুকে তার ডেস্কের ওপরে ছড়িয়ে রাখা কাগজে উঁকি দিই।"

চোখে প্রত্যাশা নিয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল বেল। কিন্তু লম্বা কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে রইলো ম্যারিয়ন। সে যেন বেল-এর মনের ওপর চাপ বাড়ানোর জন্য প্রতিশোধ নিচ্ছে। মেয়েটি ভাবছে, বেল কেন ওর মনের অনুভূতি বুঝতে চাইল না? "সে ব্যাংক ড্রাফট এবং মানি ট্রান্সফারের কাগজ ভরাট করছিল।"

"এটা স্বাভাবিক। আমার অনুমান, সে আর ওর বোন মার্গারেট দেশ থেকে পালাবে এবং ওদের গন্তব্যে ব্যাংকে থাকা সব টাকা সাথে করে নিয়ে যাবে। ক্রমওয়েল কোনোভাবেই শহরে থেকে ফেডেরাল কোর্টে আমাদের সাথে লড়াই করতে চাইবে না।"

"অবস্থা সেরকম-ই মনে হচ্ছে," ম্যারিওন বলল, মনে মনে চাইছে যতটা সময় পারা যায় বেল-এর কাছাকাছি ঘনিষ্ঠ অবস্থায় থাকতে।

"তুমি কি বলতে পারবে, সে ব্যাংকের তহবিল কোথায় পাঠাচ্ছে?"

মেয়েটি তার মাথা নাড়ল। "শুধু টাকার অংক ভরাট করা হচ্ছিল, কোন ব্যাংক সেটা গ্রহণ করছে সে-ব্যাপারে কিছু লেখা নেই।"

"সে ভল্টে কী করছিল বলে তোমার মনে হয়?"

"আমার অনুমান, সে ব্যাংকের রিজার্ভে থাকা নগদ টাকা বাক্সে ভরছিল যাতে যেই শহরে পালাবে সেই শহরের ব্যাংকে ওই টাকা পাচার করে দেয়া যায়।"

"তুমি খুবই বুদ্ধিমতী মহিলা," সে হাসতে হাসতে বলল। "আর জ্যাকব এবং মার্গারেটের জায়গায় যদি তুমি থাকতে, তুমি পালিয়ে গিয়ে কোন জায়গায় যেতে?"

"ইউরোপের কোনো জায়গায় গিয়ে নিরাপদ থাকা সম্ভব না," ম্যারিওন কোনো দ্বিধা না করেই উত্তর দিল। "ওই মহাদেশের ব্যাংকগুলোর সাথে আমেরিকান সরকারের সুসম্পর্ক আছে। আমেরিকান সরকার ইচ্ছে করলে ওখানকার ব্যাংক একাউন্টের অবৈধ টাকা এখানে বসেই ফ্রিজ করে দিতে পারে। যদিও তারপরেও অনেক দেশ আছে যেখানে টাকা লুকিয়ে রেখে নতুন করে ব্যবসা আরম্ভ করা যায়।"

"এক্ষেত্রে মেক্সিকো জায়গাটা কেমন?" বেল জিজ্ঞেস করল, ম্যারিওনের অনুমান-ক্ষমতা দেখে বিস্মিত।

মেয়েটি তার মাথা নাড়ল। "মার্গারেট কোনোমতেই মেক্সিকোতে থাকতে পারবে না। ওর জায়গাটা ওর রুচির সাথে একেবারেই খাপ খায় না। আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেস হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। ওই শহরটা

BanglaBook.org

কসমোপলিটান, কিন্তু মার্গারেট বা জ্যাকব ক্রমওয়েল, ওদের কেউই স্প্যানিশ ভাষার একটা অক্ষর-ও জানে না।"

"সিঙ্গাপুর, হংকং, সাংহাই," বেল বলল। "এই শহরগুলোর কোনোটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে?"

"অস্ট্রেলিয়া অথবা নিউজিল্যান্ড হতে পারে," মেয়েটি চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল। "কিন্তু জ্যাকবের অধীনে এতগুলো বছর চাকরি করে আমি বুঝেছি সে সাধারণ মানুষের মতো করে সাধারণভাবে চিন্তা করে না।"

"এই লোকের ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে যেই অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, সেটা তোমার কথার সাথে পুরোপুরি মিলে যায়," বেল বলল।

ম্যারিওন এরপর চুপ করে বেল-এর প্লেটে রোস্ট, আলু এবং শাকসবজি দিতে লাগল। "তোমার মস্তিষ্কটাকে এবারে একটু বিশ্রাম দাও আর আমার রান্না করা খাবার উপভোগ করতে থাকো।" মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল।

"আমি সরি," বেল আন্তরিকতার সাথে বলল। "ডিনারের সঙ্গী হিসেবে আমি খুব বোরিং মানুষ।"

"ডেজার্ট হিসেবে লেমন মেরিংজু পাই হলে কেমন হয়?"

সে হেসে ফেলল। "লেমন মেরিংজু পাই আমি দারুণ ভালোবাসি।"

"সেটা হলেই ভালো। ছোটখাটো একটা আর্মিকে খাওয়ানোর মতো যথেষ্ট পরিমাণ পাই আমি রান্না করেছি।"

ওরা খাবার খাওয়া শেষ করল এবং আইজ্যাক উঠে দাঁড়িয়ে টেবিল পরিষ্কার করায় সাহায্য করতে শুরু করল। ম্যারিওন ওকে ঠেলে চেয়ারে বসিয়ে দিল।

"তুমি কী করছ বলে তোমার মনে হয়?" সে জিজ্ঞেস করল।

বেলকে দেখে মনে হল, সে যেন মায়ের কাছ থেকে বকা খেয়ে ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গিয়েছে। "আমি তো তোমাকে সাহায্য করতে চাচ্ছিলাম।"

"এখানেই বসে থাকো আর তোমার ওয়াইনটা শেষ কর," ম্যারিওন স্মার্ট ভঙ্গিতে বলল। "আমার বাড়িতে আমি অতিথিদেরকে কাজ করতে দিই না, বিশেষ করে পুরুষ অতিথিদেরকে।"

বেল ধূর্ত চোখে ম্যারিওনের দিকে তাকাল। "আর আমি যদি অতিথি না হই, তাহলে?"

ম্যারিওন ঘুরে অন্যদিকে তাকাল, ভয় পাচ্ছে যে ওর মনের গোপন আবেগ বেল-এর কাছে প্রকাশিত হয়ে যাবে। "তাহলে আমি তোমাকে দিয়ে পাইপের লিক, ক্যাঁচক্যাঁচ করতে থাকা দরজার কবাট এবং টেবিলের ভাঙা পায়া মেরামত করিয়ে নেব।"

BanglaBook.org

"আমি এই কাজগুলো করে দিতে পারব," বেল একটুও না ঘাবড়ে বলল। "আমি এসব কাজে খুবই দক্ষ।"

মেয়েটি চোখে অবিশ্বাস নিয়ে ওর দিকে তাকাল। "ব্যাংকারের ছেলে হয়েও তুমি এসব কাজে দক্ষ?"

বেল দুঃখিত হওয়ার ভান করে বলল। "আমি কিন্তু সবসময় আমার বাবার ব্যাংকে কাজ করিনি। ১৪ বছর বয়সে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে বার্নাম এবং বেইলি সার্কাসে যোগ দিই। আমি সেখানে তাঁবু লাগাতাম, তাঁবু খুলতাম, হাতিকে খাবার দিতাম, সার্কাসের ট্রেন মেরামত করতাম।" সে থামল, ওর চেহারায় বিমর্ষ ভাব খেলা করছে। "কিন্তু আমার সুখের দিন বেশিদিন টিকল না। ৮ মাস পরেই, আমার বাবা আমার খোঁজ পেয়ে যান। তারপর তিনি আমাকে কান ধরে টানতে টানতে বাসায় নিয়ে আসেন এবং স্কুলে ভর্তি করে দেন।"

"তাহলে তুমি একজন কলেজ এডুকেটেড পারসন।"

"হার্ভার্ড। অর্থনীতিতে ফি বিটা কাপ্পা।"

"এবং স্মার্ট," মেয়েটি যোগ করল, দারুণভাবে ইমপ্রেসড।

"আর তুমি?" সে জিজ্ঞেস করল। "তুমি কোথায় কোথায় পড়াশোনা করেছ?"

"আমি স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে গ্র্যাজুয়েশন করি। আইন বিষয়ে আমার ডিগ্রি আছে, কিন্তু পাশ করে বের হওয়ার পরে দেখি যে ল-ফার্ম মহিলা আইনজীবীদের নিয়োগ দেয় না, তাই আমি ব্যাংকিং পেশায় চলে আসি।"

"এখন এবার আমার ইমপ্রেসড হওয়ার পালা," বেল আন্তরিকভাবে বলল। "মনে হচ্ছে আমি আমার উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনীর দেখা পেয়ে গেছি।"

ম্যারিওন আচমকা চুপ হয়ে গেল, অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল ওর চেহারা। বেল-এর মনে হল, নিশ্চয়ই কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। সে তড়িঘড়ি করে ওর দিকে ছুটে গেল।

"তুমি কি অসুস্থ?"

মেয়েটি ওর প্রবালের ন্যায় সবুজ চোখ দিয়ে বেল-এর দিকে তাকাল। "মন্ট্রিল!"

বেল ওর দিকে ঝুঁকে এল। "তুমি কী বললে?"

"মন্ট্রিল...জ্যাকব আর মার্গারেট কানাডিয়ান সীমান্ত পেরিয়ে মন্ট্রিলে পালিয়ে যাবে, সেখানে গেলে ক্রমওয়েল আরেকটা ব্যাংক খুঁজতে পারবে।"

"তুমি কিভাবে জানলে এটা?" ম্যারিওনের অদ্ভুত আচরণ দেখে বেল ওকে হতভম্ব ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল।

"আমার মাত্র মনে পড়ল যে, ক্রমওয়েলের টেলিফোনের পাশে রাখা নোটপ্যাডে আমি মন্ট্রিল শহর লেখা কথাটা দেখতে পেয়েছিলাম," সে ব্যাখ্যা

BanglaBook.org

করল। "আমি তখন এটাকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে করিনি, তাই মন থেকে এটাকে সরিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন এটা আমার কাছে বোধগম্য হয়ে উঠছে। আইনের লোকেরা ভাবতেই পারবে না যে ক্রমওয়েল কানাডায় গিয়ে লুকিয়ে আছে। ক্রমওয়েলরা সেখানে গিয়ে সহজেই নতুন নাম-পরিচয় নিতে পারবে। টাকার মাধ্যমে উপযুক্ত মানুষকে কিনে নিয়ে সেখানকার সম্মানিত নাগরিকে পরিণত হবে এবং নতুন একটা ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান-ও খুলে বসতে পারবে।"

বেল-এর চেহারা থেকে বিভ্রান্তি সরে গেল। "বুঝতে পারছি," সে ধীরে ধীরে বলল। "তুমি ঠিকই বলেছ।"

এরপর, ধীরে ধীরে, ক্রমওয়েলের চিন্তা ওর মন থেকে সরে গেল এবং সে পরিণত হল শান্ত, চুপচাপ আর রোমান্টিক মনের মানুষে। ম্যারিওনকে হাত দিয়ে কোলে তুলে নিল ও। "আমি জানতাম, তোমাকে দেখামাত্রই তোমার প্রেমে পড়ার পেছনে নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে," সে বলল। "কারণটা হচ্ছে, তুমি আমার চেয়েও স্মার্ট।"

ম্যারিওনের ওর হাত দিয়ে বেল-এর গলা জড়িয়ে ধরল। "ওহ খোদা, আইজ্যাক। আমিও তোমাকে ভালোবাসি।"

বেল আলতো করে ওর ঠোঁট ম্যারিওনের ঠোঁটের সাথে স্পর্শ করাল। মেয়েটি একটু দূরে সরে গিয়ে চোখে দুষ্টুমি মেখে বলল। "কিন্তু লেমন মেরিংজু পাইয়ের কী হবে?"

সে মেয়েটির সুন্দর দেহের দিকে তাকিয়ে হাসল। "আমরা এটাকে সকালের নাশতা হিসেবে খেতে পারি।"

বেল-এর ধারণায়ও ছিল না, যে আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লেমন মেরিংজু পাই ঝাপসা একটা স্মৃতিতে পরিণত হবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৭

১৯০৬ সালের সান ফ্রান্সিসকোকে বলা হত পশ্চিমা দুনিয়ার অনন্য এক নিদর্শন এটি। বর্ণনা করতে গিয়ে একজন লেখক একবার বলেছিলেন, এটি ব্যাবিলনের মতো জাঁকজমকপূর্ণ, প্যারিসের মতো রোমান্টিক এবং হংকং-এর মতো উত্তেজনাকর। আরেকজন তো বাড়াবাড়ি রকম উচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়ে বলেই ফেলেছিলেন, এটিই হচ্ছে স্বর্গের প্রবেশদ্বার।

শহরটি হয়তো দারুণ গতিশীল এবং রোমাঞ্চকর, তবে সত্যি কথা বলতে কী, সান ফ্রান্সিসকো আসলে একটি নোংরা, কুৎসিত, দুর্গন্ধময়, দূষিত, কুরুচিপূর্ণ শহর, যার মোহনীয়তা ১৭ শতকের লন্ডনের চেয়েও কম। এই শহরে যেমন অবিশ্বাস্য রকম ধনী মানুষ আছে, তেমনি হত-দরিদ্র মানুষের সংখ্যাও প্রচুর। বাষ্পীয় নৌকা, লোকোমোটিভ, ঢালাই কারখানা, বাসাবাড়ির চুলা এবং ফায়ার-প্লেস থেকে বের হওয়া কয়লার ধোঁয়া শহরের আকাশকে চাদরের মতো মুড়িয়ে রাখে। হাজারো ঘোড়ার গোবর পড়ে থাকে রাস্তার ওপরে।

বেশির ভাগ বাড়িই কাঠ দ্বারা নির্মিত। টেলিগ্রাফ হিলের ওপরের সুন্দর সুন্দর বাড়ি থেকে নব-হিলের ফ্যাশনেবল প্রাসাদ, এরপরে আবার প্রান্তিক অঞ্চলের খুপরি-বস্তি পর্যন্ত পুরো এলাকাকে শহরের ফায়ার-সার্ভিসের চীফ এক সাগর পরিমাণ শুকনো খড়ের সাথে তুলনা করেছিলেন, যাতে সামান্য আগুন লাগলেই জ্বলে উঠবে।

এই চিত্র আর মাত্র আড়াই মিনিটের মধ্যে নাটকীয়ভাবে সত্যি হয়ে দেখে দেবে।

১৮ এপ্রিল ভোর ৫টা ১২তে, সূর্য তখন সবে পুব আকাশকে আলোকিত করতে শুরু করেছে। স্ট্রিটলাইটের বাতি অফ করে দেয়া হয়েছে। ক্যাবল কারগুলো ঝনঝন শব্দে করে পাহাড় বেয়ে উঠছে-নামছে। মর্নিং শিফটে কাজ করা শ্রমিকেরা চাকরীস্থলে যাচ্ছে, অন্যদিকে নাইট শিফটে কাজ করা শ্রমিকেরা কাজ সেরে বাসায় ফিরে আসছে। পুলিশেরা পা ঠুকে ঠুকে রাস্তায় টহল দিচ্ছে। হালকা একটা বাতাস পশ্চিম থেকে বয়ে যাচ্ছে শহরের ওপর দিয়ে।

BanglaBook.org

কিন্তু ৫টা ১২তে, সান ফ্রান্সিসকোর শান্তিপূর্ণ জীবন ভয়-জাগানিয়া গুড়গুড় এক গর্জনে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। এই গর্জন আসছিল কয়েক মাইল দূরের সাগর-তলের গভীরতা থেকে।

সান ফ্রান্সিসকোতে তখন নরক নেমে আসছিল।

ভূমিকম্পের কম্পন কাঁপিয়ে দিল আশেপাশের পল্লী এলাকা। উপসাগর এলাকা জুড়ে অনুভূত হল এটি। ঠিক ২৫ সেকেন্ড পরে, ভূমিকম্পের আঘাতে কেঁপে উঠল পুরো শহর। সান আন্দ্রিয়েজ পর্বতমালার ফল্ট-লাইন, যার দেয়াল কোটি কোটি বছর ধরে একে অপরকে নিষ্পেষিত করছে, আচমকা সেটি আলাদা হয়ে গেল।

এই অকল্পনীয় শক্তি ঘণ্টায় ৭ হাজার মাইল বেগে অসহায় শহরটি দিকে ধেয়ে গেল। এমন উন্মত্তের মতো আক্রমণ চালাল যে প্রচুর সংখ্যক মানুষের মৃত্যু এবং অনেক স্থাপনা ধ্বংস হয়ে গেল।

বন্য হিংস্রতায় আঘাত হানলো শক-ওয়েভ। রাস্তার ফুটপাথ ঢেউয়ের মতো ওপর-নিচ করতে লাগলো। ভূমিকম্প ক্লান্তিহীন ভাবে গড়াতে গড়াতে সামনে এগিয়ে চলল এবং উঁচু উঁচু বিল্ডিংগুলো এমনভাবে এপাশ-ওপাশ দুলতে লাগল যেন হারিকেন ঝড়ের কবলে পড়ে উইলো গাছ দুলছে। ইট-কাঠের বিল্ডিং-এর পক্ষে এমন প্রবল আক্রমণ ঠেকানো অসম্ভব। এক এক করে, বিল্ডিংগুলো সব ভেঙে পড়তে লাগল। বিল্ডিং-এর দেয়াল হিমবাহের মুতো রাস্তার ওপর ধ্বসে পড়ল। ধুলার মেঘের তলায় চাপা পড়ল এর ধ্বংসাবশেষ। এভিনিউয়ের প্রতিটি দোকানের কাঁচের জানালা ভেঙে চুরমার হয়ে রাস্তার ওপরে আছড়ে পড়ল।

শহরে কেন্দ্রস্থলে ব্যবসায়িক এলাকার বিশাল বিশাল ৫ তলা, ১০ তলা বিল্ডিংগুলো বিকট শব্দ করে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। রাস্তায় সৃষ্টি হল ফাটল। স্ট্রিট-কার এবং ক্যাবল-কারের রেলিং দুমড়ে মুচড়ে এমনভাবে বেঁকে গেল যেন সেগুলো ছিল প্যাঁচানো নুডলস। ভূমিকম্পের মাত্রা কমে আসার আগে সবচেয়ে ভয়ানক শক-ওয়েভটি এক মিনিটের সামান্য বেশি সময় যাবত স্থায়ী হল। যদিও ছোট ছোট আফটার-শকগুলো কয়েকদিন যাবত আঘাত হেনে যেতে লাগল।

দিনের আলো পুরোপুরি ফুটে উঠতেই বিশৃঙ্খলার পূর্ণ রূপটি চোখের সামনে ফুটে উঠল। যেই শহর আগে উঁচু-উঁচু বিল্ডিং, প্রচুর সংখ্যক দোকানপাট, অফিস, ব্যাংক, থিয়েটার, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, সালুন, বেশ্যালয়, এবং হাউজ-এপার্টমেন্ট দিয়ে গঠিত ছিল, ওটা এখন একশ বর্গমাইল ব্যাপী ভাঙাচুরা কংক্রিট এবং মোচড়ানো লোহার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

BanglaBook.org

যদিও বিল্ডিংগুলোকে বাইরে থেকে দেখলে দৃঢ় প্রকৃতির মনে হয়, কিন্তু বেশির ভাগ বিল্ডিং-ই আসলে ভূমিকম্প সামলানোর মতো অতোটা শক্তিশালী না। তাই, ভূমিকম্প শুরু হওয়ার ৩০ সেকেন্ডের মধ্যেই ওই বিল্ডিংগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সিটি হল হচ্ছে শিকাগোর পশ্চিম অংশের সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর স্থাপনা। এটি একদম ধ্বংস হয়ে গেল। এর ঢালাই লোহার কলাম টুকরো টুকরো হয়ে রাস্তার ওপরে পড়ে রইল। হল অফ জাস্টিসে কঙ্কালের মতো শুধু রডের কাঠামো দেখা যাচ্ছিল। একাডেমি অফ সায়েন্স এমনভাবে উধাও হয়ে গেল যেন এটা কোনো কালেই সেখানে ছিল না। পোস্ট অফিস বিল্ডিং তখনও দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু ওটা দিয়ে আর কাজ চালানো যাবে না। দ্য ম্যাজেস্টিক থিয়েটারের মঞ্চে আর কখনও কোনো নাটকের শো হবে না।

যেদিকেই চোখ বুলান না কেন, দেখা যাবে, কাঠ নির্মিত দুই বা তিন তলা বাসা মাতালের মতো নিচের দিকে ঝুঁকে আছে। অদ্ভুত ব্যাপার, ওগুলো অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ফাউন্ডেশন থেকে সরে গেছে ২০ ফুটের মতো। যদিও ওই সব বিল্ডিঙের বাইরের দেয়াল অক্ষত, কিন্তু ভেতরটা একদম ধ্বংসপ্রাপ্ত। ফ্লোর দেবে গিয়েছে, কড়িকাঠ জায়গা থেকে বিচ্ছিন্ন। ঘরের ভেতরের বাসিন্দারা থেঁতলে গিয়ে বাড়ির নিচের বেজমেন্টে দাফন হয়ে গিয়েছে। শহরের দরিদ্র অংশের সস্তা বাড়িগুলোর কোনো রকম প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল না। তাই ওগুলো ভূমিকম্পের শুরুতেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

ভূমিকম্পের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষেরা বিস্ময়ে একেবারে হতভম্ব। তাদের মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছে না। এমনকি ফিসফিসিয়েও কিছু বলতে পারছে না তারা।

ধুলোর বিশাল মেঘ থিতিয়ে আসতে শুরু করল। অন্যদিকে ভূপাতিত স্থাপনার তলায় চাপা পড়ে আহত বা ফাঁদে পড়া লোকদের চিৎকার চাপা আর্তনাদের মতো ভেসে বেড়াতে লাগল। ভূমিকম্পের প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে ওঠা গেলেও, আফটার-শকের কারণে মাটি এখনও থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। এর ফলে রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা দেয়ালগুলি কাঁপছে। তাদের এই কম্পনের ফলে অদ্ভুত ধরনের গুড়-গুড় ধ্বনি কানে বাজছে।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে অল্প কয়েকটি শহরকেই সান ফ্রান্সিসকোর মতো ভয়াবহ বিপর্যয়ের মাঝ দিয়ে যেতে হয়েছে।

আইজ্যাক এবং ম্যারিওন তখন একই বেডরুমের আলাদা দুটো বিছানায় শুয়ে আছে। ভূমিকম্পের ধাক্কায় ওগুলো কেঁপে উঠল। ওদের চারপাশের এপার্টমেন্ট-হাউজগুলো গুরুগম্ভীর গর্জনে দুলতে লাগল। জোরালো আওয়াজে ওদের কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড়। মেঝেতে বাসন-কোসন আছড়ে

BanglaBook.org

পড়ল, বুকশেলফ মেঝেতে ঢলে পড়ল, বইগুলোও ছড়িয়ে পড়ল এদিক-ওদিক, দেয়ালে ঝোলানো ছবিগুলো একদিকে কাত হয়ে গেল। পিয়ানোটি পাহাড় বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকা বোল্ডারের মতোন করে ক্রমশ ঢালু হতে থাকা মেঝে বেয়ে রাস্তায় পতিত হল। কারণ এপার্টমেন্ট-হাউজটির সামনের দিকের দেয়ালের পুরোটা বিল্ডিং-এর বাকি অংশ থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছে এবং ইট-পাথরকুচির বন্যা বইয়ে দিয়ে নিচের রাস্তায় গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে।

বেল ম্যারিওনের হাত আঁকড়ে ধরল এবং ওকে অর্ধেক বহন করে, অর্ধেক টানতে টানতে দরজার কাছে নিয়ে গেল। মাথার ওপর থেকে তখন দেয়ালের প্লাস্টার খসে খসে পড়ছিল। পরবর্তী ত্রিশ সেকেন্ড ধরে ওরা সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। ওখানটায় আওয়াজের পরিমাণ আরও বেশি কান ফাটানো। ওদের পায়ের তলার মেঝেটা যেন ঝড়ের মুখে পড়া সমুদ্রের মতো দুলছিল। ওরা মাত্র সাময়িক আশ্রয় পাওয়ার আশায় দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছেছে, ঠিক তখনই ছাদের ওপরে থাকা বিশালাকারের চিমনিটি হুমড়ি খেয়ে নিচে আছড়ে পড়ল, ওই চিমনি থেকে ওদের দূরত্ব দশ ফুটের বেশি কিছুতেই হবে না।

বেল বুঝতে পারল ওদের শহরে ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। ছোটবেলায় বাবা-মাকে নিয়ে চীন ভ্রমণের সময় ওকে একবার ভূমিকম্পের মুখে পড়তে হয়েছিল। সেই ভূমিকম্পটা ছিল সান ফ্রান্সিসকোতে হামলা করা ভূমিকম্পের মতোই ধ্বংসাত্মক।

বেল ম্যারিওনের ফ্যাঁকাসে চেহারার দিকে তাকাল, ম্যারিওন-ও তখন ওর দিকে চেয়ে আছে। মেয়েটি যেন ঘোরের মাঝে আছে, আতঙ্কে ওর শরীর-মন অবশ। বেল গম্ভীর ভঙ্গিতে হাসল, ওকে সাহস যোগানোর চেষ্টা করছে। শক ওয়েভের কারণে ড্রয়িং রুমের মেঝে টুকরো টুকরো হয়ে নিচের এপার্টমেন্টে আছড়ে পড়ল। বেল মনে কৌতূহল নিয়ে ভাবতে লাগল, ওখানকার বাসিন্দারা মারা গিয়েছে না-কি কোনো এক উপায়ে বেঁচে থাকার পথ করে নিয়েছে।

প্রায় পুরো এক মিনিট ওরা পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, দরজার ফ্রেম শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছে। ওদের চারপাশের দুনিয়া তখন পরিণত হয়েছে নরকে। যেন একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মাঝ দিয়ে যেতে হচ্ছিল ওদেরকে।

এরপর ধীরে ধীরে কাঁপুনি থিতিয়ে এল। এরপর এক ভয়ানক নীরবতা নেমে এল এপার্টমেন্টের ধ্বংসস্তূপের মাঝে। সিলিং থেকে পড়তে থাকা প্লাস্টারের কারণে তৈরি হওয়া ধুলার মেঘ ওদের নাকের ফুটো দিয়ে ঢুকে ওদের নিঃশ্বাস নেয়া কঠিন করে তুলল। ঠিক ওই মুহূর্তেই বেল-এর মনে

BanglaBook.org

পড়ল যে, ওরা তখনও পায়ের ওপরে ভর দিয়ে দাঁড়ানো। ম্যারিওনের পরনে পাতলা ফিনফিনে নাইট-গাউন আর বেল-এর নিজের পরনে একটা নাইট-শার্ট। সে দেখল প্লাস্টারের সূক্ষ্ম গুড়োর কারণে মেয়েটির চকচকে লম্বা চুল ধবধবে সাদা হয়ে গিয়েছে। ওই সূক্ষ্ম গুড়ো তখনও বাতাসে কুয়াশার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে।

বেল বেডরুমের দিকে তাকাল। বেডরুমটা দেখে মনে হচ্ছে, কেউ একজন সেখানে দশ-বারোটা ময়লার ঝুড়ি পুরোটা উপুড় করে দিয়েছিল। সেই কারণে এটার জিনিসপাতি মেঝের ওপরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে। সে ম্যারিওনের কোমর হাত জড়িয়ে ধরে ওকে টানতে টানতে কাপড় রাখার ওয়াড্রোবের কাছে নিয়ে গেল। ওই ওয়াড্রোবের হ্যাঙ্গারে তখনও জামা-কাপড় ঝুলছে, ধুলাবালি থেকে মুক্ত।

"যত তাড়াতাড়ি পারো তোমার জামা-কাপড় নিয়ে নাও," সে সিরিয়াস সুরে বলল। "এই বিল্ডিংটা যেকোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে।"

"কিন্তু কী হয়েছিল বলো তো?" মেয়েটি বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে জানতে চাইল। "কোনো বোমা বিস্ফোরণ না-কি?"

"না, আমার ধারণা এটা একটা ভূমিকম্প।"

মেয়েটি অবাক চোখে ওর ড্রয়িং রুমের বিপর্যস্ত চেহারার দিকে তাকাল। ওর চোখে পড়ল রাস্তার অপর পাশের ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপনাগুলো। "হায় ঈশ্বর!" মেয়েটি খাবি খেল। "ড্রয়িং রুমের সামনের দেয়ালটা দেখি উধাও হয়ে গেছে।" এরপর সে আবিষ্কার করল কিছু একটা জায়গা-মতো নেই। "ওহ, না, আমার দাদীমার পিয়ানো। এটা গেল কোথায়?"

"আমার মনে হয় এর অবশিষ্টাংশ এখন নিচের রাস্তায় পড়ে আছে," বেল কণ্ঠে সহানুভূতি নিয়ে উত্তর দিল। "এখন আর কোনো কথা না। তাড়াতাড়ি করে পোশাক পরে নাও। আমাদের এখানে থেকে বেরুতে হবে।"

মেয়েটি দৌড়ে ওয়াড্রোবের কাছে গেল। এরিমাঝে নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে ও। বেল দেখল এই মেয়ে ওদের চারপাশে পড়ে থাকা ইটের মতোই রাফ-এন্ড-টাফ। আগের রাতে পরে থাকা স্যুটটি নিজের গায়ে চাপিয়ে নিল বেল, আর ম্যারিওন শরীরে গলিয়ে নিল একটা সুতি-ব্লাউজ এবং এর ওপরে পরল একটা মোটা পশমি জ্যাকেট, যাতে সাগর থেকে ধেয়ে আসা শীতল বাতাসের বিপরীতে উষ্ণতা পাওয়া যায়। বেল অবাক হয়ে ভাবল, এই মেয়েতো দেখছি শুধু সুন্দরীই না, এর চিন্তা-ভাবনাও বেশ প্র্যাকটিক্যাল।

"আমার গহনা, ফ্যামিলি ফটো আর মূল্যবান জিনিসপাতির কী হবে?" সে জিজ্ঞেস করল। "ওগুলো কি আমার সাথে করে নিয়ে যাওয়া উচিত না?"

BanglaBook.org

"যদি দেখি যে বিল্ডিংটা জায়গা-মতো দাঁড়িয়ে আছে, ওগুলো নেয়ার জন্য পরে এক সময় আমরা আবারও আসবো।"

ওরা দুই মিনিটের মধ্যে পোশাক পরে নিল। এরপর মেঝেতে চিমনি পড়ার কারণে হওয়া মুখ হা করে থাকা চওড়া গর্তটিকে পাশ কাটিয়ে এল এবং উলটে যাওয়া ফার্নিচারটি পেরিয়ে এপার্টমেন্টের ফ্রন্ট ডোরের সামনে এসে উপস্থিত হল। একসময় যেখানে দেয়াল ছিল সেখানটা এখন একদম ফাঁকা। সেই ফাঁকা জায়গার মাঝ দিয়ে সে দেখল প্রতিবেশীরা রাস্তার মাঝখানে হতভম্বের মতো এদিক-ওদিক চরে বেড়াচ্ছে। ম্যারিওনের মনে হচ্ছিল সে যেন অন্য এক দুনিয়ায় পৌঁছে গিয়েছে।

দরজাটা শক্ত করে লেগে আছে। ভূমিকম্পের কারণে বিল্ডিংটা জায়গা থেকে নড়ে গেছে এবং দরজার কাঠামোর বিপরীতে এটি চাপ খেয়ে আটকে গেছে। বেল ভালো করেই জানে, কাঁধ দিয়ে দরজা ধাক্কা দিয়ে লাভ নেই। সেটা করলে ভীষণ বোকামো করা হবে। সে এক পায়ে ভারসাম্য রক্ষা করে অন্য পা দিয়ে দরজার গায়ে জোরালো আঘাত করল। কিন্তু দরজাটি খুলে যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখাতে ব্যর্থ হল। নিরুপায় ভঙ্গিতে রুমের চারপাশে তাকাতেই বেল অবাক হয়ে দেখল ম্যারিওন গায়ের জোর খাটিয়ে একটা ভারী সোফা তুলে নিচ্ছে। প্রাচীন কালে কাঠের গুঁড়ি দিয়ে দুর্গের প্রকাণ্ড দরজায় বারংবার আঘাত করে সেই দরজাটি ভেঙে ফেলা হত। এই পরিস্থিতিতে ভারী সোফাটিকে ঠিক সেভাবেই ব্যবহার করা হল। প্রথম দুটো চেষ্টায় কাজ হল না, কিন্তু তৃতীয়বারের গুঁতোয়, দরজাটি ভেঙে গেল এবং উন্মত্তের মতো কবাট থেকে খুলে এল।

সৌভাগ্যবশত, সিঁড়িটা তখনও আস্ত আছে। এটা দিয়ে সহজেই নিচের ফ্লোর পর্যন্ত চলে যাওয়া যাবে। বেল আর ম্যারিওন ওই সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে বাইরে বেরিয়ে এল। বাইরে বেরিয়েই দেখতে পেল এপার্টমেন্ট-হাউজের সামনে পাহাড়ের মতো উঁচু ধ্বংসাবশেষের স্তূপ পড়ে আছে। বিল্ডিং-এর সামনের অংশটিকে দেখে এমন মনে হচ্ছে যেন কোনো এক কসাই নিপুণ হাতে বিশালাকৃতির একটা ছুরি দিয়ে এটিকে সুন্দর করে একপাশ থেকে কেটে নিয়েছে।

মায়ের পিয়ানোটিকে থ্যাঁতলানো অবস্থায় ভাঙা পাথরকুচির ওপরে বসে থাকতে দেখে ম্যারিওন আচমকা থেমে গেল, ওর চোখ পানিতে ভরে উঠেছে। বেল লক্ষ করল দুজন লোক ধ্বংসাবশেষের মাঝ দিয়ে দুটো ঘোড়ায় টানা ওয়াগন নিয়ে পথ করে এগোচ্ছে। সে কয়েক মুহূর্তের জন্য ম্যারিওনকে সেখানেই রেখে ওদের কাছে হেঁটে গেল। এবং ওদের সাথে কিছুক্ষণ

BanglaBook.org

এমনভাবে আলোচনা করল যেন কিছু একটা নিয়ে দর কষাকষি করছে। এক পর্যায়ে ওরা সায় দিল, এবং বেল-ও ম্যারিওনের কাছে ফিরে এল।

"ওদের সাথে কী নিয়ে কথা বললে?" ম্যারিওন জিজ্ঞেস করল।

"আমি ওদেরকে ৫-হাজার ডলার দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছি। শর্ত হচ্ছে তোমার মায়ের পিয়ানোটিকে রেল-ইয়ার্ডের কাছে থাকা ক্রমওয়েলের গুদাম-ঘরে নিয়ে যেতে হবে। পরিস্থিতি যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে, আমি দেখব এটাকে যেন পুনরায় নির্মাণ করা হয়।"

"অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, আইজ্যাক।" বেল-এর গালে আলতো করে চুমু খেল ম্যারিওন। অবাক হয়ে গেল এই ভেবে যে, এমন বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মাঝেও একজন মানুষ এত ছোটখাটো বিষয় নিয়েও এমন সুবিবেচকের মতো চিন্তা করে কাজ করতে পারে কিভাবে!

রাস্তার মাঝখানে জড়ো হওয়া প্রচুর সংখ্যক মানুষদের চেহারা অদ্ভুত রকমের বিষন্ন। যদিও তাদের মাঝে কেউ চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বিলাপ করছে না, পাগলের মতো ছোটাছুটিও করছে না কেউ। তবে প্রত্যেকেই ফিসফিসিয়ে কথা বলছে, বেঁচে আছে জেনেই ওরা খুশি। কিন্তু ওদের জানা নেই এরপরে কী করবে বা কোথায় যাবে অথবা ভূমিকম্প আবারও আঘাত হানবে কি-না। অনেকের পরনেই এখনও রাতে ঘুমানোর পোশাক। মায়েরা তার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আগলে রেখেছে অথবা কোলের শিশুসন্তানকে শক্ত করে ধরে রেখেছে। অন্যদিকে পুরুষেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে ওদের বাড়িঘরের ক্ষয়ক্ষতি যাচাই করে দেখছে।

বেল এবং ম্যারিওন হেঁটে গিয়ে হাইড এবং লম্বার্ড স্ট্রিটের সংযোগ-বিন্দুতে পৌঁছাল। ওখানে গিয়ে দেখল, ক্যাবল কারের রেলিং সাপের মতো আঁকাবাঁকা হয়ে রাশিয়ান হিলের নিচের রাস্তায় পড়ে আছে। মাথার ওপরে আকাশে ঝুলে আছে ধুলার মেঘ, পূর্ব দিক থেকে আসা উপকূলীয় বাতাস উড়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

একসময়কার রাজকীয় শহরটি এখন পরিণত হয়েছে ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ স্তূপে।

প্রচুর সংখ্যক হোটেল এবং লজিং-হাউজ ধসে পড়েছে, যার ফলে মারা গিয়েছে শয়ে শয়ে মানুষ। ভূমিকম্প আঘাত হানার সময় আরাম করে ঘুমাচ্ছিল তারা। ভাঙা ইটের টুকরার তলায় ফাঁদে আটকা পড়া মানুষদের অসহায় চিৎকার আর আর্তনাদ যেন এখনও পাহাড়ের গায়ে লেগে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

হাজার-হাজার বৈদ্যুতিক খুঁটি নিচের দিকে মাথা নুইয়ে পড়ে আছে। ওগুলোর শক্ত-টানটান তার মাঝখান থেকে ছেঁড়া। চাবুকের মতো এদিক

BanglaBook.org

ওদিক দুলছে সেগুলো। ছিঁড়ে যাওয়া প্রান্ত থেকে মাঝেমাঝে আগুনের ফুলকি নির্গত হচ্ছে। একই সময়ে, যেসব পাইপ শহরে গ্যাস সরবরাহ করত, সেই পাইপগুলো মাঝখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে এবং এখন প্রাণঘাতী ধোঁয়া নির্গত করছে। ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাড়িগুলোতে, ওপর থেকে পতিত হওয়া চিমনিগুলোর কয়লা থেকে প্রজ্বলিত আগুন বাড়ির আসবাবপত্র এবং কাঠের কাঠামোকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিচ্ছে।

শীঘ্রই, বাতাসের বেগের কারণে বড়সড় আর ছোটখাটো আগুন মিলেমিশে এক হয়ে বিশাল এক অগ্নিকাণ্ডে রূপ নিল। মিনিট-খানেকের মধ্যে, শহরটা আগুন থেকে সৃষ্ট ধোঁয়ায় ঢেকে গেল। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সান ফ্রান্সিসকো শহরের তিন দিন লাগল। ততদিনে আগুনের কারণে কয়েক'শ মানুষের প্রাণহানি হল। অনেক আহত এবং ফাঁদে পড়া মানুষ, যাদেরকে সময়মতো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি তাদের নাম-পরিচয় হারিয়ে গেল দুনিয়া থেকে। তীব্র উত্তাপে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল ওদের দেহ।

"পরিস্থিতি আরও খারাপ, খুবই খারাপের দিকে যাবে," বেল ধীরে ধীরে বলল। সে ম্যারিওনের দিকে ঘুরল। "আমি চাই তুমি গোল্ডেন গেট পার্কে যাবে। ওখানে গেলে তুমি নিরাপদ। আমি সেখানে গিয়ে পরে তোমাকে খুঁজে বের করব।"

"কিন্তু তুমি কোথায় যাচ্ছ?" মেয়েটি ফিসফিসিয়ে বলল, একলা হয়ে যাবে এই চিন্তা মাথায় আসতেই আতঙ্ক অনুভব করছে সে।

"ভ্যান ডর্ন এজেন্সির অফিসে। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করার জন্য এখন এই শহরের প্রতিটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার এজেন্টকে থাকা দরকার।"

"আমি এখানে থাকতে পারব না কেন? আমি আমার এপার্টমেন্টের কাছাকাছি থাকতে চাই।"

বেল আরও একবার ক্রমেই বাড়তে থাকা আগুনের দিকে তাকাল। "তুমি এখানে থাকতে পারবে না। আগুন একসময় রাশিয়ান হিল পর্যন্ত পৌঁছাবেই। আর এটা স্রেফ কয়েক ঘণ্টা সময়ের ব্যাপার। তোমার কি মনে হয়, পায়ে হেঁটে পার্ক পর্যন্ত যেতে পারবে তো?"

"হ্যাঁ, সেটা আমি পারব," মেয়েটি উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলল। এরপর সে সামনে এগিয়ে ওর হাত দিয়ে বেল-এর গলা জড়িয়ে ধরল। "আমি তোমাকে ভালোবাসি, আইজ্যাক বেল। আমি তোমাকে হৃদয়ের গভীর থেকে ভালোবাসি।"

বেল ওর হাত-জোড়া ম্যারিওনের সরু কোমরে গলিয়ে দিয়ে মেয়েটির ঠোঁটে চুমু খেল। "আমিও তোমাকে ভালোবাসি, ম্যারিওন মরগান।" সে ওকে

BanglaBook.org

আলতো করে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়ার আগে কিছুটা দ্বিধায় ভুগল। "এখন, লক্ষ্মী মেয়ের মতো করে চলতে শুরু কর।"

"আমি তোমার জন্য পুকুরের ওপরের ব্রিজে অপেক্ষা করব।"

বেল লম্বা একটা মুহূর্ত ওর হাত ধরে রইল। এরপর মুখ ঘুরিয়ে মানুষের সমুদ্রে ঢুকে গেল। মানুষেরা সব রাস্তা ধরে সামনে এগিয়ে চলছে। ওরা বিল্ডিং-এর কাছ দূরে সরে যেতে চাইছে। কারণ, আফটার-শকের জন্য বিল্ডিংগুলো থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

রাশিয়ান হিল থেকে উঠে যাওয়া সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠতে লাগল বেল। এটা কয়েক জায়গায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ইউনিয়ন স্ট্রিটে যাওয়ার পথটা তাতে বন্ধ হয়ে যায়নি। যেতে যেতে সে চারপাশে তাকাল। ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি এত ব্যাপক যে সেটা ও আগে কল্পনাও করতে পারেনি।

যাত্রী বহন করার মতো কোনো বাহন রাস্তায় চলছে না। সকল মোটরগাড়ি (যার অনেকগুলো নতুন মডেলের এবং মাত্রই ডিলারের শো-রুম থেকে বের করে আনা হয়েছে) সেই সাথে ঘোড়ায়-টানা যানবাহনকে এম্বুলেন্স হিসেবে ব্যবহার করে আহত মানুষদেরকে ঠেকার কাজ চালানোর মতো হাসপাতালে নিয়ে আওয়া হচ্ছে। মানুষের মৃতদেহ, যেগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, তাদেরকে বহন করে গুদাম-ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওই গুদাম-ঘরগুলো এখন পরিণত হয়েছে অস্থায়ী মর্গে।

ফুটপাথের ওপরে দেয়াল আছড়ে পড়ার কারণে শুধু যে দুর্ভাগা মানুষদেরই মৃত্যু হয়েছে তা নয়, শহরে পণ্য পরিবহনের দায়িত্বে থাকা বহু ঘোড়ারও জীবন-প্রদীপ নিভে গিয়েছে। বেল দেখল, বিদ্যুতের খুঁটির আঘাতে চালকসহ একটি ঘোড়া থেঁতলে গিয়ে মাংসের পিণ্ডে পরিণত হয়েছে।

মার্কেট স্ট্রিটে পৌঁছে, বেল দেখতে পেল গবাদিপশুর একটা পাল তাদের খোঁয়াড় থেকে পালিয়ে রাস্তা ধরে ছুটে চলছে। ওদের পায়ের তলায় চাপা পড়ার ভয়ে, ধ্বংসাবশেষের আড়ালে গিয়ে মাথা নিচু করে আশ্রয় খোঁজার প্রয়াস পেল বেল। আতঙ্কে উন্মাদ হয়ে গিয়ে এই পশুগুলো রাস্তায় নেমে এসেছিল। কিন্তু আচমকা চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেল ওরা। ভূমিকম্পের কারণে রাস্তায় যে বিশালাকৃতির একটা ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল সেটাই ওই পশুগুলোকে গিলে নিল।

বেল নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না, কিভাবে শহরের রাস্তাঘাট, এর আশেপাশের চোখ ধাঁধানো সব বিল্ডিং ধ্বংস হয়ে গেল। গতকাল সন্ধ্যাতেও তো এগুলো ছিল। যানবাহনের বহর, কাজ শেষে বাড়ি ফেরা মানুষদের সুখী-পরিতৃপ্ত চেহারা-ও হারিয়ে গেছে। এখন শহরটা একদম

BanglaBook.org

অচেনা। উঁচু উঁচু বিল্ডিংগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো। বিল্ডিং-এর মোটা মোটা পিলার এবং অলংকরণ করা কার্নিসকে রাস্তার ফুটপাথের ওপরে আছড়ে ফেলা হয়েছে, ওগুলো এখন টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। অফিস এবং দোকানের জানালাগুলো সব চূর্ণ-বিচূর্ণ। সাইনবোর্ড, যেগুলোতে একসময় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেয়া থাকতো, সেগুলো এখন রাস্তায় থাকা ধ্বংসাবশেষের মাঝে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে শুয়ে আছে।

বেল যখন ধ্বংসস্তূপের মাঝ দিয়ে পথ করে করে এগোচ্ছিল, সে দেখতে পেল দক্ষিণ দিকে থাকা স্থাপনাগুলো থেকে আগ্নেয়গিরির মুখের মতো অগ্নিশিখা বের হচ্ছে। সে বুঝতে পারছিল, ওখানে থাকা ওই সব বড় বড় হোটেল, সরকারী বিল্ডিং, আকাশছোঁয়া দালান, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, থিয়েটার, এগুলো আগুনে পুড়ে কঙ্কালে পরিণত হওয়া স্রেফ সময়ের ব্যাপার। অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা সংখ্যায় খুব কম এবং শহরের প্রায় সব আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার লাইন ভূমিকম্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত। অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা অসহায়ের ব্যাঙের ছাতার মতো মাটি ফুঁড়ে উঠতে থাকা আগুনের সাথে লড়াই করছে, কিন্তু এই আগুন সামলানো ওদের সাধ্যের বাইরে।

আহত মানুষদের বয়ে নিয়ে যাওয়া বাহন এবং রাস্তায় পড়ে থাকা ইটের স্তূপকে পাশ কাটিয়ে বেল একপর্যায়ে কোনোমতে কল বিল্ডিং-এর কাছাকাছি হতে পারল। বারো-তলা বিল্ডিংটিকে বাইরে থেকে দেখে ভালো অবস্থাতেই আছে বলে মনে হলেও, বেল যখন হেঁটে গিয়ে এর কাছে গেল তখন দেখতে পেল বিল্ডিং-এর একপাশের বেস রাস্তার ফুটপাথের দিকে দুই ফুট সরে গিয়েছে।

ভেতরে ঢুকে দেখতে পেল, ভূমিকম্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কোনো লিফটই কাজ করছেনা। সে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে পাঁচ তলায় থাকা ভ্যান ডর্ন অফিসে গেল এবং সিলিং থেকে মেঝের ওপরে পতিত হওয়া প্লাস্টারের ঢিবির ওপরে পা ফেলল। প্লাস্টারের ওপরে থাকা পায়ের ছাপ দেখে বুঝতে পারল, ওর আগেও এই পথ দিয়ে আরও মানুষ গিয়েছে।

ভূমিকম্পের কারণে ফার্নিচারগুলো আর আগের অবস্থানে নেই, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

বেল হেঁটে গিয়ে কনফারেন্স রুমে ঢুকতেই চারজন ভ্যান ডর্ন এজেন্টকে দেখতে পেল, যার মাঝে আছে ব্রনসন-ও। বেলকে দেখতে তড়িঘড়ি করে ছুটে এল সে। "তুমি বেঁচে আছ? তোমাকে জীবিত দেখতে পেয়ে কী যে ভালো লাগছে! আমি তো ভয়ে ভয়ে ছিলাম যে, তুমিও হয়তো টনকে টন ইটপাথরের তলায় চাপা পড়ে আছ।"

BanglaBook.org

বেল কোনোমতে একটা হাসি দিল। "ম্যারিওনের বাড়ির সামনের দিকের দেয়াল উধাও, ওর এপার্টমেন্টেরও বিশৃঙ্খল অবস্থা।" সে একটু থেমে রুমের চারপাশে তাকাল। কার্টিসকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "আর্ট কোথায়?"

অন্যদের চেহারার দিকে এক পলক তাকাতেই একটু আগে করা ওর প্রশ্নটির উত্তর পেয়ে গেল বেল। "আর্ট নিখোঁজ। আমরা ধারনা করছি, সে আর বেঁচে নেই," ব্রনসন গম্ভীর চেহারায় বলল। "আর যতটুকু জানতে পেরেছি, আমার এজেন্টদের দুইজন হয় আহত হয়েছে বা মারা গিয়েছে। নিশ্চিত জানি না। এখানে যাদেরকে দেখছ, শুধু এরাই কোনো ইনজুরি ছাড়া বেঁচে আছে।"

বেল-এর বুকে এমন ব্যথা হল যেন একটা বেল্ট দিয়ে ওর শরীরটাকে কেউ শক্ত করে চেপে ধরেছে। বেল এর আগেও মৃত্যু দেখেছে, জানে এর মানে কী। কিন্তু ঘনিষ্ঠ কাউকে হারানোর যন্ত্রণা ভুলা সহজ না। "কার্টিস মৃত?" বেল বিড়বিড় করল। "সে ছিল একজন ভাল মানুষ, দারুণ একজন বন্ধু এবং আমি যত ডিটেকটিভের সাথে কাজ করেছি, সে-ই ছিল সেরা।"

"আমি-ও ভালো কিছু মানুষ হারিয়েছি," ব্রনসন ধীরে ধীরে বলল। "কিন্তু এই কষ্ট সহ্য করেই আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে।"

বেল ওর দিকে তাকাল। "তোমার পরিকল্পনা কী?"

"আমি চীফ অফ পুলিশের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে প্রস্তাব দিয়েছি, এই বিপদের সময়ে ভ্যান ডর্ন এজেন্সি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে ইচ্ছুক। অতীতে আমাদের ভেতরে বিভিন্ন সময়ে মতের অমিল হলেও, তিনি সানন্দে আমার সাহায্য গ্রহণ করতে রাজি হয়েছেন। লুটপাট ঠেকানো এবং মৃতদেহ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ি থেকে চুরি করা ওই সব লুটেরাদের গ্রেফতার করে নগর কারাগারে পাঠানোই হবে আমাদের প্রধান কাজ। আমাদের ভাগ্য ভালো, নগর কারাগারকে দুর্গের মতো মজবুত করে তৈরি করা হয়েছে, যেই কারণে এটি ভূমিকম্প হওয়া স্বত্বেও গুঁড়িয়ে যায়নি।"

"তোমাদের সাথে যোগ দিতে পারলে আমি খুশি হতাম, হোবাস। কিন্তু বুঝতেই পারছ, আমার আরেকটা জব আছে।"

"হ্যাঁ, আমি সেটা বুঝি," ব্রনসন শান্ত ভঙ্গিতে বলল। "জ্যাকব ক্রমওয়েল।"

বেল সায় দিল। "এই ভূমিকম্পের কারণে শহরের লণ্ডভণ্ড অবস্থা। দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য এরচে ভালো সুযোগ ক্রমওয়েল আর পেতে পারতো না। কিন্তু ওকে আমি পালাতে দিচ্ছি না।"

BanglaBook.org

ব্রনসন বেল-এর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। "ভাগ্য তোমার সহায় হোক, আইজ্যাক।" সে এরপরে একহাত দিয়ে রুমের চারপাশে ইশারা করল। "দেখো, এই বিল্ডিং নিরাপদ না। আর এটা যদি নিজে নিজেই ভেঙে না-ও পড়ে, এটা সম্ভবত ক্রমেই আমাদের কাছাকাছি হতে থাকা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, যাবতীয় রেকর্ড, খাতা-পত্র সাথে নিয়ে আমাদেরকে এই জায়গা ত্যাগ করতে হবে।"

"তাহলে এরপর কোথায় গিয়ে তোমার খোঁজ করব?"

"আমরা কাস্টমস-হাউজে একটা কমান্ড সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছি। ওটা তেমন একটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।"

"এখানে যা ঘটেছে তার একটা রিপোর্ট মিস্টার ভ্যান ডর্নকে দেয়া দরকার।"

ব্রনসন তার মাথা নাড়ল। "সেটা অসম্ভব। কোনো টেলিগ্রাফ লাইন কাজ করছে না।"

বেল ব্রনসনের সাথে হ্যান্ডশেক করল। "গুড লাক, হোরাস। ক্রমওয়েলের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর বের করতে পারলেই আমি তোমার সাথে যোগাযোগ করব।"

ব্রনসন হাসল। "আমি বাজি ধরে বলতে পারি, শিকাগোর যেখানে তুমি থাকো সেখানে কখনোই এরকম কিছু ঘটেনি।"

বেল-ও হাসল। "তুমি কি ১৮৭১ সালের গ্রেট শিকাগো ফায়ারের কথা ভুলে গেল। অন্তত এখানকার এই দুর্যোগটা এসেছে দৈব ঘটনা হিসেবে। শিকাগোরটা এসেছিল, একটা গরুর লণ্ঠনে লাথি মারার কারণে।"

শুভ বিদায় জানানোর পরে, বেল মুচড়ে যাওয়া সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করল। আবারও মার্কেট স্ট্রিটের ধ্বংসপ্রাপ্ত চেহারায় ফিরে এল ও। সে দ্রুততার সাথে পাথরকুচির মাঝ দিয়ে পথ করে নিল এবং জনতার ভিড় পেরিয়ে এল। ওই সব জনতা জড়ো হয়েছে আগুন দেখার জন্য, যেই আগুনে এখন চায়নাটাউনের সমস্ত অংশ জ্বলছে এবং ক্রমান্বয়ে সেটি শহরের প্রধান বিজনেস সেকশনের দিকে এগিয়ে চলছে।

সে প্যালেস হোটেলে পৌঁছাল, যেটার অবস্থা কল বিল্ডিং-এর থেকে ভালো। প্রবেশপথের ঠিক বাইরে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখার সাথে সাথে বেল তাকে চিনতে পারল: এনরিকো কারুসো। এই মানুষটিই গত রাতে গ্র্যান্ড অপেরা-হাউজে ডন হোসের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। সে ওর ভৃত্যের আসার জন্য অপেক্ষা করছিল। ভৃত্যটি তখন ট্রাংকটিকে নিয়ে ফুটপাথে রাখছিল। তার পরনে লম্বা, ভারী ফার-কোট। তিনি পাজামা পরে আছেন এবং

BanglaBook.org

একটি সিগার ফুঁকছেন, বেল যখন তাকে পেরিয়ে যাচ্ছিল, সে শুনতে পেল তিনি বিড়বিড় করে বলছেন, "এই জায়গাটা স্রেফ নরকে পরিণত হয়েছে। আমি আর এখানে আসছি না।"

বিদ্যুৎ না থাকায় লিফটগুলো কাজ করছে না, কিন্তু সিঁড়িগুলো তুলনামূলক পরিষ্কার, ধ্বংসাবশেষের পরিমাণ কম। ওর রুমে প্রবেশ করার পরে, বেল ওর কাপড়-চোপড় বাক্সবন্দী করা নিয়ে মাথা ঘামাল না। অহেতুক লাগেজের বোঝা বয়ে বেড়ানোর কোনো প্রয়োজন দেখছিল না ও। সে শুধু অল্প কয়েকটা ব্যক্তিগত আইটেম ছোটখাটো ভ্যালিসটির মধ্যে ছুঁড়ে দিল। সান ফ্রান্সিসকোতে জীবন খোয়ানোর মতো বড় কোনো হুমকি দেখতে না পাওয়ায় সে ওর কোল্ট .৪৫ এবং ডেরিঙ্গারটিকে হোটেল রুমে রেখে গিয়েছিল। কোল্টটিকে এবার সে ভ্যালিসে ঢুকাল এবং ডেরিঙ্গারটিকে হ্যাটের মধ্যে থাকা ছোটখাটো হোলস্টারে রাখল।

পায়ে হেঁটে পাওয়েল স্ট্রিট ধরে ক্রমওয়েলের প্রাসাদের দিকে যাওয়ার সময় বেল দেখতে পেল, কয়েকজন মানুষ প্রচণ্ড সংগ্রাম করছে ধ্বংসস্তূপ থেকে বিশাল একটা বীম উঁচু করে তুলে ধরার জন্য। ওই ধ্বংসস্তূপটির জায়গায় গতকাল-ও একটা হোটেল দাঁড়িয়ে ছিল। একজন মানুষ বেল-এর উদ্দেশ্যে ইশারা করে চিৎকার দিল, "আসো। আমাদের সাথে হাত লাগাও!"

লোকগুলো উন্মত্তের মতো কাজ করছে একটি মহিলাকে মুক্ত করার জন্য। মহিলাটি ধ্বংসাবশেষের মাঝে চাপা পড়েছে। তার চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ভগ্নাবশেষগুলো ভয়ানক-ভাবে আগুনে জ্বলছিল। মহিলাটির পরনে তখনও নাইট-গাউন, তার মাথা ভর্তি লম্বা, সোনালি চুল। বেল এক মুহূর্তের জন্য মহিলাটির হাত শক্ত করে ধরে কোমল সুরে তাকে ভরসা দিল, "দয়া করে সাহস হারাবেন না। আমরা আপনাকে মুক্ত করবোই।"

"আমার স্বামী আর আমার ছোট্ট মেয়েটা...ওরা নিরাপদে আছে তো?"

বেল মুখ তুলে উদ্ধারকারীদের মলিন চেহারার দিকে তাকাল। তাদের একজন ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। "ওদের সাথে শীঘ্রই আপনার দেখা হবে," সে বলল, আগুন কাছে এগিয়ে আসায় উত্তাপের তীব্রতা বাড়ছে।

বেল অন্যদেরকে সাথে নিয়ে সেই বীমটি তুলে ফেলার চেষ্টা করল। বীমটি ওই মহিলার পা-জোড়া চাপ দিয়ে ধরে রেখেছে, কিন্তু এটা ছিল পণ্ডশ্রম। ওই বীমের ওজন হবে প্রায় এক টন, মাত্র ৬ জন মানুষের পক্ষে এটি নড়ানো অসম্ভব। মহিলাটির সাহস আছে বলতে হবে। তিনি চুপ করে থেকে ওদের এই প্রচেষ্টা দেখতে লাগলেন। তবে, যখন তার নাইট-গাউনে আগুন ধরে গেল তখন তাকে কথা বলতেই হল।

BanglaBook.org

"প্লীজ!" মহিলাটি আর্তনাদ করে উঠলেন। "আমাকে আগুনে পুড়ে মারা যেতে দেবেন না!"

ছয়জনের একজন, ফায়ার-ম্যান, সে মহিলাটির নাম জানতে চাইল। এরপরে ওই নাম সে ওর পকেটে থাকা ছোট একটা কাগজে লিখে নিল। বাকি লোকেরা তীব্র উত্তাপ এবং ভয়-জাগানিয়া আগুন দেখে আতঙ্কিত ভঙ্গিতে পিছিয়ে গেল।

ততক্ষণে মহিলাটির নাইট-গাউনে আগুন ধরে গেছে। তিনি ভয়ে চিৎকার করতে শুরু করলেন। কোনোপ্রকার দ্বিধা না করে, বেল তার ডেরিঙ্গার পিস্তলটি তুলল এবং মহিলাটির দুই চোখের মাঝখানে কপালে গুলি করল। এরপরে, আর পেছনদিকে না তাকিয়ে, সে আর ফায়ার-ম্যান রাস্তার দিকে দৌড় দিল।

"তোমাকে এই কাজটা করতেই হত," ফায়ার-ম্যান ওকে সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, তার হাত বেল-এর কাঁধে রাখা। "আগুনে পুড়ে মারা যাওয়া সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু। তুমি তাকে সেই যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচিয়েছ।"

"হয়তো তুমি ঠিক কথাটাই বলছ," কথাটা বলতে গিয়ে চোখের পানি আটকাতে পারল না বেল। "কিন্তু এই স্মৃতিটা আমাকে মৃত্যুর আগ-মুহূর্ত পর্যন্ত তাড়া করবে।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৮

ক্রমওয়েল তার বিছানায় শোয়া অবস্থা থেকে জেগে উঠতেই দেখতে পেল তার ঘরের মধ্যিখানে থাকা ঝাড়বাতিটি উন্মত্ত পেন্ডুলামের মতো দুলছে। আসবাবপত্রগুলো এমনভাবে নাচানাচি করছিল যেন ওগুলোর ওপরে শয়তান ভর করেছে। শিয়াল শিকারের বড়সড় একটা পেইন্টিং জোরালো আওয়াজ করে দেয়াল থেকে খুলে গিয়ে মেঝেতে আছড়ে গেল। পুরো বাড়িটা কেঁপে উঠল ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে।

মার্গারেট টলতে টলতে ওর রুমে প্রবেশ করল। ভূমিকম্পের কারণে ওকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বেগ পেতে হচ্ছে। মেয়েটির পরনে নাইট-গাউন ছাড়া আর কিছু নেই। সে এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল যে রোব পরার কথাও মনে আসেনি। ওর চেহারা সাদা কবুতরের মতো ফ্যাঁকাসে হয়ে গেছে। ওর সোনালী-বাদামী চোখ আতংকে বড়-বড়, এবং ওর ঠোঁট তিরতির করে কাঁপছে।

"কী হচ্ছে এসব?" মেয়েটির নিঃশ্বাস আটকে এসেছে।

ক্রমওয়েল হাত বাড়িয়ে বোনকে নিজের কাছে টেনে আনল। "ভূমিকম্প হচ্ছে, ডিয়ার সিস্টার। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এটা একটু পরেই থেমে যাবে। সবচে খারাপ সময়টা আমরা পেরিয়ে এসেছি।"

জ্যাকবের কথা বলার ভঙ্গি শান্ত এবং ধীর-স্থির। কিন্তু মার্গারেট দেখতে পেল ভাইয়ের চোখে টেনশন খেলা করছে। "এই বাড়িটা আমাদের ওপরে আছড়ে পড়বে না তো?" মেয়েটি ভীত ভঙ্গিতে জানতে চাইল।

"এই বাড়ি? কোনোভাবেই না," সে দৃঢ়তার সাথে বলল। "এটাকে রক অফ জিব্রালটারের মতো মজবুত করে বানানো হয়েছে।"

এই কথা মুখ দিয়ে বের হয়েছে কী হয়নি, ওপরদিককার বিশালাকৃতির চিমনিটি হুমড়ি খেয়ে নিচে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সৌভাগ্যবশত, চিমনিগুলোকে বাড়ির দেয়ালের বাইরে নির্মাণ করা হয়েছে এবং ছাদকে গুড়িয়ে না দিয়েই বাইরের দিকে আছড়ে পড়ছে ওগুলো। ক্ষয়ক্ষতির বেশির ভাগই এসেছে বাইরের দিকের প্রাচীরের অংশ থেকে, যা বাড়িটিকে ঘিরে রেখেছে।

BanglaBook.org

ওদের আঙিনার দেয়ালে চিড় ধরল। এরপর বজ্রের গর্জনের মতো আওয়াজ সাথে নিয়ে হুড়মুড় করে সেটি মাটিতে পড়ে গুড়িয়ে গেল। অবশেষে, ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগল।

ভূমিকম্পের চরম অবস্থা সহ্য করেও এই বাড়িটি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। এর কাঠামোও নড়বড়ে হয়নি। শুধু বাইরের দিকের দেয়ালে ধ্বসে পড়া তিনটি চিমনি ছাড়া এটাকে আগের মতোই দেখাচ্ছে। আর যেহেতু ভেতরের দিকের দেয়াল পাথর দ্বারা আবৃত এবং সিলিং মেহগনি কাঠ দিয়ে বানানো হওয়া, তাই প্লাস্টার পড়ে কোনো ধুলার মেঘ তৈরি হয়নি।

"ওহ, ঈশ্বর," মার্গারেট অস্ফুট-স্বরে বলল। "আমরা এখন কী করব?"

"বাড়ির দেখভাল করতে হবে। সব চাকরদের জড়ো কর। দেখো, কেউ আহত হয়েছে কিনা। এরপর এই নোংরা পরিবেশ পরিষ্কার করার জন্য ওদেরকে কাজে লাগিয়ে দাও। বাইরে বাইরে এমন ভাব দেখাবে যে, বাড়ির অবস্থা আগের মতো ফিরিয়ে আনাটাই এই মুহূর্তে তোমার কাছে সবচে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মূল্যবান জিনিসপাতি এবং পোশাক, যেগুলো তোমার দরকারি সেগুলো প্যাকিং করা শুরু কর। মনে আছে তো, আমরা যে এই দেশ থেকে বেরিয়ে পড়তে যাচ্ছি?"

"তুমি ভ্যান ডর্ন এজেন্টদের কথা ভুলে যাচ্ছ," মেয়েটি বলল।

"এই ভূমিকম্প আমাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে। এই শহরে এখন বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছে। আমাদের ওপরে নজর রাখার চেয়ে বেল এবং ওর সাথের ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভদের হাতে এখন আরও জরুরী কাজ পড়ে আছে।"

"তুমি এখন কোথায় যাবে?" মার্গারেট ওর নাইট-গাউনটিকে শরীরের সাথে শক্ত করে বাঁধতে বাঁধতে জিজ্ঞেস করল।

"আমি ব্যাংকে যাচ্ছি। ব্যাংকে গিয়ে ভল্টে যত ক্যাশ টাকা পাব সব ট্রাংকে ভরব। বেশির ভাগ টাকাই অবশ্য গতকাল নিয়ে এসেছি। যখন সব টাকা প্যাকিং করা হয়ে যাবে, অ্যাবনার আর আমি ট্রাংকটিকে রোলসে করে গুদাম-ঘরে পাঠিয়ে দেব। এরপরে আমার বক্স-কারে ওগুলো লোড করে কানাডিয়ান সীমান্তে আমাদের যাত্রার জন্য প্রস্তুত হব।"

"তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে কাজটা খুব সহজ," মেয়েটি শুষ্ক কণ্ঠে বলল।

"প্ল্যান যত সহজ-সরল হবে, ততই ভালো।" সে বিছানা থেকে নেমে বাথরুমের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথ ধরল। "আগামীকালকের মধ্যে, সান ফ্রান্সিসকোতে আমাদের পাট চুকিয়ে যাবে এবং অল্প কয়েক মাসের মধ্যে, আমরা কানাডার মন্ট্রিলে নতুন একটা ব্যাংকিং সাম্রাজ্য খুলতে যাচ্ছি।"

BanglaBook.org

"আমাদের কত টাকা আছে?"

"আমি ইতোমধ্যে চারটি ভিন্ন প্রদেশের চারটি আলাদা আলাদা ব্যাংকে টেলিগ্রাফের মাধ্যমে পনেরো মিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছি," সে বলল। "এছাড়া আরও চার মিলিয়ন ডলার নগদ আমরা নিজেদের সাথে বহন করব।"

এবারে মার্গারেটের চেহারায় চওড়া হাসি ফুটল। ভূমিকম্পের আতঙ্ক হঠাৎ করে মন থেকে সরে গেছে। "বারো বছর আগে আমরা যখন সান ফ্রান্সিসকো আসি, তখনকার চেয়ে এই টাকার পরিমাণ বেশি।"

"অনেক অনেক বেশি," ক্রমওয়েল খুশি খুশি ভঙ্গিতে বলল। "সঠিকভাবে বলতে গেলে, উনিশ মিলিয়ন ডলার বেশি।"

কুশম্যান স্ট্রিটে ক্রমওয়েলের বাড়িতে এসে পৌছাল বেল। আর বিশ মিনিট আগে এলেই ওর সাথে ক্রমওয়েলের সাথে দেখা হয়ে যেত।

সে মনোযোগ দিয়ে বাড়িটিকে লক্ষ করল। বিস্ময়ের সাথে দেখল শহরের অন্য অংশের বিল্ডিঙে অবিশ্বাস্য ধ্বংসযজ্ঞ হলেও এই বাড়িটির খুব বেশি ক্ষতিসাধন হয়নি।

সে ধসে পড়া ইটের টিলা পেরিয়ে ফ্রন্ট ডোরের সামনে পৌছাল। এরপর দরজার নবে টোকা দিয়ে পিছিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। লম্বা এক মিনিট সময় পার হওয়ার পরে, দরজাটি সামান্য একটু ফাঁক হল এবং একজন হাউজ-কিপার সেই ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে বেল-এর দিকে তাকাল। "কী চাই?" মেয়েটি কর্তৃত্বের সাথে জিজ্ঞেস করল, ভূমিকম্পের আতঙ্কে সকল প্রকার আনুষ্ঠানিক সৌজন্যতা খুইয়ে বসেছে সে।

"আমি ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভ এজেন্সি থেকে এসেছি মিস্টার ক্রমওয়েলের সাথে দেখা করতে।"

"মিস্টার ক্রমওয়েল বাসায় নেই। ভয়াবহ ওই ভূমিকম্পের কিছুক্ষণ পরই তিনি বাসা থেকে বেরিয়ে গেছেন।"

কাচের দরজাকে একটি পর্দা আড়াল করে রেখেছে। সেই পর্দায় মাঝ দিয়ে সে দেখতে পেল একটি মানব-মূর্তি ওর দিকে এগিয়ে আসছে। "আপনি কি জানেন সে তার ব্যাংকে গিয়েছে কি-না?"

দরজার চৌকাঠে মার্গারেট দাঁড়াতেই হাউজ-কিপারটি পিছনে সরে গেল। সে স্থির-চোখে সিঁড়িতে দাঁড়ানো স্যুট পরা মানুষটির দিকে চেয়ে রইল। বেল-এর স্যুটে লেগে আছে প্রচুর পরিমাণে ঝুল, কালি, ময়লা। চেহারা ছাই লেগে কালচে হয়ে গেছে। প্রচুর মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখে চোখে ভর করেছে ক্লান্তি। মার্গারেট কোনোমতে ওকে চিনতে পারল।

"আইজ্যাক, এটা কি তুমি?"

BanglaBook.org

"যদিও গায়ের পোশাক কিছুটা নোংরা হয়ে গেছে। কিন্তু, হ্যাঁ, এটা আমিই।" সে মাথা থেকে হ্যাটটা নামাল। "তোমাকে দেখে ভালো লাগল, মার্গারেট। শরীরে কোনো আঘাত ছাড়াই যে তুমি বেঁচে আছ, এতে আমি খুশি।"

মার্গারেট চোখ বড়বড় করে বেল-এর দিকে এমনভাবে চেয়ে রইল যেন সে বেল-কে প্রথমবারের মতো দেখছে। মেয়েটি দরজা থেকে সরে দাঁড়াল। "প্লীজ, ভেতরে এসো।"

বেল ভেতরে প্রবেশ করতেই দেখল, মেয়েটি মেঝে নোংরা করে পড়ে থাকা জিনিসপাতিগুলো পরিষ্কার করার কাজে ব্যস্ত ছিল। নোংরা জিনিসের বেশিরভাগই ভেঙে যাওয়া চীনামাটির তৈরি মূর্তি, এবং টিফানি ল্যাম্পশেড। মেয়েটি পরনে লালচে কটন স্কার্ট এবং এপ্রনের নিচে একটি উলের তৈরি সোয়েটার। ওর চুল মাথার ওপরে আঁটসাঁটভাবে খোঁপা করে বাঁধা। চুলের একটা গোছা আবার ওর ঠোঁটের ওপরে আছড়ে পড়েছে। যদিও ওর উপস্থিতিতে কোনো আড়ম্বরতা নেই, তবুও ওর চারপাশের বাতাসকে সে পরিপূর্ণ করে রেখেছে মিষ্টি একটা সুবাস দিয়ে। পরনে সিল্কের দামী গাউন বা কাজ করার সময়কার সাধারণ পোশাক, যা-ই পরে থাকুক না কেন, মার্গারেট সবসময়ই দারুণ আকর্ষণীয় একজন মহিলা।

মেয়েটি ওকে পথ দেখিয়ে বৈঠকখানায় নিয়ে গেল এবং ফায়ারপ্লেসের পাশে একটা চেয়ারে বসার আহবান জানাল। "এক কাপ কফি দেয়ার কথা বলব?"

"এক কাপ কফির জন্য আমি আমার আত্মা-ও বিক্রি করে দিতে রাজি।"

মার্গারেট হাউজ-কিপারের দিকে তাকাল। হাউজ-কিপার এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিল। সে স্রেফ নড করল এবং এক দৌড়ে কিচেনের দিকে ছুটে গেল। বেল-এর সম্মোহিত চোখের দিকে তাকাতে অস্বস্তি বোধ করল মার্গারেট।

"জ্যাকবের সাথে কী দরকার তোমার?" কোনো ভূমিকা ছাড়াই বেলকে জিজ্ঞেস করল মার্গারেট।

"আমার মনে হয় এই প্রশ্নের উত্তর তুমি জানো," বেল নীরস কণ্ঠে জবাব দিল।

"তুমি আবারও ওকে অপহরণ করতে পারো না। সান ফ্রান্সিসকোতে তো নয়ই। এতদিনে নিশ্চয়ই এটা তোমার জানা হয়ে গেছে।"

"তুমি আর তোমার ভাই দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদদের ভালোই ঘুষ দিয়েছ," বেল তিক্ত কণ্ঠে এ-কথা বলে একবার থামল। এরপর চারপাশে তাকিয়ে দেখল ভৃত্যরা ঘরের মেঝে পরিষ্কার করছে, আসবাবপত্র ও সাজসজ্জা

BanglaBook.org

উপযুক্ত স্থানে বসিয়ে রাখছে। "বাড়ির অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে তোমরা এই শহরেই থাকবে বলে ঠিক করেছ।"

"কেন না?" মেয়েটি বলল, বিরক্ত হওয়ার ভান করছে। "এটা আমাদের শহর। আমরা এখানে সফল একটা ব্যাংকের মালিক। ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবও আছে। এখানকার দরিদ্র লোকদের জন্য আমাদের হৃদয় উন্মুক্ত। কী কারণে আমরা এই জায়গা ত্যাগ করতে যাব?"

বেল তো প্রায় মার্গারেটের কথা বিশ্বাস করেই ফেলেছিল। মেয়েটির মাথায় ভালো বুদ্ধি আছে, সে ভাবল। ব্রাউন প্যালেস হোটেলের যেই রাতে ওরা ড্যান্স করেছিল সেই রাতের কথা মনে পড়ে গেল। মেয়েটি আসলেই বেশ বুদ্ধিমতী।

"জ্যাকব কি এখন ব্যাংকে?"

"সে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বুঝতে ওখানে গেছে।"

"মার্কেট স্ট্রিটের অবস্থা আমি দেখে এসেছি। বেশির ভাগ বিল্ডিং-ই ধ্বংস হয়ে গেছে, কয়েকটা অবশ্য এখনও দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু দেখলাম যে, এতকিছুর পরেও ক্রমওয়েল ব্যাংক ওই নরকের মাঝেও টিকে আছে।"

মার্গারেটকে নিরুদ্বেগ দেখাল। "জ্যাকব ওই ব্যাংকটিকে হাজার বছর টিকে থাকার মতো করে বানিয়েছে। আর দেখতেই পাচ্ছ, একই কথা এই বাড়ির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।"

"ভালোই, মার্গারেট। তোমরা তাহলে শহর ত্যাগ করছ না।" বেল ভীষণ সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল। "কিন্তু আমি তোমাকে আর জ্যাকবকে আগেই সতর্ক করে দিচ্ছি। শহর ত্যাগ করার কথা মাথাতেও আনবে না।"

মার্গারেট ভয়ানক রেগে গিয়ে পায়ের ওপর খাড়া হল। "আমাকে হুমকি দেবে না। আর এক মুহূর্তের জন্যও ভেবো না যে আমার ভাইকে শাসানি দিয়ে পার পেয়ে যাবে। এগুলো সব তোমাদের ধাপ্পাবাজি, আইজ্যাক। এই শহরে তোমাদের কোনো ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই। তুমি আর কয়দিন আমাদের জ্বালাবে? তুমি চলে যাওয়ার পরেও আমি আর আমার ভাই বহুদিন এখানে থাকব।"

এবারে বেল ওর পায়ের ওপরে ভর দিল। "যা-হোক, এই ব্যাপারে আমি নিজের পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছি। এই শহরে আসলেই আমার কোনো প্রভাব নেই। রাজনীতিবিদরাও তোমাদের পকেটে। কিন্তু একবার যদি শহরের সীমানা অতিক্রম কর, তোমরা দুজন তখন আমার অধিকারে চলে আসবে। এ-ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারো।"

"বেরিয়ে যাও!" মেয়েটি ভীষণ রাগে হিসহিসিয়ে উঠল। "এখুনি বেরিয়ে যাও!"

BanglaBook.org

লম্বা একটা মুহূর্ত ধরে, ওরা জ্বলন্ত চোখে একে অপরের দিকে চেয়ে রইল।এরপর বেল ধীরে ধীরে চেয়ার থেকে উঠে মাথায় হ্যাট রাখল। এরপর ফ্রন্ট-ডোরের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

মার্গারেট লাফ দিয়ে পায়ের ওপর খাড়া হয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, "তুমি কখনও তোমার হাত আমার ভাইয়ের দিকে বাড়াতে পারবে না। হাজার বছরেও না! আমার লাশের কসম!"

বেল শেষবারের মতো একবার মেয়েটির দিকে তাকাল। "এ-কথা না বললেই মনে হয় ভালো করতে।" এরপর সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

অ্যাবনার দক্ষতার সাথে রোলস-রয়েসটিকে আঁকাবাঁকা পথে ঘুরিয়ে সাটার এবং হাইড স্ট্রিটের ক্রমওয়েল ন্যাশনাল ব্যাংকের সামনে নিয়ে এল। ইটের স্তূপ এবং রাস্তায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষকে এড়িয়ে এগোচ্ছে। এক কোনায়, একজন পুলিশ-ম্যান ওদের গাড়ি থামিয়ে অ্যাবনারকে হুকুম করল সে যেন গাড়িটিকে মেকানিকস প্যাভিলিয়নে নিয়ে যায়। মেকানিকস প্যাভিলিয়ন হচ্ছে বিরাট একটা বিল্ডিং এবং প্রাঙ্গণ, যার মাঝে আছে একটি বড়সড় আর্কাইভ। এখানে প্রায় সময়ই মেলা, স্পোর্টস ইভেন্ট এবং কনসার্টের আয়োজন করা হয়। ইমার্জেন্সি ফ্যাসিলিটির অপর্যাপ্ততার কারণে, শহরের অফিসিয়ালেরা প্যাভিলিয়নটিকে হাসপাতাল এবং মর্গে রূপান্তর করেছে। ওই পুলিশ-ম্যান ক্রমওয়েলকে জোরাজুরি করতে লাগল যেন সে রোলসটিকে আহত লোকদের বয়ে নিয়ে যাওয়ার অ্যাম্বুলেন্স হিসেবে ব্যবহারের জন্য দিয়ে দেয়।

"এই গাড়ির অন্য আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে," ক্রমওয়েল উদ্ধত ভঙ্গিতে বলল। সে স্পিকিং টিউবের মাঝ দিয়ে বলল : "ব্যাংকের দিকে চলতে থাকো, অ্যাবনার।"

ওই পুলিশ-ম্যান টান দিয়ে তার রিভলবারটা বের করে সেটার মুখ অ্যাবনার-এর দিকে তাক করল। "আমি ব্যক্তিগতভাবে এই গাড়িটির দখল নিজের জিম্মায় নিয়ে নিচ্ছি। আমি দেখব এটি যেন সরাসরি প্যাভিলিয়নে যায়, নাহলে গুলি করে তোমার ড্রাইভারের খুলি উড়িয়ে দেব এবং এমন কাউকে গাড়ি চালানোর ভার দেব, যার যথেষ্ট পরিমাণে ভদ্রতা-জ্ঞান আছে।"

ক্রমওয়েল এই কথাকে কোনো দামই দিল না। "বক্তৃতাটা দারুণ দিয়েছেন, অফিসার। কিন্তু এই গাড়ি আমার সাথেই থাকবে।"

পুলিশ-ম্যানের চেহারা রাগে জ্বলছে। সে তার রিভলবার নাড়াতে লাগল। "আমি আপনাকে দ্বিতীয়বার সতর্ক করব না..."

ওই পুলিশ-ম্যান কথা শেষ করতে পারল না, ক্রমওয়েলের কোল্ট .৩৮ রিভলবার থেকে বের হওয়া বুলেট তার বুকে ফুটো তৈরি করেছে। সে বিস্মিত

BanglaBook.org

চোখে এক মুহূর্ত ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল। এক সময় পুলিশটির হৃৎপিণ্ড থেমে গেল আর সে হাঁটু ভাঁজ করে ফুটপাতে লুটিয়ে পড়ল।

ক্রমওয়েলের চেহারায় কোনো দ্বিধা, উদ্বেগ বা অনুতাপ নেই। অ্যাবনার দ্রুততার সাথে ড্রাইভিং সিট থেকে বেরিয়ে মৃতদেহটি রাস্তা থেকে তুলে সেটিকে গাড়ির ফ্রন্ট সিটে বসিয়ে দিল। এরপর সে আবারও ওর হুইলের পেছনে পজিশন নিয়ে প্রথম গিয়ারে শিফট করে ড্রাইভ করতে লাগল।

রাস্তায় তখন ভয়ানক রকম হৈ-হট্টগোল। জনতা চিৎকার করছে, বিল্ডিং মাটিতে গুঁড়িয়ে যাওয়ার চাপা গর্জন, আগুন নেভানোর উপকরণের তীক্ষ্ণ আওয়াজ। এত আওয়াজের মাঝে একজন পুলিশ যে খুন হয়ে গেল, সেটা কারো নজরে পড়ল না। যেই অল্প কয়েকজন মানুষ তাকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখেছিল তারা ভাবল সে হয়তো আহত হয়েছে এবং যেহেতু একজন ড্রাইভার তাকে গাড়িতে তুলে নিচ্ছিল লোকজন ভাবল ড্রাইভার নিশ্চয়ই তাকে নিজের গাড়িতে করে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

"তুমি এই লাশ সরানোর ব্যবস্থা করতে পারবে?" ক্রমওয়েল ওর ড্রাইভারকে কথাটা এমনভাবে জিজ্ঞেস করল যেন সে তার চাকরকে বলছে একটা মৃত তেলাপোকাকে ময়লার পাত্রে ফেলে দিয়ে আসতে।

অ্যাবনার স্পিকিং টিউবের মাঝ দিয়ে বলল "আমি ব্যাপারটার দেখভাল করছি।"

"তোমার কাজ শেষ হলে পরে, গাড়ি ড্রাইভ করে ব্যাংকের পেছন দিকের ফ্রেইট-এন্ড-সার্ভিস এনট্রেন্সে যাবে। পেছনের দরজায় ঢুকে পড়বে। তোমার কাছে চাবি আছে। কয়েকটা ট্রাংক বহন করে গাড়িতে নিয়ে আসার ব্যাপারে তোমার সাহায্য লাগবে আমার।"

"ওকে, স্যার।"

রোলস-রয়েসটি সাটার এবং মার্কেট স্ট্রিটে পৌঁছাতেই ক্রমওয়েল দেখল ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসতে থাকা নরক এবং ধ্বংসযজ্ঞের বিশালতা। সে উদ্বিগ্ন চোখে ভাবতে লাগল, ওর ব্যাংকটি কি এই ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে আদৌ টিকে আছে? তবে ব্যাংক-বিল্ডিংটি দৃষ্টিসীমায় উপস্থিত হতেই ওর ক্রমবর্ধমান আতংক পরিণত হল বিজয়-গর্বে।

ভূমিকম্প সামাল দিয়ে ক্রমওয়েল ন্যাশনাল ব্যাংক প্রায় অক্ষত অবস্থায় জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ক্রমওয়েল একবার অহংকার করে বলেছিল, পাথরের তৈরি এই দৃঢ় কাঠামোটি হাজার বছর যাবত টিকবে।

বিল্ডিঙের কোনো দেয়াল বা কলাম পড়ে যায়নি। একমাত্র দৃশ্যমান ক্ষতি বলতে শুধু ভেঙে গুড়ো-গুড়ো হয়ে যাওয়া কাচের জানালা।

BanglaBook.org

অ্যাবনার রোলসটিকে থামিয়ে পেছনের দরজা খুলল। কয়েকজন ব্যাংক কর্মী সম্মুখ-প্রবেশদ্বারের সামনে ভিড় করেছিল। অভ্যাসবশত এখানে এসেছে ওরা। ওদের জানা নেই এছাড়া আর কিভাবে জীবনের এই দুঃখজনক পরিস্থিতির সামলে ওঠা যায়। ক্রমওয়েল গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে অর্ধেক পথ অতিক্রম করেছে মাত্র, তখনই কর্মচারীরা সবাই তাকে ঘিরে ধরল। প্রত্যেকে একসাথে কথা বলছে, অসংখ্য প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছে ক্রমওয়েলের দিকে। সে ওদেরকে চুপ করার ইঙ্গিত দিয়ে দুই হাত তুলল। এরপর ভরসা দেয়ার উদ্দেশ্যে বলল : "প্লীজ, প্লীজ, আমার কথা শুনুন। দয়া করে বাসায় চলে যান। আপনার পরিবারকে সঙ্গ দিন। এখানে আপনাদের কোনো কাজ নেই। আমি কথা দিচ্ছি এই ভয়াবহ দুর্যোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের বেতন-প্রদান বন্ধ হবে না এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ব্যবসায়িক কার্যক্রম আবারও শুরু করা হবে।"

এই প্রতিশ্রুতি ভিত্তিহীন। ব্যাংক বন্ধ থাকা অবস্থাতে কর্মীদের বেতন দেয়ার কোনো ইচ্ছেই ক্রমওয়েলের নেই। সে দেখতে পাচ্ছিল যে আগুনের শিখা শহরের বাণিজ্যিক এলাকা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। ব্যাংক বিল্ডিংকে পুড়িয়ে ফেলতে শুধু অল্প কয়েক ঘণ্টা বাকি। যদিও এই বিল্ডিঙের দেয়াল পাথরের তৈরি এবং মজবুত, কিন্তু ছাদের কড়িকাঠ আগুনের প্রতি খুব উচ্চমাত্রায় সংবেদনশীল, যেটা বিল্ডিংকে খুব দ্রুতগতিতে ফাঁপা খোলসে পরিণত করতে পারে।

ওর কর্মীরা ব্যাংক থেকে দূরে সরে যাওয়ার সাথে সাথে, ক্রমওয়েল তার কোট পকেট থেকে এক সেট পেতলের চাবি বের করে ফ্রন্ট ডোরের তালা খুলল। সে আবারও এটাকে লক করার কথা ভাবল না, জানে আগুন খুব শীঘ্রই বিল্ডিঙের ভেতরে থাকা সব রেকর্ড-পত্র পুড়িয়ে ফেলবে। সে সরাসরি ভল্টের দিকে গেল। ভল্টের টাইম-লক নামক তালাটির কম্বিনেশন আটটার আগে খুলবে না। এখন বাজে সাতটা পঁয়তাল্লিশ। ক্রমওয়েল শান্তভাবে হেঁটে গিয়ে লোন অফিসারের ডেস্কের লেদার চেয়ারে বসল। এরপরে ব্রেস্ট পকেটে রাখা কেস থেকে একটা সিগার বের করল।

সে এমন অনুভব করছে যেন, পরিস্থিতির ওপরে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে সক্ষম হয়েছে সে। চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগার জ্বালিয়ে সীলিংয়ে ধোঁয়ার একটা মেঘ সিলিং-এর দিকে ছুড়ে দিতে দিতে সে ভাবতে লাগল, এই ভূমিকম্প একদম উপযুক্ত সময়ে এসে হাজির হয়েছে। সে হয়তো কয়েক মিলিয়ন ডলার হারাবে, তবে বীমার কারণে ব্যাংক বিল্ডিং-এর যেকোনো প্রকার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া যাবে। ওর প্রতিযোগীরা ওদের সম্পদ কাস্টমারদের ঋণ দিয়ে বিনিয়োগ করেছে। কিন্তু ক্রমওয়েল ওর সম্পত্তি সবসময় নগদ

BanglaBook.org

টাকায় রাখে এবং বিনিয়োগ করে পেপার-ওয়ার্কে। যখন সবাই জেনে যাবে যে সে শহর ছেড়ে পালিয়েছে, ব্যাংক একজামিনারেরা শকুনের মতো ক্রমওয়েল ন্যাশনাল ব্যাংকে নেমে আসবে। ভাগ্য ভালো হলে, ওর ব্যাংকের আমানতকারীরা তাদের বিনিয়োগকৃত টাকার মাত্র দশ শতাংশ ফেরত পাবে।

ঠিক ৮টা বাজে, ভল্ট মেকানিজম ক্লিক ক্লিক শব্দে বেজে উঠল। কারণ, এর লকগুলো একের পর এক খুলে যাচ্ছে। ক্রমওয়েল হেঁটে গিয়ে ভল্টের কাছে গিয়ে হুইলটি ঘোরাল। এরপর সে টান দিয়ে ভল্টের দরজাটি খুলল।

৫টি লেদার-ট্রাংকে চার মিলিয়ন ডলার ভর্তি করতে ক্রমওয়েলের দুই ঘণ্টা সময় লাগল। অ্যাবনার ওর কাছে পৌঁছে ট্রাংকগুলোকে রোলস পর্যন্ত বয়ে নিতে সাহায্য করল। একটু আগেই সে পুলিশ-ম্যানের মৃতদেহ একটা হার্ডওয়্যার স্টোরের ধসে পড়া ফ্লোরে লুকিয়ে রেখেছে। এই আইরিশ-ম্যানটির গায়ের পাশবিক জোর ক্রমওয়েলকে সবসময়ই মুগ্ধ করে। সে নিজে মাত্র একটি টাকাভর্তি ট্রাংক ফ্লোর থেকে তুলতে পারল, কিন্তু এটাকে এক কাঁধে তুলে নিতে অ্যাবনারের তেমন কোনো কষ্টই হল না।

রোলসটিকে আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্রেইট এনট্র্যান্সে পার্ক করাল অ্যাবনার। এখানে সশস্ত্র ট্রাক এবং ওয়াগন থাকে, যেগুলো সান ফ্রান্সিসকো টাঁকশাল থেকে টাকার নোট বা কয়েন সরবরাহ করে। ক্রমওয়েল অ্যাবনারকে পেছনের কম্পার্টমেন্টে ট্রাংকগুলোকে লোড করতে সাহায্য করল, এরপর ঐ ট্রাংকগুলোকে কয়েকটা কম্বল দিয়ে আবৃত করা হল, ওগুলোকে সে তার প্রাসাদ থেকে নিয়ে এসেছিল। কম্বলের নিচে, সে ব্যাংকের লবির চেয়ার থেকে নেয়া কয়েকটা কুশন রাখল। ওগুলোকে এমনভাবে রাখল যাতে বাইরে থেকে দেখলে এটিকে মৃতদেহের মতো লাগে।

ক্রমওয়েল ভেতরে ঢুকল এবং ভল্টের দরজা খোলা রাখল যাতে এর অভ্যন্তরে থাকা জিনিসপাতিগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। এরপর সে হেঁটে গিয়ে রোলসে ঢুকে অ্যাবনারের পাশের সিটে গিয়ে বসল। "রেলইয়ার্ডে আমাদের ওয়্যারহাউজের দিকে ড্রাইভ কর," সে নির্দেশ দিল।

"যদি আমরা রেলইয়ার্ডে পৌঁছাতে চাই আমাদেরকে আগুন এড়িয়ে উত্তরের ডক দিয়ে ঘুরে আসতে হবে," অ্যাবনার বলল, গাড়িটিকে ফার্স্ট গিয়ারে শিফট করছে। সে চায়নাটাউনকে গ্রাস করা আগুন এড়িয়ে, উত্তর দিকের ব্ল্যাক পয়েন্টের দিকে যাত্রা শুরু করল। ইতোমধ্যে, কাঠের স্থাপনাগুলো পুড়ে ছাই। ভাঙা চিমনিগুলো দাঁড়িয়ে আছে কালচে হয়ে যাওয়া সমাধিপ্রস্তরের মতো করে।

গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার জন্য কয়েকটা রাস্তা যথেষ্ট পরিষ্কার, অ্যাবনার অনতিক্রম্য রাস্তাগুলো পেরিয়ে গেল কারণ সেসব রাস্তার ওপরে বিল্ডিং ধ্বসে

BanglaBook.org

পড়েছে। পুলিশরা রোলসটিকে দুবার আটকাল, ওরা গাড়িটিকে অ্যাম্বুলেন্স হিসেবে ব্যবহার করতে চায়, কিন্তু ক্রমওয়েল স্রেফ কম্বলের তলায় থাকা "কৃত্রিম" মৃতদেহের দিকে আঙুল তাক করে বলল ওরা লাশগুলোকে নিয়ে মর্গে যাওয়ার পথে আছে। পুলিশরা এ-কথা শুনে পিছিয়ে গেল এবং ওদের গাড়িকে ছেড়ে দেয়ার ইশারা করল।

উদ্বাস্তু লোকদের ভিড়ের মাঝ দিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে নিজের পথ তৈরি করে নিতে হল। এই উদ্বাস্তুরা নিজেদের সাথে যৎসামান্য মালপত্র বহন করছে। ওদের মাঝে কোনো আতঙ্ক নেই। জনতা এগোচ্ছে ধীরে ধীরে, মনে হচ্ছে যেন ওরা ছুটির দিন হওয়ায় রবিবারে হাঁটতে বেরিয়েছে। ওদের মাঝে ছোটখাটো আলাপচারিতা হচ্ছিল। দুর্যোগের আগে যেটা একসময় তাদের বাসস্থান ছিল সেদিকে শুধু অল্প কয়েকজন মানুষ পেছন ফিরে তাকাল।

কাছাকাছি একটা বিল্ডিংকে আগুন গ্রাস করে নিল। আগুনের তীব্রতা এবং দ্রুততার সাথে ছড়িয়ে পড়া দেখে ক্রমওয়েল অবাক হয়ে গেল। বিল্ডিংটি দুই কী তিন মিনিটের মধ্যে পরিণত হল একটা জ্বলন্ত মশালে। এরপর একটা আগুনে-ঝড় পুরো বিল্ডিং-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং পানি সেদ্ধ করতে যেই সময় লাগে তার আগেই বিল্ডিংটিকে সাবাড় করে দিল।

শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং আগুনের সাথে লড়াই করা ফায়ার-ম্যানদের সাহায্য করতে, আশপাশের মিলিটারি-স্থাপনায় থাকা সেনা-বাহিনীর লোকেরা ততক্ষণে আসতে শুরু করে দিয়েছে। আর্টিলারি, পদাতিক সৈন্যবাহিনী, অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীর দশটি কোম্পানি, সব মিলিয়ে সতেরোশো লোক, হাতে অস্ত্র এবং কোমরে কার্ট্রিজ নিয়ে মার্চ করতে করতে শহরে প্রবেশ করল। ওরা লুটেরাদের হাত থেকে ধ্বংসস্তূপ, ব্যাংক, দোকানের ভল্ট ও সিন্দুক, পোস্ট অফিস এবং টাঁকশাল লুট হওয়া ঠেকানোর জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে। ওদের ওপরে হুকুম দেয়া আছে চুরি ঠেকানোর জন্য ওরা ইচ্ছে করলে মানুষের ওপরে গুলিও চালাতে পারবে।

ওরা সৈন্যদের কাফেলা পার হয়ে গেল। সৈনিকেরা চারটি মোটরগাড়িতে চলছে, যার ব্যাকসিট ক্যালিফোর্নিয়া পাউডার ওয়ার্কস থেকে নিয়ে আসা ডিনামাইটের বাক্সে পরিপূর্ণ। মিনিট-খানেক সময়ের মধ্যে, এরিমাঝেই যথেষ্ট পরিমাণে বিধ্বস্ত শহরটি বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল। বাড়িঘর এবং দোকানপাটে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সেগুলোকে মাটির সাথে সমতল করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে আগুনের তেজ কমিয়ে আনা যায়। যুদ্ধে হেরে গিয়ে, অগ্নিকাণ্ডের আক্রমণ ঠেকানোর চূড়ান্ত প্রচেষ্টায় আর্মিরা ডিনামাইট দিয়ে পুরো ব্লকটাকে দ্রুতবেগে উড়িয়ে দিতে চাইল।

BanglaBook.org

ধোঁয়া আর মেঘের মাঝ দিয়ে একটা ফ্যাঁকাসে হলুদ আলো হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছিল। প্রান্তিক অঞ্চল বাদে শহরের ধ্বংসস্তূপের ওপরে কোনো সূর্যালোক পড়ছে না। সূর্য নামের বিদঘুটে গোলকটিকে লালচে দেখাচ্ছে এবং এর স্বাভাবিক আকারের চেয়ে একে আরও ছোট বলে মনে হচ্ছে। মিলিটারি সৈনিক, ফায়ার-ম্যান এবং পুলিশেরা অগ্নিশিখা থেকে পিছিয়ে গিয়ে গৃহহীন মানুষদেরকে তাড়া দিয়ে আসন্ন দুর্যোগ এড়ানোর জন্য পশ্চিমের দিকে ঠেলে দিল।

রাস্তায় পড়ে থাকা পাথরকুচি এড়াতে অ্যাবনার রোলসের হুইলে মোচড় দিল। মানুষেরা দলে দলে ফেরি টার্মিনালের দিকে যাচ্ছে, ওদের আশা উপসাগর পেরিয়ে অকল্যান্ডে যাবে।

অবশেষে, সে রেললাইনের আড়াআড়ি আসতে পারল এবং সেটাকে অনুসরণ করে সাউদার্ন প্যাসিফিক রেলইয়ার্ডে প্রবেশ করল। একটু পরেই সে ক্রমওয়েলের গুদাম-ঘরে পৌঁছাল। এবং লোডিং ডকে বসিয়ে রাখা বক্স-কারটির পাশে পার্ক করল। সে লক্ষ করল সিরিয়াল নম্বরটি এর এক পাশে আঁকা : ১৬৪৫৫।

বেল যে ওই বক্স-কারটিকে পর্যবেক্ষণে রেখেছে এই ব্যাপারটা ক্রমওয়েলের অজানা। তবে যেই এজেন্টকে এটির ওপরে নজর রাখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল ব্রনসন তাকে ভূমিকম্পের পরে অন্য আরেকটি কাজে যোগ দেয়ার জন্য ডেকে পাঠায়। সবকিছু ফিটফাট দেখাচ্ছিল। ক্রমওয়েল বক্স-কারের স্লাইডিং ডোরের প্যাডলকটি মনোযোগ দিয়ে দেখে নিশ্চিত হয়ে নিল যে ওটাতে কারুর হাত পড়েনি। সন্তুষ্টচিত্তে, সে ওই তালায় চাবি প্রবেশ করিয়ে তালাটি খুলল, যে তালা কিনা মূলত সুরক্ষার চেয়ে লোকদেখানোর উদ্দেশ্যেই লাগানো। এরপর সে বক্স-কারের তলায় হামাগুড়ি দিয়ে ট্র্যাপ-ডোরের মাঝ দিয়ে মাথা উঠিয়ে কার-এর ভেতরে প্রবেশ করল। ভেতরে ঢুকতেই, সে দরজাটিকে ভেতর থেকে আটকে রাখা ভারী হুড়কাটি ঘুরিয়ে বক্স-কারটি খুলল।

ওকে যদিও কোনো প্রকার নির্দেশনা দেয়া হয়নি, তবুও অ্যাবনার নিজে থেকেই টাকা ভর্তি ভারী-ভারী ট্রাংক বইতে শুরু করল। ওগুলোকে উঁচিয়ে বক্স-কারের মেঝেতে রাখল, অন্যদিকে ক্রমওয়েল সেগুলোকে টেনে আরও ভেতরে নিয়ে এল। চার মিলিয়ন ডলারের শেষ অংশটুকু লিমোজিন থেকে সরিয়ে নেয়া হলে পরে, ক্রমওয়েল অ্যাবনারের দিকে তাকিয়ে বলল, "এবার আমাদের বাসায় গিয়ে আমার বোন আর লাগেজগুলো সঙ্গে নিয়ে আবার এখানে ফিরে এসো। কেমন?"

BanglaBook.org

"আপনি এখানেই থাকছেন, মিস্টার ক্রমওয়েল?" অ্যাবনার জিজ্ঞেস করল।

ক্রমওয়েল সায় দিল। "আমাকে ডিসপ্যাচারের অফিসে গিয়ে কিছু কাজ সারতে হবে।"

অ্যাবনার জানে, গুদাম-ঘর থেকে নব-হিলের প্রাসাদ পর্যন্ত একটা রাউন্ড-ট্রিপ দেয়া প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। কিন্তু সে এ-ব্যাপারে কোনো প্রতিবাদ না করে ক্রমওয়েলকে স্যালুট দিয়ে বলল, "আপনার বোনকে এখানে নিরাপদে নিয়ে আসার জন্য আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।"

"যদি কেউ এই কাজ করতে পারে, সে হচ্ছে তুমি, অ্যাবনার," ক্রমওয়েল বলল। "তোমার ওপরে আমার পূর্ণ আস্থা আছে।"

ক্রমওয়েল এরপর বক্স-কারের স্লাইডিং-ডোর বন্ধ করে দিয়ে ট্র্যাপ-ডোরের মাঝ দিয়ে নিচে নেমে এল। অ্যাবনার রোলসটিকে ড্রাইভ করে বাঁকের কাছে নিয়ে গেল, সে দেখল ক্রমওয়েল নিজের জন্য পথ করে নিতে নিতে ডিসপ্যাচারের অফিসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৯

বেল বহু কষ্টে হেঁটে গিয়ে নব হিল পর্যন্ত পৌঁছাল। সেখানে গিয়ে দেখতে পেল একদল লোক ভূমিকম্পে ধ্বসে পড়া একটা হোটেলের ধ্বংসস্তূপ সরাচ্ছে। ওই ধ্বংসস্তূপ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া কাঠের বীম এবং ভাঙা ইট দিয়ে পরিপূর্ণ। ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে আছে ছোট একটি বালক। তার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না করার আওয়াজ ভেসে আসছে। বেল বাচ্চাটিকে উদ্ধারে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেল। অন্য সব লোকদেরকে সাথে নিয়ে উত্তেজিত ভঙ্গিতে কাজ করতে শুরু করল সে। নুড়ি-পাথরগুলো একপাশে ছুড়তে লাগল ওরা। এবং যেখান থেকে কান্নার স্বর ভেসে আসছে সেদিকটা লক্ষ্য করে গর্ত খুঁড়তে লাগল।

প্রায় এক ঘণ্টা কাজ করার পরে, ওরা অবশেষে ছোট একটা এয়ার-পকেটে পৌঁছাতে পারল। ওই এয়ার-পকেটটিই বালকটিকে থেঁতলে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে আসছিল। আরও বিশ মিনিট চেষ্টার পরে, ওরা বালকটিকে মুক্ত করতে সক্ষম হল। এরপর তাকে বহন করে একটি অপেক্ষমাণ গাড়ির কাছে নিয়ে যাওয়া হল, যেটা তাকে দ্রুতগতিতে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার মতো একটা ক্লিনিকে নিয়ে যাবে। শুধু ওর গোড়ালি বাদ দিলে, যেটা দেখে মনে হচ্ছে চিড় ধরেছে, এছাড়া ওই বালকটির দেহে আর বড় কোনো ক্ষতস্থান নেই।

বেল-এর কাছে মনে হল, ছোট বালকটির বয়স সম্ভবত ৫-এর বেশি হবে না। বালকটি তার বাবা-মায়ের জন্য কান্না করছিল। বালকটির কান্না করা দেখে যেই লোকগুলো ওকে বাঁচিয়েছে তারা গভীর দুঃখ নিয়ে একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। ওরা বালকটিকে কী করে বলবে যে, তার বাবা-মার দেহ খুব সম্ভবত ধ্বংস হয়ে যাওয়া হোটেলটির ভেতরে থেঁতলানো অবস্থায় পড়ে আছে। কোনো কথা না বলে, তারা আলাদা আলাদা পথে চলে গেল। ওদের মন দুঃখে ভারাক্রান্ত। কিন্তু আর কিছু না হোক, বালকটিকে ওরা যে অন্তত উদ্ধার করতে পেরেছে এতেই ওরা সন্তুষ্ট।

BanglaBook.org

আরও দুই ব্লক সামনে, বেল-এর চোখে পড়ল একদল লোক রাস্তা থেকে ইট সরিয়ে সেটা ফুটপাথে এনে জড়ো করছে। আর একজন সৈনিক তাদের কাজ তদারকি করছে। সুদর্শন চেহারার একজন লোককে দেখে বেল-এর মনে হল, একে সে কোথায় যেন দেখেছে। কিন্তু ওর পরিচয়টা ঠিক স্মরণে আসছে না। কৌতূহলের বশে, সে থামল এবং কাজ তদারকি করায় ব্যস্ত থাকা একজন বৃদ্ধ লোককে তার ব্যাপারে প্রশ্ন করল। সুদর্শন লোকটি তখন রাস্তা পরিষ্কার করার কাজে "ভলান্টিয়ার" করছিল।

"সে আমার ভাইপো," বৃদ্ধ লোকটি হাসতে হাসতে বলল, "ওর নাম জন ব্যারিমোর। সে একজন অভিনেতা, দ্য ডিক্টেটর নামে একটা নাটকে অভিনয় করছে।" লোকটা থামল। "না-কি আমি বলব, সে অভিনয় করত। কারণ ওই থিয়েটার ধ্বংস হয়ে গেছে।"

"আমার মনে হয় সেই কারণেই ওকে আমার চেনা চেনা লাগছিল," বেল বলল। "আমি তাকে শিকাগোতে ম্যাকবেথ নাটকে অভিনয় করতে দেখেছিলাম।"

লোকটি তার মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে হাসতে লাগল। "একে ঈশ্বরের কেরামতি ছাড়া আর কী বলা যায়? ভূমিকম্প হওয়ার কিছুক্ষণ আগে আর্মির লোকেরা ওকে কাজ করার জন্য ঘুম থেকে জেগে তুলেছিল।"

সৈনিকটি বেলকে রাস্তা থেকে ইট তোলার কাজে লাগিয়ে দিতে চাইল, কিন্তু বেল আবারও তার ভ্যান ডর্ন এজেন্সির আইডেন্টিফিকেশন কার্ড দেখিয়ে সে যাত্রা পার পেয়ে গেল। ততক্ষণে, জনতা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে আর রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য। শুধু আছে ঘোড়ার পিঠে চড়া কয়েকজন সৈনিক, আর অল্প কয়েক দর্শনার্থী, যারা আগুনের তেজ দেখার জন্য ওই এলাকার চারপাশে ঘোরাফেরা করছে।

আরও আট ব্লক পেরিয়ে বেল যতক্ষণে ক্রমওয়েলের ব্যাংকে পৌঁছাল, শহরের মার্কেট স্ট্রিটের উভয় পাশে তীব্রভাবে আগুন জ্বলছে। আগুনের দেয়াল ব্যাংক থেকে মাত্র আধ-ডজন ব্লক দূরে যখন সে ব্যাংকের ব্রোঞ্জ-নির্মিত বিশালাকৃতি দরজার সামনে পৌঁছাল। একজন তরুণ সৈনিক, বয়স আঠারোর বেশি হবে না, সে বেল-কে থামিয়ে রাইফেলের ডগায় লাগানো বেয়োনেট দেখিয়ে ওকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করল।

"যদি তুমি ব্যাংক লুটপাট করতে যাও, আজ তোমার মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না," সে ভয় ধরানো কণ্ঠে বলল।

বেল ভ্যান ডর্ন এজেন্ট হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়ে একটা মিথ্যা কথা বলল, "আমি এখানে এসেছি ব্যাংকটা চেক করতে, দেখতে চাইছি কোনো রেকর্ড বা মুদ্রা বাঁচাতে পারি কি-না।"

BanglaBook.org

সৈনিকটি তার রাইফেল নিচু করল। "ঠিক আছে, স্যার, আপনি যেতে পারেন।"

"আপনি আমার সাথে যোগ দিচ্ছেন না কেন? আপনার সাহায্য পেলে আমার কাজে আরও সুবিধা হবে।"

"দুঃখিত, স্যার," সৈনিকটি বলল, "আমাকে অর্ডার দেয়া হয়েছে লুটপাট ঠেকাতে আমি যেন রাস্তায় টহল দিই। আর আপনাকে একটা উপদেশ দিই, ভেতরে বেশি সময় থাকবেন না। ধরে নেয়া যায়, এক ঘণ্টার মধ্যেই আগুন এই এলাকায় পৌঁছে যাবে।"

"আমি সাবধান থাকব," বেল তাকে আশ্বস্ত করল। এরপর সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে ধাক্কা দিয়ে একটা দরজা খুলল, সৌভাগ্যবশত ক্রমওয়েল ওই দরজায় তালা লাগায়নি। খোলা-চোখে শুধু একটিই ক্ষয়-ক্ষতি নজরে পড়ছে, সেটা হচ্ছে দাগ পড়ে যাওয়া কাঁচের জানালা।

বেল বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল ভল্টের দরজা খোলা। সে ভেতরে ঢুকে দেখল বেশির ভাগ নগদ মুদ্রা সেখানে নেই। শুধু রুপা আর স্বর্ণ মুদ্রা, সেই সাথে কয়েকটা টাকার নোট, যার মূল্যমান ৫ ডলারের বেশি হবে না। সেগুলো টেলারের ড্রয়ারে পড়ে আছে। জ্যাকব ক্রমওয়েল এখানে এসে আবার চলে গেছে। বেল যখন বাচ্চাটির জীবন বাঁচাচ্ছিল, ক্রমওয়েল তখন ব্যাংকের নগদ টাকা সাফ করায় ব্যস্ত।

বেল-এর মনে এখন কোনো সন্দেহ নেই যে, ক্রমওয়েল শহর থেকে পালিয়ে সীমান্ত পেরোনোর জন্য এই প্রাকৃতিক দুর্যোগটিকে ব্যবহার করছে। বেল নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দিল, কারণ ওর লোকোমোবিলটি চালানোর অবস্থায় নেই। ধ্বংসস্তূপের মাঝ দিয়ে পায়ে হেঁটে চলাফেরা করতে হওয়ায় ওর সময়ের অপচয় হচ্ছে এবং দেহের শক্তিও নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে। সে ব্যাংক ত্যাগ করে কাস্টমস-হাউজে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হল, ওই পথেও আগুন আক্রমণ করেছে।

বেল-এর নির্দেশনা ম্যারিওন পুরোপুরি গ্রহণ করেনি। ওর দেয়া উপেদেশের বিপরীতে গিয়ে, সে কাঁপাকাঁপি করতে থাকা সিঁড়ি বেয়ে ওর এপার্টমেন্টে গিয়ে পৌঁছায়। একটা বড়সড় সুটকেসে তার ফ্যামিলি ফটোগ্রাফ, পার্সোনাল রেকর্ড, গহনা আর দামী কয়েকটা পোশাক গোছগাছ করে নেয়। মেয়েটি তার দুইটি গাউন আর রেশমি জামা ভাঁজ করতে করতে আপনমনে হাসল। শুধু একজন মেয়েই তার সুন্দর-সুন্দর জিনিস বাঁচাতে চাইবে, সে ভাবল। একজন পুরুষ তার দামী স্যুট বাঁচানোর জন্য হলেও এরকম ঝুঁকি নেবে না।

BanglaBook.org

ম্যারিওন ওই সুটকেস টানতে টানতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল এবং রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকা আর সব নতুনভাবে গৃহহীন মানুষের সাথে যোগ দিল। এই মানুষগুলোও ক্লান্ত ভঙ্গিতে ওদের ট্রাংক টানছে। ওই-সব ট্রাংক পূর্ণ হয়ে আছে সামান্য কিছু মালামাল, বিছানাপত্র এবং গৃহস্থালি সম্পত্তি দিয়ে। ওরা যখন ক্লান্ত পায়ে নিজেদের দেহকে টানতে টানতে পাহাড়ি পথ বেয়ে ওপরে উঠছিল, ওদের কেউ পেছন ফিরে তাদের বাসা এবং এপার্টমেন্টের দিকে তাকাল না। ওরা চাচ্ছে না ছিন্নভিন্ন এবং টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া ধ্বংসাবশেষ নিয়ে আর ভাবতে। যদিও আজকের দিনের আগ পর্যন্ত ওরা ওখানে শান্তিতে আর আরামে বসবাস করে আসছিল।

প্রায় দশ হাজার মানুষ আগুনের হাত থেকে পালানোর জন্য বাড়ি ছেড়েছে। তবে আশ্চর্যজনক ভাবে, ওদের মাঝে কোনো আতংক বা বিশৃঙ্খলা নেই। কোনো মেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না করেনি, কোনো পুরুষও তার দুর্ভাগ্যের জন্য রাগ প্রদর্শন করেনি।

ওদেরকে ঢালু পাহাড়ের ওপর-নিচ ধরে ভারী ট্রাংক টানাটানি করতে হয়েছে, ব্লকের পর ব্লক, মাইলের পর মাইল। একসময় এই বোঝা খুব বেশি ভারী হয়ে ওঠে। হাজারো ট্রাংক এবং তার ভেতরকার জিনিসপাতি পরিত্যাগ করা হয়েছে, কারণ তাদের মালিকদের শক্তি পুরোপুরি নিঃশেষিত, তারা আর সেগুলো টানতে টানতে পারছে না। কিছু মানুষ শাবল দিয়ে তাদের ট্রাংক খোলা জায়গায় পুঁতে রাখছে, ওদের আশা আগুন নিভে আসার পরে ওরা সেগুলো আবারও পুনরুদ্ধার করবে।

ম্যারিওনের মনের সাহস এবং আত্মবিশ্বাস নতুন একটা উচ্চতায় পৌঁছেছে, যেটার অস্তিত্ব সম্পর্কে সে এর আগে অবগত ছিল না। সে ওর সুটকেস এমনভাবে বহন করছিল অথবা টানাহেঁচড়া করছিল, যেন সে একটা ঘোরের মাঝে হারিয়ে গেছে। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একলা একলা পরিশ্রম করল। কিন্তু ওর পরিশ্রম করা দেখেও কোনো পুরুষ ওর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল না। সকল পুরুষ, এবং তাদের পরিবারের লোকেরা, তারা সবাই নিজেদের মালামাল রক্ষার কাজে ভীষণ রকম ব্যস্ত। এক পর্যায়ে, ম্যারিওন যখন ওর সুটকেস আর বইতে পারছিল না, একজন কিশোর ওর কাছে এসে ওকে জিজ্ঞেস করল ওর কোনো সাহায্য লাগবে কি-না। ওর সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য ম্যারিওন কাঁদতে কাঁদতে ছেলেটিকে ধন্যবাদ জানাল।

গোল্ডেন গেইট পার্ক পর্যন্ত পৌঁছাতে পৌঁছাতে ওদের ভোর ৫টা বেজে গেল। সেখানে ওদের সাথে দেখা হল একজন সৈনিকের। সৈনিকটি ওদেরকে

BanglaBook.org

একটা তাঁবু দেখিয়ে দিল যেটা রিফিউজিদের থাকার জন্য বানানো হয়েছে। ম্যারিওন ওরকম একটা তাঁবুতে প্রবেশ করল। এরপর বালকটিকে ধন্যবাদ দিল। সে ছেলেটিকে টাকা দিতে চাইলেও ছেলেটি টাকা নিতে অস্বীকৃতি জানাল। বালকটি এরপর খাটিয়ায় শুয়ে পড়ল এবং দশ সেকেন্ডের মধ্যে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

বেল কাস্টমসে পৌঁছাল। ওর মনে হচ্ছিল ওকে যেন আগুনের মাঝ দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে। যদিও রাতের শেষ-ভাগ, শহরটা প্রজ্বলিত হয়ে আছে ভূতুড়ে আর দোল খেতে থাকা কমলা রঙের আলোয়। জনতা আগুনের শিখার হাত থেকে বাঁচার জন্য পালাচ্ছে। তবে তার আগে নিজেদের বাড়ি এবং দোকানঘরে থাকা মালামাল দ্রুততার সাথে ওয়াগনে নেয়ার কথা ভুলছে না। আগুন কাস্টমস-হাউজকে তিন দিক থেকে ঘিরে ধরেছে এবং এবং হুমকি দিচ্ছে পুরো ব্লককে গিলে ফেলার। কাছাকাছি বিল্ডিংগুলোর ছাদে থাকা সৈনিকেরা আগুন নেভানোর জন্য এবং কাস্টমস-হাউজকে বাঁচানোর জন্য যুদ্ধ করছে। কাস্টমস-হাউজের উপরতলার ফ্লোরগুলো ভূমিকম্পে বাজে-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদিও নিচের দিককার ফ্লোরগুলোতে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, এবং এটি আর্মিদের একটা অপারেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আর্মির এই লোকগুলোকে ফায়ার হোস সরবরাহ করা এবং চালু রাখার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

বেল বিল্ডিঙের চারপাশে টহল দেয়া আর্মি গার্ডদের পেরিয়ে ভেতরে পা রাখল। মেইন লবির বাইরের একটা রুমে, সে দেখল কনফারেন্স টেবিলের সামনে ব্রনসন দুজন পুলিশ আর একজন আর্মি অফিসারের সাথে কথা বলছে। টেবিলে একটা বড় আকারের মানচিত্র বিছিয়ে রাখা।

ব্রনসন দেখল দরজার কাছে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, তার সারা দেহ ছাইয়ে ঢাকা, ঝুলকালি লেগে চেহারা কালো হয়ে গেছে। সে কয়েক সেকেন্ডের জন্য লোকটিকে চিনতে পারল না। এরপরে, তার সারা মুখে একটা হাসি ছড়িয়ে পড়ল। সে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল বেল-কে।

"আইজ্যাক, তোমাকে দেখে খুব খুশি লাগছে।"

"আমি সিটে বসলে তুমি কি কিছু মনে করবে, হোরাস?" বেল-এর শক্তি প্রায় শেষ। "আমাকে অনেক লম্বা পথ হাঁটতে হয়েছে।"

"অবশ্যই।" ব্রনসন তাকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল। "তোমার জন্য এক কাপ কফি নিয়ে আসি। আমাদের চারপাশে যদিও নরক গুলজার অবস্থা, কফি গরম করার কোনো ব্যবস্থা নেই--তবুও মানুষ এই ঠাণ্ডা কফিই খাচ্ছে।"

BanglaBook.org

"কফি পেলে ভালোই লাগবে, ধন্যবাদ।"

ব্রনসন ওকে এক কাপ কফি ঢেলে দিয়ে বেল-এর সামনে রাখা ডেস্কে বসে পড়ল। বাদামী চোখ, ঝাঁকড়া চুলের একজন লম্বা মানুষ ব্রনসনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে ধবধবে সাদা শার্ট এবং গলায় টাই লাগানো।

"তোমার জামা-কাপড়ের অবস্থা তো কেরোসিন," ব্রনসন বলল।

"জাহান্নামের মাঝ দিতে আসতে হয়েছে তো, তাই," বেল জবাব দিল।

ব্রনসন একজন আগন্তুকের দিকে ঘুরল। "আইজ্যাক, ইনি হচ্ছেন জ্যাক লন্ডন, লেখক। তিনি ভূমিকম্প নিয়ে একটা লেখা লিখছেন।"

বেল নড করল এবং চেয়ার থেকে না উঠেই তার সাথে হ্যান্ডশেক করল। "আমার তো মনে হয় আপনি ইতোমধ্যে দশটা বই লেখার মতো সরঞ্জাম পেয়ে গেছেন।"

"হয়তো একটাই লেখা হবে," জ্যাক লন্ডন মৃদু হেসে বলল। "আপনি কি আমাকে বলতে পারেন যে কী কী দেখেছেন?"

বেল লন্ডনকে সংক্ষিপ্তভাবে জানাল সে শহরের চারপাশে কী কী দেখেছে। তবে জ্বলন্ত ধ্বংসস্তূপের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মহিলার কপালে গুলি করার অংশটা বাদ দিল। বেল-এর কথা শেষ হতেই, ওকে ধন্যবাদ দিয়ে হেঁটে টেবিলের কাছে গিয়ে সেখানে বসল জ্যাক লন্ডন এবং নোটগুলো সাজানো শুরু করল।

"ক্রমওয়েলদের কী অবস্থা? সে আর ওর বোন কি বেঁচে আছে?"

"বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে এবং ওরা এখন দেশ ছাড়ার জন্য সীমান্তের দিকে রওনা হয়েছে।"

"তুমি নিশ্চিত?" ব্রনসন জানতে চাইল।

"ক্রমওয়েলের ব্যাংকে যেতে আমার অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। পাঁচ ডলারের ওপরে যত নোট আছে সব ভল্ট থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সে নিশ্চয়ই তিন বা চার মিলিয়ন ডলার নিয়ে পালিয়েছে।"

"সে শহর ত্যাগ করতে পারবে না। এই বিশৃঙ্খলার মাঝে এটা করা অসম্ভব। হাজার হাজার উদ্বাস্তু অকল্যান্ডে যাওয়ার চেষ্টা করছে, জাহাজ-ঘাটায় তাই মারাত্মক জ্যাম। ওই পরিমাণ টাকা স্রেফ দুটো সুটকেসে করে অন্য দেশে পাচার করার কোনো উপায় ওর নেই।"

"সে ঠিকই একটা পথ খুঁজে নেবে," বেল বলল, শীতল কফি পান করছে। ওর নিজেকে আবারও মানুষ-মানুষ বলে মনে হচ্ছে।

"মার্গারেটের কী অবস্থা? সে-ও ওর ভাইয়ের সাথে গেছে?"

BanglaBook.org

বেল ওর মাথা নাড়ল। "আমার জানা নেই। আমি দুপুরের আগে ওদের বাসায় গিয়েছিলাম। মার্গারেট এমন ভান করল যেন সে আর জ্যাকব শহরেই থাকবে এবং আদালতে আমাদের সাথে লড়াই করবে। পরে আমি খোঁজ নিয়ে দেখলাম যে ক্রমওয়েল তার ব্যাংকে থাকা টাকা-পয়সা নিয়ে পালিয়েছে, কিন্তু তখন আমার পক্ষে নব হিলে ফিরে যাওয়ার উপায় ছিল না কারণ আগুনের দেয়াল এগিয়ে আসছিল। আমি কোনোমতে এখানে এসে পৌঁছেছি।"

"আর ম্যারিওন?" ব্রনসন জানতে চাইল।

"আমি ওকে গোল্ডেন গেইট পার্কে পাঠিয়ে দিয়েছি। সে ওখানে নিরাপদ থাকবে।"

ব্রনসন জবাব দেয়ার জন্য মুখ খুলল, কিন্তু তার আগেই বারো বছরের এক বালক দৌড়ে রুমে ঢুকল। ছেলেটির পরনে ভারী সোয়েটার, মাথায় চওড়া ক্যাপ এবং পায়ে খাটো প্যান্ট। সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিল যে ছেলেটি লম্বা দূরত্ব দৌড়ে এসেছে, কারণ সে শ্বাস নিতে গিয়ে এমনভাবে হাফাচ্ছিল যে ওর কথা বলতেই কষ্ট হচ্ছিল।

"আমি... আমি... মিস্টার ব্রনসনের খোঁজ করছি," সে হাফাতে হাফাতে বলল।

ব্রনসন মুখ তুলে তাকাল, চেহারায় আগ্রহ। "আমিই ব্রনসন," সে উত্তর দিল। "আমার সাথে তোমার দরকারটা কী?"

"মিস্টার ল্যাশ..."

ব্রনসন বেল-এর দিকে তাকাল। "ল্যাশ আমার এজেন্টদের একজন। ভূমিকম্পের কিছু পরে হওয়া আমাদের মিটিঙে সে উপস্থিত ছিল। সে রেলইয়ার্ডে একটা সরকারী ওয়্যারহাউজ পাহারা দিচ্ছে। কী বলবে বলো, বাছা।"

"মিস্টার ল্যাশ বলল আমি যদি এখানে এসে তার শিখিয়ে দেয়া কথা আপনাকে বলি, আপনি আমাকে ৫ ডলার দেবেন।"

"৫ ডলার?" ব্রনসন বালকটির দিকে সন্দেহের চোখে তাকাল। "তোমার বয়সী একজন ছেলের জন্য এটা অনেক টাকা।"

বেল হাসল। ওয়ালেট থেকে দশ-ডলারের একটা নোট বের করে বালকটির হাতে ধরিয়ে দিল। "নাম কী তোমার?"

"স্টুয়ার্ট লথনার।"

"তুমি আগুন আর ধ্বংসস্তূপের মাঝ দিয়ে সেই রেলইয়ার্ড থেকে লম্বা একটা পথ দৌড়ে এসেছ," বেল বলল। "এই দশ ডলার নাও আর আমাদেরকে বলো ল্যাশ তোমাকে কী বলেছিল।"

BanglaBook.org

"মিস্টার ল্যাশ মিস্টার ব্রনসনকে বলতে বলল যে, ওই বক্স-কার, যেটা মিস্টার ক্রমওয়েলের ওয়্যারহাউজের সামনের রাখা ছিল, সেটা নেই।"

বেল বালকটির দিকে ঝুঁকে এল, ওর চেহারায় আচমকা মেঘ ভর করেছে। "আবারও বলো," সে নির্দেশ দিল।

বালকটি বেল-এর দিকে তাকাল, চোখে বিস্ময়। "তিনি বললেন মিস্টার ক্রমওয়েলের বক্স-কার উধাও হয়ে গেছে।"

বেল ব্রনসনের দিকে তাকাল। "ধুশ শালা! সে শহর ছেড়ে পালাচ্ছে।" এরপর সে বালকটিকে আরেকটা দশ-ডলারের নোট দিল। "তোমার বাবা-মা কোথায়?"

"তারা জেফারসন স্কোয়ারে খাবার সরবরাহ করার কাজে সাহায্য করছেন।"

"তুমি তাহলে উনাদের খোঁজ কর। তারা নিশ্চয়ই তোমার ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করছেন। আর, একটা ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছি, আগুন থেকে দূরে থাকবে।"

দশ-ডলারের দুটো নোটের দিকে ওয়ারেন বড় বড় চোখে চেয়ে রইল। "হায় ঈশ্বর, বিশ ডলার। থ্যাংকস, মিস্টার।" এরপর সে ঘুরল এবং এক দৌড়ে বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে গেল।

বেল ডেস্কের কাছে রাখা একটা চেয়ারে বসল। "একটা ট্রেন?" সে বিড়বিড় করল। "সে লোকোমোটিভ জোগাড় করবে কোত্থেকে?"

"আমি শুধু এটুকু জানি, প্রতিটি ফেরি এখন রিফিউজিতে পরিপূর্ণ যারা উপসাগর থেকে অকল্যান্ডে পালিয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে, সাউদার্ন প্যাসিফিক একশ মাইলের মধ্যে থাকা প্রতিটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনকে জড়ো করছে যাতে মানুষদেরকে ওই এলাকা থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া যায়। কোনোভাবেই সে একটা লোকোমোটিভ আর এটি চালানোর জন্য দরকারি ক্রু জোগাড় করতে পারবে না।"

"ওর বক্স-কার তো লোকোমোটিভ ইঞ্জিন ছাড়া রেললাইনে গড়াতে পারবে না।"

"বিশ্বাস কর," বলল ব্রনসন, "কোনো বক্স-কারকেই অকল্যান্ডে পৌঁছে দেয়া হবে না। চলন্ত ট্রেন বলতে শুধু পূর্ব দিক থেকে রিলিফ সাপ্লাই নিয়ে যেসব ট্রেন আসবে সেগুলো।"

বেল আবারও পায়ের ওপরে খাড়া হল, ওর চোখে শীতলতা এবং সেই চোখ ব্রনসনের ওপরে নিবদ্ধ। "হোরাস, আমার একটা গাড়ি লাগবে। হাঁটাহাঁটি করে কাজ করতে গেলে অনেক সময় অপচয় হবে।"

BanglaBook.org

"তুমি কোথায় যাবে?"

"আমাকে প্রথমেই ম্যারিওনের খোঁজ বের করে নিশ্চিত হতে হবে যে সে নিরাপদ," বেল উত্তর দিল। "এরপরের আমার গন্তব্য হবে রেলইয়ার্ড এবং ডিসপ্যাচার। যদি ক্রমওয়েল শহর থেকে বের হওয়ার জন্য কোনো ট্রেন ভাড়া নেয় বা চুরি করে, ডিসপ্যাচারের অফিসে তার অবশ্যই একটা রেকর্ড থাকবে।"

ব্রনসন শিয়ালের মতো দাঁত বের করে হাসল। "ফোর্ড মডেল কে দিয়ে কাজ চলবে?"

বেল অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। "নতুন মডেল কে-এর আছে ছয় সিলিন্ডারের ইঞ্জিন আর এটা ৪০ অশ্বশক্তি উৎপন্ন করতে পারে। তোমার কাছে এই গাড়ি আছে না-কি?"

"আমি এটা একজন ধনবান মুদি দোকানের মালিকের কাছ থেকে ধার নিয়েছি। এটা তোমার, যদি তুমি কথা দাও আগামীকাল দুপুরের মাঝে এটা ফেরত দেবে।"

"আমি তোমার কাছে ঋণী, হোরাস।"

ব্রনসন বেল-এর কাঁধে তার হাত রাখল। "ক্রমওয়েল আর ওর শয়তান বোনটাকে গ্রেফতার করতে পারলেই আমার দেনা শোধ হয়ে যাবে।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৪০

ম্যারিওন টানা ৬ ঘণ্টা ঘুমাল। জেগে উঠতেই দেখতে পেল, ওর তাঁবুতে সে ছাড়াও আরও ৫জন মহিলা আছে। একজন তার বিছানায় বসে আছে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। দুজনকে দেখে মনে হল তারা যেন ঘোরের মাঝে আছে, নানান চিন্তায় বিভোর। অন্যদিক অন্যরা পার্কে বানানো কিচেন ফ্যাসিলিটিতে কাজ করার মাধ্যমে ক্ষুধার্ত মানুষদের জন্য খাবার এগিয়ে দিচ্ছে। ম্যারিওন তার খাটিয়া থেকে উঠে পরনের জামাকাপড় টানটান করল। এরপরে তার নতুন হওয়া বন্ধুটিকে সাথে নিয়ে বড়সড় কয়েকটা তাঁবুতে পা রাখল, যেগুলো আর্মির লোকেরা ইমার্জেন্সি হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার করছে।

ম্যারিওন যখন বলল সে নার্স হিসেবে কাজ করতে চায়, একজন ডাক্তার তৎক্ষণাৎ তাকে একটা কাজ ধরিয়ে দিল। মেয়েটিকে অল্প পরিমাণ আহত কয়েকজন লোকের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ লাগাতে হবে। এই আহত লোকগুলোর ওই মুহূর্তে ডাক্তারের সার্ভিস পাওয়ার দরকার নেই। ডাক্তারেরা তখন মারাত্মকভাবে আহত হওয়া লোকদের জীবন বাঁচানোর জন্য সার্জারি করায় ব্যস্ত।

ম্যারিওনের এরপরে আর সময়ের দিকে খেয়াল রইল না। সে ঘুম আর ক্লান্তিকে পাত্তা না দিয়ে বাচ্চাদের আশ্রয়স্থলে কাজ করতে থাকল। অনেক বাচ্চা এই পরিস্থিতিতেও এত সাহসের পরিচয় দিল যে, ওর মন এসব দেখে ডুকরে কেঁদে উঠল। তিন-বছর-বয়স্ক ছোট একটা মেয়ের ক্ষতস্থান পরিচর্যা করছিল ম্যারিওন। এই বাচ্চা মেয়েটি ভূমিকম্পে তার পরিবার হারিয়েছে। মেয়েটা যখন তার রিনিঝিনি গলায় ম্যারিওনকে ধন্যবাদ দিল, ম্যারিওন চোখের পানি আটকাতে পারল না।

মেয়েটি পরের খাটিয়ার দিকে পা বাড়াল এবং হাঁটু গেড়ে একটি বালকের পাশে বসল। এই বালকটি পায়ে আঘাত পাওয়ায় কিছুক্ষণ আগে তার সার্জারি করা হয়েছে। ম্যারিওন বালকটির গায়ের ওপরে কম্বল টেনে দিল, এমন সময় অনুভব করল ওর পেছনে কেউ একজন এসে দাঁড়িয়েছে। এরপর ওর কানে এল একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর।

BanglaBook.org

"ক্ষমা করবেন, নার্স, কিন্তু আমার হাত অবশ-অবশ লাগছে। আপনি কি এটা সারিয়ে দিতে পারবেন?"

ম্যারিওন ঝট করে ঘুরল এবং আইজ্যাক বেল-এর উন্মুক্ত বাহুতে ছুড়ে দিল নিজেকে।

"ওহ, আইজ্যাক, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তুমি ভালো আছ। আমি তোমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছিলাম।"

বেল-এর চেহারায় কালিঝুলি মাখা, তবুও সে চওড়া হাসি হাসল। "পরনের পোশাক যদিও খুব ময়লা হয়ে গেছে, তবে এখনও সহিসালামতে বেঁচে আছি।"

"আমাকে খুঁজে পেলে কী করে?"

"ভুলে গেলে, আমি একজন ডিটেকটিভ? আর, ইমার্জেন্সি হাসপাতালই তো সবার আগে আমার চেক করার কথা। কারণ, আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম তুমি অবশ্যই ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের পদচিহ্ন অনুসরণ করবে। তোমার হৃদয় এত বিশাল যে তুমি নিশ্চিতভাবে বিপদাপন্ন মানুষকে সাহায্য করার জন্য ছুটে যাবে, বিশেষ করে শিশুদের।" বেল ওর হাতে চাপ দিয়ে ওর কানে ফিসফিস করে বলল। "আমি তোমাকে নিয়ে গর্বিত, মিসেস বেল।"

মেয়েটি এক-পা পিছিয়ে গেল এবং বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে ওর দিকে স্থির চেয়ে রইল। "মিসেস বেল?"

বেল-এর হাসি মলিন হল না। "প্রপোজ করার জন্য এই সময়টাকে যদিও ঠিক রোমান্টিক বলা যাবে না, তবুও বলি, তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?"

"আইজ্যাক বেল," মেয়েটি চিৎকার করে উঠল, "তোমার কত বড় সাহস তুমি আমার মন নিয়ে এমন খেলা খেলো।" এরপর ওর মন নরম হল। সে বেল-এর কাছে গিয়ে ওকে চুমু খেল। যখন ম্যারিওন ওকে ছেড়ে দিল, মেয়েটি হাসি হাসি মুখ করে বলল, "অবশ্যই আমি তোমাকে বিয়ে করব। এটা সারাদিনে পাওয়া আমার সেরা অফার।"

বেল-এর হাসি মলিন হয়ে গেল, ওর ঠোঁট-জোড়া চেপে বসল আর কণ্ঠস্বরে দেখা গেল কাঠিন্য। "কিন্তু আমি আর এক মিনিট-ও থাকতে পারছি না। ক্রমওয়েল আর মার্গারেট সান ফ্রান্সিসকো থেকে পালাচ্ছে। যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ আছে, আমি ক্রমওয়েলের মতো একটা খুনে বদমাশকে পালিয়ে দিতে যেতে পারি না।"

ওর কাঠিন্য দেখে ম্যারিওন আতংক অনুভব করল, সে বেল-কে তীব্রভাবে আলিঙ্গন করল। "এটা খুবই অস্বাভাবিক। কখনও দেখেছ যে কোনো প্রেমিক তার ভালোবাসার মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার পরপরেই কাজের উদ্দেশ্যে

BanglaBook.org

দৌড় দিচ্ছে?" মেয়েটি আবারও বেল-কে চুমু খেল। "তুমি অবশ্যই ফিরে আসবে, বুঝেছ আমার কথা?"

"যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব।"

"আমি এখানে অপেক্ষা করব।"

বেল ম্যারিওনের দুই হাত উঁচু করে দুটো হাতেই চুমু খেল। এরপর সে ঘুরল এবং ইমার্জেন্সি হাসপাতালের তাঁবু থেকে উধাও হয়ে গেল।

মার্গারেট সত্যিই পালিয়েছে কি-না সেটা দেখার জন্য বেল আর নব হিলে অবস্থিত ক্রমওয়েল ম্যানশনে যাওয়ার কথা বিবেচনা করল না। সে নিশ্চিত যে ওই মেয়েটি তার ভাইয়ের সাথে পালিয়ে গিয়েছে।

ধনী এবং প্রভাবশালী মানুষদের প্রাসাদগুলোতে আগুনের শিখা তাণ্ডবনৃত্য চালাচ্ছে। শহরের প্রতিটি অংশ থেকে কানে আসছে ধ্বংসের গর্জন। শুনা যাচ্ছে, দেয়ালগুলো গুড়িয়ে যাওয়ার গুড়গুড় ধ্বনি এবং ডিনামাইটের বিস্ফোরণ।

মডেল কে ফোর্ড গাড়িটা হালকা এবং দ্রুতগতির। আর এটা বেশ মজবুতও বটে। এটি পাহাড়ি ছাগলের মতো রাস্তার নুড়ি-পাথর চাপা দিয়ে ছুটে চলছে। নিজের অজ্ঞাতে, ক্রমওয়েল এবং অ্যাবনার যেই রুট ধরে পথ অতিক্রম করেছিল বেল প্রায় ঠিক সেই রুট ধরেই গাড়ি চালাচ্ছে। সে আগুন থেকে দূরে সরে উত্তর দিকের উপকূল ধরে ছুটছে। একটু পরেই সে ক্রমওয়েলের ওয়্যারহাউজের সামনে গাড়ি থামাল। লক্ষ করল, ক্রমওয়েলের বক্স-কার সেখানে নেই।

সুইচ ইঞ্জিন দিয়ে প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সাথে রেলকার সংযোজন করা হচ্ছে যাতে রিফিউজিদের অপসারণ করে স্টেটের দক্ষিণ অংশে নিয়ে যাওয়া যায়। অন্যদিকে লস এঞ্জেলেস থেকে খাবার এবং ওষুধ বোঝাই করে মালবাহী-রেলগাড়ি পাঠানো হচ্ছে। সে ফোর্ডটিকে ড্রাইভ করে রেলইয়ার্ডের মাঝ দিয়ে নিয়ে গেল যতক্ষণ না সে কাঠের তৈরি একটা বিল্ডিং-এ পৌঁছায়। বিল্ডিংটির ছাদে একটা সাইনবোর্ড টাঙানো, যাতে লেখা আছে ডিসপ্যাচারস অফিস। বেল গাড়িটি থেকে বের হয়ে ভেতরে পা রাখল।

ট্রেন ডিসপ্যাচ করার জন্য কয়েকজন ক্লার্ক ব্যস্ত ভঙ্গিতে কাগজপত্রের সামনে রেখে কাজ করছে। বেল যে ভেতরে প্রবেশ করল সেটা দেখার জন্য কেউ মুখ তুলল না। "কোথায় গেলে চীফ ডিসপ্যাচারকে খুঁজে পাওয়া যাবে?" সে তাড়াহুড়োর সাথে কাজ করা ক্লার্কের কাছে জানতে চাইল।

ক্লার্ক একটা দরজার দিকে নড করল। "ওখানে যান।"

বেল দেখল, ডিসপ্যাচার একটা বিরাট ব্ল্যাকবোর্ডে নম্বর লিখছে যেটা দেখাচ্ছে যেই রেললাইন রেলইয়ার্ড থেকে আসছে বা যাচ্ছে। ডেস্কের ওপরের

BanglaBook.org

একটা নাম-ফলকে লেখা আছে মর্টন গুড। সে একজন খাটো মানুষ, নাকটা বাজপাখির ঠোঁটের মতো ছুঁচালো। ব্ল্যাকবোর্ড দেখাচ্ছে ত্রিশটিরও বেশি আলাদা আলাদা ট্রেনকে ডিসপ্যাচ করা হয়েছে, সেগুলো রেলইয়ার্ড থেকে এমনভাবে ছড়িয়ে গেছে, যেন একটা মাকড়সার জাল। বেল বুঝতে চেষ্টা করল, এর কোনটিতে ক্রমওয়েলের বক্স-কার থাকতে পারে।

"মিস্টার গুড?"

গুড ঘাড় ঘোরাতেই এমন একজন মানুষকে দেখতে পেল যাকে দেখে মনে হচ্ছে সে এই মাত্র নরকের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ঘুরে এসেছে। "দেখতে পাচ্ছ না, আমি ব্যস্ত? শহরের বাইরে যাওয়ার কোনো ট্রেন ধরতে চাইলে, সাউদার্ন প্যাসিফিক ডিপোতে যাও।"

"আমার নাম বেল। আমি ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভ এজেন্সি থেকে আসছি। আমি সিরিয়াল নম্বর ১৬৪৫৫ এর একটা বক্স-কারের খোঁজ করছি।"

গুড বোর্ডের দিকে ইশারা করল। "সাউদার্ন প্যাসিফিক হাজার হাজার গৃহহীন মানুষকে শহরের বাইরে অকল্যান্ডে নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে আমরা প্যাসেঞ্জার ট্রেন জড়ো করছি যারা ওদেরকে ওই এলাকা থেকে সরিয়ে নেবে। চৌদ্দশরও বেশি রিলিফ-কার সারা দেশ থেকে এখানে ছুটে আসছে। উপসাগরের এই প্রান্তে যত প্যাসেঞ্জার ট্রেন এবং মালবাহী ট্রেন আছে, সব এই স্টেটের আশপাশ দিয়ে চলাচল করছে। তুমি কিভাবে আশা কর, আমি স্রেফ একটা বক্স-কারের খোঁজ তোমাকে দিতে পারব?"

বেল গুডের চোখ-জোড়া খুঁটিয়ে দেখল। "এই বিশেষ বক্স-কারটির মালিক হচ্ছে জ্যাকব ক্রমওয়েল।"

ওর চেহারা দেখেই বেল আন্দাজ করতে পারল, এই নামের লোককে সে চেনে। "আমি কোনো জ্যাকব ক্রমওয়েলকে চিনি না।" গুড চোখে শঙ্কা নিয়ে বেল-এর দিকে তাকাল। "তুমি কী নিয়ে কথা বলছ?"

"তুমি একটা লোকোমোটিভ ডিসপ্যাচ করেছ, যাতে ওই ইঞ্জিনটি ওর প্রাইভেট বক্স-কারকে টানতে পারে।"

"তুমি পাগলের প্রলাপ বকছ। এমন একটা জরুরী পরিস্থিতিতে আমি কিছুতেই একটা ব্যক্তিগত ট্রেনের জন্য ইঞ্জিন ডিসপ্যাচ করব না।"

"তা সে তোমাকে কত টাকা দিয়েছে?"

ডিসপ্যাচার তার হাত উঁচু করল। "অচেনা একটা লোক আমাকে টাকা দিতে যাবে কেন? আজব তো!"

গুডের মিথ্যা কথাকে বেল পাত্তা দিল না। "ক্রমওয়েলের ট্রেনের গন্তব্য কোথায়?"

BanglaBook.org

"এখন, আমার কথা ভালো করে শোনো," গুড বলল, ওর চোখে ভয়ের আভাস দেখা যাচ্ছে। "আমি চাই তুমি এখনই এখান থেকে চলে যাবে। তুমি ভ্যান ডর্ন এজেন্ট হও আর যাই হও তাতে আমার কিছু যায় আসে না।"

বেল তার হ্যাট সরিয়ে এমন একটা ভঙ্গি করল যেন সে এর ভেতরটা পরিষ্কার করছে। পরের মুহূর্তটা ডিসপ্যাচার আজীবন মনে রাখবে। কারণ একটা ডেরিঙ্গার ওর দিকে মুখ করে চেয়ে আছে। বেল এর টুইন-ব্যারেল গুডের বাম চোখের কোটর বরাবর তাক করল, "যদি তুমি ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে সত্যি কথা না বলো, আমি গুলি করে তোমার ঘুলি বের করে দেব। তুমি কি সেটাই চাও?"

গুড আতঙ্কিত চোখে ডেরিঙ্গারের দিকে চেয়ে রইল। "তুমি একটা উন্মাদ।"

"তোমার হাতে আর ৫০ সেকেন্ড সময় আছে।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও, বলছি!" গুড ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল। "ক্রমওয়েল এখানে এসেছিল। সে আমাকে দশ হাজার ডলার নগদ দিয়েছে, যাতে আমি ওর বক্স-কারকে একটা দ্রুতগতির লোকোমোটিভের সাথে জুড়ে দিই এবং ট্রেনটিকে দক্ষিণের রেললাইনের দিকে পরিচালিত করি।"

বেল ওর দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল। "দক্ষিণ?"

"শহর থেকে বের হওয়ার এটাই একমাত্র পথ," গুড জবাব দিল। "সকল ট্রেন ফেরি মানুষকে অকল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া এবং রিলিফ ট্রেনকে নিয়ে আসায় ব্যস্ত। অন্য কোনো পথে ওর যাওয়ার উপায় নেই।"

"ওর রুট কিভাবে ঠিক করা হয়েছে?"

"প্রথমে সান হোসে, এরপর উপসাগর ঘুরে উত্তরে যতক্ষণ না ওর ট্রেন পূর্ব দিকে মোড় নেয়। এরপর নেভাদা পেরিয়ে যেতে হবে সল্ট লেক সিটি।"

"কতক্ষণ আগে সে রেলইয়ার্ড ত্যাগ করেছে?" বেল জানতে চাইল।

"প্রায় চার ঘণ্টা।"

বেল চাপ বজায় রাখল। "সে কতক্ষণে সল্ট লেক সিটিতে পৌঁছাবে?"

গুড তার মাথা এদিক-ওদিক নাড়ল। "বলতে পারছি না। ওর ইঞ্জিনিয়ারকে সাইড্‌ট্র্যাকে প্রচুর সময় ব্যয় করতে হবে যেন রিলিফ ট্রেনগুলো ঝড়ের বেগে চলে যেতে পারে। যদি ওর ভাগ্য ভালো হয়, সে ওই ট্রেন নিয়ে আগামীকাল দুপুরের শেষ ভাগে সল্ট লেকে পৌঁছাবে।"

"ক্রমওয়েলের প্রাইভেট বক্স-কার টানার জন্য তুমি কী টাইপের ইঞ্জিন দিয়েছ?"

গুড ডেস্কের ওপরে ঝুঁকে এল এবং বড়সড় একটা খতিয়ানে লেখা নোটেশনগুলো চেক করল। "আমি ওকে ৩০২৫ নম্বর ইঞ্জিন দিয়েছি। ওটা একটা ৪-৬-২ প্যাসিফিক।"

BanglaBook.org

"দ্রুতগতির ইঞ্জিন?"

গুড সায় দিল। "এরচে দ্রুতগতির ইঞ্জিন আমাদের তেমন একটা নেই।"

"অমন একটা ইঞ্জিন কখন পাওয়া যাবে?"

"কেন জানতে চাচ্ছ?"

"তোমাদের সবচে দ্রুতগতির ইঞ্জিনটি আমি চাই," বেল উত্তর দিল, ডেরিঙ্গার দেখিয়ে গুডকে ভয় প্রদর্শন করছে। "এটা মারাত্মক জরুরী অবস্থা। আমাকে ক্রমওয়েলের ট্রেন ধরতেই হবে।"

গুড ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে একবার তাকাল। "আমার কাছে ৩৪৫৫ নম্বর আছে, ওটা একটা ৪-৪-২ বাল্ডউইন আটলান্টিক। এটা প্যাসিফিকের চেয়ে দ্রুতগতির। কিন্তু ইঞ্জিনটা মেরামতের জন্য অকল্যান্ড ইয়ার্ডে পড়ে আছে।"

"চালানোর জন্য প্রস্তুত হতে ওটার কতক্ষণ লাগবে?"

"রিপেয়ার শপে এটা রেডি করতে আর তিন ঘণ্টা লাগতে পারে।"

"আমি তাহলে এটা নিচ্ছি," বেল বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করল না। "এটা যতটুকু সময়ের জন্য ব্যবহার হবে, তার খরচ ভ্যান ডর্ন এজেন্সির নামে চার্জ কোরো।"

গুডকে দেখে মনে হল সে আপত্তি জানাবে এবং বেল-এর সাথে তর্ক জুড়ে দেবে। কিন্তু, বেল-এর হাতে ধরা ডেরিঙ্গারটির দিকে তাকিয়ে, সে মত-পরিবর্তন করল। "যদি তুমি আমার ব্যাপারে রিপোর্ট কর, আমি চাকরি হারাব, আমাকে এ-জন্য জেলেও যেতে হতে পারে।"

"শুধু আমাকে ওই ইঞ্জিনটা আর সান হোসে থেকে সল্ট লেক সিটি যাওয়ার রুট পারমিট দাও। এ-কাজ করলে আমি কাউকে কিছু বলব না।"

গুড ধন্যবাদ দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল এবং ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভ এজেন্সির নামে দরকারি কাগজ-পত্র প্রস্তুত করতে শুরু করল। ওর কাজ শেষ হতেই, বেল কাগজগুলো হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ সেটা পড়ল। সন্তুষ্ট হলে পরে, সে আর কোনো কথা না বলে অফিস ত্যাগ করল। এরপর চড়ে বসল ওর ফোর্ডে এবং গাড়িটিকে ড্রাইভ করিয়ে ফেরি বিল্ডিঙে নিয়ে গেল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৪১

ফেরি বিল্ডিং-এর কাছাকাছি হওয়ার সময়, বেল ওর মাথার ওপর একটা কম্বল ছুড়ে দিল। ওকে তখন ছাইয়ের বৃষ্টির মাঝ দিয়ে গাড়ি চালাতে হচ্ছিল। সে দেখতে পেল চায়না-টাউন পেছনে ফেলে এসেছে। ফেরি বিল্ডিঙের ক্লক-টাওয়ার ছাড়া আর সবকিছু ঠিকঠাক আছে। বেল লক্ষ করল, ঘড়ির কাঁটা ৫:১২তে থেমে আছে, ঠিক ওই সময়েই ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল।

ফেরি বিল্ডিং-এর আশপাশের রাস্তাঘাট দেখে মনে হচ্ছিল ওখানে যেন দাঙ্গা-হাঙ্গামা করার জন্য প্রচুর লোক জমায়েত হয়েছে। হাজার-হাজার লোক পালাচ্ছে, ওদের ধারনা পুরো শহর এক পর্যায়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। কয়েকজনের শরীর কম্বল দিয়ে মোড়ানো, ফেরি-বোটের ওপরে যতটুকু মালপত্র বহন করা যায় তা ওরা বহন করছে। কয়েকজন বাচ্চাদের ক্যারিজ বা খেলনা ওয়াগন ঠেলছে। কিন্তু এত কিছুর পরেও, এবং এই দুঃস্বপ্নের মাঝেও, প্রত্যেকেই অন্যদের সাথে ভদ্র, সৌজন্যতাপূর্ণ এবং সুবিবেচকের মতো আচরণ করছে।

বেল একজন তরুণের সামনে গাড়ি থামাল। কমবয়সি ছেলেটিকে দেখে মনে হল সে স্রেফ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আগুনের খেল দেখছে। বেল বিশ-ডলারের নোট উঁচু করে ধরল। "যদি তোমার জানা থাকে কিভাবে গাড়ি চালাতে হয়, এটাকে কাস্টমস-হাউজে নিয়ে গিয়ে ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভ এজেন্সির হোরাস ব্রনসনের হাতে তুলে দাও। তাহলেই এই টাকাটা তোমার।"

তরুণ ছেলেটির চোখে উত্তেজনা দেখা দিল। এই উত্তেজনা টাকার জন্য না, বরং এমন একটা গাড়ি ড্রাইভ করার সুযোগ পাওয়ায়। "অবশ্যই, স্যার," সে আনন্দিত স্বরে বলল। "আমি আমার আংকেলের ম্যাক্সওয়েল চালানোর কায়দা আগেই শিখে নিয়েছি। তাই আশা করি এটাও চালাতে পারব।"

বেল আমুদে চোখে দেখল, ছেলেটি গিয়ারে ঝাঁপ দিয়ে জনবহুল রাস্তার মাঝ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। এরপর সে ঘুরল এবং মানুষের দলের সাথে যোগ দিল যারা শহরে ঘটে যাওয়া ধ্বংসযজ্ঞ থেকে পালাচ্ছে।

BanglaBook.org

তিন দিনের মধ্যে, দুই লাখ পঁচিশ হাজারের অধিক মানুষ সান ফ্রান্সিসকো ত্যাগ করল, সবাইকে বিনামূল্যে বহন করল সাউদার্ন প্যাসিফিক রেল-রোড কোম্পানি। ওরা যেখানে যেতে চায় সেখানে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হল। ভূমিকম্পের চব্বিশ ঘণ্টার মাঝে, অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই করে ফেরি-বোটগুলো ঘণ্টায় ঘণ্টায় সান ফ্রান্সিসকো থেকে অকল্যান্ডে যাত্রা করতে থাকল।

বেল ওর কাছে থাকা ভ্যান ডর্ন এজেন্সির পরিচয়পত্র দেখিয়ে বুয়েনা ভিস্তা নামে একটা ফেরিতে চড়ে বসল। সে প্যাডল হুইলের ওপরে বসার জন্য একটা খোলা জায়গা খুঁজে পেল। এরপর মাথা ঘোরাতেই দেখতে পেল অগ্নিশিখা পিস্তল থেকে ছোঁড়া বুলেটের মতো আকাশের দিকে শয়ে শয়ে ফুট ওপরে উঠে যাচ্ছে, সেই সাথে কালচে ধোঁয়া উঠছে আরও হাজার ফুট উচ্চতায়। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল যেন পুরো শহরে অগ্নি-উৎসব শুরু হয়েছে।

অকল্যান্ডের মোলে থামতেই, একজন রেলওয়ে অফিশিয়াল তাকে রিপেয়ার শপে যাওয়ার দিক-নির্দেশনা দিল যেখানে ওর লোকোমোটিভটি রাখা আছে। ইস্পাতের তৈরি বিশাল দৈত্যটিকে কাছ থেকে দেখলে ঘাবড়ে যেতে হয়। এতে কালচে রঙ লেপন করা হয়েছে। বেল অনুমান করল, ক্যাবটির ছাদ রেলিং থেকে অন্তত পনেরো ফুট উঁচু হবে। বিশাল ড্রাইভ-হুইলটির ব্যাস হবে ৮১ ইঞ্চি। এর নিজের সময়ে, আটলান্টিক-টাইপ লোকোমোটিভ ছিল যান্ত্রিক শক্তির এক অনন্য নিদর্শন।

ক্যাবের একপাশে ছোটখাটো হরফে ৩৪৫৫ সংখ্যাটি লেখা। বড় হরফে লেখা আছে সাউদার্ন প্যাসিফিক। একজন মানুষকে দেখে বেল তার দিকে হাঁটতে লাগল। লোকটির পরনে ইঞ্জিনিয়ারেরা যেরকম পরে থাকে সেরকম ডোরাকাটা কভারঅল। সে একটা বড়সড় তেলের ক্যান ধরে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে সংযোগকারী রডে তেল লাগাবে।

"লোকোমোটিভটা তো দারুণ," বেল প্রশংসার সুরে বলল।

ইঞ্জিনিয়ারটি মুখ তুলে তাকাল। সে লম্বায় বেল-এর তুলনায় খাটো। ক্যাপের নিচ থেকে ধূসর কালো চুল বের হয়ে আছে। বহু বছর ধরে এই কাজ করে আসায় তার চেহারা রুক্ষ হয়ে গেছে। ভ্রুর নিচে খেলা করছে এক জোড়া আকাশী নীল চোখ। বেল আন্দাজ করল, এই লোকের চেহারা দেখে যেমনটা মনে হয়, এর বয়স আসলে তারচেয়েও কম।

"এডেলিনের চেয়ে ভালো কিছু আর নেই," ইঞ্জিনিয়ার উত্তর দিল।

"এডেলিন?"

"চার অঙ্কের সংখ্যা মনে রাখার চেয়ে এই নামটা মনে রাখা সহজ। বেশির ভাগ লোকোমোটিভকেই মেয়েদের নাম দেয়া হয়।"

BanglaBook.org

"এডেলিনকে খুব শক্তিশালী দেখাচ্ছে," বেল তারিফ করার ভঙ্গিতে বলল।

"একসাথে বহু সংখ্যক যাত্রী বহনের জন্য একে নির্মাণ করা হয়েছিল। বাল্ডউইন ওয়ার্কস থেকে যে এসেছে, ৫ মাসের বেশি হবে না।"

"এটা কত দ্রুত যেতে পারে?" বেল জিজ্ঞেস করল।

"কতগুলো মালগাড়ি টানতে হবে, তার ওপরে নির্ভর করছে।"

"ধরে নাও কোনো মালগাড়িই টানতে হবে না।"

ইঞ্জিনিয়ার এক সেকেন্ড ভাবল। "যদি রেললাইনে কোনো বাঁক না থাকে এবং ফাঁকা থাকে, আর এটি যদি একটানা ছুটতে পারে, এডেলিন ঘণ্টায় একশ মাইল পর্যন্ত স্পিড তুলতে সক্ষম।"

"আমার নাম বেল।" সে ইঞ্জিনিয়ারের হাতে ডকুমেন্টগুলো তুলে দিল। "আমি একটা বিশেষ কাজের জন্য তোমার ইঞ্জিনটি ভাড়া নিচ্ছি।"

ইঞ্জিনিয়ারটি ডকুমেন্টগুলো পড়ে দেখল। " হাহ! ভ্যান ডর্ন ডিটেকটিভ এজেন্সির জন্য? তা বিশেষ কাজটা কী?"

"কখনও বুচার ব্যান্ডিটের কথা শুনেছ?"

"ওই নাম কে শুনেনি? আমি তার ব্যাপারে পত্রিকায় পড়েছি, সে তো ভয়ঙ্কর একটা চিড়িয়া।"

বেল বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সময় নষ্ট করল না। "আমরা ওর পিছু নিয়েছি। সে একটা প্যাসিফিক-টাইপ লোকোমোটিভ ভাড়া করেছে যাতে ওর স্পেশাল প্রাইভেট বক্স-কার টেনে নেয়া যায়। সে প্রথমে সল্ট লেক সিটিতে যাবে, এরপর উত্তর দিকে রওয়ানা দিয়ে কানাডিয়ান সীমান্তের দিকে যাবে। আমার ধারণা সে আমাদের থেকে ৫ ঘণ্টা এগিয়ে আছে।"

"৬ ধরে নিতে পারো, এই সময়ে আমাদেরকে কয়লা এবং পানি নিতে হবে।"

"আমাকে বলা হয়েছে এতে মেরামতের কাজ চলছে। কাজ কি শেষ?"

ইঞ্জিনিয়ারটি সায় দিল। "রিপেয়ার শপ ট্রাক হুইলের একটা ত্রুটিযুক্ত বিয়ারিং প্রতিস্থাপন করেছে।"

"যত তাড়াতাড়ি আমরা রওয়ানা দিতে পারব, ততই ভালো।" বেল হ্যান্ডশেক করার উদ্দেশ্যে ওর হাত বাড়িয়ে দিল। "বাই দ্য ওয়ে, আমার নাম আইজ্যাক বেল।"

ইঞ্জিনিয়ারটি তার শক্তিশালী হাত দিয়ে বেল-এর সাথে হ্যান্ডশেক করল। "নিলস লফগ্রেন। আর আমার ফায়ার-ম্যানের নাম মারভিন লং।"

বেল টান দিয়ে পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে একবার সময়টা দেখে নিল। "আমি তোমার সাথে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে দেখা করছি।"

BanglaBook.org

"আমরা রেললাইনের ঠিক ওপরে কয়লা লোড করার ডেকে থাকব।"

বেল তড়িঘড়ি করে অকল্যান্ড টার্মিনালের দিকে গেল। একটু পরেই সে একটা কাঠ-নির্মিত বিল্ডিঙে পৌঁছাল যেখানে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন অফিস অবস্থিত। টেলিগ্রাফ অফিসের চীফ তাকে বলল যে, সল্ট লেক সিটি পর্যন্ত শুধু একটা টেলিগ্রাফ লাইন খোলা আছে এবং এর মাঝ দিয়ে বার্তা যেতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে। বেল তার ওপরে অর্পিত দায়িত্বটি ব্যাখ্যা করতেই চীফ সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন।

"তোমার বার্তাটা কী?" সে জানতে চাইল। "আমি দেখব যেন এটা সল্ট লেকে আমাদের অফিসে সরাসরি পৌঁছায়।"

বেল-এর তারবার্তায় লেখা ছিল :

সল্ট লেক সিটির ভ্যান ডর্ন অফিস ডাইরেক্টরের নিকট। মালবাহী-গাড়ি নম্বর ১৬৪৫৫-কে টানতে থাকা লোকোমোটিভকে যে করেই হোক থামাতে হবে। এটি বুচার ব্যান্ডিটকে বহন করছে। সবরকম সতর্কতা অবলম্বন করুন। সে মারাত্মক রকমের বিপজ্জনক মানুষ। আমি না পৌঁছানো পর্যন্ত তাকে গ্রেফতার করে আটক করে রাখুন।

আইজ্যাক বেল, স্পেশাল এজেন্ট

টেলিগ্রাফার ওর মেসেজ না পাঠানো পর্যন্ত বেল সেখানে অপেক্ষা করল। এরপর সে অফিস ত্যাগ করে হেঁটে গিয়ে লফগ্রেন আর লং-এর কাছে গেল, যেখানে ওরা কয়লা এবং পানি নিচ্ছে। সে সিঁড়ি বেয়ে ক্যাবে উঠে এল এবং চওড়া কাঁধ-ওয়ালা লম্বা একজন মানুষের সাথে পরিচিত হল। পেশিবহুল দুটো হাত তার ডেনিম শার্টের হাতা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। তার মাথায় কোনো হ্যাট নেই এবং তার লালচে চুল ফায়ারবক্সের ভেতরকার আগুনের ফুলকির সাথে প্রায় ম্যাচ করে গিয়েছে। সে টান দিয়ে লেদারের গ্লাভস-জোড়া খুলে ফেলে বেল-এর সাথে হ্যান্ড-শেক করল। বেল অনুভব করল বহুদিন যাবত বেলচা দিয়ে কয়লা ফেলার কাজ করার কারণে ওই হাত দারুণ শক্ত এবং সেখানে কড়া পড়ে গিয়েছে।

"যখনই বলবে তখনই এটি ছেড়ে দেয়া হবে," লফগ্রেন ঘোষণা করল।

"তাহলে একে চালু করা যাক," বেল জবাব দিল।

লং আগুন জ্বালানো শুরু করতেই, লফগ্রেন ক্যাবের ডান পাশের সিট নিল, সিলিন্ডার কক খুলল, এবং তার মাথার ওপরে দড়িটি ধরে দুইবার টান দিল, যার ফলে বাষ্পীয় হুইসেল চেঁচিয়ে উঠে জানান দিল এটি এখুনি আগে বাড়বে। এরপর সে দীর্ঘাকৃতির থ্রটল লিভার চেপে ধরে সেটাকে পেছন দিকে টান দিল। এডেলিন চলতে শুরু করল এবং ধীরে ধীরে ওর গতি বাড়তে লাগল।

BanglaBook.org

লফগ্রেন অনায়াস ভঙ্গিতে থ্রটলটিকে পেছনে ঠেলে দিল এবং বিশালদেহী আটলান্টিক সামনে এগোতে শুরু করল। ধীরে ধীরে, ট্রেনটির গতি বাড়তে লাগল। লং ফায়ারবক্সের আগুনের তেজ, উজ্জ্বলতা, স্তর কাম্য পর্যায়ে বজায় রাখতে শুরু করল। ৫ বছর ধরে সে লোকোমোটিভে কয়লার মাধ্যমে আগুন জ্বালাচ্ছে, সে এমন একটা টেকনিক উদ্ভাবন করেছে যার ফলে আগুন খুব গাড়-ও হয় না, আবার খুব দুর্বল ধরনেরও হয় না।

বেল ক্যাবের বাম পাশের সিটে বসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। অবশেষে সে নিশ্চিত অনুভব করতে পারছে যে এইবার ক্রমওয়েল ধরা পড়বেই এবং শিকাগোর কর্তৃপক্ষের কাছেও তাকে হ্যান্ড-ওভার করা যাবে। তা সে জীবিত হোক বা মৃত।

রেলিং-এর ওপরে বসে আছে বেল। লোকোমোটিভের কম্পন ওর কাছে পাহাড়ি হ্রদের ওপরে রাবারের ভেলায় ভেসে বেড়ানোর মতো মন শান্ত করার অনুভূতি এনে দিচ্ছে।

সাক্রামেনতো পৌঁছে পুব দিকের সিয়েরা নেভাদা মাউন্টেইনসে যাওয়ার আগে, বেল ওর সিটে বসে শরীরটাকে পিছলে দিয়ে হাই তুলল এবং এরপরে চোখ-জোড়া বন্ধ করল। এক মিনিটের মধ্যে, লোকোমোটিভের একটানা ঝনঝনে শব্দ স্বত্ত্বেও সে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। এডেলিন তখন সিয়েরা নেভাদা এবং ডোনার পাসের দিকে ছুটে চলছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৪২

ফায়ারবক্সের ভেতরে বেলচা দিয়ে কয়লা ফেলছে অ্যাবনার উইডস। পরিশ্রমে তার পিপার মতো বুক এবং মাংসল কাঁধ বেয়ে দরদর করে ঘাম বেরুচ্ছে। জ্বালানি দিয়ে কার্যকরভাবে আগুন তৈরি করা একটা আর্ট, কিন্তু অ্যাবনারের এই ব্যাপারে কোনো ধারণা নেই। সে কোনো নিয়ম কানুনের ধার না ধেরে কয়লাটাকে স্রেফ খোলা দরজার মাঝ দিয়ে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করছে, ইঞ্জিনিয়ারের প্রতিবাদ কানে তুলছে না। ইঞ্জিনিয়ার লোকটি চিৎকার করে বুঝাতে চাচ্ছে অতিরিক্ত কয়লা প্রয়োগ করলে আগুনের তাপমাত্রা নিচে নেমে যাবে।

অ্যাবনার এই কাজ নিয়েছে শুধু ফায়ার-ম্যান, রালফ উইলব্যাংকসকে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম দেয়ার জন্য। ফায়ার-ম্যান রালফ মানুষটি বিশাল এবং মোটাসোটা দেহের অধিকারী, যে-কিনা অল্প কয়েক ঘণ্টার জন্য বাষ্পীয় তাপমাত্রার মাঝে থাকলে একদম পরিশ্রান্ত হয়ে যায়। আর, এই তাপমাত্রাই প্যাসিফিক লোকোমোটিভকে সিয়েরা নেভাদা পর্বতমালার খাড়া ঢাল বেয়ে দৌড়ানোর ব্যাপারে সহায়তা করছে। ওরা নিজেদের মাঝে চুক্তি করেছে যে, ওরা পালা করে এক ঘণ্টা কয়লা নিক্ষেপ করবে এবং এক ঘণ্টা বিশ্রাম নেবে।

কাজ করার সময়-ও অ্যাবনার সতর্ক থাকল, তার স্মিথ এন্ড ওয়েসন রিভলবার ওর বেল্টে গুঁজে রাখা। সে ইঞ্জিনিয়ারের ওপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখল, যে-কিনা পাহাড়ের মাঝে মাঝে থাকা বাঁকগুলো পেরোনোর উদ্দেশ্যে দ্রুত কিন্তু নিরাপদ একটা গতি বজায় রেখে অবিরাম, ব্যস্ত ভঙ্গিতে কাজ করেই যাচ্ছে। আবার অন্যদিকে সে সামনে থাকা রেললাইনের দিকেও নজর রাখছে যাতে যেকোনো প্রকার অপ্রত্যাশিত বাধা, যেমন বিপরীত দিক থেকে আসা কোনো একটা ট্রেন যেন আগেই দেখতে পায়। অবশেষে, ওরা চূড়ায় উঠতে পারল। এবারে শুধু পাহাড় বেয়ে নিচে নেমে যাওয়া যতক্ষণ না মরুভূমির সমতল প্রান্ত ধরে ছুটে যেতে পারছে।

"আমরা রেনোতে প্রবেশ করছি," ইঞ্জিনিয়ার ওয়েস হল চিৎকার করল। ফায়ারবক্সের গর্জন ছাপিয়ে শোনা গেল তার চিৎকার। ইঞ্জিনিয়ার ওয়েস হল

BanglaBook.org

মানুষ হিসেবে আন্তরিক, তার চেহারা রোদে পোড়া রাখাল-বালকের মতো। অ্যাবনার তার মাথায় স্মিথ এন্ড ওয়েসন ধরে তাকে এবং তার ফায়ার-ম্যানকে হুমকি দিয়ে বলেছে যদি ওরা তার কথামতো কাজ না করে ওরা খুন হয়ে যাবে। ক্রমওয়েলের কাছ থেকে পাওয়া এক হাজার ডলার ওদের কাজে কিছুটা উদ্দীপনা আনল। হল এবং উইলব্যাংকস এখন যত দ্রুত পারা যায় প্যাসিফিক লোকোমোটিভকে পর্বতমালার মাঝ দিয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

"সামনের সিগন্যালে লাল বাতি দেখাচ্ছে," উইলব্যাংকস বলল।

হল ইশারায় বুঝিয়ে দিল সে-ও ওটা দেখেছে। "আমাদেরকে থেমে একটা সাইডিঙের ওপরে বিরতি নিতে হবে।"

অ্যাবনার ইঞ্জিনিয়ারের মাথা বরাবর অস্ত্র তাক করল। "হুইসেলে চাপ দাও। আমরা থামছি না।"

"আমরা পারব না," হল বলল, অ্যাবনারের চোখের দিকে স্থির চেয়ে আছে। "ওপাশ দিয়ে হয়তো সান ফ্রান্সিসকোর উদ্দেশ্যে রিলিফ সাপ্লাই নিয়ে যাওয়া একটা এক্সপ্রেস ট্রেন আসছে। আর এটা সম্ভবত একই রেললাইনের ওপর দিয়ে আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে। আমরা যদি এগিয়ে যাই, আমাদের সাথে হয়তো ওই ট্রেনের সংঘর্ষ হবে, নিশ্চিতভাবে আমরা সবাই এতে মারা যাব এবং দুইপাশ দিয়েই পুরো এক সপ্তাহের জন্য ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকবে। আমি এটা হতে দিতে পারি না। তারচেয়ে তুমি আমাকে গুলি করে মারো।"

অ্যাবনার ধীরে ধীরে ওর রিভলবারটা বেল্টের ভেতরে গলিয়ে দিল। "ঠিক আছে। কিন্তু রিলিফ নিয়ে যাওয়া এক্সপ্রেস ট্রেন চলে যাওয়ার সাথে সাথে মেইন ট্র্যাকে ফিরে আসবে।"

হল থ্রটল আর্ম বন্ধ করতে শুরু করল। "আমরা এই বিলম্বটাকে কয়লা আর পানি নেয়ার কাজে ব্যবহার করতে পারি।"

"ঠিক আছে। কিন্তু উলটা-পাল্টা কিছু যদি কর, আমি তোমাদের দুজনের কপালেই বুলেট ঢুকিয়ে দেব।"

"রালফ আর আমি আর বেশিদূর যেতে পারব না। আমাদের শক্তি ফুরিয়ে গেছে।"

"কাজ করে দেয়ার মাধ্যমে তোমাদেরকে যেই টাকা দিয়েছি সেই টাকা তোমরা অর্জন করে নেবে এবং বেঁচেও থাকবে," অ্যাবনার হুমকি দেয়ার ভঙ্গিতে বলল।

ক্যাবের বাম পাশ দিয়ে ঝুঁকে বাইরে তাকাতেই ট্রেন ডিপো এবং নেভাদার রেনোর ছোট শহরটি দেখতে পেল অ্যাবনার। আরও কাছে এগিয়ে আসতেই, অ্যাবনার লক্ষ করল সুইচ স্ট্যান্ডের পাশে দাঁড়িয়ে একটি মানব-মূর্তি লাল রঙের ছোট সাইজের একটা পতাকা নাড়ছে। হল হুইসেল বাজিয়ে ওদের

BanglaBook.org

আগমন ঘোষণা করল, যাতে ফ্ল্যাগম্যান বুঝতে পারে যে সে ট্রেনের গতি ধীর করার ওই সঙ্কেত বুঝতে পেরেছে। এরপর ট্রেনটিকে মেইন-ট্র্যাক থেকে সরানোর জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করা শুরু করল।

রেললাইনের একপাশে থাকা পানির ট্যাংকের সরাসরি নিচে এনে প্যাসিফিকের টেন্ডারটিকে দাঁড় করাল হল। উইলব্যাংকস লাফ দিয়ে টেন্ডারের ওপরে নেমে একটা রশি আঁকড়ে ধরল, এবং ট্যাংকের সাথে লাগানো পানি নির্গত করার কবাজিটিকে টান দিয়ে নিচে নামাল যতক্ষণ না মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে পানি ট্রেনের ভেতরে প্রবাহিত হচ্ছে। তেলের ক্যান নিয়ে ক্যাব থেকে নেমে, লোকোমোটিভের সবকয়টা বেয়ারিং এবং ফিটিং চেক করে দেখল হল। যেহেতু ক্রমওয়েল ব্রেকম্যান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, তাকে টেন্ডার এবং বক্স-কারের বেয়ারিং-ও চেক করতে হল।

হল এবং উইলব্যাংকসের ওপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে, অ্যাবনার বক্স-কারের দরজার কাছে গেল। সে ওর স্মিথ এন্ড ওয়েসন পিস্তলের বাঁট দিয়ে দরজার গায়ে দুবার টোকা দিয়ে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল, এরপর আবারও নক করল। ভেতর থেকে দরজাটার খিল খুলে গিয়ে সেটা উন্মুক্ত হল। জ্যাকব এবং মার্গারেট ক্রমওয়েল সেখানে দাঁড়ানো, অ্যাবনারের দিকে চেয়ে আছে।

"দেরী হচ্ছে কী কারণে?" ক্রমওয়েল জানতে চাইল।

অ্যাবনার লোকোমোটিভের দিকে উদ্দেশ্য করে ওর মাথা কাত করল। "আমরা একটা সাইডিঙে সুইচ করেছি যাতে রিলিফ নিয়ে আসা একটা এক্সপ্রেস ট্রেন যেতে পারে। আর আমরা যখন অপেক্ষা করব, ক্রু-ম্যানরা তখন কয়লা আর পানি নেবে।"

"আমরা এখন কোথায়?" মার্গারেট জিজ্ঞেস করল। অস্বাভাবিক ব্যাপার হচ্ছে, মেয়েটির পরনে পুরুষদের পোশাক, পায়ে শোভা পাচ্ছে এক জোড়া বুট। একটা নীলচে সোয়েটার তার দেহের ওপরের অর্ধেকটা আবৃত করে রেখেছে, এবং মাথায় পরে আছে বান্ডানা নামক এক প্রকার রুমাল।

"রেনো শহরে," অ্যাবনার জবাব দিল। "আমরা সিয়েরা থেকে বাইরে চলে এসেছি।"

"সামনের দিকে রেললাইনের কী অবস্থা?" ক্রমওয়েল প্রশ্ন করল। "আর কোনো রিলিফ ট্রেন কি আমাদের যাত্রাপথে বিলম্ব সৃষ্টি করতে পারে?"

"আমাকে সুইচম্যানের সাথে আলাপ করে জেনে নিতে হবে পশ্চিমমুখী কোনো ট্রেন আসছে কি-না। কিন্তু ওরা আসার সময় আমাদেরকে একপাশে সরে যেতে হবে।"

ক্রমওয়েল লাফ দিয়ে নেমে মাটিতে একটা মানচিত্র বিছাল। মানচিত্রে আড়াআড়ি লাইন টানার মাধ্যমে আমেরিকার মিসিসিপির রেলপথ দেখানো

BanglaBook.org

হচ্ছে। মানচিত্রের একটার স্পটে আঙুল রেখে সে রেনোকে চিহ্নিত করল। "ওকে, আমরা আছি ঠিক এখানে। পরবর্তী জংশন গিয়েছে উত্তরে। উটাহের ওগডেনে।"

"সল্ট লেক সিটিতে না?" মার্গারেট জানতে চাইল।

ক্রমওয়েল তার মাথা নাড়ল। "সাউদার্ন প্যাসিফিকের মেইন লাইন সল্ট লেক-এর উত্তর দিকের ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেললাইনের সাথে যোগ দিয়েছে। আমরা উত্তর দিকে ঘুরে ওগডেন জংশনে গিয়ে মন্টানার মিসৌলার পথে যাব। সেখান থেকে, আমরা কানাডা যাওয়ার জন্য নর্দার্ন প্যাসিফিক রেলপথ ধরব।"

অ্যাবনার ক্রু-ম্যানদের দিকে সতর্ক চোখে তাকাল। সে দেখল, ফায়ার-ম্যান কয়লা ফেলার কাজে সংগ্রাম করছে আর ইঞ্জিনিয়ারটা এমনভাবে পা ফেলছে যেন সে একটা ঘোরের মাঝে আছে। "ক্রু-ম্যানরা এতই ক্লান্ত যে পায়ের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ওরা যদি লোকোমোটিভটিকে আরও চার ঘণ্টা চালিয়ে নিতে পারে তো বলতে হবে আমাদের ভাগ্য ভালো।"

ক্রমওয়েল মানচিত্রের দিকে চোখ বুলিয়ে নিল। "নেভাদার উইনেমুচায় একটা রেলইয়ার্ড আছে, রেললাইন ধরে প্রায় ১৭০ মাইল সামনে। ওখানে গেলে আমরা অন্য ক্রু তুলে নেব।"

"এই দুজনকে কী করা হবে?" অ্যাবনার প্রশ্ন করল। "আমরা ওদেরকে কাছাকাছি টেলিগ্রাফ অফিসের দিকে চলে যেতে দিতে পারি না। ওরা তখন টেলিগ্রাম করে পুলিশদেরকে আমাদের আসার সংবাদ জানিয়ে দেবে।"

ক্রমওয়েল এক মুহূর্ত ভাবল। "ওরা আপাতত আমাদের সাথেই থাকুক, এরপর ওদেরকে আমরা মরুভূমির জনশূন্য অংশে লাফ দিয়ে নেমে যেতে বাধ্য করব। আমরা এমন কোনো ঝুঁকি নেব না যাতে ভ্যান ডর্ন ডনের এজেন্টরা বুঝে ফেলে যে আমরা সান ফ্রান্সিসকো ত্যাগ করেছি। এছাড়া আমাদের ট্রেন থামানোর জন্য ওরা সামনের স্টেশনের অফিশিয়ালদেরকে তারবার্তা দিতে পারে, তাই সামনে এগোনোর সময় আমরা টেলিগ্রাফের লাইনগুলোও কাটতে কাটতে যাব।"

মার্গারেট লম্বা সময় ধরে সিয়েরা এবং যেই পথ দিয়ে ওরা ভ্রমণ করে এতদূর এসেছে সেদিকে চেয়ে রইল। "তোমার কি মনে হয় আইজ্যাক এখনও আমাদের পেছনে লেগে আছে?"

"প্রিয় বোন, ওর কথা আর না চিন্তা করলেও চলবে," সে ওর স্বভাবসুলভ অহংকারী ভঙ্গিতে বলল। "যতক্ষণে সে বুঝবে যে আমরা লোকোমোটিভে করে সান ফ্রান্সিসকো ত্যাগ করেছি, আমরা ততক্ষণে কানাডা যাওয়ার পথে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে যাব আর সে আমাদেরকে থামানোর কোনো সুযোগই পাবে না।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৩

এডেলিন হচ্ছে লফগ্রেনের গর্ব এবং প্রাণপ্রিয় প্রেয়সী। সে এই লোকোমোটিভের সাথে এমন সুরে কথা বলে যেন এটি ইস্পাতের যন্ত্র না। এটি একটি সুন্দরী মেয়ে। লোকোমোটিভটি সিয়েরার পাহাড়ে উঠে ডোনার পাসের মাঝ দিয়ে যেতে লাগল। ২০০ টন ওজনের যাত্রীবাহী গাড়ি বা লাগেজ টানতে না হওয়ায় এটি অনায়াস ভঙ্গিতে এগিয়ে চলছে।

বসন্তের বাতাস শীতল। তুষার এখনও মাটিকে আবৃত করে রেখেছে। ডোনার পাস হচ্ছে এই পর্বতমালার জঘন্য একটা জায়গা যেখানে পশ্চিমা ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মস্পর্শী ঘটনা ঘটেছিল। এক ডজন পরিবার বহন করা একটি ওয়াগন ট্রেন এই স্থান দিয়ে যাত্রা করার সময় শীতকালীন তুষার-ঝড়ের কবলে পড়ে ফাঁদে আটকে যায়। সেটা ১৮৪৬ সালের ঘটনা। এবং উদ্ধার করার আগ পর্যন্ত তাদেরকে ভয়ঙ্কর-রকম কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। অনেকে প্রাণ রক্ষার তাগিদে তাদের মৃত সঙ্গীদের মাংস ভক্ষণ করে। ৮৭ জন পুরুষ, মহিলা এবং শিশুর মধ্যে, মাত্র ৪৫ জন পেরেছিল জীবিত অবস্থায় ক্যালিফোর্নিয়া পৌঁছাতে।

সাক্রামেনতোর মাঝ দিয়ে যাওয়ার সময় থেকে বেল পূর্ণ সজাগ। চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য ওর কাছে দারুণ মনোমুগ্ধকর মনে হচ্ছে। ফার গাছের জঙ্গল, কয়েকটা গাছের শাখা-প্রশাখা এখনও তুষারের ভারে নুয়ে আছে; পাহাড়ের চূড়ায় থাকা সুড়ঙ্গ, যেটা চীনা শ্রমিকেরা ১৮৬৭ সালে গ্র্যানাইট ব্যবহার করে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিয়েছিল। এডেলিন টানেলের কালচে মুখের ভেতরে ঢুকে গেল। ট্রেনের একজস্ট যেন একশটা ড্রাগনের মতো গর্জন করছে। শীঘ্রই, আঁধারের মাঝখানে আলোর একটা ক্ষুদ্র বৃত্ত ফুটে উঠে দ্রুততার সাথে সেটি বড় হয়ে উঠল। এরপর এডেলিন বজ্রের মতো গর্জন করতে করতে উজ্জ্বল সূর্যালোকে বেরিয়ে এল। অল্প কয়েক মাইল পরে, চোখের সামনে হাজির হল ডোনার হ্রদের অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্য। ট্রেনটি মরুভূমির দিকে লম্বা সময় ধরে বাঁকানো অবতরণ শুরু করল।

বেল কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে খাড়াভাবে হাজার-ফুট ওপর থেকে ট্রেনটির নেমে যাওয়া দেখতে লাগল। লোকোমোটিভটি তীক্ষ্ম একটি বাঁক নিল। ওর

BanglaBook.org

লফগ্রেনকে আরও দ্রুত যাওয়ার তাগাদা দেয়ার দরকার নেই। ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক ওই বিশাল লোকোমোটিভটিকে পাহাড়ের বাঁকে ঘণ্টায় প্রায় ৩৫ মাইল গতিতে চালিত করছেন। যেটাকে নিরাপদ গতি হিসেবে ধরা হয় তারচেয়েও দশ মাইল বেশি গতিতে।

"আমরা চূড়ার ওপরে পৌঁছে গেছি," লফগ্রেন ঘোষণা করল, "এবং পরবর্তী ৭৫ মাইল আমরা ঢাল বেয়ে নামতে থাকব।"

বেল উঠে দাঁড়িয়ে লংকে তার ফায়ার-ম্যানের সিটে বসতে দিল। লং চেহারায় কৃতজ্ঞতা ফুটিয়ে বসল, একটা বিরতি নিচ্ছে।

সাক্রামেনতোর মেইন লাইনে ওঠার পর থেকে লং কোনো বিরতি ছাড়াই বেলচা দিয়ে কয়লা ফেলেই যাচ্ছে।

"আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি?" জানতে চাইল বেল।

"তোমাকে স্বাগতম," লং বলল, একটা পাইপ ধরাচ্ছে। "আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে বেলচা দিয়ে ফায়ারবক্সে কয়লা ফেলতে হয়। এমনকি যদিও পরবর্তী এক ঘণ্টা আমরা অলস ভঙ্গিতে চলতে থাকব, তবুও আমাদের এই আগুনটাকে জ্বালিয়ে রাখতেই হবে।"

"তোমরা তো কয়লাটাকে স্রেফ বেলচা দিয়ে ভেতরে ছুড়ে দাও, তা না?"

লং দেঁতো হাসি হাসল। "এখানে আরও ব্যাপার আছে। আর এটাকে বেলচা বলে না; এটা হচ্ছে ফায়ার-ম্যানের স্কুপ, চার নম্বর সাইজ।"

পরবর্তী দুই ঘণ্টা ধরে, বেল পাইপ এবং ভালভের গোলকধাঁধার সামনে প্রচণ্ড পরিশ্রম করল। সেই সাথে সে শিখল লোকোমোটিভে কয়লা ফেলার দুরূহ বিদ্যা। বাঁক নেয়ার সময় লোকোমোটিভের টেন্ডার এপাশ-ওপাশ দুলছে, যার ফলে ফায়ারবক্সে কয়লা ফেলার কাজটা কঠিন হয়ে পড়ছে। যদিও এটা এমনিতে সহজ কাজ, কারণ এডেলিন ঢাল বেয়ে নিচে ছুটছে। বেল শুধু ততটুকু কয়লা ফেলছে, যতটুকু দিলে বাষ্প উৎপন্ন হয়। সে দ্রুত শিখে গেল কিভাবে ফায়ারবক্সের দরজা চওড়া করে খুলতে হয় এবং স্কুপ দিয়ে একে তুলে নিতে হয়। এছাড়া কয়লাকে গাদা করে জ্বলন্ত স্তূপে পরিণত করার পরিবর্তে, সে সমভাবে আগুন তৈরি করার পদ্ধতি শিখল, যেটা উজ্জ্বল-কমলা রঙে পুড়তে থাকে।

তীক্ষ্ম বাঁকগুলো পেছনে পড়ে রইল। ওরা পাহাড়ের পাদদেশ ধরে নিচে নামছে। এক ঘণ্টা পরে বেল স্কুপটিকে লং-এর হাতে ধরিয়ে দিল, ফায়ার-ম্যানটি তখন লফগ্রেনকে চিৎকার করে বলল "আমাদের হাতে শুধু আর ৫০ মাইল যাওয়ার মতো যথেষ্ট পানি আর কয়লা আছে।"

লফগ্রেন সামনে থাকা রেললাইনের ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে নড করল। "রেনো পর্যন্ত যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। আমরা সেখানে গিয়ে কয়লা, পানি আর রিলে-ক্রু নেব।"

BanglaBook.org

বেল বুঝতে পারল পাহাড়ের ওপরে রেসিং করায় লফগ্রেন এবং লংকে তার মূল্য দিতে হচ্ছে। সে দেখতে পাচ্ছে যে, দেহ-মনের ধকলের কারণে ইঞ্জিনিয়ারের শক্তি নিঃশেষিত হয়ে এসেছে, এবং পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠার সময় বাষ্প বজায় রাখার জন্য যে শারীরিক প্রচেষ্টা ব্যয় করতে হয়েছে তা ফায়ার-ম্যানের শক্তি শুষে নিয়েছে। বেল নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছে, ক্রমওয়েলের ট্রেনের ক্রু-ম্যানদের শারীরিক শক্তিও নিশ্চয়ই নিঃশেষ হয়ে গেছে। সে ওর ঘড়ির দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, ক্রমওয়েল আর মধ্যকার দূরত্বটা কি সে কমাতে পেরেছে?

"রিলে-ক্রু জোগাড় করতে কতক্ষণ সময় লাগবে?" বেল জিজ্ঞেস করল।

"টেন্ডারের জন্য কয়লা আর পানি নিতে যতক্ষণ লাগবে," লফগ্রেন জবাব দিল। এরপর সে ক্লান্ত ভঙ্গিতে হেসে বলল, "এক্ষেত্রে আমরা ভাগ্যবান, কারণ আমাদেরকে সাহায্যের জন্য তুমি বেশ সহায়তা করেছ।"

"আমি তোমাদের দুজনের প্রতিই কৃতজ্ঞ," বেল আন্তরিক সুরে বলল। "তোমরা সিয়েরা পার হওয়ার সময় দারুণ কাজ দেখিয়েছ। তোমরা নিশ্চয়ই নতুন একটা রেকর্ড করেছ।"

লফগ্রেন টান দিয়ে তার ওয়ালথাম রেল-রোড ঘড়ি বের করল। ঘড়িটির পেছন দিকে লোকোমোটিভের ছবি খোদাই করা। "নিঃসন্দেহে," সে হেসে উঠল। "মারভিন, আমি আর এডেলিন ছয় মাস আগে যেই রেকর্ড গড়েছিলাম, আজকের রেকর্ড তার থেকেও আট মিনিট কম।"

"তোমরা এই ইঞ্জিনটাকে খুব ভালোবাসো, তাই না?" বেল বলল।

লফগ্রেন একগাল হেসে বলল। "রেলওয়ে কোম্পানির সবকয়টা লোকোমটিভের কথা চিন্তা করঃ ওগুলো হচ্ছে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিন, সবকয়টা ঠিক একইভাবে বানানো। গঠন এবং মাত্রা-ও অভিন্ন। কিন্তু তারপরেও, প্রতিটা ইঞ্জিন আলাদা। মানুষের মতোই, ওদের সবার আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে। একই পরিমাণ বাষ্পীয়-চাপ দেয়ার পরেও কয়েকটা ইঞ্জিন অন্যদের চেয়ে দ্রুত ছুটতে পারে। কিছু কিছু ইঞ্জিনে খুঁত আছে, আবার কোনো কোনো ইঞ্জিন কুফা টাইপের, মেরামত করতে গেলেই বাজে পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু এডেলিন? সে হচ্ছে সুইটহার্ট। কোনো খামখেয়ালিপূর্ণ আচরণ করে না, পাগলামি-ও নেই। ওর সাথে যদি নিজের প্রেমিকার মতো আচরণ কর, সে তোমাকে দৌড় প্রতিযোগিতায় জিতিয়ে বিজয়ীর বেশে ঘরে ফেরত আনবে।"

"তোমার কথা শুনে ইঞ্জিনটাকে প্রায় মানুষ বলে মনে হচ্ছে।"

"এডেলিন হয়তো ১০৭ টন ওজনের লোহা আর ইস্পাত, কিন্তু ওর একটা হৃদয় আছে।"

BanglaBook.org

ওরা রেনোর কাছাকাছি চলে এসেছে, এবং লফগ্রেন হুইসেল বাজানোর রশিতে টান দিয়ে ঘোষণা করল, ওকে এবার কয়লা এবং পানি নেয়ার জন্য সাইডিং-এ থামতে হবে। লোকোমোটিভটির গতি ধীর করে দেয়ার জন্য সে থ্রটলটিকে আলতো করে পেছনে চাপ দিল। সুইচ-ম্যান রেল-এর সংযোগ ঘটানোর জন্য সুইচ লিভার ছুড়ে দিল, যেমনটা সে একটু আগে ক্রমওয়েলের ট্রেনের জন্যও করেছে। এরপর সে লফগ্রেনের উদ্দেশ্যে একটা সবুজ পতাকা নাড়ল এটা বুঝানোর জন্য যে সাইডিং উন্মুক্ত করা হয়েছে।

এডেলিন থেমে যাওয়ার আগেই, বেল লাফ দিয়ে ক্যাব থেকে নামল এবং এক দৌড়ে রেলইয়ার্ড থেকে ডিপোতে চলে গেল। ওই ডিপো দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অন্যান্য আরও হাজার-হাজার ডিপোর মতোই দেখতে। লোডিং প্ল্যাটফর্মে কেউ নেই, যা দেখে বেল আন্দাজ করল কোনো যাত্রীবাহী ট্রেন শীঘ্রই এখানে থামতে যাচ্ছে না।

সে ভেতরে পা রাখল। এরপর ফ্রেইট-এন্ড-টিকেট অফিস পেরিয়ে টেলিগ্রাফারের ছোট রুমে এসে থামল। রুমের ভেতরে দুজন লোক গভীর আলোচনায় মত্ত। বেল লক্ষ করল ওদের চেহারা গম্ভীর এবং বিষন্ন।

"এক্সকিউজ মি," বেল বলল, "আমি স্টেশনমাস্টারের খোঁজ করছি।"

দুজনের মাঝে লম্বা লোকটি বেল-এর দিকে কিছুক্ষণ স্থির ভঙ্গিতে চেয়ে এরপরে নড করল। "আমিই স্টেশনমাস্টার, বার্ক পালভার, আপনার জন্য কী করতে পারি?"

"পূর্ব দিকে যাচ্ছে এমন কোনো ট্রেন কি গত দশ ঘণ্টায় এই পথ দিয়ে এসেছে, যেটার সাথে শুধু একটা মালবাহী-গাড়ি বাঁধা?"

পালভার সায় দিল। "সান ফ্রান্সিসকোতে হওয়া ভূমিকম্প আক্রান্তদের জন্য রিলিফ সাপ্লাই নিয়ে যাওয়া দুটো এক্সপ্রেস ট্রেন এই পথ দিয়ে যাওয়ার কারণে ওরা এই সাইডিঙে দুই ঘণ্টা থেমেছিল।"

"ওদের দুই ঘণ্টা দেরি হয়েছিল?" বেল বলল, হঠাৎ করে ওর মন আশাবাদী হয়ে উঠেছে। "কতক্ষণ আগে ওরা এই জায়গা ত্যাগ করেছে?"

পালভার দেয়ালে ঝোলানো ঘড়ির দিকে তাকাল। "প্রায় সাড়ে ৪ ঘণ্টা আগে। কেন জানতে চাচ্ছেন?"

বেল নিজের পরিচয় দিয়ে সংক্ষেপে ক্রমওয়েলকে ধাওয়া করার কথা ব্যাখ্যা করল।

পালভার বেল-এর চোখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল। "আপনি বলতে চাচ্ছেন ওই বক্স-কারটি কুখ্যাত বুচার ব্যান্ডিটকে বহন করছিল?"

"হ্যাঁ, সে এরমাঝেই ছিল।"

"আগে থেকে জানলে, আমি অবশ্যই শেরিফকে ব্যাপারটা জানাতাম।"

BanglaBook.org

বেল যা আশা করেছিল ওর আর ক্রমওয়েলের ট্রেনের মাঝের সময়ের ফারাক তারচেয়েও বেশি। "আপনাদের কাছে কি রিলে-ক্রু আছে? সিয়েরার ওপর দিয়ে রেকর্ড গড়ে চালানোর পরে, আমার ক্রু-ম্যানদের শক্তি একদম শেষ।"

"আপনাদের ক্রু-ম্যান কারা?"

"লফগ্রেন এবং লং।"

পালভার হাসল। "আমার বুঝা উচিত ছিল এই দুজন আবারও নিজের রেকর্ড ভাঙার চেষ্টা করবে।" তিনি এক মুহূর্ত দেয়ালে লাগানো ব্ল্যাকবোর্ড চেক করলেন। "আমার কাছে ক্রু আছে।" তিনি এক মুহূর্ত থামলেন। "আমার তখনই মনে হয়েছিল, ওই ট্রেনের কিছু একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। কোনো ট্রেন পুব দিকে যাক বা পশ্চিমে যাক, রেনো হচ্ছে রিলে-স্টপ। রিলে-ক্রু না নেয়াটা খুবই অস্বাভাবিক। ওই ডাকাত ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত ইঞ্জিনিয়ার আর ফায়ার-ম্যান নিয়ে বেশিদূর যেতে পারবে না।"

বেল মাথা ঝুঁকে টেলিগ্রাফারের দিকে তাকাল, একজন টাক মাথার লোক, মাথায় সবুজ রঙের ক্যাপ, জামার হাতা গুটিয়ে রাখা। "আমি সামনের শহরের শেরিফকে সতর্ক করে দিতে চাই যেন তিনি ট্রেনটি থামিয়ে ওই ডাকাতকে গ্রেফতার করেন। ডাকাতটার নাম হচ্ছে জ্যাকব ক্রমওয়েল।"

টেলিগ্রাফার তার মাথা নাড়ল। "অসম্ভব। টেলিগ্রাফ লাইন কাজ করছে না। পূর্ব দিকে মেসেজ-ও পাঠাতে পারছি না।"

বেল বলল, "বাজি ধরে বলতে পারি ক্রমওয়েল টেলিগ্রাফ লাইনগুলো কেটে ফেলছে।"

পালভার আরেকটা দেয়ালে লাগানো বড়সড় একটা ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে তাকাল, ওতে রেনোর মাঝ দিয়ে যেসব ট্রেন যাওয়ার কথা সেগুলোর তালিকা দেখাচ্ছে। "আমি ২০ মিনিটের মধ্যে আপনাকে ক্রু জোগাড় করে দিতে পারব। এদেরকে নিয়ে আপনি সহজেই এলকো পর্যন্ত যেতে পারবেন। এরপরে, আশা করি আপনারা সক্রিয় টেলিগ্রাফ লাইন খুঁজে পাবেন নয়তো আপনাদেরকে পশ্চিম থেকে আসা কোনো একটা ট্রেনের সাথে সংঘর্ষ হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন ধরে ছুটে যেতে হবে।"

"সেই ক্ষেত্রে," বেল তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, "মরার আগে অন্তত এটুকু জেনে আরাম পাব যে ওই ট্রেনের সাথে প্রথমে ক্রমওয়েলের সংঘর্ষ হয়েছিল।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৪

রেললাইনের ওপর দিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চলছে এডেলিন। ঘণ্টায় নব্বই মাইল গতিতে ছুটছে এটি। ছোট শহরের মাঝ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলো চোখের পলকে পেছনে পড়ে যাচ্ছে।

বিমর্ষ চেহারার, হালকা হলুদাভ চুলের রাস জঙ্গেওয়ার্ড বসে আছে ইঞ্জিনিয়ারের সিটে। এক হাত রাখা আছে থ্রটলে। অন্যদিকে, বিল শিয়া একজন লম্বা, কৌতুকপ্রিয় আইরিশ-ম্যান। সে বেলচা দিয়ে ফায়ারবক্সে কয়লা ফেলায় ব্যস্ত। বেল-এর কাছ থেকে যখন শুনল যে কুখ্যাত বুচার ব্যান্ডিটকে গ্রেফতার করার জন্য সে ডু-অর-ডাই প্রচেষ্টা নিয়েছে, ধাওয়ায় যোগ দেয়ার জন্য ওরা তখন আনন্দের সাথে ট্রেনে উঠে এল।

লফগ্রেন এবং লং ট্রেনে রয়ে গেল। "আমরা এই সময়টা ভলান্টিয়ার হিসেবে থাকব," লফগ্রেন বলল। "আমরা ৪ জন যদি পালাক্রমে কাজ করি, আমাদেরকে আর রিলে-ক্রু নেয়ার জন্য থামতে হবে না।"

বেল স্কুপ নামের বেলচা দিয়ে কয়লা ফেলার কাজে ফিরে গেল। টেলুরাইডে থাকতে ক্রমওয়েলের বুলেটের কারণে হওয়া উরুর ক্ষতস্থান এখনও পুরোপুরি সারেনি, তবে খুব বেশি ওজন না চাপালে ওখানে খুব একটা যন্ত্রণা হচ্ছে না। লং অথবা শিয়া ফায়ারবক্সে যেই পরিমাণ কয়লা নিক্ষেপ করছে, বেল-এর স্কুপ ছোট আকৃতির হওয়ায় তার অর্ধেক কয়লা ধরে। তবে, সে দুটো বেলচা ব্যবহার করে এই সমস্যার মীমাংসা করে ফেলেছে।

সাউদার্ন প্যাসিফিকের দুজন ফায়ার-ম্যান পালা করে একজন নজর রাখল পানির মিটারের দিকে, অন্যজন চোখ রাখল বাষ্পের মিটারের দিকে। ওরা এতে নজর রাখার মাধ্যমে নিশ্চিত করছে যে, আগুন যেন ঠিকভাবে পুড়ে এবং ইঞ্জিনটিও যেন ঠিক ২০০ পাউন্ডের নিচের বাষ্পীয়-চাপে ছুটে, লাল-দাগের চিহ্নের সামান্য নিচে। ওরা মনোযোগ দিয়ে স্ট্যাক থেকে উঠে আসা ধোঁয়া দেখল। যখন এটা ধূসর থেকে পরিষ্কার হওয়া শুরু করে, ওরা আরও বেশি করে কয়লা যোগ করে। যখন এটা কালচে হয়ে যায়, এর মানে হচ্ছে আগুন খুব বেশি ঘন হয়ে গেছে এবং ওদেরকে এবারে কিছুক্ষণ বিরাম নিতে হবে।

BanglaBook.org

লফগ্রেন এবং জঙ্গেওয়ার্ড-এর মাঝে যে একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, এটা অন্যদের নজর এড়ায়নি। এডেলিন হয়তো তার যান্ত্রিক শক্তির অসীম ক্ষমতা দেখিয়ে তুফান গতিতে রেললাইন ধরে ছুটেছে। তবে এর পেছনে ছিল দুজন মানুষের শক্তি এবং সহনশীলতা। এই দুজন মানুষই তাদের দক্ষতা দিয়ে এডেলিনের কাছ থেকে রেকর্ড পরিমাণ গতি আদায় করে নিয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারেরা দাঁতে দাঁত চেপে কঠিন পরিশ্রম করে গেছে যাতে সেই ট্রেনটিকে ধরতে পারে, যেটাতে করে এতগুলো নিরীহ মানুষের হত্যাকারী পালিয়ে যাচ্ছে।

এলকোর পরে সামনের রেললাইন ক্লিয়ার। পতাকার মাধ্যমে এই সঙ্কেত দেখতে পেয়ে লফগ্রেন ট্রেন না থামিয়ে ঘণ্টায় ৯৫ মাইল বেগে স্টেশন পেরিয়ে গেল। প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষমাণ জনতা, যারা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিল, তারা বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেল যখন দেখল এডেলিন ওদের চোখের সামনে কামানের গোলার মতো ছুটে গেল।

সৌভাগ্যবশত, জংশনের সংখ্যা কম এবং একেকটি জংশন একে অপরের থেকে দূরে দূরে অবস্থিত, তাই ওরা ওদের গতি ধীর না করে উচ্চগতি বজায় রাখল। এরপর ওয়েলস শহরে থেকে প্রমনতোরির রেললাইন পর্যন্ত যন্ত্রণাদায়কভাবে ট্রেনের গতি ধীর করে দেয়া হল, যাতে পশ্চিমমুখী রিলিফ ট্রেন আসতে পারে। কয়লা এবং পানি নিয়ে এই বিরতি কাজে লাগানো হল, তবে এর কারণে সব মিলিয়ে ৮০ মিনিট নষ্ট হল।

প্রতিটি স্টপেজে, বেল স্টেশনমাস্টারদেরকে ক্রমওয়েলের ট্রেনের ব্যাপারে প্রশ্ন করল। ওয়েলসে থাকতে, স্টেশনমাস্টার ওকে বলল যে, অকল্যান্ড হতে ক্রমওয়েলের ট্রেন চালানোর দায়িত্বে থাকা ইঞ্জিনিয়ার এবং ফায়ার-ম্যানকে একটা সেকশনে রেলিঙের সাথে হাত বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেছে। সে ওদেরকে শহরে ফিরিয়ে এনেছে। ক্লান্তি এবং ক্ষুধার কারণে ওরা পায়ের ওপরে দাঁড়াতেই পারছিল না। বেল যেই ব্যাপারে ভয় পাচ্ছিল ওরা সেটা কনফার্ম করেছেঃ ক্রমওয়েল একটু পরপরেই ট্রেন থামাচ্ছে যাতে ওর ভাড়া করা গুণ্ডা লোকটা খাম্বার ওপরে উঠে টেলিগ্রাফের তার কেটে দিতে পারে।

"খবর কী?" বেল ক্যাবে ফিরে আসতেই লফগ্রেন ওর কাছে জানতে চাইল।

"স্টেশনমাস্টার বলল ওরা তিন ঘণ্টা আগে এই জায়গা পেরিয়ে গেছে।"

"এরপর রেনো থেকে আমরা দেড় ঘণ্টা সময় এগিয়ে গিয়েছি," লং চওড়া হাসি হেসে বলল, বুঝতে পারছে ওদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবারে ফল দিবে।

"এখান থেকে ওগডেন পর্যন্ত, তোমাদের তীক্ষ্ম দৃষ্টি মেলে বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে হবে। ক্রমওয়েল টেলিগ্রাফের তারগুলো কেটে কেটে দিচ্ছে।

BanglaBook.org

আমরা অন্ধের মতো ছুটে চলছি, পশ্চিমমুখী কোনো ট্রেনের ওপরে হামলে পড়ার খুব ভালো সম্ভাবনা আছে।"

"এটা বড় কোনো হুমকি না," বলল জঙ্গেওয়ার্ড। "ট্রেনের শিডিউল সেট করার জন্য আগে স্টেশনমাস্টারের সাথে যোগাযোগ করা হয়। এটা করতে না পারলে কোম্পানি মেইন লাইনে ট্রেন পাঠানোর ঝুঁকি নেবে না। কিন্তু তারপরেও, আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে বাঁক ঘোরার সময়, যেখানে সামনের এক মাইলের বেশি পথ দেখা যায় না।"

"ওগডেন আর কত দূর?" বেল জিজ্ঞেস করল।

"প্রায় ৫০ মাইল," জবাব দিল জঙ্গেওয়ার্ড। "ওই স্টেশনে পৌঁছাতে আমাদের প্রায় এক ঘণ্টা লাগতে পারে।"

থ্রটলের দায়িত্বে থাকল লফগ্রেন। এডেলিন ওগডেনের ইউনিয়ন স্টেশনে থামল বিয়াল্লিশ মিনিট পর। সে কয়লা এবং পানি নেয়ার সাইডিঙে গিয়ে লোকোমোটিভকে থামাল। ওরা ওদের রুটিন-কাজে এখন ভালোভাবেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। লং এবং শিয়া একদিকে কয়লা আর পানি লোড করছে, লফগ্রেন আর জঙ্গেওয়ার্ড অন্যদিকে ইঞ্জিন চেকিং এবং ড্রাইভ কানেক্টর ও চাকার বেয়ারিঙে তেল দিচ্ছে। বেল এক দৌড়ে স্টেশনে গিয়ে সেখানকার ডিসপ্যাচারের অফিস খুঁজে বের করল।

গোলগাল চেহারার একজন মানুষ ডেস্কে বসা, জানালা দিয়ে স্থির চোখে বাইরের একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের দিকে চেয়ে আছে। তার আগ্রহ বিশেষ করে একজন কমবয়সী সুন্দরী মেয়ের প্রতি। ট্রেনের সিঁড়িতে পা রেখে নামার সময় মেয়েটির পায়ের গোড়ালি উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। বেল ডেস্কের সামনে বসিয়ে রাখা ছোট আকারের নাম-ফলকটি পড়ল।

"মিস্টার জনস্টন?"

জনস্টন বেল-এর দিকে তাকিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি হাসল। "হ্যাঁ, আমিই জনস্টন। আপনার জন্য কী করতে পারি?"

সান ফ্রান্সিসকো ত্যাগ করার পর থেকে বেলকে হয়তো ক্রমওয়েলকে তাড়া করার গল্পটা ছয়বার বলতে হয়েছে। "আপনি কি আমাকে বলতে পারেন, ওই ট্রেন কখন এখানে এসেছিল?"

"এ-পথ দিয়ে কখনও আসেনি," জনস্টন জবাব দিল।

"আপনার স্টেশনের মাঝ দিয়ে আসেনি?" বেল ভ্রু উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল।

"ইয়াপ," জনস্টন বলল, ওর চেয়ারে হেলান দিয়ে বসা। বুটজুতো পরা একটি পা তুলে দিয়েছে টেবিলের ওপরে। "ওদের ট্রেনকে উত্তর দিকে যাওয়ার রেললাইনে সুইচড করা হয়েছে।"

BanglaBook.org

"কিন্তু কিভাবে?" বেল আর্তনাদ করে উঠল। "এটা তো শিডিউলড ট্রেন না।"

"একজন পয়সা-ওয়ালা মহিলা জংশনের ডিসপ্যাচারকে কিছু পেপার-ওয়ার্ক দেখান, যাতে লেখা ছিল ওই মহিলা একটা ট্রেন ভাড়া করেছে যেটার সরাসরি মন্টানার মিসৌলাতে যাওয়ার ক্লিয়ারেন্স আছে।"

"ওই ডাকাতের বোন," বেল বলল। "ওরা সীমান্তে পৌঁছে কানাডা পেরোনোর চেষ্টা করছে।"

জনস্টন বুঝদার মানুষের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। "ডিসপ্যাচার আমার কাছে জানতে চেয়েছিল দক্ষিণমুখী কোনো ট্রেন আছে কি-না। আগামীকাল সকালের আগে কোনো শিডিউলড ট্রেন নেই, তাই আমি তাকে বলেছি ওই মহিলার ট্রেনকে যেন উত্তরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়।"

"এই ঘটনা কখন ঘটেছে।"

"দুই ঘণ্টার চেয়ে একটু কম সময় আগে।"

"আমাকে ওই ট্রেন ধরতেই হবে," বেল কঠিন স্বরে বলল। "আমাকে মিসৌলাতে যাওয়ার ক্লিয়ারেন্স দিলে খুশি হব।"

"ওই ট্রেন থামানোর জন্য বুট্টের শেরিফকে টেলিগ্রাফ করে দিলেই তো হয়। শেরিফ তখন ওই ডাকাত আর তার বোনকে কাস্টডিতে ঢুকিয়ে দেবে।"

"রেনো ত্যাগ করার পর থেকে আমি সেই কাজ করার চেষ্টা করছি, কিন্তু ক্রমওয়েল ওর সামনে যত টেলিগ্রাফ লাইন পেয়েছে তার সব তার কেটে দিচ্ছে।"

জনস্টনকে হতভম্ব দেখাল। "হায় ঈশ্বর, এ-রকম করলে তো মুখোমুখি সংঘর্ষের সম্ভাবনা তৈরি হয়।"

"যতক্ষণ না সে আর ওর বোন কানাডিয়ান সীমান্তে পৌঁছাচ্ছে, ওদের হারানোর কিছু নেই। এমনকি এর জন্যে যদি মানুষ খুন করতে হয়, তবুও ওরা পিছপা হবে না।"

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে জনস্টন ভীষণ আপসেট হয়ে পড়ল। "ওই হারামজাদাকে গ্রেফতার করুন," সে চেহারায় ঘৃণা ফুটিয়ে বলল। "আমি আনন্দের সাথে আপনাকে মিসৌলার মাঝ দিয়ে যাওয়ার ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দিচ্ছি।"

"আপনার কাছ থেকে পাওয়া যেকোনো সাহায্যের জন্য আমি কৃতজ্ঞ," বেল আন্তরিকতার সাথে বলল।

"আপনার ট্রেন নম্বর কত?"

"ট্রেন না, শুধু একটা টেন্ডার এবং ইঞ্জিন নম্বর হচ্ছে ৩৪৫৫।"

"কী ধরনের ইঞ্জিন?"

BanglaBook.org

"বাল্ডউইন আটলান্টিক ৪-৪-২," বেল উত্তর দিল।

"এই ইঞ্জিন খুবই ফাস্ট। রিলে-ক্রুদের কী অবস্থা?"

"আমার সাথে দুজন ক্রু আছে। ওরা ওই ডাকাতকে না ধরা পর্যন্ত আমার সাথে থাকার জন্য জোরাজুরি করছে।"

"এই ধাওয়ায়, আমি শুধু আপনার সৌভাগ্যই কামনা করতে পারি।" জনস্টন উঠে দাঁড়িয়ে বেল-এর সাথে হ্যান্ড-শেক করল।

"আপনাকে ধন্যবাদ।"

"দুই ঘণ্টা এগিয়ে থাকা মারাত্মক ব্যাপার," জনস্টন শান্ত ভঙ্গিতে বলল।

"অকল্যান্ড ত্যাগ করার পর থেকে আমাদের আড়াই ঘণ্টা সময় অর্জিত হয়েছে।"

জনস্টন এক মুহূর্ত ভাবল। "ধাওয়ার আসল উত্তেজনা শুরু হবে সামনে। খুব ক্লোজ একটা লড়াই হবে।"

"আমি ওকে থামাবোই," বেল কণ্ঠে তেজ নিয়ে বলল। "ওকে যেভাবেই হোক থামাতেই হবে। নয়তো সে আবারও মানুষ খুন করবে।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৫

এডেলিনকে রেললাইনের ওপর দিয়ে চালানোর জন্য পরিশ্রম করা মানুষগুলো আশায় বুক বেঁধে আছে। ওরা সবাই অসম্ভবকে সম্ভব করতে গিয়ে নিজেদের সামর্থ্যকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। রেললাইনের আশেপাশের খামার এবং র‍্যাঞ্চে কাজ করা পুরুষ-মহিলারা ওদের কাজ থামিয়ে বিস্মিত ভঙ্গিতে দ্রুতবেগে ছুটতে থাকা একাকী লোকোমোটিভের দিকে চেয়ে রইল। বজ্রের মতো এটি উধাও হয়ে গেল ওদের চোখের সামনে থেকে। পেছনে পড়ে রইল শুধু ট্রেনের ধোঁয়ার প্রলম্বিত লেজ।

ড্রাইভিং সিটে বসে থাকা লফগ্রেন এডেলিনের ওপরে জোরালো চাপ প্রয়োগ করল যাতে ওরা উটাহের সীমান্ত থেকে আইডাহো পর্যন্ত ঘণ্টায় প্রায় একশ মাইল গতিতে ছুটে যায়। পোকাটেলো, ব্ল্যাকফুট এবং আইডাহো ফলস যেন চোখের পলকে এল আর চলে গেল। স্টেশনমাস্টারেরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, ওদের মাথায় ঢুকছে না একটা লোকোমোটিভ আর টেন্ডার আগাম খবর না দিয়ে কোথা থেকে এল আর ঝড়ের বেগে ওদের ডিপোকে অতিক্রম করে চলেও গেল।

ওগডেনে পৌঁছানোর আগেই, বেল এক গাদা কম্বল জোগাড় করে ফেলল যাতে ক্রু-ম্যানরা লোকোমোটিভ ড্রাইভিং এবং বয়লারে জ্বালানি দেয়ার মাঝে মাঝে অল্প সময় ঘুমিয়ে নিতে পারে। প্রথম দিকে, ওদের কাছে মনে হয়েছিল ট্রেনের মধ্যে ঘুমানো একটা অসম্ভব কাজ। কারণ, ট্রেনের ঝাঁকুনি, বাষ্পের হিসহিসানি এবং ইস্পাতের হুইলের ঝনঝন আওয়াজের মধ্যে ঘুমাবে কিভাবে। কিন্তু কাজ শেষে ক্লান্তি ঘিরে ধরতেই, ওরা দেখল ঘুমের রাজ্যে চলে যাওয়াটা কোনো ব্যাপারই না।

কয়লা এবং পানি নেয়ার জন্য সংক্ষিপ্ত বিরতি ছাড়া, এডেলিন কখনও গতি ধীর করেনি। আইডাহোতে বিরতি নেয়ার সময় বেল জানতে পারল যে ওরা ক্রমওয়েলের ট্রেন থেকে মাত্র ৫০ মিনিট পিছিয়ে আছে। দূরত্ব দ্রুতগতিতে কমে আসছে এটা বুঝতে পারার পরে, ওরা কাজে আরও অনুপ্রেরণা অনুভব করল। এটা কাজ করায় ওদের উদ্যম বাড়িয়ে দিল।

BanglaBook.org

স্পেন্সারের স্টেশনমাস্টারের কথা শুনে বেল-এর মনে রহস্য ঘনীভূত হল। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যে সাউদার্ন প্যাসিফিকের মেইন-ট্র্যাক মিসৌলাতে থেমে গিয়েছে। শুধু একটা স্পার আছে যেটা আরও ৮০ মাইল সামনে গিয়ে ফ্ল্যাটহেড লেকের ছোট বন্দরে পৌঁছেছে।

"অবস্থা কেমন বুঝলে?" জঙ্গেওয়ার্ডকে থ্রটলের ভার দিয়ে লফগ্রেন বেল এর কাছে জানতে চাইল।

"আধমরা ইঞ্জিনিয়ার আর ফায়ার-ম্যানকে উইনেমুচাতে নামিয়ে দেয়ার পরে ক্রমওয়েল নিশ্চয়ই আরেক দল ক্রু-ম্যান খুঁজে নিয়েছিল," বেল বলল।

লফগ্রেন সায় দিল। "টেলিগ্রাফ মেসেজ সার্ভিস যেহেতু পাচ্ছি না, আমাকে বিশ্বাস করতেই হবে যে, সে ওদেরকে জনশূন্য কোনো জায়গায় ফেলে দিয়েছিল। এবং জোর করে ট্রেনে রিলে-ক্রু তুলেছে যাতে সীমান্ত পার হওয়ার মাধ্যমে পালানোর সর্বশেষ অংশ সম্পন্ন করা যায়।"

"তাহলে তাকে যাত্রা সমাপ্ত করতে হলে রাস্তার ওপরে উঠে গাড়ি ড্রাইভ করতে হবে।"

লফগ্রেন তার দিকে তাকাল। "এ-কথা কেন বলছেন?"

বেল শ্রাগ করল। "স্পেন্সারের স্টেশনমাস্টার আমাকে বলল যে সাউদার্ন প্যাসিফিকের রেললাইন উডস বে-তে ফ্ল্যাটহেড লেক-এর পুব পাড়ে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। আমার অনুমান, উত্তর দিক হয়ে কানাডা যাওয়ার জন্য ক্রমওয়েলকে সড়কপথ দিয়েই যেতে হবে।"

"দুঃখিত। আমি আপনার কথার সাথে একমত হতে পারছি না। আমার অনুমান, সে হ্রদের ওপরে চলাফেরা করা কার-ফেরির ওপরে ওর ট্রেনটিকে উঠাবে।"

বেল চোখে প্রশ্ন নিয়ে লফগ্রেনের দিকে স্থির চেয়ে রইল। "কার-ফেরি?"

লফগ্রেন সায় দিল। "কানাডা থেকে আনা কাঠের গুড়ি ফ্ল্যাটকারে করে হ্রদের পশ্চিম পাশে সীমান্তের ওপারে থাকা ছোট একটা বন্দরে নিয়ে যাওয়া হয় যাকে ডাকা হয় রোলিন্স নামে। সেখান থেকে, ওদের ট্রেন গড়িয়ে গড়িয়ে একটা ফেরিতে উঠে যেটা ওদেরকে হ্রদের ওই পাড়ে নিয়ে যায়। যখন ওরা উডস বে-তে পৌঁছায়, ওদেরকে ট্রেনের সাথে জুড়ে দেয়া হয় যেটা ওদেরকে সাথে করে বিক্রয়-স্থলে নিয়ে যায়।"

"এত ঝামেলা না করে সাউদার্ন প্যাসিফিক তো কানাডা যাওয়ার জন্য তাদের রেললাইন স্রেফ উত্তর দিকে বসালেই পারে?"

"দ্য গ্রেট নর্দার্ন রেল-রোড সরকারের কাছ থেকে উত্তর দিকে ইউনাইটেড স্টেটস ক্রস করার ভূমিস্বত্ব পেয়েছে। ওরা ফ্ল্যাটহেড লেক-এর পশ্চিম পাড়ের ল্যান্ডিং হতে রেললাইন বসিয়েছে, সেখানে ওদের লোকোমোটিভগুলোকে

BanglaBook.org

কাঠের গুড়ি বহন করার জন্য ফ্ল্যাটকারের সাথে জুড়ে দেয়া হয়। গ্রেট নর্দার্ন এবং সাউদার্ন প্যাসিফিক উভয় কোম্পানির অফিসিয়ালেরা একত্রে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে হ্রদের দুই প্রান্ত যুক্ত করার মতো রেললাইন বানানোর ব্যাপারে নিজেদের বিরত রাখে।"

"তুমি এতকিছু কিভাবে জানো?"

"লেকের ওপরে বাসা বানিয়ে আমার চাচা কালিস্পেলে থাকে। এখন অবসর নিলেও, তিনি ছিলেন গ্রেট নর্দার্ন রেল-রোডের একজন ইঞ্জিনিয়ার তিনি স্পোকানে এবং হেলেনার মাঝে একটা ইঞ্জিন ড্রাইভ করতেন।"

একটু আগে বেল-এর কণ্ঠস্বরে থাকা আগ্রহ উদ্বগে পরিণত হল। "তাহলে তুমি বলতে চাচ্ছ, ক্রমওয়েল ইচ্ছে করলে ওর ট্রেনটিকে ফেরিতে তুলে হ্রদ পার হয়ে নর্দার্ন প্যাসিফিকের রেললাইনে উঠতে পারে এবং ওর বক্স-কার থেকে না নেমেই কানাডা চলে যেতে পারে?"

"ব্যাপার আসলে সে-রকমই।"

"ওকে থামানোর আগেই যদি সে কার-ফেরিতে উঠে পড়তে পারে..." ও আর বাকি কথা শেষ করল না।

লফগ্রেন বেল-এর চোখে উদ্বেগের ছাপ দেখতে পেল। "দুশ্চিন্তা কোরো না, আইজ্যাক," সে আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল। "ক্রমওয়েল আমাদের থেকে বেশি হলে আর ১০ মাইল দূরে। আমরা ওকে ধরবোই।"

লম্বা একটা সময় যাবত, বেল কিছুই বলল না। এরপর সে ধীরে ধীরে ওর জামার বুক-পকেটে হাত দিয়ে এক টুকরো কাগজ বের করল। আস্তে আস্তে. সে ওই কাগজটার ভাঁজ খুলে লফগ্রেনের কাছে হস্তান্তর করল

ইঞ্জিনিয়ার সেটা মনোযোগ দিয়ে পড়ল, এরপর কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বলল, "এটা দেখে তো আমার কাছে মানুষের নামের একটা তালিকা বলে মনে হচ্ছে।"

"এটা তালিকা-ই।"

"এগুলো কাদের নাম?"

বেল নিচু কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে বলল, "ক্রমওয়েল যেসব পুরুষ, মহিলা আর শিশুদের খুন করেছে তাদের নাম। ওকে গ্রেফতার করার দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে খুন হওয়া মানুষদের নাম লেখা এই কাগজ আমি বহন করে চলেছি।"

লফগ্রেন চোখে তুলে তাকাল। "অন্যদের-ও এই কাগজটা একবার দেখা উচিত।"

বেল সায় দিল। "আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার মনে হয় ওদেরকে এই কাগজ দেখানোর এখনই উপযুক্ত সময়।"

BanglaBook.org

তিন ঘণ্টা পর, লফগ্রেন থ্রটলের পেছনে, এডেলিনের গতি ধীর হতে শুরু করল। ওদের ট্রেন মিসৌলায় পৌঁছেছে। সে সুইচ স্ট্যান্ড থেকে ৫০ ফুট দূরে থাকতে লোকোমোটিভটিকে থামালো। শিয়া লাফ দিয়ে ক্যাব থেকে নামল, রেললাইনের ওপর দিয়ে দৌড়ে গেল এবং ফ্ল্যাটহেড লেকের দিকে চলে যাওয়া রেলের স্পার ঘুরিয়ে দিল। সুইচ-ম্যান তখন তার ডেরা থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে আসছে, কিন্তু সে সুইচ-ম্যানকে পাত্তা দিল না।

"আমার দিকে তাকাও, তুমি এখানে করছোটা কী?" সুইচ-ম্যান জানতে চাইল, সে তখন শীতল বাতাসের হাত থেকে বাঁচার জন্য গায়ে মোটা শীতবস্ত্র চাপিয়েছে।

"ব্যাখ্যা করার মতো সময় আমাদের হাতে নেই," লফগ্রেনের উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে নাড়তে শিয়া বলল। লফগ্রেনকে সঙ্কেত দিচ্ছে যে স্পার থেকে মেইন-ট্র্যাকে যাওয়াটা নিরাপদ। এডেলিন ধীরগতিতে গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে লাগল। সে সুইচ-ম্যানের দিকে তাকিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, "এই স্পারের ওপর দিয়ে কি গত ঘণ্টায় আরেকটা ট্রেন চলে গিয়েছিল?"

সুইচ-ম্যান সায় দিল। "ওরাও অনুমতি না নিয়ে স্পারের ওপর দিয়ে চলে গেছে।"

"কতক্ষণ আগে?" শিয়া জিজ্ঞেস করল।

"প্রায় বিশ মিনিট।"

কোনো উত্তর না দিয়ে, শিয়া এডেলিনের পেছন পেছন দৌড়ে গেল এবং হ্যাঁচকা টানে নিজেকে কেবিনে উঠিয়ে আনল। "সুইচ-ম্যানের কথা অনুসারে," সে রিপোর্ট দিল, "ক্রমওয়েলের ট্রেন বিশ মিনিট আগে স্পারের ওপর দিয়ে চলে গেছে।"

"বিশ মিনিট পুষিয়ে নিতে আশি মাইল গতিতে চালাতে হবে," জঙ্গেওয়ার্ড চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল। "এটা কষ্টকর হলেও সম্ভব।" সে টান দিয়ে থ্রটলটিকে শেষ খাঁজে পৌঁছে দিল এবং, জংশন ত্যাগ করার ৫ মিনিট পরে, সে এডেলিনকে রেললাইনের ওপরে ঘণ্টায় ৮৫ মাইল গতিতে ছোটাতে লাগল।

পূব উপকূলে যাওয়ার পরে ফ্ল্যাটহেড লেক চোখের সামনে ধরা দিল। পশ্চিম আমেরিকার সবচেয়ে বড় স্বাদু পানির হ্রদ এটি। লম্বায় ৭৮ মাইল, চওড়ায় ১৬ মাইল, এবং আয়তন ১৮৮ বর্গ মাইল। হ্রদের গড় গভীরতা হচ্ছে ১৬৪ ফুট।

লম্বা এবং অত্যন্ত ক্লান্তিকর ধাওয়ার শেষভাগে চলে এসেছে ওরা। লফগ্রেন বসে আছে ফায়ার-ম্যানের সিটে এবং জঙ্গেওয়ার্ডকে সামনের রেললাইনে নজর রাখার কাজে সাহায্য করছে। বেল, শিয়া এবং লং নিজেদের মাঝে বোঝাপড়া করে ফায়ারবক্সে কয়লা ফেলতে লাগল। ফায়ার-ম্যানদের

BanglaBook.org

মতো লেদার গ্লাভস না থাকায়, বেল নেকড়া দিয়ে ওর দুই হাত মুড়ে নিয়েছে। ওই নেকড়া ইঞ্জিনিয়ারেরা তেল মোছার কাজে ব্যবহার করে। এই সুরক্ষা-কার্যটি কাজে এল, কিন্তু বহুক্ষণ বেলচা দিয়ে কয়লা ফেলার কারণে হাতের তালুতে এক পর্যায়ে ফোসকা পড়তে শুরু করল।

ওরা শীঘ্রই এমন একটা গতিতে পৌঁছাল যেই গতিতে স্পার ট্র্যাকের ওপর দিয়ে আর কোনো ট্রেন যায়নি। এবার সেতুর ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় আর গতি ধীর করা হল না।

বাইরের কিনারার দিকে বাঁক নেওয়া হল।

সৌভাগ্যবশত, রেললাইন এরপর পাখি উড়ে যাওয়ার পথের মতো একদম সরলরেখা বরাবর চলে গেছে। জঙ্গেওয়ার্ড পরবর্তী চল্লিশ মাইল যাবত ঘণ্টায় ৮৫ মাইল গতিবেগ ধরে রাখল।

"ইউরেকা!" লফগ্রেন আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, উৎসাহের সাথে সামনের দিকে আঙুল তাক করা।

প্রত্যেকে ক্যাব থেকে সম্মুখে ঝুঁকে এল, শীতল বাতাস ওদের চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ওই তো ওটা! হয়তো ৪ অথবা ৫ মাইল, সামনে দেখা যাচ্ছে ধোঁয়ার একটা ক্ষীণ আভাস।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৬

মার্গারেট আলস্যভরে একটি আরামদায়ক সোফাতে বসে আছে, ওর পরনে নকশা করা সিল্কের রোব। সে স্থির-চোখে ওর হাতে ধরা পিরিচ আকৃতির ক্যুপে গ্লাসে বুদবুদ উঠতে থাকা শ্যাম্পেনের দিকে চেয়ে আছে। "আমি ভাবছি এটা সত্যি কি-না," সে কোমল সুরে বলল।

ক্রমওয়েল মেয়েটির দিকে তাকাল। "কীসের সত্যতা?"

"এই গ্লাসটি না-কি মেরি আনতোইয়েতের স্তনের অনুকরণে বানানো হয়েছে।"

ক্রমওয়েল হাসল। "হ্যাঁ। এইসব লিজেন্ড টাইপের কাহিনীতে সামান্য হলেও কিছুটা সত্যতা থাকে।"

এরপর মার্গারেট জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। ওরা তখন গাছ-গাছালিতে পরিপূর্ণ পর্বতমালার মাঝের একটা উপত্যকার মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করছে।

"আমরা কোথায়?"

"রকি মাউন্টেইনসের অভ্যন্তরে ফ্ল্যাটহেড ভ্যালীতে।"

"সীমান্ত আর কতদূর?"

"ফ্ল্যাটহেড লেক-এর ফেরি ল্যান্ডিং-এ পৌঁছাতে আরও ত্রিশ মিনিট," ক্রমওয়েল বলল, আজকের দিনের দ্বিতীয় শ্যাম্পেন বোতল খুলছে। "গ্রেট নর্দার্ন ট্র্যাক পার হতে লাগবে আধা ঘণ্টা। আশা করা যায়, সূর্যাস্তের মধ্যেই আমরা কানাডা পৌঁছে যাব।"

মার্গারেট তার গ্লাস উঁচু করল। "তোমার উদ্দেশ্যে, ভাই। জিনিয়াসের মতো সান ফ্রান্সিসকো থেকে পলায়নের জন্য। ভবিষ্যতে নতুন যে ব্যবসা খুলতে যাচ্ছি তা আগেরটার মতো সফল হোক।"

ক্রমওয়েল চেহারায় আত্মতৃপ্তি ফুটিয়ে হাসল। "আমি-ও এর উদ্দেশ্যে পান করছি।"

BanglaBook.org

সম্মুখে, লোকোমোটিভের ক্যাবের ভেতরে, অ্যাবনার ক্রু-ম্যানদের ওপরে চাপ প্রয়োগ করছে। এদেরকে সে ব্রিগাম সিটির রেলইয়ার্ডের পাশের একটা ছোট ক্যাফে থেকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে অপহরণ করছে।

লেই হান্ট, কোঁকড়ানো লাল চুলের ইঞ্জিনিয়ার, এবং তার ফায়ার-ম্যান, বব কার, একজন বলবান পুরুষ যে ফায়ার-ম্যান হওয়ার আগে ব্রেকম্যান হিসেবে কাজ করত। সে আশা করছে, এই পদক্ষেপ নেয়ার ফলে তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পথ সুগম হবে। ওরা মাত্র ট্রেন চালিয়ে ফিরেছিল। ভেবেছিল বাসায় যাওয়ার আগে ক্যাফেতে বসে এক কাপ কফি পান করে যাবে। কিন্তু কফি-পানের মাঝপথেই অ্যাবনার ওদের মাথা বরাবর অস্ত্র তাক করে। এবং এরপর সে ওদেরকে জোর করে ক্রমওয়েলের বক্স-কার টানতে থাকা ইঞ্জিনটির ক্যাবের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়।

অন্যদিকে আগের যে দুজন ক্রু-ম্যান ছিল, উইলব্যাংকস এবং হল, ওদেরকে পথিমধ্যে ইঞ্জিনের ক্যাব থেকে ছুড়ে ফেলা হয়। একই সময়ে অ্যাবনার টেলিগ্রাফ লাইনের তারগুলো কেটে কেটে দিচ্ছিল।

অ্যাবনার ক্যাবের ওপরের টেন্ডারের ছাদে বসে আছে যাতে সে সহজেই হান্ট এবং কার-এর ওপরে নজরদাড়ি করতে পারে। পুব দিকে যেতে থাকা রকি মাউন্টেইনসের ওপরের কালচে ঘূর্ণায়মান মেঘ অ্যাবনারের মনোযোগ আকর্ষণ করল।

"মনে হচ্ছে একটা ঝড় ধেয়ে আসছে," সে কার-এর উদ্দেশ্যে চিৎকার করল।

"এটা একটা চিনুক," স্কুপ দিয়ে ফায়ারবক্সে কয়লা ফেলতে ফেলতে কার চিৎকার করে উত্তর দিল।

"চিনুক কী?" জানতে চাইল অ্যাবনার।

"এটা হচ্ছে রকি পর্বতমালা থেকে গর্জন করতে করতে নেমে আসা একটা ঝড়। তাপমাত্রা এক ঘণ্টার মাঝে চল্লিশ ডিগ্রিতে নেমে যেতে পারে এবং বাতাস বইতে পারে ঘণ্টায় একশ মাইল বেগে। একটা রেলগাড়িকে রেললাইন থেকে ফেলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।"

"এটা এখানে আঘাত হানতে আর কতক্ষণ লাগতে পারে?"

"হয়তো এক ঘণ্টা," কার জবাব দিল। "উডস বেন্ডে আমরা যখন ট্রেন ফেরি ডকে পৌঁছাব, ঠিক তখনই। ওখানে পৌঁছালে, আমাদেরকে ঝড় থেকে দূরে থাকার জন্য ফেরিঘাটে বসে থাকতে হবে। চিনুক যখন আক্রমণ করে, ফেরি চলাচল তখন বন্ধ থাকে।"

"কেন?" অ্যাবনার জিজ্ঞেস করল।

BanglaBook.org

"ঘণ্টায় একশ মাইল বেগে বাতাস বইলে, এই হ্রদের পানি উন্মত্ত হয়ে উঠবে। বাতাসের কারণে বিশ ফুট পর্যন্ত উঁচু ঢেউ উঠতে পারে। এই ট্রেন ফেরি এমন ঝুঁকিপূর্ণ আবহাওয়ায় চালানোর উপযোগী না। ক্রু-ম্যানরা চিনুকের সময় কোনোভাবেই হ্রদের পানিতে নামবে না।"

"আমরা টেলিগ্রাফ করে দিয়েছি, যাতে আমাদের জন্য ফেরি অপেক্ষা করে," অ্যাবনার বলল। "বাতাস থাকুক বা না থাকুক। আমরা সামনে এগোচ্ছি।"

পেছনদিকে ক্রমওয়েলের ভ্রাম্যমাণ প্রাসাদের ভেতরে, শ্যাম্পেন পান করার পর হালকা একটা ঘুম দিয়েছে মার্গারেট। অন্যদিকে ওর ভাই বসে বসে রিল্যাক্স ভঙ্গিতে পত্রিকা পড়ছে। অ্যাবনার যখন ব্রিগাম সিটিতে ট্রেনের ক্রু-ম্যানদের অপহরণ করছিল, তখন সে ওই পত্রিকা সংগ্রহ করেছে। বেশির ভাগ খবরই সান ফ্রান্সিসকোতে হয়ে যাওয়া ভূমিকম্প নিয়ে। পত্রিকায় লেখা, আগুন অবশেষে নিভে এসেছে। ক্রমওয়েল ভাবল, নব হিলের ওপরে তার প্রাসাদ এবং ব্যাংক বিল্ডিং আগুন থেকে রক্ষা পেয়েছে কি-না।

সে মুখ তুলে তাকাল, একটা অদ্ভুত আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। ইস্পাতের চাকার খট-খট শব্দের তুলনায় এই আওয়াজটা শুনতে কিছুটা অন্যরকম। দুর্বলভাবে বহুদূর থেকে কানে আসছে এটা। ওর দেহ জমে কাঠ-কাঠ হয়ে গেল যখন বুঝতে পারল এটা হচ্ছে ট্রেনের হুইসেলের আওয়াজ। ক্রমওয়েল হতভম্ব, এখন নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছে যে ওকে অনুসরণ করা হচ্ছিল।

"বেল!" সে রাগে ফেটে পড়ল।

অমন জোরালো চিৎকারে মার্গারেটের ঘুম ভেঙে গেছে। সে বিস্মিত কণ্ঠে বলল, "তুমি কী নিয়ে চিৎকার করছ?"

"বেল!" ক্রমওয়েলকে যেন কেউ আগুনের ছ্যাকা দিয়েছে। "সান ফ্রান্সিসকো থেকে সে আমাদেরকে ধাওয়া দিয়ে যাচ্ছে।"

"এসব তুমি কী বলছ?"

"শোনো," সে ওর বোনকে হুকুম করল। "কান পেতে শোনো।"

মেয়েটি এরপর শুনতে পেল। প্রায় শোনা যায় কী যায় না। নিশ্চিতভাবে এটা ট্রেনের হুইসেলেরই আওয়াজ।

মার্গারেট তড়িঘড়ি করে পেছনের জানালার দিকে ছুটল এবং ফেলে আসা রেললাইন বরাবর উঁকি মারল। ওর চেহারা দেখে মনে হল যেন কেউ ওর পেটে জোরালো ঘুষি বসিয়ে দিয়েছে। সে দেখতে পাচ্ছে ছোট ছোট গাছের সারির পেছনে একটি বাঁকে কালচে ধোঁয়ার প্রবাহ আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

"এই খবরটা অ্যাবনারকে এখনই জানানো দরকার!" সে চেঁচিয়ে উঠল।

এই কথা ক্রমওয়েলের মাথাতেও এসেছে। সে মই বেয়ে বক্স-কারের ছাদে গেল। এরপরে লোকোমোটিভের শব্দ ছাপিয়ে অ্যাবনারের মনোযোগ আকর্ষণ করতে রিভলবারে একবার গুলি ছুড়ল। অ্যাবনার সেই ডাক শুনে তড়িঘড়ি করে টেন্ডারের ওপরে উঠে এল, যতক্ষণ না সে ক্রমওয়েলের কাছ থেকে মাত্র এক ডজন ফুট দূরে।

"আমাদের পেছনে একটা ট্রেন ছুটে আসছে," ক্রমওয়েল চিৎকার করল।

অ্যাবনার বক্স-কারের ছাদের ওপর দিয়ে সেদিকে তাকাল। দ্রুতগতিতে ধাবমান ট্রেনটি এখন বাঁক ঘুরে এগিয়ে আসছে। কিছুটা দূরে এটি দৃশ্যমান। এটাকে দেখে একটা লোকোমোটিভ বলে মনে হচ্ছে এবং এর টেন্ডার পেছনে কোনো বগি টানছে না। এটা ছুটে আসছে এবং খুব দ্রুত ছুটে আসছে।

ট্রেন দুটো এখন পরস্পরে দৃষ্টিসীমার মধ্যে এবং ফ্ল্যাটহেড লেক-এর ওপরে থাকা ফেরি-ঘাট আর মাত্র ২০ মাইল দূরে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৭

এডেলিন যেন রেসিং-এর পেছনে থাকা একটা ঘোড়া, প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার জন্য সংগ্রাম করছে।

কোনো লোকোমোটিভকে এত কঠিন পরিশ্রমের মাঝ দিয়ে যেতে হয়নি। অকল্যান্ড রেলইয়ার্ড থেকে মন্টানার বুনো এলাকা পর্যন্ত, এটা ইতিহাসের যেকোনো লোকোমোটিভের চেয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে অধিক দূরত্ব পাড়ি দিয়েছে।

স্টিম একজস্ট থেকে আসা শব্দ কানে হিসহিসানির মতো বাজছে এবং ধোঁয়ার কারণে সৃষ্টি হচ্ছে মেঘ। বেল মাঝে মাঝেই কাজ থামিয়ে সামনে থাকা ট্রেনটির দিকে তাকাচ্ছে। সেই ট্রেন প্রতি মিনিটে বড় থেকে আরও বড় হচ্ছে। এখন আর ক্রমওয়েলকে দেখার জন্য খুব একটা বেগ পেতে হচ্ছে না। সে রশি ধরে টান দিয়ে জোরালো শব্দে হুইসেল বাজাল, যার তীক্ষ্ম আওয়াজ হ্রদের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। বেল-এর ঠোঁটে নিয়ন্ত্রিত একটা হাসি ছড়িয়ে পড়েছে। ক্রমওয়েল নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে যে এবার তার আর রক্ষে নেই।

বেল মাথা ঘুরিয়ে আকাশের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল রকি মাউন্টেইনস থেকে পূর্বদিকে গর্জন করতে করতে ধেয়ে যাওয়া চিনুকের বাতাসের কারণে এই আকাশটা নীল থেকে পরিবর্তিত হয়ে ধূসর রঙে আবৃত হয়ে গিয়েছে। ধুলো, পাতা এবং ছোটখাটো জিনিসের বিশাল একটা ঘূর্ণিকে এই ঝড় গমের তুষের মতো ছুড়ে দিচ্ছে, যেন সেগুলোকে শস্য মাড়াই-এর মেশিনের মাঝ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। বিশ মিনিটের মধ্যে ফ্ল্যাটহেড লেক-এর পানি শান্তিপূর্ণ অবস্থা থেকে পালটে প্রচণ্ড উগ্র হয়ে উঠল।

এরপর, আচমকা, জঙ্গেওয়ার্ড এবং লফগ্রেন দুজনেই চিৎকার করে উঠল "রেললাইনের ওপরে ওয়াগন!"

প্রতিটি চোখ ঘুরে গিয়ে সামনের রেললাইনের ওপরে নিবদ্ধ হল।

BanglaBook.org

একজন কৃষক ঘোড়ায় টানা খড়ের ওয়াগন নিয়ে রাস্তার ওপর দিয়ে রেললাইন পার হচ্ছিল। বেল ভাবল, সে অবশ্যই ইঞ্জিনের হুইসেলের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে, কিন্তু ওই কৃষক ট্রেনের স্পিড অনুমান করতে গিয়ে বড় রকমের ভুল করে ফেলেছিল। তিনি ভেবেছিলেন রেললাইন ক্রস করতে তার একেবারেই সময় লাগবে না। জঙ্গেওয়ার্ড দ্রুত গতিতে চলা লোকোমোটিভটিকে থামানোর জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাল।

ওই কৃষকটি যখন বুঝতে পারল ইস্পাতের দানবটা তার থেকে মাত্র ১০০ গজ দূরে, সে উন্মত্তের মতো ঘোড়াগুলোর ওপরে চাবুক কষতে লাগল যাতে ওরা পথ থেকে সরে যায়। তবে ততক্ষণে, অনেক দেরি হয়ে গেছে।

এডেলিন ওই ওয়াগনের ওপরে আছড়ে পড়ে খড়, কাঠের তক্তা এবং চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়া চাকার বিস্ফোরণ সৃষ্টি করল। ক্যাবে থাকা মানুষেরা প্রবৃত্তির বশে মাথা নিচু করে বয়লারের আড়ালে গিয়ে সুরক্ষা নিল।

অলৌকিকভাবে, ঘোড়াগুলো সামনে পা বাড়িয়ে লাফ দিল এবং শারীরিকভাবে আহত হওয়া ছাড়াই পালিয়ে যেতে পারল। বেল এবং অন্যরা দেখতে পেল না কৃষকটির ভাগ্যে কী হয়েছে। জঙ্গেওয়ার্ড এডেলিনকে আর ১০০ গজ সামনে নিয়ে থামাতেই, বেল এবং ক্রু-ম্যানরা লাফ দিয়ে ক্যাব থেকে নামল এবং দৌড়ে ক্রসিং-এর কাছে গেল।

হাত-পা অক্ষত অবস্থায় কৃষকটিকে খুঁজে পেয়ে ওরা সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। লোকটি তখন রেললাইন থেকে মাত্র ৫-ফুট দূরে। সে বসা অবস্থায় থেকে চারপাশে তাকাতে লাগল, এরপরে হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইল তার ওয়াগনের ধ্বংসাবশেষের দিকে।

"আপনি কি আহত হয়েছেন?" বেল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল।

কৃষকটি তার হাত-পা ভালোভাবে নিরীক্ষণ করে মাথায় কিছুটা দপদপানি অনুভব করল। "শুধু কয়েক জায়গায় কেটে-ছড়ে গেছে," সে বিড়বিড় করল। "কিন্তু, আল্লাহর কী কুদরত, আমি এখনও দুই টুকরা হয়ে যাইনি। খোদা আজ আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছেন।"

"আপনার ঘোড়াগুলো-ও কোনো শারীরিক আঘাত ছাড়াই বেঁচে আছে।"

শিয়া এবং লং কৃষকটিকে পায়ের ওপরে খাড়া হতে সাহায্য করল। এরপর তাকে ঘোড়াগুলোর কাছে নিয়ে গেল। ঘোড়াগুলো তখন আরাম করে রাস্তার পাশের ঘাস খাচ্ছে, ওরা যেন ভুলেই গেছে একটু আগে মৃত্যুর কত কাছ দিয়ে চলে গিয়েছিল ওরা। তার ঘোড়াগুলো যে ভালো অবস্থায় আছে এতে তিনি খুশি কিন্তু যখন দেখলেন তার ওয়াগন হাজারো টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে আছে তখন তিনি রাগ আটকাতে পারলেন না।

BanglaBook.org

বেল তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে তার হাতে ভ্যান ডনের একটা কার্ড ধরিয়ে দিল। "আমার ডিটেকটিভ এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করুন," সে নির্দেশনা দিল। "ওরা আপনার ওয়াগনের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে দেবে।"

"রেলওয়ে কোম্পানি দেবে না?" কৃষকটি বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে জানতে চাইল।

"এটা রেলওয়ে কোম্পানির দোষ না। এই লম্বা কাহিনীটা আপনি পত্রিকা থেকে জেনে নিতে পারবেন।" বেল মাথা ঘুরিয়ে চোখে হতাশা নিয়ে রেললাইন ধরে সামনের দিকে চেয়ে রইল। ক্রমওয়েলের লোকোমোটিভ থেকে বের হওয়া ধোঁয়া ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। সে বিশ্বাস করতে পারছে না লক্ষ্যের এত কাছে এসেও ব্যর্থতার গ্লানি মাথা পেতে নিতে হবে। কিন্তু সব আশা এখনও শেষ হয়ে যায়নি। ইতোমধ্যে, বেল এবং ক্রুদেরকে এডেলিনে তুলে নিয়েছে জঙ্গেওয়ার্ড।

ওরা দেখল কৃষকটি কারও সাহায্য ছাড়াই চলাফেরা করতে সক্ষম। জঙ্গেওয়ার্ড বেল-এর উদ্দেশ্য চিৎকার করল। "চলো রওনা হই। এই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার মতো সময় আমাদের আছে।"

এডেলিন আবারও ছুটে চলা শুরু করল। ডাকাতের ট্রেনকে কিছুতেই পালিয়ে যেতে দেয়া যাবে না।

চিনুক এখন ওদের ওপর আছড়ে পড়ছে। বাতাসে প্রচুর পরিমাণে ধুলো উড়ছে। দুইশ গজ দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না।

জঙ্গেওয়ার্ড ক্যাবের সাইড দিয়ে বাইরে উঁকি দিতে পারছে না, কারণ সেটা করতে গেলেই ওর চোখে বালু ঢুকে যাচ্ছে। এর বদলে, সে ক্যাবের সামনের দিকের জানালা ব্যবহার করছে। নিরুপায় হয়ে তাকে এডেলিনের গতি ঘণ্টায় ৭৫-মাইল থেকে ৪৫-মাইলে নামিয়ে আনতে হয়েছে।

সে দেখল রেললাইনের পাশে একটা সেমফোর তার পতাকা অনুভূমিক অবস্থানে ধরে রেখেছে। লোকোমোটিভকে থেমে যাওয়ার সঙ্কেত দিচ্ছে, কিন্তু সে এটাকে উপেক্ষা করল। এর পর একটা সাইন দেখা গেল যা উডস বে শহরের বহির্সীমানা ঘোষণা করছে। ফেরি ল্যান্ডিং পর্যন্ত সঠিক দূরত্ব জানা না থাকায়, সে গতি আরও ধীর করে দিল যতক্ষণ না এডেলিন হামাগুড়ি দিতে দিতে ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল বেগে যেতে থাকে।

জঙ্গেওয়ার্ড বেল-এর দিকে ঘুরল। "গতি ধীর করে দেয়ার জন্য দুঃখিত, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না যে শহরের ফেরিঘাট ৫০০-গজ দূরে না-কি ৫-মাইল দূরে। বাধ্য হয়েই আমাকে গতি কমিয়ে রাখতে হচ্ছে। নয়তো দেখা যাবে আমরা ওই ডাকাতের বক্স-কারের ওপরে অথবা গাছের গুড়ি বহন করা মেইন-ট্র্যাকে বসে থাকা ফ্ল্যাটকারের ওপরে আছড়ে পড়েছি।"

BanglaBook.org

"তোমার হিসাবে আমরা কতটুকু সময় হারিয়েছি?" বেল জানতে চাইল।

"আমার ঘড়ি অনুসারে, বারো মিনিট।"

"আমরা ওদেরকে পাকড়াও করবই," মাপা আত্মবিশ্বাস নিয়ে বেল বলল। "ফেরি-ক্রুরা এই আবহাওয়ায় হ্রদ পার হতে রাজি হবে বলে আমার মনে হয় না।"

বেল এই ব্যাপারে ঠিকই আন্দাজ করেছিল যে হ্রদের পানি যখন উন্মত্ত থাকে তখন ফেরি চলাচল স্বাভাবিকভাবে বন্ধ থাকে, কিন্তু সে ক্রমওয়েলকে ছোট করে দেখেছিল। ক্রমওয়েল এসব স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক বিচার করে কাজ করে না। তার কাছে কাজ উদ্ধার করাটাই সবচে বড় কথা।

ওই বুচার ব্যান্ডিট তার বোনকে সাথে নিয়ে এত দূর এসেছে। এত সহজে পরাজয় মেনে নেয়ার বান্দা সে না।

ক্রমওয়েল এবং মার্গারেটকে থামানো যাবে না। ইতোমধ্যে, ওদের ট্রেন ডকে উঠে ফেরির দিকে যাত্রা শুরু করেছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৮

ক্রমওয়েলের ট্রেন যখন ডকে পৌঁছাল, রেলকার ফেরি তখন ঘাটে বসে অপেক্ষা করছিল। লোকোমোটিভটি সেই রেললাইনে উঠে পড়ল যেটা ফেরির দিকে চলে গিয়েছে। কিন্তু লোকোমোটিভটি শুধু এটুকু পথই যেতে পারবে।

ফেরির ক্রু তিনজন আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল যে, চিনুকের তাণ্ডব শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওরা হ্রদ পার হওয়ার চেষ্টা করবে না। হ্রদের পানি যখন শান্ত হবে তখন ফেরি চালু করা যেতে পারে। ওরা তখন কিচেন-রুমে বসে কফি-পান করতে করতে পত্রিকা পড়ছিল। ক্রমওয়েলের ট্রেন ফেরির ওপরে গড়াগড়ি খাচ্ছে দেখেও ওরা তাই উঠে দাঁড়ানোর প্রয়োজন অনুভব করল না।

ক্রমওয়েল তার বক্স-কার থেকে বেরিয়ে লোকোমোটিভের দিকে গেল, রুক্ষ বাতাসের কারণে তার বেঁকে গিয়েছে। সে হাঁটা থামিয়ে হ্রদের ওপরে হামলা চালানো ঢেউয়ের দিকে তাকাল। এটা দেখে তার ফুঁসে ওঠা সাগরের কথা মনে পড়ে গেল। এরপর সে মনোযোগের সাথে পার্শ্ব-প্যাডেলযুক্ত, বাষ্পীয় শক্তিতে চালিত ফেরি-বোটের দিকে তাকাল।

হুইল-হাউজের সাথে ক্ষয়ে যাওয়া একটা কাঠের সাইনবোর্ড লাগানো আছে, যেখানে লেখা "কালিস্পেল"। এই জলযানটির অনেক বয়স। কাঠের ডেকটি জীর্ণ-শীর্ণ এবং পচে যাওয়া। এটা বহু-বহু বছর ধরে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারপরেও ক্রমওয়েলের কাছে মনে হল, রুক্ষ বাতাস সামাল দিয়ে ক্রমবর্ধমান ঢেউয়ের মাঝখানের সরু পথ দিয়ে যাওয়ার জন্য এটা যথেষ্ট শক্তিশালী। সে নিশ্চিত অনুভব করল এটি ওদেরকে হ্রদের পশ্চিম পাশে নিয়ে যেতে পারবে। ক্রু-ম্যানদের কোনো নাম-নিশানা দেখতে না পেয়ে সে বিরক্ত হল।

সে মুখ তুলে রেললাইনের দিকে তাকাল এবং সন্তুষ্টি অনুভব করল যে পেছন থেকে ধাওয়া করে আসা ট্রেনটি দৃষ্টিসীমার মধ্যে নেই। সে অবাক হয়ে ভাবল এটির এত দেরি করার কারণ কী হতে পারে। তবে কারণ যাই হোক না কেন, অলসতা করার কোনো সুযোগ নেই। সে লোকোমোটিভের ক্যাবে থাকা

RageBook.ru

অ্যাবনারের উদ্দেশ্যে হাত ইশারা করল। "দেখো, ওই ফায়ার-ম্যান যেন ফায়ারবক্সে কয়লা ঢালে, যাতে গ্রেট নর্দার্ন ট্র্যাকসে পৌঁছালে আমাদের হাতে যথেষ্ট বাষ্পীয় শক্তি থাকে।"

"ধরে নিন কাজ হয়ে গেছে," অ্যাবনার জবাব দিল, ফায়ার-ম্যান কার-এর দিকে অস্ত্রের মুখ ঘোরাচ্ছে। কার ওদের কথা শুনতে পেয়েছে। "উনার কথা নিশ্চয়ই কানে গেছে। বেলচা দিয়ে কয়লা ফেলতে থাকো।"

"ফেরির ক্রু কাউকে দেখেছ?"

অ্যাবনার শ্রাগ করল। "আমি কাউকেই দেখিনি।"

"তাহলে ওদেরকে খুঁজে বের করে তাগাদা দিতে হবে। আমাদের হাতে সময় নেই, পেছনে থাকা ওই লোকোমোটিভটা যেকোনো মুহূর্তে পৌঁছে যেতে পারে।"

"ট্রেন ক্রুদের নিয়ে কী করা হবে?" অ্যাবনার বলল। "যদি আমি ওদেরকে একলা ছেড়ে দিই, ওরা হয়তো এটা নিয়ে দৌড়ে পালাবে।"

"তুমি রশি খুলে ফেলো," ক্রমওয়েল হুকুম দিল। "আমরা যদি একবার হ্রদের ওপরে ভাসতে পারি, ওরা কোথাও যেতে পারবে না। তুমি ওদের ব্যাপারটা দেখো। আর, আমি নিজে গিয়ে ফেরি-বোটের ক্রু-ম্যানদের খোঁজ করছি।"

অ্যাবনার ডেক-এর উদ্দেশ্যে ঝাঁপ দিল। দেখতে পেল, বাও এবং স্টার্ন লাইন ফেরি-বোটকে এঁটে রেখেছে। হ্রদের মধ্যিখান থেকে ঢেউ উঠে এসে প্রচণ্ড বেগে ফেরি-বোটটিকে ওপর-নিচ করাচ্ছে। অ্যাবনার অপেক্ষা করল কখন ফেরিনৌকাটি ডক থেকে সরে যায় এবং রশি টান টান হয়ে পড়ে। ঢেউ আবার নিচু হতেই রশিটি ঢিল হয়ে গেল এবং অ্যাবনার ওগুলোকে খুঁটি থেকে টান দিয়ে খুলে ফেলল। এরপর সেগুলোকে কালিস্পেলের রেলিং-এর উপর দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিলো। বিড়ালের মতো ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে, সে লাফ দিয়ে ডেকে উঠে এলো এবং লোকোমোটিভের ক্যাবে ফেরত গেল।

ক্রমওয়েল মই বেয়ে হুইল-হাউজে উঠল এবং গর্জন করতে থাকা বাতাসকে ফাঁকি দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে দেখল ওখানে কেউ নেই। এরপর সে একটা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল, ছোট্ট ফেরি-বোটের কিচেন-রুমে চলে গিয়েছে, সেখানে গিয়ে সে দেখতে পেল ফেরি-ক্রুরা আয়েশ করে বসে পত্রিকা পড়ছে। সে যখন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছিল ওরা মুখ তুলে চাইল, কিন্তু ওদের চেহারায় কোনো আগ্রহ দেখা গেল না।

"আপনি মিস্টার ক্রমওয়েল?" লাল রঙের ওয়ার্কম্যান কোট পরিহিত, লালমুখো চেহারার, বিশালদেহী একজন লোক বলল।

"হ্যাঁ, আমিই ক্রমওয়েল।"

BanglaBook.org

"আমরা শুনেছি যে আপনার ট্রেন ফেরিতে উঠতে যাচ্ছে। আমি ক্যাপ্টেন জ্যাক বস, আপনার সেবায় নিয়োজিত।"

বস এবং তার অধীনে কাজ করা দুজন ফেরি-ক্রুর ভাবভঙ্গি নিরুত্তাপ। ওরা ওর প্রতি চরম মাত্রায় উদাসীনতা দেখাচ্ছে, এটা ক্রমওয়েলকে রাগিয়ে দিল। "দেখুন, এখুনি যাত্রা শুরু করা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

বস তার মাথা নাড়ল। "অসম্ভব। লেক-এর পানি অশান্ত হয়ে উঠেছে। ঝড় থেমে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।"

এই কথা শুনে ক্রমওয়েল আচমকা তার কোট-পকেট থেকে ওর .৩৮ কোল্ট বের করে একজন ক্রু-ম্যানের কপাল বরাবর গুলি চালিয়ে দিল। এত শান্ত ভঙ্গিতে কাজটা করা হল যেন সিগারেটে আগুন ধরানো হচ্ছে। এই সারপ্রাইজটি এতটাই অপ্রত্যাশিত ছিল যে, ক্রু-ম্যানটির চোখের দৃষ্টি যেন হঠাৎ করেই নিভে গেল।

"হায় খোদা!" জ্যাক বস শুধু এটুকুই উচ্চারণ করতে পারল, তার চেহারা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গিয়েছে।

ক্রমওয়েল ওর অস্ত্রের মুখ অন্য ক্রু-ম্যানের দিকে ঘোরাল। ওই ক্রু-ম্যান তখন ভয়ানক-ভাবে কাঁপছিল। "তুমি এই বোট এক্ষুণি চালু করবে, নয়তো এই লোকটাও মারা যাবে।"

"তুমি একটা উন্মাদ," বসে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

"আমার সহযোগী এরিমাঝে রেললাইন তুলে ফেলেছে। আমি তোমাকে পরামর্শ দেব, আপত্তি করে কোনো সময় নষ্ট কোরো না।"

বস তার মৃত ক্রু-ম্যানের দিকে তাকাল এবং ধীরে ধীরে, ঘোর লাগা ভঙ্গিতে, পায়ের ওপরে ভর দিল। সে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ক্রমওয়েলের দিকে তাকাল। তার চেহারায় ঘৃণা এবং রাগ উপচে পড়ছে। "তুমি ইচ্ছে করলে আমাদের সবাইকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারো," সে ধীরে ধীরে বলল। "কিন্তু আমরা সবাই হয়তো ওই পাড়ে যাওয়ার আগেই মরে যাব।"

"এই ঝুঁকি আমাদেরকে নিতেই হবে," ক্রমওয়েল কঠিন স্বরে বলল।

বস তার ক্রু-ম্যান, মার্ক রাগানের দিকে ঘুরল। "ওই ইঞ্জিন তোমাকে একলাই পরিচালিত করতে হবে।"

রাগান, একজন তরুণ যার বয়স এখনও ষোলো পেরোয়নি, সে ফ্যাকাসে চেহারায় সায় দিল। "আমি এটা করতে পারব।"

"তাহলে বয়লারে জ্বালানি দাও আর যাত্রা করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বাষ্প নিয়ে নাও।"

ক্রু-ম্যানটি দ্রুততার সাথে কিচেন-রুম ত্যাগ করে ইঞ্জিন রুমে গেল। অন্যদিকে ক্রমওয়েলকে সাথে নিয়ে বস গেলেন হুইল-হাউজে।

BanglaBook.org

ক্রমওয়েল স্থিরদৃষ্টিতে বসের দিকে তাকাল। "আমার নির্দেশের বাইরে কিছু করার কথা একেবারেই মনে এনো না, ক্যাপ্টেন। তাহলে কিন্তু ইঞ্জিন-রুমে থাকা তোমার ক্রু-ম্যানকে মরতে হবে। হ্রদের ওই পাড়ের রেল ল্যান্ডিং-এ নিয়ে যেতে না পারলে অবশ্য তোমাকেও মেরে ফেলা হবে।"

"তুই নরক থেকে উঠে আসা একটা ঘৃণ্য কীট," বস বলল, তার চেহারা ঘৃণায় কুঁচকানো।

ক্রমওয়েল একগাল হেসে বসের দিকে মৃত্যু-শীতল দৃষ্টিতে তাকাল। এরপর সে ঘুরল এবং হুইল-হাউজ ত্যাগ করল।

সে হেঁটে গিয়ে বক্স-কারটির দিকে যেতে থাকল, তখনই ওর কানে এল বাষ্পীয় ইঞ্জিনের হুইসেল-ধ্বনি। আওয়াজ শুনে মনে হল এটা আর মাত্র কয়েকশ গজ দূরে। এবং এরপর ওর কানে বাষ্পের হিসহিসানি এবং লোকোমোটিভ ড্রাইভ হুইলসের ঝনঝন শব্দ ধরা পড়ল। সে দেখল অন্ধকারের মাঝে আবির্ভূত হল একটি বিরাটকায় ইঞ্জিন।

খুব দেরি হয়ে গেছে, সে সন্তুষ্টির সাথে ভাবল। কালিস্পেল এরিমাঝে ফেরিঘাট থেকে ৫-ফুট দূরে সরে গেছে। কোনো কিছুই এখন আর তাকে পালিয়ে যাওয়া থেকে থামাতে পারবে না। নিজের মনে হাসতে হাসতে সে বক্স-কারের ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ফেরিঘাটের ট্র্যাকের শেষ প্রান্ত থেকে মাত্র ৩০ ফুট বাকি থাকতে জঙ্গেওয়ার্ড কোনমতে এডেলিনকে থামাল। রেলকার ফেরিটি হ্রদে ভেসে দূরে চলে যাচ্ছে। ড্রাইভ হুইলসের ঘুর্ণণ থামার আগেই, বেল লাফ দিয়ে ক্যাব থেকে নেমে ফেরিঘাটের শেষ প্রান্তের দিকে দৌড় লাগাল। রেলকার ফেরিটি হ্রদে ভেসে দূরে সরে যাচ্ছে, এর প্যাডল হুইলগুলো ঘুরতে শুরু করে দিয়েছে। বেল যতক্ষণে ফেরিঘাটের কোনায় পৌছাল, গ্যাপ ততক্ষণে আট ফুট চওড়া।

কিন্তু বেল লাফ দিতে কোনোরকম দ্বিধা করল না। সে আগেই বুঝতে পেরেছিল দূরত্বটা এত বেশি যে ওর পা ফেরিতে ল্যান্ড করতে পারবে না। তাই সে সামনের দিকে দু-হাত বাড়িয়ে লাফ দিল এবং হাত দিয়ে রেলিংটিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল। ফেরির রেলিং-এ ওর দেহ ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো এপাশ-ওপাশ দুলতে লাগল। এক চুল এদিক-ওদিক হলেই ওই রেলিং ওর হাত থেকে ছুটে যাবে এবং ওর দেহ পানিতে গিয়ে আছড়ে পড়বে, এমন অবস্থা। কিন্তু সে বজমুষ্টিতে রেলিংটি ধরে রাখল যতক্ষণ না ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি আবারও স্বাভাবিক হচ্ছে, কিন্তু ওর বুকের ব্যথা কমল না। যন্ত্রণা সহ্য করে, ধীরে ধীরে, সে নিজেকে রেলিং-এর ওপরে টেনে তুলে ক্রমওয়েলের বক্স-কারের পাশের ডেকে উঠে এল।

BanglaBook.org

বেল আলতো করে ওর আঙুলগুলো বুকের ওপরে বুলাতেই বুঝতে পারল ওর পাঁজরের অন্তত একটা হাড়ে চিড় ধরেছে। ব্যথা চেপে রাখার জন্য দাঁতে দাঁত চাপল ও। সে বহু কষ্টে পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং ফেরি-বোটের দুলুনি থেকে বাঁচার জন্য মইয়ের একটা ধাপ আঁকড়ে ধরল। চিনুক তখন ওদের ওপর সর্বশক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। হ্রদের মাঝখান দিয়ে আরও কিছুদূর গেল কালিস্পেল। ঝড়ো বাতাসে ফুঁসে ওঠা ঢেউ বাওয়ের ওপরে আছড়ে পড়ল। এই ভয়ানক বাতাসের কারণে তাপমাত্রা বিস্ময়করভাবে বিশ ডিগ্রি বেড়ে গেছে।

বেল সাবধানতা অবলম্বনের যেকোনো চিন্তা মাথা থেকে দূরে সরিয়ে দিল। সে জোরালো ধাক্কা দিয়ে বক্স কারের লোডিং ডোর খুলে নিজেকে মেঝেতে গড়িয়ে দিল, বুকের ভেতরে হওয়া যন্ত্রণার কারণে ওর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। তবুও .৪৫ কোল্টটিকে সে ওর হাতে স্থির ভঙ্গিতে ধরে রাখল।

ক্রমওয়েল ভাবতেও পারেনি এমন কিছু ঘটতে পারে। সে ভেবেছিল অ্যাবনার ওর বক্স-কারে প্রবেশ করছে। কিন্তু যখন সে দেখল ওর সবচেয়ে বড় শত্রু ওর সামনে, তখন খুব দেরি হয়ে গেছে।

"হ্যালো, জ্যাকব," বেল বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি দিয়ে বলল। "তুমি কি আমাকে খুব মিস করছিলে?"

এরপরে নেমে এল কয়েক মুহূর্তের অস্বস্তিকর নীরবতা।

বেল প্রথমে হাঁটুর ওপরে ভর দিয়ে এরপর পায়ের ওপরে খাড়া হল, কোল্টটিকে ক্রমওয়েলের হৃৎপিণ্ড বরাবর লক্ষ্য-স্থির করল। এরপর বক্স কারের দরজা বন্ধ করে দিল যাতে প্রবল বাতাসের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। সে দ্রুততার সাথে বক্স-কারটির অভ্যন্তরভাগে চোখ বুলিয়ে নিল। "ওয়েল, ওয়েল, ওয়েল," সে কৌতুকের সুরে বলল। "আমার প্রশংসা গ্রহণ কর। তো এভাবেই তুমি অপরাধ করার পরে দারুণ স্টাইলে পলায়ন কর।"

"তোমার প্রশংসা পেয়ে আমি আনন্দিত," ক্রমওয়েল বলল।

কোল্টটিকে নিচু করল না বেল, চোখ সরু করে ক্রমওয়েলের দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। সে দেয়ালের পাশে সারিবদ্ধভাবে ফেলে রাখা লেদার ট্রাংকের দিকে এক ঝলক তাকাল। "তোমার ব্যাংকে থাকা নগদ টাকা। নিশ্চয়ই অনেক বড় অঙ্কের এমাউন্ট।"

"নতুন একটা কোম্পানি চালু করার জন্য যথেষ্ট," ক্রমওয়েল আন্তরিকতার সাথে উত্তর দিল।

"তুমি আমাদেরকে অনুসরণ করছিলে?" মার্গারেট বলল, হতভম্ব এবং বিস্মিত।

BanglaBook.org

"ঠিক অনুসরণ বলা যায় না," বেল স্মার্ট ভঙ্গিতে বলল। "বলতে পারো, ধাওয়া করছিলাম।"

প্রত্যাশিতভাবে, ক্রমওয়েল এরিমাঝে নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে। "তুমি এত তাড়াতাড়ি পৌঁছালে কী করে?"

"সৌভাগ্যবশত, আমার কাছে ছিল তুলনামূলক দ্রুতগতির ইঞ্জিন আর সেইসাথে একদল নিবেদিতপ্রাণ ক্রু-ম্যান।"

"তুমি জানতে যে আমি আর মার্গারেট সান ফ্রান্সিসকো ত্যাগ করেছি?"

"আমি এই বক্স-কারটির খোঁজ বের করি এবং ভেবে ভেবে বুঝতে পারি যে তুমি একে নতুন সিরিয়াল নম্বর দিয়ে আবারও রং করিয়েছো। আমার এজেন্ট এর ওপরে নজর রাখছিল, অপেক্ষা করছিল সেই মুহূর্তের জন্য যে কখন তুমি এটাকে আবারও ব্যবহার কর। দুর্ভাগ্যবশত, ভূমিকম্প আঘাত হানার কারণে আমার ওই এজেন্টের ঘাড়ে আরও জরুরী একটা দায়িত্ব চেপে বসে।"

"আর তুমি আবিষ্কার করলে যে এটা রেলইয়ার্ড ত্যাগ করেছে," ক্রমওয়েল অনুমান করল।

বেল সায় দিল। "এরপরে তোমার ব্যাংকে গিয়ে দেখি যে তুমি ব্যাংকের ভল্টে ৫ ডলারের ওপরে থাকা সব নোট নিয়ে ভেগে গিয়েছ।"

"কিন্তু তুমি কিভাবে জানলে যে আমরা কানাডার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছি?"

"সাউদার্ন প্যাসিফিক অফিসের ডিসপ্যাচার," বেল মিথ্যা কথা বলল, ম্যারিওনকে এর সাথে জড়াতে চাচ্ছে না। "আমি ওর মাথায় পিস্তল ধরে ওকে বলতে বাধ্য করি যে কোন রেললাইন ধরে তোমার ভাড়া করা ট্রেন যাত্রা করছে। এরপর কিছু সময় এ-নিয়ে চিন্তা করতেই সবকিছু আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।"

"দারুণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ, মিস্টার বেল।" ক্রমওয়েলের হাতে শ্যাম্পেন-ভর্তি গ্লাস ধরা, বেল-এর দিকে প্রশংসার চোখে চেয়ে আছে। "মনে হচ্ছে তোমাকে আন্ডারএস্টিমেট করার একটা প্রবণতা আমার মাঝে আছে।"

"আমিও তোমাকে এক কী দুইবার ছোট করে দেখেছি।"

মার্গারেট এত নিচু স্বরে কথা বলল যে একে প্রায় ফিসফিস বলে ধরে নেয়া যায়। "তুমি এখন আমাদেরকে নিয়ে কী করতে চাচ্ছ?" ওর বিস্ময় এখন হতাশায় পরিণত হয়েছে।

"তীরে পৌঁছে তোমার ভাইকে স্থানীয় শেরিফের কাছে হস্তান্তর করা হবে, তার আগ পর্যন্ত সে আমার হাতে আটক। এরপর দরকারি কাগজপত্র জোগাড় করে তোমাদের দুজনকে শিকাগোতে নিয়ে যাওয়া হবে। ওখানে দ্রুততার

BanglaBook.org

সাথে ওর বিচার সম্পন্ন করা হবে। এবং এই বিচারে তোমাদের বন্ধুস্থানীয় কোনো বিচারককে রাখা হবে না। বিচার শেষ হলে ওর অপরাধের জন্য ওকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দেয়া হবে।" বেল এরপর ভীতিকর কণ্ঠে বলল। "আর তুমি, মাই ডিয়ার মার্গারেট, তোমাকে হয়তো জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা আমেরিকান কারাগারে বসেই কাটিয়ে দিতে হবে।"

বেল-এর চোখে ধরা পড়ল যে ক্রমওয়েল আর মার্গারেট সন্দেহজনকভাবে দৃষ্টি বিনিময় করছে। ওদের এই দৃষ্টি বিনিময় এর উদ্দেশ্য আন্দাজ করা বেল-এর পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু বেল এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে এর উদ্দেশ্য কোনোভাবেই ভালো কিছু হতে পারে না। বেল দেখল, সোফার এক প্রান্তে আরাম করে বসে পড়ল ক্রমওয়েল।

"এই আবহাওয়ায় আমাদের জল-যাত্রা শেষ হতে কিছুটা সময় লাগবে।" যেন তার কথার সাথে একমত পোষণ করতেই, শ্যাম্পেনের বোতলটি টেবিল থেকে গড়িয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। "খুব খারাপ। আমি তোমাকে এক গ্লাস শ্যাম্পেন সাধতে চাচ্ছিলাম।"

বেল আন্দাজ করার চেষ্টা করছে ক্রমওয়েল ওর কোল্ট .৩৮ রিভলবারটি কোথায় রাখল। "ডিউটিতে থাকার সময় আমি কখনও ড্রিংক করি না," বেল হাসি হাসি মুখ করে বলল।

বক্স-কারটি আরও একবার আচমকা একদিকে হেলে পড়লো, কারণ ফেরি-বোটটি একপাশে কাত হয়ে গিয়েছে। একটি প্যাডল হুইল বাইরের পানিতে আছড়ে পড়ার ফলে পুরো ফেরি-বোটটি কেঁপে উঠল। আতঙ্কে মার্গারেটের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। সে স্থির চোখে পানির দিকে চেয়ে রইল। কাদা এবং বালির মিশ্রণ সাথে নিয়ে ওই পানি চুইয়ে চুইয়ে দরজার নিচের ফাঁকা জায়গা দিয়ে বক্স-কারের ভেতরে ঢুকছে।

বাইরে, বাতাস তীক্ষ্ম কণ্ঠে চিৎকার করল। পাহাড়-সমান উঁচু ঢেউয়ের আক্রমণে কালিস্পেল ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে গুঙিয়ে উঠল। বয়সের ভারে ক্লান্ত জলযানটির সম্মুখভাগ ঢেউয়ের চূড়ায় উঠে আবারও হ্রদের পানিতে আছড়ে পড়ল। বিশাল একটা ঢেউ সম্মুখ-জানালার ওপরে আছড়ে পড়ল, হুইল-হাউজে ঢুকে পড়ল প্রচুর পরিমাণে জল।

ক্যাপ্টেন বস তার কোটের কলার তুলে দিলেন। তীব্র বাতাস পানির ঝাপটা সাথে নিয়ে তার চেহারা এবং হাতের চামড়ার ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল।

ইঞ্জিন রুম থেকে আসা স্পিকিং টিউবের মাধ্যম দিয়ে একটা হুইসেলে রুমটি কেঁপে উঠল। বস সেটা তুলে কানে লাগিয়ে বলল, "হ্যালো। হুইল-হাউজ থেকে বলছি।"

BanglaBook.org

টিউবের মাঝ দিয়ে রাগানের কণ্ঠ ভেসে এল। "আমি এখানে পানি নিচ্ছি, ক্যাপ্টেন।"

"পাম্প কি এটা সামলে নিতে পারবে?"

"এখনও পর্যন্ত পারছে। কিন্তু ফেরি-বোটটি ভয়ানক-ভাবে ক্যাচ-ক্যাচ শব্দ করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। আমি ভয় পাচ্ছি বাল্কহেডগুলো হয়তো ভার সামলাতে পারবে না।"

"প্রস্তুত থাকো, যেন অবস্থা খারাপের দিকে গেলেই পালিয়ে যেতে পারো। ছাদে গিয়ে লাইফবোটটা খুলে পানিতে নেমে পড়বে।"

"ইয়েস, স্যার," রাগান জবাব দিল। "আপনার কী অবস্থা, ক্যাপ্টেন?"

"ইঞ্জিন রুম ত্যাগ করার সময় আমাকে কল দেবে। আমি পারলে তোমাকে অনুসরণ করব।"

"কিন্তু ট্রেনে থাকা ওই মানুষগুলোর কী হবে? আমরা তো ওদেরকে স্রেফ মাঝপথে ফেলে যেতে পারি না।"

বস এমন ধরনের মানুষ যার নৈতিক মূল্যবোধ অনেক গভীর। তিনি ঈশ্বরকে ভয় করে চলেন। এবং নিজের মুখ দিয়ে যেই কথা বের হয়, তা রক্ষা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। হ্রদের চারপাশে বসবাস করা মানুষেরা তাই তাকে শ্রদ্ধা করে। তিনি ভেঙে যাওয়া হুইল-হাউজের জানালার মাঝ দিয়ে দূরবর্তী-তীরের দিকে তাকালেন। উন্মত্ত পানি বাও-এর ওপরে আছড়ে পড়ছে। তিনি নিশ্চিতভাবে অনুভব করলেন কালিস্পেল এই যাত্রা সম্পন্ন করতে পারবে না।

"ওদের দায়িত্ব আমার ঘাড়ে," তিনি ধীরে ধীরে বললেন। "তুমি নিজেকে রক্ষা কর।"

"ঈশ্বর আপনার সহায় হোক, ক্যাপ্টেন।"

এরপর ওই স্পিকিং টিউব নিশ্চুপ হয়ে গেল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৯

চিনুকের টর্নেডো বাতাস সবকিছু ধ্বংস করার মুডে আছে। গোলাঘর চেপটা করে দিল, ছাদ উড়িয়ে নিয়ে গেল, গাছগুলো সব শিকড় থেকে উপড়ে ফেলল, এবং টেলিগ্রাফ আর টেলিফোন লাইনের খুঁটিগুলোকে মাটিতে শুইয়ে দিল। উষ্ণ বাতাস তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে ফ্ল্যাটহেড লেক-এর ওপরে গর্জন করছে। এটি যেন পানির উপরিভাগে প্রচণ্ড আক্রোশে চাবুক কষছে। বয়সের ভারে ক্লান্ত -পরিশ্রান্ত ফেরি-বোটটিকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করছে।

ইতোমধ্যে, নিজের জীবন বাঁচানোর ব্যাপারে যেই লাইফবোটের ওপরে ক্যাপ্টেন বস আশা রেখেছিলেন সেটা দড়ি থেকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে, এটার ধ্বংসাবশেষ উন্মত্ত পানিতে ভেসে দূরে হারিয়ে গেছে।

বস ফেরি-বোটের স্টিয়ারিং হুইলের সাথে সংগ্রাম করে মরিয়া চেষ্টা করলেন যাতে কালিস্পেলের মুখ সরাসরি পশ্চিম উপকূলের দিকে বজায় রাখা যায়, এটি এখন মাত্র দুই মাইল দূরে। তিনি মনের মাঝে ছোট্ট একটা আশা সযত্নে লালন করছেন যে তারা হয়তো নিরাপদে রোলিন্সের ছোট্ট বন্দর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবেন। কিন্তু মনের গভীরে, তিনি ভালো করেই জানেন এই ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি সামলানো তার এবং তার জলযানের আয়ত্তের বাইরে। ফেরিটি হঠাৎ করে কাত হয়ে যাওয়ার খুব ভালো সম্ভাবনা আছে। ইঞ্জিন, টেন্ডার এবং বক্স-কারের ওজন কালিস্পেলের ঘাড় মটকে দিতে পারে।

ট্রেনটির ওজন যদি বইতে না হত, কালিস্পেল হয়তো পানির স্তর থেকে আরও কিছুটা ওপরে অবস্থান করতো এবং বিশাল ঢেউয়ের হামলার মুখে একে এতটা সংগ্রাম করতে হত না। বস ফেরি-বোটের বাও-এর দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে এটি খুব বাজে-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাও-এর উন্মুক্ত অংশের কাঠ থেঁতলে গিয়ে এর বীম থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে।

তার পোশাক এবং লাম্বারম্যানের কোট একদম ভিজে গেছে। বস গম্ভীর চেহারা নিয়ে হুইল থেকে একটা হাত সরিয়ে নিয়ে স্পিকিং টিউবটি মুখের কাছে ধরলেন। এরপর হুইসেল বাজালেন। প্রায় তিরিশ সেকেন্ড পর রাগান উত্তর দিল।

BanglaBook.org

"ইয়েস, ক্যাপ্টেন?"

"ওখানকার অবস্থা কী?"

"আমি ভালো পরিমাণ বাষ্পীয় শক্তি পাচ্ছি, কিন্তু পানি এখনও বাড়ছে।" রাগানের কণ্ঠে আতংকের সুর। "এটা এখন আমার গোড়ালির ওপরে।"

"এটা তোমার হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছানোর সাথে সাথেই তুমি ওখান থেকে সরে যাবে," বস তাকে হুকুম দিল।

"আপনি কি এখনও চান লাইফবোটটা আমি রশি থেকে খুলে ফেলি?" রাগানের কণ্ঠে উদ্বেগ।

"তোমাকে আর ওটা নিয়ে চিন্তা না করলেও চলবে," বস তিক্ত স্বরে বলল। "এটা পানিতে ভেসে গেছে।"

রাগান ওর কণ্ঠের আতঙ্ক লুকিয়ে রাখতে পারল না। "বোট পরিত্যাগ করা জরুরী হয়ে পড়লে আমরা তখন কী করব?"

বস আবেগ-শূন্য কণ্ঠে বললেন, "খোদার কাছে দোয়া করো যেন হ্রদের পানিতে যথেষ্ট পরিমাণে কাঠের ভগ্নাবশেষ ভাসতে থাকে যেটাতে ভর দিয়ে আমরা ঝড় শেষ না হওয়া পর্যন্ত টিকে থাকতে পারব।"

বস স্পিকিং টিউবটি আগের জায়গায় রেখে দিলেন এবং হুইলে জোরালো একটা মোচড় দিলেন, যাতে ফুসে ওঠা তরঙ্গকে পাশ কাটানো যায়। বস একটা ব্যাপারে ভয় পাচ্ছিলেন। বিশাল একটা ঢেউ যদি ফেরি-বোটের একপাশে আঘাত হানে এবং এটি যদি ওই আঘাত সামলে নিতে না পারে, ফেরিনৌকাটি উল্টে যাবে এবং ট্রেনের ওজনের কারণে পাথরের টুকরোর মতো ডুবে যাবে।

দমকা বাতাসের বিরুদ্ধে ফেরিকে চালনা করার জন্য লড়াই করতে গিয়ে, তিনি এক পলকের জন্য ট্রেনের দিকে তাকালেন। হতভম্ব দৃষ্টিতে দেখলেন এটি প্রচণ্ডভাবে এপাশ-ওপাশ দুলছে। অন্যদিকে একই সময়ে ফেরি-বোটটিও দুই ঢেউয়ের মাঝখানের অংশে পতিত হল।

বেল এই কথা ভেবে কিছুটা স্বস্তি পেল যে কালিস্পেল যদি হ্রদের গভীরে ডুবে যায় তাহলে খুনে ডাকাতটাও ওর সাথে মারা যাবে।

লোকোমোটিভের ভেতরে, হান্ট এবং কার হাতের নাগালে থাকা যেকোনো ভালভ, গজ অথবা লিভারের সাথে ঝুলে আছে যাতে বয়লার অথবা ক্যাবের এক পাশে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হতে না হয়। অ্যাবনার বসে আছে ফায়ার-ম্যানের সিটে, সে ওর পা-জোড়াকে জানালার নিচের ফ্রন্ট প্যানেলের সাথে আটকে রেখেছে। সে ইঞ্জিনিয়ার এবং ফায়ার-ম্যানের ওপরে অস্ত্র তাক করে রাখার কোনো দরকার দেখছে না। সবাই এখন নিজের প্রাণ বাঁচানোর প্রচেষ্টায় ব্যস্ত। ওদের কাছে সে এখন আর কোনো হুমকি না। ঝড়ের দাপটেই কাবু হয়ে গেছে ওরা।

BanglaBook.org

অ্যাবনারের মনে এই কথা কোনোভাবেই আসেনি যে হান্ট এবং কার ওর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারে। ওরা যে নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে কথা বলেছে সেটা ওর কানে আসেনি, বা ওরা যে গোপনে একে অপরের সাথে হাতের ইশারায় যোগাযোগ করেছে সেটা তার নজরে পড়েনি। সে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেখছিল হ্রদের নিষ্ঠুর পানি কিভাবে হিংস্র ভঙ্গিতে ফেরি-বোটের ওপরে আছড়ে পড়ছে। ইঞ্জিনিয়ারটি তার সিট থেকে পড়ে গেলেন, এরপরে টলোমলো পায়ে ক্যাবের আড়াআড়ি চলতে লাগলেন। একপর্যায়ে অ্যাবনারের শরীরের সাথে তার জোরালো সংঘর্ষ হল। এই আঘাত অ্যাবনারকে মুহূর্তের জন্য হতভম্ব করে দিল। কিন্তু সে হান্টকে গায়ের জোরে রুক্ষ ভঙ্গিতে ক্যাবের এক পাশে ঠেলে দিল।

মারামারি করার উত্তেজনায় উত্তেজিত হয়ে, কয়লা ফেলার বেলচাটিকে মাথার ওপরে তুলে জোরালোভাবে দোলাতে লাগল কার। এরপরে সে ওটাকে অ্যাবনারের শোল্ডার-ব্লেডের দিকে লক্ষ্য করে নামিয়ে আনল। কার যখন ওই আঘাতটা হানতে যাবে তখনই ফেরি-বোটটি কিছুটা দুলে উঠল। তাই, ওই বেলচা অ্যাবনারের মাথা মিস করে কাঁধে আঘাত করল। আঘাতটি করার পরে, কার-এর কাছে মনে হল, সে যেন একটা কাঠের গুঁড়িতে আঘাত হেনেছে। জায়গা-মতো লাগলে নিশ্চিতভাবেই এই আঘাতটি অ্যাবনারের খুলিতে ফাটল সৃষ্টি করত।

এটা ছিল একটা ভয়ঙ্কর আঘাত, হাড় গুড়িয়ে দেয়ার মতো আঘাত। এবং এই আঘাতে বেশির ভাগ মানুষই প্যারালাইজড হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। কিন্তু অ্যাবনারের ক্ষেত্রে এই কথা বলা যায় না। সে খাবি খেল, চেহারা যন্ত্রণায় কুঁচকে গেল, এবং সে গড়িয়ে গিয়ে হান্টের কাছ থেকে সরে গেল এবং হাঁটুর ওপরে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সে এরপরে হোলস্টার থেকে ওর পিস্তল বের করে কার-এর দিকে তাক করল। নিরাবেগ চেহারায়, চোখের পাতা একটুও না কাঁপিয়ে ট্রিগার টিপে দিল অ্যাবনার। কার তখন ওর হাতের বেলচা দিয়ে আরও একবার আঘাত হানার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু বুলেটটি তার বুকের মাঝখানে ছিদ্র করে ঢুকে যেতেই তাকে জায়গায় জমে যেতে হল। এই প্রবল আঘাত তাকে ক্যাবের ভেতরের ভালবের গোলকধাঁধার মাঝে ছুঁড়ে দিল।

কোনোরকম দ্বিধা না করে, অ্যাবনার রিভলবারের মুখ ঘোরাল হান্টের দিকে এবং ইঞ্জিনিয়ারের পাকস্থলী বরাবর গুলি করল। হান্টের শরীর ভাঁজ হয়ে গেল, তবে তার চোখ তখনও অ্যাবনারের ওপরে নিবদ্ধ। সেই চোখে আছে অ্যাবনারের প্রতি তীব্র ঘৃণা। সে যন্ত্রণাক্লিষ্ট চেহারা নিয়ে টলতে টলতে পিছিয়ে গেল, একহাত দিয়ে পেট ধরে রেখেছে, অন্য হাত সামনে প্রসারিত। খুব দেরী হয়ে যাওয়ার পরে, অ্যাবনার বুঝতে পারল হান্টের মনে কী চলছে। সে কোনো

BanglaBook.org

প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগেই, হান্ট হাতটা সামনে বাড়িয়ে ইঞ্জিনের ব্রেক লিভারে থাবা দিল, একে ডান থেকে বামে সরিয়ে দিচ্ছে। এই কাজের মাধ্যমে, মরণাপন্ন মানুষটি প্রতিশোধ নেয়ার ব্যবস্থা করে গেলেন।

ড্রাইভ হুইলটি দ্রুতগতিতে ঘুরতে লাগল। লোকোমোটিভটি তখন কাত হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অ্যাবনার, পিঠের ওপরে জোরালো আঘাত লাগায় সে দুর্বল হয়ে গেছে। দেহের চলাফেরার গতি ধীর। একটা কুয়াশা যেন ওর দৃষ্টিশক্তিকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরতে চাইছে। এবং এটা বুঝতে ওর অতিরিক্ত তিন সেকেন্ড বেশি সময় লাগল যে, লোকোমোটিভটি ফেরির ডক থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। অনিবার্য পরিস্থিতি এড়ানোর মতো সময় তখন আর ওর হাতে নেই। অ্যাবনার যতক্ষণে থ্রটলটিকে সামনে ঠেলে দিতে পারল, ১৩৪ টন লোকোমোটিভটি কালিস্পেলের ওপর থেকে সরে গিয়ে ফ্ল্যাটহেড লেক-এর শীতল পানিতে ডুব দিতে যাচ্ছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৫০

ঢেউ এবং বাতাসের কারণে প্রবল বেগ সৃষ্টি হওয়ায়, ক্রমওয়েলের বক্স-কারে থাকা কেউ প্রথমদিকে বুঝতে পারেনি যে ওই ট্রেন ফেরি-বোট থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে সরে যাচ্ছে। ট্রেনের অস্বাভাবিক নড়াচড়াটা বেল-ই সবার আগে দ্রুততার সাথে অনুভব করতে পারল। সে বুঝতে পারল যে, বক্স-কারের নিচের চাকাগুলো ঘুরতে শুরু করে দিয়েছে। সে ধাক্কা দিয়ে ফ্রেইট ডোর খুলে ফেলল, জোরালো বাতাস আঘাত হানল ওর মুখে। ওই বাতাস এক মুহূর্তের জন্য টলিয়ে দিল ওকে। কিন্তু এরপর সে তার মাথা নিচে নামাল এবং শরীর ঝুঁকিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। বাইরে আসতেই, একই সাথে দুটো ভয়াবহ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে হল ওকে। এক, ট্রেনের সম্মুখগতির কারণে ডেকটি যেন স্টার্টের দিকে সরে যাচ্ছে। এবং, দুই, লোকোমোটিভের সামনের দিকের চারটি হুইল ফেরি-বোটের অগ্রভাগ থেকে সরে গিয়ে নিচের উত্তাল তরঙ্গে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে।

বেল ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল। "ট্রেনটি ফেরি-নৌকা থেকে পড়ে যাচ্ছে!" প্রবল বাতাস ছাপিয়ে ওর চিৎকার শুনা যাচ্ছে। "যত তাড়াতাড়ি পারো, ঝাঁপ দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাও!"

ক্রমওয়েল ভাবল এইবার একটা সুযোগ ওর হাতে ধরা দিয়েছে এবং সামনে যে বিপর্যয়কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে যাচ্ছে সেটা সে তাৎক্ষণিকভাবে উপলব্ধি করতে পারল না। কোনো কথা না বলে, সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সে অটোমেটিকটা বের করল। বোকার মতো একটা ভুল। তৎক্ষণাৎ ট্রিগারে চাপ দিয়ে বেলকে খুন করার বদলে, সে কিছুক্ষণ দ্বিধায় ভুগে বলল, "গুডবাই, আইজ্যাক।"

আচমকা, যেই হাত শক্ত করে অস্ত্রটিকে ধরে রেখেছিল, সেই হাত জোরালো একটা ঘা খেয়ে একপাশে সরে গেল। পিস্তল থেকে ছোঁড়া বুলেটটি বেল-এর মাথার ওপরের দরজার কাঠামোতে গভীর একটা ক্ষত সৃষ্টি করল।

মার্গারেট ক্রমওয়েলের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল, ওর ঘন কালো চোখে তখন আগুন জ্বলছে। সেই চোখে নেই কোনো ভয়, নেই কোনো আতঙ্ক। ওর

BanglaBook.org

ঠোঁট-জোড়া পরস্পরের সাথে শক্ত করে এঁটে রাখা, যতক্ষণে না মেয়েটি কথা বলার জন্য মুখ খুলল। "যথেষ্ট হয়েছে, জ্যাকব," মেয়েটি বলল।

মেয়েটির এছাড়া আর কিছু বলবার মতো সময় ছিল না। বেল খপ করে ওর হাত ধরল। "লাফ দাও!" সে মেয়েটিকে তাড়া দিল। "তাড়াতাড়ি!"

শুধু বেল অনিবার্য পরিস্থিতিটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারল। সে আরেকবার দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখতে পেল ইঞ্জিনটি প্রায় পুরোপুরি ঢেউয়ের তলায় উধাও হয়ে গেছে এবং এর টেন্ডার ও বক্স-কার দ্রুতগতিতে নড়াচড়া করছে। বিপুল ওজনের পানি এদেরকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। ডেকটি তীক্ষ্ম কোণ নিয়ে একপাশে কাত হয়ে গেল। কালিস্পেল এখন ট্রেন নিয়ে হ্রদের তলায় ডুবে যাওয়ার ভয়াবহ ঝুঁকির মাঝে আছে।

ঘৃণায় ওর চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে, ক্রমওয়েল ঝট করে কোল্টের মাজলটি আবারও বেল-এর দিকে ঘোরাল, কিন্তু মার্গারেট দুই পুরুষের মাঝখানে নিজেকে দাঁড় করাল। ক্রমওয়েল শেষ পর্যন্ত বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়েছে, এটা বুঝতে পেরে ওর চোখে উন্মাদনা দেখা গেল যে পরাজয় এবং মৃত্যু মাত্র কয়েক সেকেন্ডের দূরত্বে দাঁড়িয়ে। সে ধাক্কা দিয়ে মার্গারেটকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল যাতে সে দরজা দিয়ে লাফিয়ে বাইরে চলে যেতে পারে, কিন্তু মেয়েটি নিজের হাত দিয়ে ওর ভাইয়ের কোমরকে প্যাঁচিয়ে টান দিয়ে তাকে বক্স-কারের ভেতরে এনে ফেলল। সে অস্ত্রটির ব্যারেল মার্গারেটের দিকে ঘুরিয়ে সেটি দিয়ে ওর গালে আঘাত করল। রক্ত চুইয়ে চুইয়ে পড়ল, কিন্তু মার্গারেট ওকে বজ্রমুষ্টিতে শক্ত করে চেপে ধরে রাখল, যেটা ছাড়িয়ে নেয়া ক্রমওয়েলের পক্ষে অসম্ভব।

মালবাহী-গাড়ির সামনের দিকের চাকাগুলো দুর্নিবার বেগে গড়াতে গড়াতে ফেরি-বোট থেকে সরে যাচ্ছে। বেল হ্যাঁচকা টানে মার্গারেটকে দরজা থেকে বের করার প্রয়াস পেল, কিন্তু সে তখনও ওর ভাইকে খুব শক্ত করে ধরে রেখেছে। মার্গারেটের পরনের নীলচে সোয়েটারের হাতা ছিঁড়ে বেল-এর হাতে চলে আসতেই বেল মার্গারেটকে হারিয়ে ফেলল।

মেয়েটি বেল-এর দিকে তাকাল, ওর চোখে কোমল অনুভূতি খেলা করছে। "আমি দুঃখিত, আইজ্যাক।"

সে ওকে ধরার জন্য হাত বাড়াল, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। বেল দরজার মাঝ দিয়ে নিচে পড়ে যাচ্ছে।

শূন্যে থাকা অবস্থাতেই ওর শরীর ভয়ানক-ভাবে মুচড়ে গিয়েছিল। সে কাঠের ডেকের ওপরে দড়াম করে বাড়ি খেল। ভিড় ধরা পাঁজরের বিপরীত পাশে আঘাত পেল ও। এই জোরালো সংঘর্ষে তীব্র যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল ওর সারা দেহে।

BanglaBook.org

সে ওখানেই শুয়ে রইল, চেহারায় আতঙ্ক নিয়ে দেখল ক্রমওয়েলের বক্স-কার হ্রদের তলায় ডুবে যাচ্ছে। ওর মনে একটা আশার উদয় হল, মার্গারেট হয়তো এখনও দরজার মাঝ দিয়ে লাফিয়ে পানিতে পড়তে পারে। মেয়েটি তখন ভাগ্যক্রমে বেঁচেও যেতে পারে। কিন্তু সেটি হওয়ার নয়।

অন্যদিকে, বক্স-কারটি ধীরে ধীরে পানিতে ডুবে যাচ্ছে। খুলে রাখা ফ্রেইট ডোরের মাঝ দিয়ে পানি এমন প্রবল বেগে প্রবেশ করছে যে বক্স-কারের ভেতরে থাকা কারুর পক্ষে দরজা দিয়ে পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তখনও আশায় বসতি গড়ে, ডেকের ওপরে শুয়ে রইল বেল। হ্রদের পানি ওর চারপাশে ঘূর্ণি পাকাচ্ছে। সে হ্রদের গভীর থেকে উঠে আসা বুদবুদের দিকে স্থির চেয়ে রইল সে। ট্রেন যেখানটায় ডুবেছিল, বেল তখনও সেখানটায় তাকিয়ে আছে। কিন্তু মার্গারেট বা ওর ভাই, দুজনেই কেউই পানির ওপরে উঠে এল না।

ফেরি-বোটের অগ্রভাগ দুলে উঠল। প্রায় দেড়শ টন ওজনের ট্রেনটির ভার থেকে মুক্ত হওয়ার আনন্দেই যেন ফেরি-বোটের কাঠামো পানির স্তর থেকে প্রায় এক ফুট ওপরে উঠে গেল। প্রায় সাথে সাথেই, হুইল-হাউজে থাকা ক্যাপ্টেন বসকে বিপুল পরিমাণ স্বস্তি উপহার দিয়ে কালিস্পেলের স্থিতিশীলতা নাটকীয়ভাবে বেড়ে গেল এবং ঢেউয়ের মাঝ দিয়ে পথ করে করে চলতে শুরু করল এটি। এর প্যাডল হুইলগুলো একে হ্রদের পশ্চিম পাড়ের দিকে নিয়ে যেতে লাগল।

ডেক থেকে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে হুইল-হাউজ পর্যন্ত যেতে বেলকে দারুণ সংগ্রাম করতে হল, প্রায় দশ মিনিট লাগল। যখন সে হুইল-হাউজে পৌঁছাল, প্রবাদ-প্রবচনে উল্লেখ করা সেই ভেজা ইঁদুরটার মতোই লাগছিল ওকে তখন। বস অবাক চোখে বেল-এর দিকে চেয়ে রইলেন।

"বুঝতে পারছি না, তুমি আবার কোথা থেকে এলে?"

"আপনি যখন উডস বে-এর ঘাট থেকে ফেরি-বোটটি সরিয়ে নিচ্ছিলেন, তখনই আমি লাফ দিয়ে ডেকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আর আমার নাম বেল। আমি ভ্যান ডর্ন এজেন্সির একজন এজেন্ট।"

"তোমার ভাগ্য ভালো যে তুমি অন্যদের সাথে ডুবে যাওনি।"

"হ্যাঁ," সে বলল। "আমি ভাগ্যবান।"

"এই লোকগুলো কারা?"

"দুজন ছিল ট্রেনের নিরীহ ক্রু। ওদের কোনো দোষ নেই। ওদেরকে ভয় দেখিয়ে জিম্মি করা হয়েছিল। আর অন্য তিনজনকে খুন এবং ডাকাতির দায়ে খোঁজ করা হচ্ছিল। বন্দরে পৌঁছেই আমি ওদেরকে গ্রেফতার করতাম।"

"শয়তানগুলোর ভাগ্য খারাপ। পানিতে ডুবে মারা যাওয়াটা খুব দুর্ভাগ্যজনক।"

BanglaBook.org

বেল-এর মন তখন গভীরভাবে অপরাধ-বোধ এবং বিষাদে ছেয়ে আছে। সে ওর দৃষ্টি হ্রদের জলের দিকে ঘোরাল, ওর চেহারা ভাবলেশহীন। ঢেউগুলোকে এখন আর তেমন ভীতিকর মনে হচ্ছে না। স্রোত অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। চিনুক সরে যাচ্ছে পূর্ব দিকে। দমকা বাতাসেরও গতিবেগ কমে গিয়ে মৃদুমন্দ বায়ুতে পরিণত হয়েছে সেটি।

"আপনি ঠিকই বলেছেন," আগের কথার খেই ধরে সে ফিসফিসিয়ে বলল। "ওদের এভাবে মারা যাওয়া সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।"

হ্রদের গভীরতা থেকে ওপরে উঠে আসা ট্রেন

১৬ এপ্রিল, ১৯৫০ ফ্ল্যাটহেড লেক, মন্টানা

কয়লা টেন্ডারকে বজরার ওপরে নিয়ে এসে প্যাসিফিক লোকোমোটিভের পেছনে রাখার পরে, ডাইভারেরা ইস্পাতনির্মিত লিফট ক্যাবলগুলোকে বক্স-কারের নিচ দিয়ে চালনা করার কাজে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করলেন এবং সেগুলোকে একটা ক্রেডলের সাথে সংযুক্ত করলেন যাতে এটাকে উঁচু করা যায়। ময়লা এবং আঠালো কাদা স্বত্ত্বেও, টেন্ডারের পাশে লিখে রাখা সাউদার্ন প্যাসিফিক নামটা এখনও পঠনযোগ্য।

দুপুরের শেষভাগে, বব কফম্যান, এই স্যালভেজ অপারেশনের ডাইরেক্টর তিনি, অস্থির ভঙ্গিতে ডেকের ওপরে পায়চারি করতে লাগলেন। ডাইভারদেরকে তখন হ্রদের তলা থেকে তুলে প্ল্যাটফর্মের ওপরে নিয়ে আসা হচ্ছে। তিনি মুখ তুলে আকাশের মেঘটাকে একবার দেখে নিলেন। যদিও ওই মেঘ কিছুটা ঘন কালো রূপ ধারণ করেছে, তবে সেটা ভীতিজনক কিছু না। তিনি একটা সিগারেট ধরিয়ে ডাইভ মাস্টারের মাথা থেকে হেলমেট সরানোর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ডাইভ মাস্টারের মাথা থেকে হেলমেট সরে যেতেই, কফম্যান তার কাছে জানতে চাইলেন, "কী অবস্থা?"

চল্লিশে পা রাখা, মাথা টাক পড়তে শুরু করা ডাইভারটি নড করল। "ক্যাবলটা শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। আপনি এবার ক্রেইন অপারেটরকে উত্তোলন শুরু করার কথা বলতে পারেন।"

ক্রেইন অপারেট করা লোকটির উদ্দেশ্যে কফম্যান হাত ইশারা করল। ক্রেইনটি বজরার ডেক থেকে আকাশের দিকে উঠে গেল। "সবকিছু তার দৃঢ়ভাবে লাগানো!" সে চিৎকার করল। "উঁচু করে সরিয়ে নাও।"

কফম্যান এরপর মুখ ঘুরিয়ে কথা বলল বজরার ডেকে তার সামনে দাঁড়ানো লম্বা, বয়স্ক, রুপালি-চুলের মানুষটির সাথে। "আমরা বক্স-কারটা তোলার জন্য প্রস্তুত, মিস্টার বেল।"

আইজ্যাক বেল নড করল। তার চেহারা এমনিতে শান্ত দেখালেও, সেখানে উত্তেজনার একটা চিহ্ন ফুটে উঠেছে। "ঠিক আছে, মিস্টার কফম্যান।

BanglaBook.org

দেখা যাক এতগুলো বছর হ্রদের তলায় থাকার পরে এটার অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে।"

ক্রেইন অপারেটর লিফট লিভারগুলোকে সংযুক্ত করে ক্যাবলে টাইট দিল। অন্যদিকে ক্রেইনের ওপরের ডিজেল ইঞ্জিন অলস অবস্থা কাটিয়ে উচ্চ গতিতে ঘুরতে ঘুরতে বক্স-কারটিকে উত্তোলন করতে শুরু করে দিয়েছে। ১৩৪ টন ওজনের লোকোমোটিভকে ওপরে তুলে আনার সাথে তুলনা করলে এই কাজ একেবারে জলবৎ তরলং। বক্স-কারটিকে হ্রদের তলদেশ থেকে টেনে তুলতেই, উত্তোলন করার কাজটি মসৃণ গতিতে চলতে থাকল।

বেল মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল, বক্স-কারটি পানির সারফেস ভেঙে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসছে। ক্রেইনটি আস্তে করে এটিকে বজরার ওপরে দোলাচ্ছে। দক্ষতার সাথে কন্ট্রোল প্যানেল সামাল দিয়ে, ক্রেইন অপারেটর সাবধানে বক্স-কারটি নিচু করল যতক্ষণে না এটিকে লোকোমোটিভ এবং টেন্ডারের পেছনে স্থাপন করা যায়।

ট্রেনের দিকে তাকিয়ে থেকে, বেল কল্পনা করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে গেল যে এটিকে অতোগুলো বছর আগে ঠিক কেমন দেখাতো। সে হেঁটে গিয়ে বক্স-কারের কাছে গেল এবং দেয়ালের গায়ে লেগে থাকা শ্যাওলা মুছতেই এর সিরিয়াল নম্বরটি দেখা গেল। চুইয়ে চুইয়ে পড়তে থাকা নোংরা, আঠালো কাদার মাঝে এটি নামেমাত্র দৃশ্যমান।

বেল মুখ তুলে ফ্রেইট ডোর-এর দিকে তাকাল। এটা এখনও খোলাই রয়ে গেছে। এই খোলা দরজা দিয়েই সে বহুদিন আগে নিচে পড়ে গিয়েছিল। এর ভেতরটা অন্ধকার, কারণ মেঘের জন্য সূর্যের আলো কমে এসেছে। ওর মনে অতীতের সেই সব স্মৃতিগুলো বন্যার তোড়ের মতো ভেসে আসতে লাগল। সেই নিয়তি নির্ধারিত দিনটিতে, ট্রেনটি চড়ে বসেছিল ফেরির ওপরে। এরপরে গিয়ে আশ্রয় নেয় হ্রদের তলায়।

ভেতরে গেলে কী খুঁজে পাওয়া যাবে সেটা ভেবে বেল মনে মনে ভয় পাচ্ছিল।

কফম্যান কোথা থেকে একটা মই নিয়ে এলেন। মইটিকে বক্স-কারের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড় করালেন তিনি। "আপনি আগে যান, মিস্টার বেল।"

বেল কথা না বলে নড করল। এরপর ধীরে ধীরে মই বেয়ে উঠতে শুরু করল যতক্ষণ না বক্স-কারের চৌকাঠে দাঁড়াল। সে আঁধার ভেদ করে তাকানোর চেষ্টা করল, কানে আসছে বক্স-কারের ভেতরের টিপ টিপ করে পানি পড়ার আওয়াজ। ভয়ে ওর শরীর একটা কাঁপুনি দিয়ে উঠতে চাইলেও বেল সেটাকে দমন করল। ভেতরের আর্দ্রতা এবং নোংরা কাদামাটির গন্ধের মাঝে যেন মৃত্যু, নোংরামি, আর শয়তানির তীব্র দুর্গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে।

BanglaBook.org

একসময়কার-কারুকার্যময় আসবাবপত্র দিয়ে ভর্তি রাজকীয় বক্স-কারটিকে এখন দেখে মনে হচ্ছে এটি যেন কোনো এক দুঃস্বপ্ন থেকে উঠে এসেছে। মখমলের কার্পেট মোড়ানো মেঝে এখন নোংরা কাদায় ঢেকে আছে। সেই মেঝেকে অলংকরণ করেছে লম্বা সরু আগাছা। নিপুণভাবে খোদাই করা বার, লেদার চেয়ার এবং কাউচ, মাথার ওপরে টিফানি বাতি, এমনকি দেয়ালে লাগানো পেইন্টিং-ও, কাদা এবং আগাছার তলায় বিদঘুটে দেখাচ্ছে। ছোট ছোট মাছ যেগুলো বক্স-কারটি তোলার সময় পালিয়ে যেতে পারেনি সেগুলো মেঝের ওপর লাফালাফি করছে।

১৯০৬ সালে যেরকম দেখেছিল, দেয়ালের পাশে সেভাবেই পড়ে আছে ৫-টি লেদার ট্রাংক। সে পকেট থেকে একটা ফোল্ডিং নাইফ বের করে প্রথম ট্রাংকের প্রায় জমে যাওয়া হুড়কোটি উঁচু করে তুলে ধরল। ট্রাংকের ডালা খুলে সে দেখতে পেল, এর ভেতরটা তুলনামূলকভাবে কাদামাটি-মুক্ত। সে সতর্কতার সাথে এক বান্ডিল টাকা হাত দিয়ে তুলে নিল। কাগজের মুদ্রাটি বেশ আর্দ্র, কিন্তু এর আকার-আকৃতি, দৃঢ়তা এখনও অটুট। গোল্ড সার্টিফিকেট বিলের ছাপানো অক্ষর এখনও স্পষ্ট।

কফম্যান বেল-এর সাথে যোগ দিল এবং মুগ্ধ দৃষ্টিতে, অবাক নয়নে, চোখ বড় বড় করে ট্রাংকের ভেতরে ঠাসাঠাসি করে গাদা গাদা নোটের দিকে চেয়ে রইল। "ওখানে কত টাকা আছে বলে আপনার অনুমান?"

বেল এর ঢাকনাটা বন্ধ করে অন্য চারটি ট্রাংকের দিকে ইশারা করল। "আন্দাজ করব? চার অথবা পাঁচ মিলিয়ন হতে পারে।"

"আমার ক্রু-ম্যানরা এসবের খবর না জানলেই ভালো," কফম্যান সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল। "এত টাকা দেখলে ওদের মাথা গড়বড় হয়ে যেতে পারে।"

বেল হাসল। "আমি নিশ্চিত সান ফ্রান্সিসকোর ব্যাংকিং কমিশনার দারুণ উদারতার পরিচয় দিয়ে আপনাকে এবং আপনার ক্রু-ম্যানদেরকে বড় অংকের অর্থ পুরস্কার দেবেন।"

কফম্যানকে সন্তুষ্ট দেখাল, ওর চোখের দৃষ্টি বক্স-কারের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। "ডুবে যাওয়ার আগে এটার চেহারা নিশ্চয়ই বিলাসবহুল রাজপ্রাসাদের মতোই ছিল। একটা বক্স-কারকে প্রাইভেট পুলম্যান পার্লার কার-এর মতোন করে সাজাতে আমি এর আগে কখনও দেখিনি।"

"খরচের ব্যাপারে কোনো কার্পণ্য করা হয়নি," বেল বলল, ওর চোখ ফ্লোরের ওপরে ইতিউতি ছড়িয়ে রাখা ভিন্টেজ শ্যাম্পেন এবং দামী ব্র্যান্ডির কয়েকটা বোতলের দিকে।

কফম্যানের চেহারা গম্ভীর হয়ে গেল, মেঝের ওপরে উঁচু হয়ে থাকা দুটো কদাকার ঢিবির দিকে ইঙ্গিত করছে। "এই দুজনের খোঁজই কি আপনি করছিলেন?"

BanglaBook.org

বেল গম্ভীর চেহারায় নড করল। "জ্যাকব ক্রমওয়েল, সেই কুখ্যাত বুচার ব্যান্ডিট এবং তার বোন, মার্গারেট।"

"বুচার ব্যান্ডিট," কফম্যান শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ের সাথে বলল। "আমি সবসময় ভেবে এসেছি যে সে উধাও হয়ে গেছে।"

"একে নিয়ে বহু বছর ধরে বহু কল্পকথা রচিত হয়েছে, কারণ ওর ডাকাতি করা টাকা কখনও পুনরুদ্ধার করা যায়নি।"

এডিপোস টিস্যু যেটা একসময় ক্রমওয়েলের চর্বি জমা করে রেখেছিল তা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে এবং তার দেহটি মোমের মতো হয়ে গিয়েছে। কুখ্যাত ডাকাতটাকে দেখে মনেই হচ্ছে না এই লোক একসময় জীবিত কেউ ছিল। ওর দেহ যেন গলে গিয়ে বাদামী রঙের আঠালো পদার্থের একটি পিণ্ডে পরিণত হয়েছে। ওর দেহটা এমনভাবে মুচড়ে গেছে, যেন টনকে টন পানি যখন প্রবল বেগে বক্স-কারের ভেতরে ঢুকছিল তখন ভয়ানক আতঙ্কে সেটা মুচড়ে গিয়েছিল। তবে বেল ভালো করেই জানে, ক্রমওয়েল হয়তো বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করেছিল, কিন্তু আতংক নামক অনুভূতিটি কখনই ওকে কব্জা করতে পারেনি।

বেল বহু কষ্টে কাদা-পানির মাঝ দিয়ে হেঁটে হেঁটে মার্গারেটের দেহ যেখানে শুয়ে আছে সেখানে গেল। ওর চকচকে চুল এখন পলিমাটির ওপরে ছড়িয়ে আছে এবং আগাছার সাথে সুতার মতো জড়িয়ে আছে। এককালের সুন্দর চেহারাটিকে দেখে এখন মনে হচ্ছে সে যেন কোনো শিল্পীর অসমাপ্ত ভাস্কর্য। বেল নিজেকে সামলাতে পারল না। মনে পড়ে গেল মেয়েটির সৌন্দর্য এবং প্রাণবন্ত চলাফেরা, সেই রাতে যেদিন ওর সাথে ব্রাউন প্যালেস হোটেলের লিফটে দেখা হয়েছিল।

কফম্যান বেল-এর ভাবনায় বাধা দিল। "এই মেয়েটিই কি বুচার ব্যান্ডিটের বোন?"

বেল সায় দিল। ওর মন তখন বিষাদে ভারাক্রান্ত। বেল মার্গারেটকে সে ভালোবাসতো না। কিছুটা পছন্দ করত যদিও। কিন্তু পছন্দ করার চেয়ে ঘৃণার পরিমাণটাই বেশি। ভাইয়ের সাথে মিলে এই মেয়েটি যেসব অপরাধ করেছে তার কোনো ক্ষমা নেই। ওর ভাইয়ের মতো এই মেয়েটারও মৃত্যু প্রাপ্য ছিল।

"ওর চেহারা দেখে যদিও এখন আর বলার কোনো উপায় নেই," কফম্যান বলল। "তবে মেয়েটি একসময় নিশ্চয়ই ডাকসাইটে রকমের সুন্দরী ছিল।"

"হ্যাঁ, সত্যিই সে দারুণ সুন্দরী ছিল," বেল বলল। "কিন্তু ওর ভেতরটা ছিল শয়তানিতে পরিপূর্ণ।" সে চেহারায় দুঃখ মেখে ঘুরে দাঁড়াল, তবে ওর চোখে পানি ছিল না।

BanglaBook.org

মধ্যরাতের কিছুটা আগে, ধ্বংসাবশেষ উদ্ধারকারী বজরাটি ডেকের সাথে বেঁধে রাখা হল। বেল কফম্যানকে অনুরোধ করল তিনি যেন দেখেন যে, লাশগুলোকে যেন সবচে কাছের মর্গে নিয়ে যাওয়া হয় এবং হান্ট ও কার-এর আত্মীয়দের কাছে খবরটা পৌঁছে দেয়া হয়। জোসেফ ভ্যান ডর্ন তখন ডকে দাঁড়িয়ে আছেন, চারজন এজেন্ট ঘিরে আছে তাকে। বেল তাকে দেখেই চিনতে পারল। ভ্যান ডনের এখানে উপস্থিত থাকাটা ওকে বিস্মিত করল না।

ভ্যান ডনের বয়স যদিও আশির কোঠায়, তবুও তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তার মাথার সব চুল পেকে গেছে, কিন্তু তার চোখ-জোড়া এখনও ঔজ্জ্বল্য হারায়নি। যদিও তার দুই পুত্র এখন ওয়াশিংটন ডিসির অফিস থেকে ডিটেকটিভ এজেন্সি চালায়, তবে তিনি এখনও শিকাগোতে তার পুরনো অফিসেই বসেন এবং সেই সব কেসের ব্যাপারে বুদ্ধি-পরামর্শ দেন যেগুলোর কখনও সমাধান করা যায়নি।

বেল হেঁটে এসে ভ্যান ডনের সাথে হ্যান্ডশেক করল। "অনেক দিন পর। আপনার সাথে দেখা হয়ে ভালো লাগল, জোসেফ।"

ভ্যান ডর্ন চওড়া হাসি হাসলেন। "তুমি অবসর নেয়ার পর থেকে আমার কাজ আর অতটা ইন্টারেস্টিং থাকেনি।"

"এই কেসের কাজে ফিরে আসার ব্যাপারে কেউ আমাকে থামাতে পারতো না।"

ভ্যান ডর্ন স্থির চোখে বক্স-কারটির দিকে চেয়ে রইলেন। ফেরি-ঘাটের ওপরের ডিম-লাইটের আলোয়, এটাকে পানির গভীর থেকে উঠে আসা একটা ঘৃণ্য দানবের মতো লাগছে। "ওটা এখানেই আছে তো?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

"টাকা?"

বেল স্রেফ নড করল।

"আর ক্রমওয়েল?"

"সে আর তার বোন, মার্গারেট। দুজনেই আছে।"

ভ্যান ডর্ন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "তাহলে অবশেষে এর শেষ হল। আমরা এবার বুচার ব্যান্ডিটের কাহিনীর সমাপ্তি টানতে পারব।"

"ক্রমওয়েল ব্যাংকের আমানতকারীদের বেশিরভাগই এখন আর জীবিত নেই," বেল বলল।

"না, কিন্তু তাদের উত্তরাধিকারীদেরকে এই অপ্রত্যাশিত লাভ সম্পর্কে অবহিত করা হবে।"

"আমি কফম্যান এবং তার ক্রুদেরকে কথা দিয়েছি যে ওদেরকে বড় অঙ্কের ফাইন্ডারস ফী দেয়া হবে।"

BanglaBook.org

"আমি দেখব যেন ওরা সেটা পায়," ভ্যান ডর্ন কথা দিলেন। তিনি বেল-এর কাঁধে হাত রাখলেন। "নাইস ওয়ার্ক, আইজ্যাক। আফসোস...পঞ্চাশ বছর আগেই ওই ট্রেন খুঁজে পেলাম না।"

"ট্রেন যেখানে ডুবেছিল হ্রদের গভীরতা সেখানে ২৭০ ফুট," বেল ব্যাখ্যা করল। "সান ফ্রান্সিসকো ব্যাংকিং কমিশনার কর্তৃক ভাড়া করা স্যালভেজ কোম্পানিটি লোকোমোটিভটির খোঁজ পেতে খুব চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ১৯০৭ সালের ওই অভিযানে সেটা ওরা খুঁজে পায়নি।

"কিভাবে এটা ওরা মিস করল?"

"এটা লেক-এর ভূমিতে থাকা একটা ফাটলের মধ্যে আটকে পড়েছিল। তাই ওরা যেই ড্র্যাগ-লাইন টেনেছিল, সেটি এর ওপর দিয়ে চলে যায়।"

ভ্যান ডর্ন মাথা ঘুরিয়ে ডকের কাছে পার্ক করে রাখা গাড়ির দিকে নড করলেন। "আন্দাজ করছি তুমি বাসার দিকে রওনা হচ্ছ।"

বেল সায় দিল। "আমার স্ত্রী অপেক্ষা করছে। আমরা ড্রাইভিং করে সান ফ্রান্সিসকোতে ফিরে যাব।"

"সান ফ্রান্সিসকোতে কেন?"

"বুচার ব্যান্ডিটের ব্যাপারে তদন্ত করার সময় আমি ওই শহরটার প্রেমে পড়ে যাই। আর, ভূমিকম্পের পরে সিদ্ধান্ত নেই যে সেখানেই থাকব। আমরা এখন নব হিলের ওপরে অবস্থিত ক্রমওয়েলের পুরনো ম্যানশনটিতে থাকি।"

বেল ভ্যান ডনের সঙ্গ-ত্যাগ করে ফেরিঘাটের কাছে পার্ক করে রাখা গাড়ির দিকে গেল। ডকের বাতির তলায় ১৯৫০ কাস্টম সুপার এইট কনভার্টিবলের নীলচে রঙ জ্বলজ্বল করছিল। রাতের বাতাস শীতল হলেও, গাড়ির উর্ধ্বাংশ নামিয়ে রাখা।

ড্রাইভিং সিটে বসে আছে একজন মহিলা। একটা স্টাইলিশ হ্যাট তার সোনালি চুলকে ঢেকে রেখেছে। বেল গাড়ির কাছাকাছি হতেই মহিলাটি তার দিকে ফিরে তাকাল।

বেল দরজা খুলে মেয়েটির পাশের সিটে নিজেকে গলিয়ে নিল। মেয়েটি ওর ঠোঁটে চুমু খেল। "ফিরে আসতে তোমার কিছুটা দেরি হয়ে গেল।"

"খুব কঠিন একটা দিন গেছে," সে লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল।

ম্যারিওন ইগনিশন ঘুরিয়ে গাড়ি চালু করল। "যা খুঁজছিলে তা পেয়েছ তো?"

"জ্যাকব, মার্গারেট আর ওই টাকা, সব ওখানেই রাখি।"

ম্যারিওন মুখ বাড়িয়ে হ্রদের কালচে জলের দিকে তাকাল। "ওদের জন্য আমার সামান্য দুঃখ-ও হচ্ছে না। ওরা যেই জঘন্য অপরাধ করেছিল, তার জন্য এই শাস্তিই ওদের প্রাপ্য ছিল।"

BanglaBook.org

বেল-এর ক্রমওয়েলকে নিয়ে কথা বলতে আর ইচ্ছে হচ্ছিল না, তাই সে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল। "তুমি বাচ্চাদের সাথে কথা বলেছ?"

ম্যারিওন একসিলারেটর প্যাডালে পা রেখে গাড়িটির মুখ ফেরিঘাট থেকে ঘুরিয়ে মেইন-রোডের দিকে নিয়ে এল। "দুপুরে চারজনের প্রত্যেকের সাথেই কথা হয়েছে। বাসায় ফেরার সাথে সাথেই তুমি দেখবে, ওরা আমাদের বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষে একটা পার্টির আয়োজন করেছে।"

বেল ওর হাঁটুতে চাপড় দিল। "তুমি সারারাত ড্রাইভিং করার মতো মুডে আছ তো?"

মেয়েটি হেসে ওর হাতে চুমু খেল। "যত তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে যেতে পারবো, ততই ভালো।"

ওরা কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেল, বহুদিন আগের সেই অতীতস্মৃতিতে ওদের মন আচ্ছন্ন। তবুও ওদের দুজনের কেউই আর মাথা ঘুরিয়ে পেছন ফিরে ট্রেনটির দিকে তাকাল না।

- সমাপ্ত -

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org